একমেবাদ্বিতীয়ং

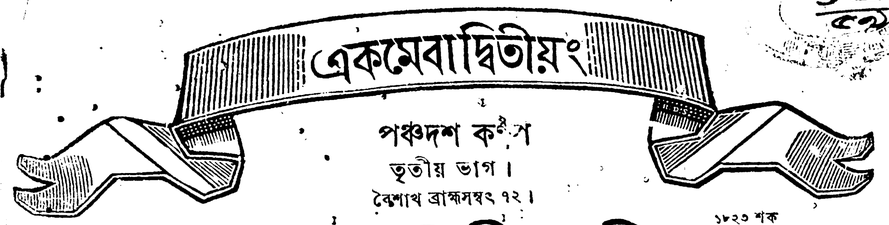

পঞ্চদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭২।

৬৯৩ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	১
সাধু ও অসাধুসঙ্গ	(শ্রী চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি	(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	৬
প্রাচ্য একেশ্বরবাদ	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৮
ব্যাকুলতা	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	১০
সর্ব্ব অবস্থায় তিনি আমাদের মিত্র	(শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী)	১০
নববর্ষ। উদ্বোধন	(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	১১
প্রার্থনা	...	১২
হিন্দুশাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্তবিধি ও আদি ব্রাহ্মসমাজ	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু)	১৩
সংবাদ		I
Sermosn of Maharshi Devendra Nath Tagore.	XIV.	

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ১১ বৈশাখ বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক	(বঙ্গানুবাদ)	মূল্য	১৲
উত্তর-চরিত নাটক।	ঐ	„	১।০
রত্নাবলী নাটক।	ঐ	„	৸০
মালতীমাধব নাটক।	ঐ	„	১৷৵০

(নবপ্রকাশিত)

মৃচ্ছকটিক নাটক	ঐ	„	১৷৷-
মুদ্রা-রাক্ষস নাটক	ঐ	„	১।০

২০১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের—পুস্তকালয়ে এবং ২০৯ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতও সংঘাত।

যদি কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বদ্ধমূল ভ্রান্তি দূর করিতে চাও, যদি কেহ দেশব্যাপী মূর্ত্তি-পূজার প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে চাও শীঘ্র এই পুস্তক ক্রয় কর। ইহা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ও অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵০। আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী কিরূপ অমৃতনিঃস্যন্দিনী তাহা সর্ব্বসাধারণে জানেন। তিনি স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত এবং উৎকৃষ্ট বান্ধাই মূল্য ।০ চার আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

৵০ অকারাদি বর্ণক্রমে পঞ্চদশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

আদি ব্রাহ্মসমাজ	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু	৬৯৩, ১২ ; ৬৯৪, ২৬ ; ৬৯৫, ৩৯ ;
'আমি' কি বস্তু	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯৭, ৭৬ ;
উন্নতি ও আত্মদর্শন	শ্রীসুরথনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৯৯, ১০০ ;
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি	৭০১, ১২৩ ;
একটি অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্য	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭০২, ১১৩ ;
কাঁহার নাম সত্য		৭০৪, ১৭১ ;
কৃষ্ণাবতার	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬ ৫, ৪২ ; ৬৯৬, ৫৭ ; ৭০১, ১২৫ ;
ক্রোধ ও ক্ষমা	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি	৬৯৪, ২৩ ;
গঙ্গাতীরে পথিকের গান	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯৮, ৯১ ;
গার্হস্থ্য উপাসনা-মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯৬, ৪৭ ; ৬৯৭, ৬১ ; ৬৯৮, ৭৭ ; ৬৯৯, ৯৩ ; ৭০১, ১২১ ; ৭০২, ১৩৫ ; ৭০৪, ১৭৪ ;
গুরুভক্তি	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি	৬৯৬, ৫২ ;
গ্রামের স্মৃতি	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯৬, ৫৫ ;
চিন্তা-কণিকা	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু	৬৯৭, ৭১ ;
জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু	৬৯৬, ৫৬ ; ৭০৩, ১৫৬ ;
দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ		
নববর্ষ। উদ্বোধন	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৬৯৩, ১০ ;
নববর্ষ। প্রার্থনা	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬৯৩, ১১ ;
নিশীথে অমৃত বাণী	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯৫, ৩৪ ; ৭০৩, ১৫৩ ;
পরমাত্মায় কি প্রয়োজন?	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬০৩, ৬ ;
প্রাচ্য একেশ্বরবাদ	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৯৯, ১৯৪ ;
প্রেরিত		
বিনয় মাধুর্য্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে আত্মার প্রার্থনা	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭০০, ১১৩ ;
বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু	৭০০, ১১৩ ;
ব্যাকুলতা	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯৩, ৮ ; ৭০৪, ১৭১ ;
বেদগান		
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৬৯৩, ৩ ;
ব্রত সাধন	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯৮, ৯১ ;
বৈরাগ্য উদ্দীপন	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি	৭০০, ১০৭ ;
ব্রাহ্মসমাজ ও সাধন	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৭০০, ১০৯ ;
ব্রাহ্মসমাজের স্বচ্ছগুরু	উদ্ধৃত	৭০০, ১১৬ ;
মনুষ্য স্বভাবতঃ দয়ালু জীব	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি	৬৯৫, ৩১ ;
মধ্যাহ্নে বনমাঝে	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯৭, ৭৫ ;
মিতাচার ও মিতাহার	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি	৬৯৭, ৬৮ ;
মৃত্যু চিন্তা	শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি	৬৯৯, ৯৮ ;
শান্তিনিকেতনে ছাতিম তলায়	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯৬, ৫৫ ;
শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু	৭০১, ১২৮ ;
শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব		৭০২, ১৫০ ;
শুভ বুদ্ধির তরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭০২, ১৪১ ;
সত্যমেব জয়তে	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭০২, ১৩৯ ;
সর্ব্ব অবস্থায় তিনি আমাদের মিত্র	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৯৩, ১০ ;

PAGES CONTAINS DIFFERENT CONTE

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চদশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

বৈশাখ ৬৯৩ সংখ্যা।

সাধু ও অসাধুসঙ্গ ১
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি ৩
প্রাচ্য একেশ্বরবাদ ৬
ব্যাকুলতা ৮
সর্ব্ব অবস্থায় তিনি আমাদের মিত্র ১০
নববর্ষ। উদ্বোধন ১০
নববর্ষ। প্রার্থনা ১১
হিন্দুশাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্তবিধি ও আদি ব্রাহ্মসমাজ ১২
সংবাদ ১৬
Sermons of Maharshi Devendra Nath Tagore. I

জ্যৈষ্ঠ ৬৯৪ সংখ্যা।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র জন্মোৎসবে বক্তৃতা ১৫
ক্রোধ ও ক্ষমা ২৩
হিন্দুশাস্ত্র সম্মত তীর্থ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ ২৬
ঈশ্বরের কাছে উদ্ধার প্রার্থনা ২৭
ক্ষমাই বিশ্বের মাঝে আশ্চর্য্য ক্ষমতা ২৭
সংবাদ ২৮
The New Dispensation Somaj and the Adi Somaj 5
Prayers for the Late Queen-Empress at the Adi Brahmo Somaj 8

আষাঢ় ৬৯৫ সংখ্যা।

মনুষ্য স্বভাবতঃ দয়ালু জীব ৩১
নিশীথে অমৃত বাণী ৩৪
সংসারে কবি ও মহাপুরুষ ৩৫
হিন্দুশাস্ত্র সম্মত সত্যধর্ম্ম ও আদি ব্রাহ্মসমাজ ৩৯
কৃষ্ণাবতার ৪২
সি, ই, বক্‌লাণ্ড সাহেবের গ্রন্থ ৪৪
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore 11
The Mantra om 14

শ্রাবণ ৬৯৬ সংখ্যা।

গার্হস্থ্য উপাসনা-মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ ৪৭
গুরুভক্তি ৫২
শান্তিনেকেতনে ছাতিম তলায় ৫৫
গ্রামের স্মৃতি ৫৫
জাতীয় ও বিশ্বজনীনতা ৫৬
কৃষ্ণাবতার ৫৭
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore 15
Misrepresentation of Facts concerning the part History of the Brahmo Somaj 17
Mr. C. E. Buckland's sketch of the Life of Maharshi Debendra Nath Tagore 19
Selection 20

ভাদ্র ৬৯৭ সংখ্যা।

গার্হস্থ্য উপাসনা-মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ ৬১
মিতাচার ও মিতাহার ৬৮
চিন্তা-কণিকা ৭১
মধ্যাহ্নে বনমাঝে ৭৫
'আমি' কি বস্তু ৭৬
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore 23
Notes 26

আশ্বিন ৬৯৮ সংখ্যা।

গার্হস্থ্য উপাসনা-মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ ৭৭
গঙ্গাতীরে পথিকের গান ৯১
ব্রত সাধন ৯১

কার্ত্তিক ৬৯৯ সংখ্যা।

গার্হস্থ্য উপাসনা-মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ ৯৭
মৃত্যু চিন্তা ৯৮
উন্নতি ও আত্মদর্শন ১০০
প্রেরিত ১০৪
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore 29
The Geeta Society 31

অগ্রহায়ণ ৭০০ সংখ্যা।

বৈরাগ্য উদ্দীপন ১০৭
ব্রাহ্মসমাজ ও সাধন ১০৯
একটি অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্য ১১৩
বিনয় মাধুর্য্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে আত্মার প্রার্থনা ১১৩
বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা ১১৩
ব্রাহ্মসমাজের স্বচ্ছগুরু ১১৬
সংবাদ ১১৮

পৌষ ৭০১ সংখ্যা।

গার্হস্থ্য উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ ১২১
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ১২৩
কৃষ্ণাবতার ১২৫
শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ১২৮
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore 33
The God of the Upanishads 35

মাঘ ৭০২ সংখ্যা।

গার্হস্থ্য উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ ১৩৫
শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন ও তাঁহার উপদেশ ১৩৭
সত্যমেব জয়তে ১৩৯
সার দৃশ্য ১৪১
শুভ বুদ্ধির তরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ১৪১
শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব ১৫০

ফাল্গুন ৭০৩ সংখ্যা।

পরমাত্মার কি প্রয়োজন ? ১৫৩
দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ১৫৬
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore 37
Selection Pilgrimage to Shantiniketan of Bolpur 39

চৈত্র ৭০৪ সংখ্যা।

বেদগান ১৭১
কাহার নাম সত্য ১৭১
গার্হস্থ্য উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ ১৭৪
শ্রীমন্মহর্ষিদেবের একটি উপদেশের ভাষ্য ১৭৭

সার দৃশ্য শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০২, ১৪১ ;
সাধু ও অসাধুসঙ্গ শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি ৬৯৩, ১ ;
সংবাদ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ৬৯৩, ১৩ ; ৬৯৪, ২৮ ; ৭০০, ১১৮ ;
সংসারে কবি ও মহাপুরুষ শ্রীসুরথনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৯৫, ৩৫ ;
হিন্দুশাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্তবিধি ও সংবাদ ৬৯৩, ১৩ ;
হিন্দুশাস্ত্র সম্মত তীর্থ ও ঈশ্বরের কাছে উদ্ধার প্রার্থনা শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৯৪, ২৭ ;
হিন্দুশাস্ত্র সম্মত সত্যধর্ম্ম ও সি, ই, বক্‌লাণ্ড সাহেবের গ্রন্থ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ৬৯৫, ৪৪ ;
ক্ষমাই বিশ্বের মাঝে আশ্চর্য্য ক্ষমতা শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৯৪, ২৭ ;
শ্রীমন্মহর্ষি দেবের জন্মোৎসবে বক্তৃতা শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৯৪, ১৫ ;
শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন ও তাঁহার উপদেশ শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব ৭০২, ১৩৭ ;
শ্রীমন্মহর্ষিদেবের একটি উপদেশের ভাষ্য শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব ৭০৪, ১৭৭ ;
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore, ৬৯৩, 1 ; ৬৯৭, 11 ; ৬৯৬, 15 ; ৬৯৭, 23 ; ৬৯৯, 29 ; ৬০১, 33 ; ৬০৩, 37 ;
The New dispensation Somaj and the Adi Somaj ৬৯৪, 5 ;
Prayers for the Late Queen-Empress at the Adi Brahmo Somaj ৬৯৪, 8 ;
The Mantra om ৬৯৫, 14 ;
Misrepresentation of Facts concerning the past History of the Brahmo Somaj ৬৯৬, 17 ;
Mr. C. E. Buckland's sketch of the Life of Maharshi Debendra Nath Tagore ৬৯৬, 19 ;
Selection ৬৯৬, 20 ;
Notes ৬৯৭, 26 ;
The Geeta Society ৬৯৯, 31 ;
The God of the Upanishads ৬০১, 35 ;
Selection: Pilgrimage to Shantiniketan of Bolpur ৬০৩, 39 ;

BLEED THROUGH.

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali.)

SERMON XIV.

The Object of Creation.

"याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः"

" At all times God fitly apportions to all creatures their necessaries."

This creation is the handiwork of the Lord who is love itself and sweetness itself. It is full of the goodness of the Being who is All-good. All the quarters of the universe are bright with the rays of the All-joyous God. All bright, beautiful objects are His. It is God who has given to the universe all that it has. It is He who has filled our earth with light and beauty, life and happiness. He has added dignity to this world by creating man to live in it. To distribute love and goodness and joy is His motive for creation. He has created beings of the higher order like man who can comprehend spiritual truths, so that they may imitate, and realize in their hearts, and disseminate that unbroken goodnsss which forms one of His attributes. Our righteousness is but the reflection of the goodness of the Lord. What are the tokens of the righteous? The righteous do not feel gratified till they can make others participate in the joy that they themselves enjoy; they do not feel contented unless they divide their food and drink between themselves and the poor and the indigent; their tongues engage themselves in disseminating among the multitude in all parts of the world any new truths they learn or acquire. Can a righteous man feel happy in enjoying God by himself? No, the righteous shower the joy of righteousness, the joy of God upon thousands of other hearts, and they heed no obstacles to the performance of this task; they are not dissuaded from it by the fear of offending people, and they shrink not fr m sacrificing their fragile body at the altar of this service. Why is righteousness so noble? Because it proceeds from God who is goodness itself. By the contemplation of the righteousness of the righteous, form the idea of the infinite Goodness of the Lord. Is not diffusion through all universe of the joy which He himself enjoys the object of creation? Are not all creatures brought into being so that He might grant them His love? Will He not fill to fulness the millions of souls that exist with the joy of righteousness, the joy of goodness? The highest end of God's creation is that the superior created beings (like man) should approach His throne, after being ennobled by righteousness and sanctified by love.

For this has God created our souls and made the body the tenement of the soul during its sojourn in this nether world. For this has the Lord created this universe. The innumerable worlds that roll in their spheres in the heavens at distances, great and still greater,

are dwelling-places of His immortal offspring and schools for their education in righteousness. But has God deprived of all enjoyment the creatures whom he has not blessed with such high privileges? No; even among them He distributes pleasures and joys with a liberal hand. On all places is joy showered in ceaseless streams. Examine but a drop of water and you will find it filled with innumerable minute living creatures, and with joy that we perhaps can not measure. Enter into a forest, and you will find deers under the shade of trees chewing the cud with an air of gratified desire, birds expressing the joy of their hearts by their loud chirping, and trees and plants smiling like animate beings under the first showers of the rainy season. But this variegated creation is not for these insensate beasts, and these inanimate trees and plants; this incomparable universe which is the mine of knowledge and the abode of beauty is not the wealth of beasts and trees and plants that are blind to its beauty and incapable of attaining its knowledge. These can not apprehend the beneficent object of God. These can not perceive the glory of the Lord in the marvellous loveliness with which He has embellished this universe. In the creation of the soul He has effected the excellence of creation; by the creation of the soul He has revealed His goodness. The material universe is but a machine; the birds and the beasts are but slaves of their propensities. Man alone has grasped the idea of that immortal Supreme Spirit and thus, through His mercy, has become fit to be called His son.

God has not ordained that man should be satisfied only with the sensual pleasures which He has at the same time given to the lower animals to enjoy. The pleasures of the senses are all that the lower animals have, but they do not make up the totality of man's enjoyment or treasure. The culture of the soul, and the enjoyment of the joy of God are what man is entitled to. But in the kingdom of God it cannot be that those men who have not succeeded in attaining spiritual development and in enjoying the joy of God should go absolutely without enjoyment through life. For men of this latter order, as for the lower animals, many objects of pleasures are ready, and from sunrise to sunset, and all the year round, and through every season, they enjoy a variety of pleasures. But how infinite is the mercy of the Lord for man! He has not provided that all such pleasures should give satisfaction to him. Men can not be happy if he only sleeps well and eats well; He cannot feel his yearnings for happiness satisfied only by a pursuit of the pleasures of the senses. Even when the human soul slumbers or is dead to spiritual things, or when it is spell-bound by deep infatuation, these sublunary pleasures cannot fill it. Why cannot a man feel happy, even if he is surrounded by thousands of things of sensual enjoyment, becomes the owner of wealth unequalled for its vastness, enjoys a supremacy that has hardly a

parallel, and has his commands obeyed by every one to whom they are given? When the man of the world, in the solitude of his own company, asks himself the question "Am I happy?", forthwith the answer comes "In your vacant heart there is no happiness." Can there be any doubt that the answer would be so despondent as this? For it is not the purpose of God that man should feel satisfied with the enjoyment of worldly pleasures. Will good attend us if we go against the purpose of Him in whose hands are all pleasures, and all happiness, and at whose disposal is all fruition? Will it bring us satisfaction or will it give us contentment? Is it the real wish of our heart that we should remain happy with only worldly possessions and enjoyments? Have we not greater gifts of God than these worldly enjoyments? God wills that we should grow in truth, love and good-will, and be thus enabled to attain Him; that is His object in creating man. He has made us fit to cultivate the company of *devatás* or superior spiritual beings or angels, and made us heirs of righteousness in order to draw us up to Him. He has not created us to keep us infatuated by worldly enjoyments. We can forsake thousands of worldly enjoyments for the sake of righteousness, for the sake of God. But when are we incapable of such sacrifice? It is when like beasts we are engrossed in eating and drinking.

O Spirit Supreme, lead us all unto Thee; let our body, our mind, and our soul be applied to that which is imperishable. Forsaking Thee we can have no peace, no happiness; the darkness of sadness envelops the heart when we are away from Thee. Without Thee, to us happiness is misery, prosperity is adversity, victory is defeat. As all the strength of the body and of the mind we are endowed with, we have derived from Thee, employ it all, O Supreme Spirit, to Thy service, and uplift our heart to Thee.

———

TORN PAGE(S).

The New Dispensation Samaj and the Adi Samaj.

"*Unity and the Minister*" in one of its recent issues publishes an article headed, "The *Tattwabodhini Patrika* and the New Dispensation," which is devoted mainly to a reply to our observations on the characteristics of the New Dispensation Samaj, made in the course of our article on "Mr. Fletcher Williams' Appeal to Brahmos in support of Union," that appeared in the *Magh* number of this journal. In that article we discussed the possibilities of union in the Brahmo Samaj. With reference to the question of union between the Adi Samaj and the New Dispensation Samaj, *Unity and the Minister* observes;—"It is not a fact that the New Dispensation Samaj can not find ground for union with the Adi Samaj. Do not the members of the former regard the latter as the cradle of religious life of their elders, including that of their Leader and Minister, Keshub Chunder Sen? However much they may differ from its views, they recognize a large ground for union with it, in as much as they regard that the Adi Samaj is included in the New Dispensation and is a part and parcel of the Dispensation of God and therefore whosoever disregards it, is not worthy of the New Dispensation. Can the writer deny that in Adi Samaj *utsavs*, either at Bolepore *Shantiniketan* or in Calcutta, the New Dispensation members gladly unite? We always regard the beloved venerable Maharshi as the Patriarch, Pradhan Acharya of the Brahmo Samaj. We have been taught by our Leader to regard him as our spiritual father, and this regard we shall cherish to the end of our life. We have a special day during the *Magotsav* which is devoted unto him. If all this as well as the tender affection and deep veneration for him that have been bequeathed into us by our Leader and which has now become historical, be not ground of spiritual union, we do not, what is?" The above passage though long is worth reproduction, as it explains the present attitude of a considerable section of the late Keshub Chunder Sen's Samaj, towards the Adi Samaj. We are glad to see a large number of our brethren of the New Dispensation Samaj professing high regard and veneration for the Maharshi, and acknowledging him as their spiritual father; we are agreeably surprised to be told that they regard the Adi Samaj as being included in the New Dispensation, and that whosoever disregards it is not worthy of the New Dispensation; and we are thankful to such members of the New Dispensation Samaj as join our *utasvs* in Calcutta and Bolepore. But in spite of all these favorable circumstances for union between these two Samajes, there can be no union between them in its real sense. The union of which we spoke in our article on Mr. Fletcher Williams' Appeal was a union of the three Samajes, such as might mean their combination into one solid organization, inspired and animated by exactly the same ideals. Mr. Williams wanted a union that should be effective, that should lead to some tangible results, results that would contribute to the strengthening of the Brahmo Samaj

TORN PAGE(S).

as a whole in its reforming influence. The ground for such a union between the Adi Samaj and the New Dispensation Samaj is not to be found in the circumstances mentioned by *Unity and the Minister*. The similitude of ideals, and consonance in the methods of carrying them into effect can be the only basis of an effective union, and we repeat what we said in our former article that there is now only one platform on which all Brahmos can really unite with hopes to bring back the glory of their past and to make themselves a regenerating power, and it is the high and broad platform of Essential theism, of faith in and worship of the One supreme God, a simple creed innocent of dogmas.

In differentiating the broad peculiarities of the three Samajes we made the following remarks with reference to the New Dispensation Samaj;—"The New Dispensation Samaj can never find the Adi Samaj and the Sadharan Samaj to be in unison with it in its undisguised tendencies to set up its late leader Keshub Chunder Sen as an inspired prophet and to pay him almost divine honors, and also in its pronounced Christian proclivities." On this *Unity and the Minister* makes the following comments;—"The statement is full of misleading insinuations. The writer does not know that Keshub Chunder Sen himself publicly repudiated the title of a prophet being ascribed to him, and it is regarded as a solemn interdiction by every body in our church. Yes, we are guilty of regarding him as inspired. If this constitutes our guilt, we are also guilty of regarding the Maharshi as inspired." We are fully aware that Keshub Chunder Sen in his lecture in reply to the self-asked query "Am I an Inspired Prophet?," repudiated his claims to the honor of the title of Prophet but declared himself to be "a singular man." But the leader's claim of himself being a singular man was readily improved upon by his followers into one of an inspired prophet, and though not always in name, but in effect, the followers of Keshub Chunder Sen have regarded him as the Prophet of their religion. And such an estimate of their leader can not be said to have been quite unwarranted or unauthorized, for there are passages justifying it, scattered through many of Keshub Chunder Sen's own writings. Did he not frequently say that God worked through him in a special sense, and those who were against him were against God? Do not his followers regard him as the Mediator that stood between them and God to communicate to them the religion which is proclaimed as the New Dispensation? Was not the emphasization of the idea of Keshub Chunder Sen being the Prophet of the age an object which led to the conversion of the name of Brahmoism into that of New Dispensation? Do not his followers ascribe an infallibility to his utterances which can only be associated with Prophetship? The simple and eloquent fact that the members of the New Dispensation Samaj do not go an inch beyond what Keshub Chunder Sen laid down as worthy of acceptance in faith and thought and of being followed in action is a proof positive of our contention that he is regarded, to

all intents and purposes, as a prophet by all his true followers.

Regarding our assertion about the Christian proclivities of the New Dispensation Samaj, *Unity and the Minister* writes;—"The last statement, *viz*, our pronounced Christian proclivities needs no comment. We have often discussed the subject in these columns. The New Dispensation being eclectic and universal, and not being confined within the barrier of any particular sect, has a pronounced Christian proclivity, a pronounced Hindu proclivity, a pronounced Mahommedan proclivity and pronounced Buddhistic, Sikh and other proclivities." Our contemporary is apparently anxious to make us believe that the New Dispensation is a conglomeration of as many equalized religious proclivities as there are religions in the world, but if we are to accept the writings of Keshub Chunder Sen himself as embodying the doctrines and principles of the New Dispensation, we must say that they bear on them the incontestable proof of Christian proclivities preponderating tremendously over other religious proclivities. This can be shown by copious and free quotations from those writings, but there is hardly any necessity for going through the trouble.

In conclusion, we must say that it is not at all pleasant to us to deal with the differences that exist between us and the New Dispensation Samaj or the Sadharan Samaj, for we hold in respect and regard with love many members of both the Samajes, and we feel that at such a time as this we should all promote influences that might make for union of the three Samajes. But the Adi Samaj has its own ideals of Brahmoism and these it must guard against being dishonored and darkened or obscured. And if in the discharge of this duty we fail to be at times agreeable to our brethren in faith, we hope they will take no offence, in consideration of the uprightness of the motive that impels us and the irreproachable character of the spirit that guides us. Moreover, we should not lack the capacity to benefit by one of the great lessons of the present age which is liberty in thought without alienation of hearts. Liberty and toleration must go hand in hand, for that means simultaneous growth in truth and love that will save the world.

Prayers for the Late Queen-Empress at the Adi Brahmo Samaj.

The Morning Service in connection with the last Anniversary of the Adi Brahmo Samaj was commenced with an Exhortation, in the course of which the Minister alluded to the Queen-Empress' death in the following words;—

All our Shastras proclaim with one voice; "Soften your hearts with the worship of your fathers, and of the departed spirits of all those whom you held in reverence while they were in the world of the living, for this alone can entitle you to the privilege of worshipping God." So long as our fathers and mothers are alive, our heads must always remain bent at their feet, but if after their death love in our hearts does not well up in sacred remembrance of them, how can it flow towards the feet of the formless God? For these two days we have been plunged in the ocean of grief at the loss of our Queen-mother Victoria. It must be in vain that we have come to this festival if words expressive of our heart-felt gratitude to her are not uttered, and if prayers for the well-being of her departed soul are not offered at the commencement of to-day's Service, for she was a sovereign whose grace was equally showered on all her Indian subjects irrespective of race, the fundamental principles of whose rule were the establisement of equality and fraternity and the development of knowledge and science, and the purity of whose ideal life has scattered light on the path of the life of every one of her subjects. Therefore, in inviting you all to join the sweet festival of to-day, I ask you to make yourselves fit for it—I ask you first to purify your hearts by the adoration of our Queen-mother, and then to devote yourselves to the worship of the Lord. Brahmoism could have made no advance, and we could not have witnessed the celebration of a festival like this, if in consequence of the excellent administration instituted in this country by the command of our royal mother Victoria, the fierce tumult of internecine wars had not ceased, and if Her late Majesty had not, in her liberality, granted us the liberty of religious thought. If you ask what are the forces that have made the bright light of Theism, of holy Brahmoism to slowly penetrate into the sorrounding darkness, then our answer must be that they are in the first place God's mercy, and then the progress of education as the result of the Queen's beneficent rule. The soul of Victoria, adorned by the halo of righteousness, has soared up to Heaven; let us now express our gratitude to her for all that we owe her, and by offering up prayers to God for the eternal welfare and beatific destiny of her soul, let us soften and sweeten our hearts in preparation for the festival of the day. And now let us quicken our loving devotion for Him who is the Mother of the Universe, whose throne is every where in all creation and who is King of kings; let us stand at His feet at this auspicious moment and in this holy place; with folded hands let us beg His blessings that will rob us of all fears; let us shed tears of gratitude, and pour the waters of reverence at His feet; and let us sanctify ourselves by taking from His hands what will carry us safely though the journey of life. May we obtain the Lord, and thereby may all the agony of our hearts be stilled, all the thirst of our soul be quenched, and our life be made sweet. May God accept this day our loving homage.

The Evening Service was commenced with the following Exhortation by Baboo Rabindra Nath Tagore, which contains fervent expressions of grief at the Queen Empress' death and deals with the spiritual lessons we may derive therefrom;—

Victoria, the Empress of India and Queen of England, who occupied for an extended period the position of the Mother of her vast dominions, who sweetened her regal power with motherly affection and spread it over the suppliant heads of her numberless subjects, whose immaculate sceptre was encircled by grace, peace and prosperity—that Queen-Empress has departed this life, leaving behind her all her royal possessions, and laying aside her be-jewelled crown; she has gone alone to the silent Court of the Emperor of the universe, of that Supreme Being by whom she was appointed to earthly sovereignty, and by whose grace she lived a long time and established through all her Empire, through all the time she ruled, and in the hearts of all her subjects her unstained, prosperous royalty. May the Supreme Father confer on her departed soul all that conduces to its well-being!

Daily doth death come and go, but we do not notice its secret footsteps. But when death extends its arms disregardfully over the monarch's throne that can not be easily approached, then in a moment its omnipresent nature is made manifest to millons and millions of human beings like the shadow of the demon Rahu over the sun in its total eclipse. To-day to all the world has death's nature become manifest; death, whose comings and goings are not noticed where they are concerned with the cottages of the commonalty, has to-day taken its stand upon the sky-piercing height of an Empress' throne, and proclaimed itself to all mankind. But we shall not bend our heads before it in terror. We shall scatter the gathering darkness of fear and grief and adore Him whose shadow is immortality and whose shadow is death too. In the midst of a grief for bereavement that fills the whole world, try to know Him closely from whom take their birth all living creatures, by whom they are made to live and into whom they enter. What death, what great grief that concerns this world, can becloud the great festival of the Lord, by one ray of whose light have been kindled and under the shadow of whose feet have been extinguished unnumbered suns and moons, planets and stars? Ye that are tormented by grief, Ye that are overpowered by the fear of death, endeavour to-day to know Him intimately. He is the Supreme Joy, of that Joy are all these living creatures born, by that Joy are they made to live, and the rich and the poor, kings and subjects, beasts and birds, worms and insects, all that are animate and all that are inanimate, in a word, all that exist, cease-

lossly tend towards God and enter into Him.

Where are the kings and emperors of the past! Where is the king Raghu who conquerred all quarters of the world! Where is Bharat who reigned over all the world including the oceans! We must remember that we stand to-day before Him in the ocean of whose light the greatest regal glories of a world like ours disappear every moment like bubbles. The Being at whose feet he late sovereign of the British Empire has laid all the works of her long life and bent her own crownless head, is the Great Spirit at the foot of whose throne we stand to-day with the burden of all our sins and miseries and sorrows, with all the reverence and love we can command, and with all our desire for adoration. May He Judge us, deal with us mercifully, dispense to us what contributes to our well-being, crown all the works of our life with success, and after death call us to a more perfect life, and to His eternal embrace.

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali.)

Sermon XV.

God as the Preserver.

समेतुर्विधृति रेषां लोकानां असम्भेदाय ।

"Like unto a bridge (that holds in union two banks of a river), the Lord holds all worlds to prevent their destruction."

The whole universe is governed by the Great Spirit to whom all is subject. All living things, all that move and all that move not, perform their respective functions under the protection of the Lord. All worlds and all living creatures are clasped within the embrace of that Supreme Father and Mother. Can it be that after creating the universe in that unseen and unperceivable past time, He has now forsaken it? The builder of an edifice or of a ship, after he has done his work, goes away from it and there is a cessation of all connection between him and his handiwork. Has God likewise departed from His creation, or does He keep Himself closely in touch with it? All space, all time is filled with His presence; and as the Witness of all that is, as the Ruler of all that has existence, and the Artificer of all that has been brought into being, God still exists. We all dwell in Him, we all live in Him, and we are all in close touch with Him. The creation is preserved by the will of Him, whose will has brought it forth. The Lord's will is the same now as it was before. The divine will has flown equably since the moment of creation and that is what preserves it. When I began to speak, I felt the will to speak; I am continuing to speak; because I am coutinuing to feel the will to speak, and I shall cease to speak when this will ceases. Likewise when there is cessation of the will of God, there is dissolution of all creation. We worship Him here, for here we perceive His presence, we realize Him as the life of all, and behold Him as our living God. Do not the words I speak prove my will to speak, and while I speak do I not appear as a living being and not as a man that is dead? Is not He then more living than myself, is not He vitality itself, who is the word of my words, the existence of whose will enables me to give utterance to my words, who has infused life into my body, and who has filled the whole universe with vitality and life? He is vitality itself. He is the Living God. Around that Universal Life revolves the Universe, and from Him all that is receives light and life. He is the Deity presiding over this Church; whenever we worship Him, He graciously accepts our worship. We behold Him present before us; in order to see Him we have not to cast our eyes back on the past nor to look forward to the future. The light that illumines all space, the air that preserves the life of all living creatures, and enables us to speak and to hear, are all dependent upon the will of God for their

existence. With the cessation of His will the light extinguishes, the air loses its vibratory motion, and all voice dwindles into silence.

The universe is guided by the will of that Cause and Preserver of the Universe. He is the King of Kings, the greatest of all great monarchs, the preserver of the physical and spiritual Universes. "एष सेतु-बिधरण एषां लोकानाम सम्भेदाय," He is the One who holds the Universe, He is like the bridge of creation; he holds the worlds that they may not be shattered by collision. He exists as the life of all Universe, yet He is beyond all Universe.

What object is there in which we do not perceive the mark of the finger of the Omnipresent Being, at a single motion of which finger millions of worlds travel in their orbits? When in the autumnal sky the full moon rises and conceals itself now behind one cloud and again behind another, and anon when it reappears in a clear sky, and illumines the world and regales our eyes with its pure white light, who is it whose finger we behold in this phenomenon? We behold in it the finger marks of that Ordainer of the Universe at the beck of whose finger millions of worlds travel in their orbits.

When a righteous man is drifted from prosperity to adversity, and again when he rises to affluence, and when through his struggles in life, being carried from prosperity to adversity and again from adversity to prosperity, grows in the strength of righteousness, whose finger-marks do we find in the book of his life? It is the finger marks of the Lord, which are stamped on every good and auspicious event.

When the soul is vanquished by sin and is shrouded in the darkness of infatuation and eventually when it again enjoys self approbation after being purified by the fire of remorse, and when, liberated from the anguish of sin, it walks about, invested with renewed strength and fresh-ness, then, whose hand does it perceive in this affair? It is that Hand which regulates all that happens in the Universe. The Being by whose will the thirsty earth is cooled by showers of rain, is the same by whose will the penitent soul obtains peace through His waters of grace.

Are not His eyes cast upon us? Has He left our souls so unprotected that He does not look to it, however, heavy may be the sin and impurity that it accumulates upon itself? Who is it that has sent us here this day? We have such unworthy impulses as worldliness, love of amusement, indolence to deter us from attending Divine Service, bnt who, despite them, has brought us to this place of worship, this sacred Brahmo Somaj? Is it not He who disperses the morning mists by sending the sun, that removes the uncleanliness of our hearts by making us mingle with this congregation of holy men? You have been sanctified by your presence here; adore Him unitedly with a pure heart with the flowers of love. We are under no necessity to look back to the past or to look forward to the future; all that you have to do is to behold the Lord's presence here and to dedicate

all your heart to Him. Everywhere is His dominance; He is present everywhere, within everything and without everything, as the Witness of all. If, ascending the top of a lofty mountain, we discover behind it a loftier mountain, the peak of which makes its way high up through the sky, we perceive there His solemn aspect. If, standing on the seashore, we survey the swiftly driven foamy billows, there too we discover His dominion. If we take our stand under the shade of trees on the brink of a flowing river and look at the play of its billows, there also we behold the play, as it were, of His joy. He is equally present in all countries. He is equally present through all time. To Him the darkest night and the brightest day are the same. He is present in the inmost part of the soul. He is the origin of loveliness; He is the ocean of beauty. From His beauty does every thing derive its beauty. Through His power the sun gives light, the moon sheds its ambrosial rays, and the lightning shineth in the midst of the darkness of the cloud. He is the life and light of this Universe. If we had not perceived the presence of God, every thing would have appeared to us lightless and sullied; even the star-bespangled infinite heavens would have seemed to be devoid of beauty to our vision. Without Him this universe would be like a vacant house; but where is the beauty of a vacant house? The same thing is true of our heart. A heart without Him is a vacant heart. If the heart is not filled with His presence, it is bereft of all sweetness, and what shall we do with a heart bereft of sweetness? If in the temple of this universe we fail to perceive that God of gods; if on the throne of our heart we can not find Him, then all that remains for us is the deep gloom of sadness—sadness without and sadness within. Without God, the whole universe is aimless, meaningless, without significance, and without order. If being a man I can not see Him, then my life is fruitless. But how great is the mercy of God! He offers Himself to us and fills our whole soul with His spirit. By the worship of that One Being, our love, gratitude, reverence, and yearning for goodness and purity are gratified. The place where His grateful sons congregate and worship Him with all their heart, is like the *Deva-loka* or the land of gods. When we shall pass on from this world to that immortal house of God, what is the scene that will break in upon our sight? We shall see "मधेा बामनमासीनं बिश्वेदेवा उपासते" that the Holy God who is adorable to all, sits in the midst of an assembly of *Devatas* or angels who are absorbed in His worship. What a great privilege is this that in future after we have attained the necessary spiritual progress, we shall be able to worship God in the company of the angels. Our soul will gradually rise from a lower step of spiritual progress to a higher one, till finally it finds its rest in the embrace of the Lord.

O Spirit Supreme, may we always contain Thy beauty in our heart. Thou art the Light of the light of the star, of the sun, the moon and the lightning. This universe is perennially radiant with Thy light. Thou art the light of

our eyes, and Thou art the light of our soul. Thou art the Light of light; Thou art the Beauty of beauty. If, O Lord, Thou wishest to save us from the sin and suffering of this world, then lead us soon unto Thee. We can not bear the torment of the world-ridden life. Keep thyself manifest ceaselessly before our eyes. If I am divorced from Thee, the sun, the moon and the stars lose their beauty to me. O Lord of my heart, make me thy perpetual companion and attendant. I want not wealth, I want not fame from Thee; grant me only this privilege that I may perpetually be thy companion and attendant.

ओं

THE MANTRA OM.

(A Monotheistic Idea.)

In a community so vast as the Hindu, it is no wonder that diverse ideas of religion should prevail. To keep all these ideas in proper order, Brahma Vidya or the knowledge of the One True God and the removal of false idolatry from our hearts are indispensably necessary. Our ancient Rishis exhibited a potent insight into the philosophy of religion. They had also a profound knowledge of human nature. Led by insight and knowledge and inspiration they exercised their simple reason upon spiritual matters and invented the mantra "Om." Om is the combination of three letters; अ उ and म; अ means the creator, उ the Preserver and म the Destroyer, *i. e.* Om means God the Creator, the Preserver and the Destroyer.

The spirit of monotheism is, I think, best expressed in this monosyllabic word Om. It is the source of various Hindu riligious cults comprised within the Hindu religion,—all the varieties grow freely from this seed. The Hindu religion sounds well when sounded with the music of *Onkar*. Time would fail me were I to attempt to dilate on the beauty, the dignity, the peculiarity, and the perpetual delight-fulness of this शब्दब्रह्म, *i. e.*, word-God. This word has the place of the highest honour in our religion, and with its pronunciation are commenced all our religious ceremonies. It is written in one of the songs of Brojobaura (a famous Hindu musician and religious mendicant.) प्रथम मान ओंकार। "Prathama mana onkar" *i. e.* "The first means *Onkar*."

The Word Om has a perfect monotheistic signification. In fact it is a tri-lettered word, expressing the three powers of God—creation, preservation and destruction. We pronounce it with a feeling of the deepest reverence. The Aryan Rishis have infused into this simple expression a deep spiritual mystery. This mystical syllable Om contains the essence of the Hindu religion, and is an indispensable part of our daily prayers. Om is the Omnipotent and Ommiscient One,—the Great God, belief in whom is acknowledged to be the foundation of Hindu Theology,—nay of all Theology.

From Om, the fundamental mantra of the Hindu religion, we find that it is monotheistic and not pantheistic.

Whoever contemplates the myriads of stars that shine in the nocturnal sky, whoever delights in looking at the minutiæ of creation, and desires to find subjects for praise and adoration of the Great Creator in his works, will understand the mystery of Onkar—or the spirit of true Theism.

The peculiar idea of *Onkar*,—the pure theistic idea—was unknown to the ancient Greeks, Romans, and other nations of old, although now common enough, having been carried from India by the wandering religious mendicants.

This Pranava mantra प्रणवमन्त्र is the key to our national mode of adoration. It is the life and soul of pure Theism which is in fact Monotheism.

Hitendra Nath Tagore.

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali).

SERMON XVI.

Love of God.

"आत्मानमेव प्रियमुपासीत्।"

"None but God shouldst thou worship as thy beloved."

The whole universe goes in its course under the loving eyes of God who is the creator of everything and the preserver of all creatures. His loving eyes are fixed equally on the earth and the innumerable worlds above. He loves all that is, but from whom among his numerous creatures does He expect love? Of all inanimate objects, nothing can return His love, and of all sentient creatures, none can return His love except man. It is man alone who can receive His love by loving Him in return. He loveth all other creatures as He loveth man, but from the former He does not wish for love in return. He loveth man so that man may love Him in return. He bestows love on man and accepts love from him. Man loves the universe, but he does not stop there; he extends his love to the Lord, the Friend of the universe. God wants love from man, and that is why He has made him free; and man has been given freedom, that he may have the power to love. If God had not given freedom to man, He could not have wished to be loved by man. He asks for no love from the creatures that are subservient to their natural instincts. He wants love from such beings as have freedom and can love of their own will, and such a being is man. Love is subject neither to obligation nor to request. Love can not be purchased by money nor extorted by chastisement. Can the master attract the love of the unhappy slave by castigation? Freedom is the field whereon love is planted. It is the will of God that man should love Him, and that is why He has endowed man with freedom. All material objects and all other creatures than man God subjected completely to the inalienable laws of Nature, but gave man the law of duties which man is free to perform or not. He does not compel us to love Him. The Lord seeks the love of the soul that has advanced in righteousness, that is free, that is liberated from the bondage of the senses, and that has grown rich in goodness. God can not have nor accept the love of the soul that is subservient to the passions and appetites, that has lost its animation by being entangled in the meshes of the net of worldliness, and that does not possess so little strength and freedom that it may assume even a slightly hostile attitude against the passions and thus take the first step towards the accomplishment of the noble behests of righteousness. God accepts the love which we freely offer to Him after realizing what His love, His holiness and His goodness are; any other love than this He accepts not. But such is the peculiar virtue of righteousness that when we grow in righteousness, and imbibe all its beautiful and attractive

aspects, love of its own accord swells up from our heart to God. But when does our love refuse to rise up to Him? When we act like a beast, and thereby extinguish the sense of goodness that burns in our heart. Moreover, can any thing except love of God be sweet to the soul that is really liberated from worldliness and can overcome its perverse counsels and has grown in righteousness and goodness? For the sake of God's love, the righteous man can easily renounce all sensual pleasures, and can face and conquer all dangers and difficulties. Even as the darkness of the night is dispelled and the mists of the morning are dispersed by the rising of the sun, so at the advent of Divine love in his soul, are all his fears quelled and all the distractions to which his mind is subject are allayed. On the ground of the heart of this pious and saintly man there alights the pure white moon-light of self-approbation, and when by that light he observes the face of the Lord, how great is the joy that he then feels! In his soul there shine the holy light of self-approbation and the pure light of the Lord's face, and the light of the one commingled with the light of the other manifests, oh, what marvellous lustre! Thus, the more the soul is cleansed of sin, the more vivid is the reflection of the Lord's image on it, even as the cleaner is the mirror, the brighter is the reflection of any material object on it. When our soul is united with God, everything becomes ambrosial, the universe assumes a different aspect from what it ordinarily wears and then nothing is unholy to us. This universe is His temple and all that exists is filled with His presence.

When, forsaking God, we are absorbed in the little things that particularly interest each of us, the world is then invested to our eyes with an aspect of littleness. We have to suffer for everything on which we bestow a love greater than the love we confer on God. Let you earn ample wealth, gain wide reputation, extend your lordship, publish the fame of your deeds; but in none of these will ye obtain peace. In the twinkling of an eye all that belongs to the world will pass away. The words of that God-devoted man are surely true, who says to the worldling; That which is your beloved is subject to death. If you acquire God in your life in this world, you surely acquire the treasure that will abide through life eternal. If you can obtain this treasure, you can give up every thing besides. Possessed of this treasure you feel no wants. There is no fear of being deprived of this treasure, when once you obtain it. He remains with us through all time, and under all circumstances. He, our Friend eternal, never deserts us. God desires that we should love Him; ought we be so ungrateful that we should offer Him no love? Is the world such a thing that all our love should be showered on it, and that we should be unable to keep even a little of our love for God? What force of attraction has the world got, that it should keep us divorced from God? We know all about the nature of the pleasures and sorrows of the world. What will it avail us to possess the little things of the world at the cost of separation from that Being, uncreate

and immortal? Where shall we find peace, where shall we obtain salvation, if we lose God who is our livelihood for eternity, and if we lose righteousness which is our only stock through everlasting ages? Let us render our life blessed by offering unitedly our love to the Being who is Love itself. We gather together for one day in the week in this Prayer Hall, but must the effects of these spiritual exercises last for the day only? Let us make it an object that what we gain here may be with us forever. Behold here the loving face of the Lord so close by that its radiance may last in your hearts for the next six days. Drink here of His love so copiously that it may keep you cool for the next six days. Permanent progress of the soul is our aim; what will the spiritual elevation that lasts for two hours avail us? What can you have gained by coming here, if the spiritual influence of the Divine Service is not evinced in the words you utter and the deeds you perform, if it can not keep your soul elevated in the midst of the afflictions of life, and if it can not keep your spirit on that lofty plane where sin and suffering can not enter. Righteousness is not for a day only, love of God is not for the two hours of Divine Service only, and God is not God for time only. Every day we must brace our soul by deeds of righteousness; every day we must strive to extirpate our deep seated sins by self-inquiry; every moment we must battle with the world, and perpetually we must acquire love and purity. Every day and every evening we must open the doors of our hearts to God, and through all the time our life lasts we should surrender ourselves to Him. If you obtain Him here, you will be fearless in your struggles with the world and you will feel no wants. We shall then see ourselves covered perennially by the shadow of Divine goodness; we shall then enjoy at the moment of death the joy of returning to our home from foreign lands. Surrender all your mind, all your heart, all your soul to God. O Supreme Spirit, when, Oh, when shall we become fearless by surrendering to Thee all that we possess?

WORM EATEN.

Misrepresentation of facts Concerning the past History of the Brahmo Samaj.

The *Theist* of Lahore in one of its recent issues reproduces from a sermon delivered at the Brahmo Mandir in that city by Pandit Shiva Nath Sastri, a long passage dealing with the special features of the late Keshub Chunder Sen's work in the Brahmo Samaj. As this passage has been given an extensive publicity by its reproduction in other Brahmo journals, and as it contains certain statements which are not accurate, we feel bound not to let them pass unchallenged. The Pundit said;—"It was he (Keshub Chunder Sen) who first distinctly articulated the special feature of Brahmoism as a religion of the will, a religion of obedience to the Divine will. Before this time Brahmoism was a religion of the intellect. It was he who first taught that the culture of the heart was as much necessary to religion as that of the mind He brought devotional fervour and enthusiasm into the Brahmo Samaj, and transformed the religion of the intellect which Brahmoism before his time was, into a religion of the heart and the soul. * * * Further, he gave us the idea Brahmoism as a Divine Dispensation and taught us to believe that God Himself was working in the Brahmo Samaj. * * * It was he who taught us that religion was not a private concern between man and God. but that it should affect man's whole life, and enter into his dealings with his family and society. * * * Keshub Chunder Sen is the orginator of all these special features that characterize the Brahmo Samaj as a spiritually elevated society."

Let us see how far the claims made in the above passage on behalf of Keshub Chunder Sen as the originator of some of its noblest features are based on reliable data. Keshub Chunder Sen joined the Adi (then Calcutta) Brahmo Samaj in 1858, was ordained an *Achurya* in 1862, and then severed his connection with that Samaj in 1864. Before Keshub Chunder Sen joined the Brahmo Samaj, Maharshi Debendra Nath Tagore had published the *Brahmo Dharma Grantha*, and there also had appeared the earliest sermons of Raj Narsin Bose in a volume under the name of *"Raj Narain Bose's Baktrita,"* the perusal of which is known to have turned the religious inclinations of Keshub Chunder Sen from Christianity to Brahmoism, and before Keshub Chunder began work as an independent preacher and missionary of Brahmoism, the Maharshi had delivered most of his immortal *bakhyans* and *updeshes* or sermons and his discourses on *Brahmo Dharmer Mat of Bishwas* or "the Doctrines and Beliefs of Brahmoism." Now, all these works expound the leading ideas which Pundit Shiva Nath Shastri claims in the above extract from his Lahore Sermon, to have originated with Keshub Chunder Sen. Brahmoism ceased to be a religion of the intellect soon after the Maharshi had accepted the leadership of the Samaj, for the very *Vijam* or fundamental truths of Brahmoism formulated by him included the following ;—*"tasmin priti stasya priya karya sadhnam tadupasanameva"* i. e. "Love of God and doing the works He loveth constitute His worship." The Maharshi's sermons and discourses also breathe throughout a reverence and love of God that are unmistakeable. Some of the sermons of Raj Narain Bose which converted Keshub Chunder Sen's heart to Brahmoism laid special stress on the cultivation of the love of God being a distinctive feature of Brahmoism. Culture of the heart is repeatedly inculcated in the *Brahmo Dharma Grantha* which was compiled and published by the Maharshi and also in his other writings. "Obedience to the Divine will" is not an idea that was introduced by Keshub Chunder Sen in the Brahmo Samaj. The principle that doing the works which God loves constitutes a part of His worship had been enunciated as an article of the Brahmo's Faith by Debendra Nath Tagore long before Keshub Chunder Sen joined the Samaj, and this principle means nothing more nor less than obedience to the Divine Will. Who would read the sermons of the Maharshi and Raj Narain Bose and go through the pages of the *Brahma Dharma Grantha*, and say that Brahmoism as preached by the old leaders was not "a religion of the heart and the soul"? The idea "that God Himself is working in the Brahmo Samaj" is also not one that originated with any other Brahmo leader than the Maharshi himself. We find it occurring again and again in his sermons and discourses. It is also not at all true that it was Keshub Chunder Sen who first taught the Brahmos that "religion was not a private concern between man and God, but that it should affect man's whole life, and enter into his dealings with his family and society." It was Maharshi Debendra Nath Tagore who was the first in the Brahmo Samaj to show that the Brahmo's faith must not be merely theoretical but practical, and that it must model and shape his whole life. To demonstrate this he renounced all idolatrous rites in the performance of shraddha, marriage and other domestic ceremonies in his family, removed his family idol from his house, and wrote and published the *Anusthan Paddhati* which is a guide to Brahmos in the performance of the principal sacraments on the strictly Brahmic model.

We must say we are sorry to observe that in the passage quoted above from his Lahore Sermon, Pundit Shiva Nath Shastri has misrepresented some well known facts in the history of the Brahmo Samaj. The Pundit's words would lead one to think that Brahmoism under Debendra Nath Tagore had not yet passed its

321

chrysalis state, whereas the truth is that it had then developed all its essential, beautiful and noble elements. An accurate and truthful analysis of the nature of the services done to the Brahmo Samaj by Debendra Nath Tagore and Keshub Chunder Sen respectively would require a calm, impartial and dispassionate judgment of which we find little evidence in the the remarks of Pundit Shastri we have commented upon.

Mr. C. E. Buckland's Sketch of the Life of Maharshi Debendra Nath Tagore.

In his valuable and important work entitled "Bengal under the Lieutenant Governors," which has been just published, the Honble Mr. C. E. Buckland C.I.E. has given brief sketches of the lives of some of the most eminent Bengalees who have lived and worked during the last forty-seven years, that is, since 1854, when Bengal was first placed under the rule of a Lieutenant Governor. It is with much pleasure that we observe that Mr. Buckland has done justice to the Brahmo Samaj movement by including in his Temple of Fame its most promiment leaders after Rajah Ram Mohun Roy, viz Maharshi Debendra Nath Tagore and the late Keshub Chunder Sen. He has briefly touched the salient points in the career of each of these worthies, and we feel ourselves specially thankful to the distinguished author for the excellent spirit which pervades his notice of the life of our revered leader, the Maharshi. Owing to his having made the vernacular of Bengal and the language of the Hindu Shastras his media for the propagation of his relegious principles and thoughts, the voice of Maharshi Debendra Nath has never directly reached the European community. But the highly appreciative sketch of his life given by Mr. Buckland in his above mentioned book which bids fair to be ranked as one of the standard works of Indian politics, demonstrates the encouraging fact that notwithstanding the drawback of the foreign tongues, in which the Maharshi has written and spoken, our rulers have been capable of fully recognizing his worth and greatness.

After all that we have said above it is hardly necessary to mention that we subscribe in the main to Mr. Buckland's estimate of the Maharshi's life-work and character. We must, however, beg leave to take exception to one remark that he has made. And it is this; "As the teacher and spiritual father of Keshub Chunder Sen, Baboo Debendra Nath's influence has had enduring effects." This is not exactly a fact. Keshub Chunder Sen went against the Maharshi's teachings in his subsequent career, and may be said to have quite shaken off his influence when he indulged in various religious aberrations and eccentricities. It is not yet quite time to judge how the Maharshi's influence will endure, but so far as we can see at present, it will, we believe, last among the vast Hindu community, by enabling in to find full satisfaction for its religious cravings in the Hindu Theism which the Maharshi has preached and propagated throughout his long career.

We reproduce elsewhere Mr. Buckland's notice of the Maharshi's life to afford our readers the pleasure and the benefit of its persual.

Selection.

Maharshi Debendra Nath Tagore.

Maharshi Debendra Nath Tagore has long outlived the generation in which his influence and example were most conspicuous. He was born in 1818 and educated at the Hindu College. In his early life, as the eldest son of Dwarka Nath Tagore, he had unbounded wealth at his disposal and no special regard for spiritual interests; it was not till the close of his early manhood that he became suddenly conscious of the value of religion. Thenceforth, the world lost its attractions and God became his only comfort.

In 1839, he founded the *Tattwa Bodhini Sabha*, or Society for the knowledge of Truth. Its journal (the Tattwa Bodhini Patrika) still exists,

...capi
know...ge itself, wh
who has the pow
willeth. His will ...ger the chief medium
the tide of His ...of scientific as well as
is the Creator [illegible] and religious knowledge.
In its days it worked a great revolution in the advanced thought of Bengal; some of the articles were collected in book form, and are still read by students.

The Brahmo Samaj which had been founded by Rajah Ram Mohun Rai, Dwarka Nath Tagore and others, had in the absence of proper guidance lapsed into a purely Hinduised Society. Debendra Nath formally joined it in 1842, and in 1843 introduced the Brahmic Covenant, an instrument of Catholic principles as applied to theism. The number of members gradually rose from 83 in 1843 to 573 in 1847. In so large a body differences of opinion were unavoidable. In 1845 four young Brahmins were sent to Benares, each of whom was to copy out and to study the Vedas. After

two years they returned to Calcutta, when, after much discussion, the majority of the body decided that neither the Vedas nor the Upanishads were to be accepted as infallible guides. This departure from orthodoxy marked a crisis in the career of the Brahmo Samaj. In 1850 appeared the now well known treatise called *Brahmo Dharma*, a book which mainly accepted the highest ideals reached by the Hindu Rishis, with inspirations from western philosophy a

As the teacher
of Keshub Chunder
dra Nath's influence
effects. As an orator,
have been quite unrivalled.
stirring appeals to the human heart
served to reclaim many a wanderer
from the path of duty. His impassioned eloquence conducted greatly to the success of his high mission as a reviver of religion. When calamity befell the family, after the failure of the Union Bank, Debendra Nath showed a conspicuous example of pecuniary integrity by taking on his own shoulders debts which he could have repudiated as not personal. The consequence was that he was obliged to part with much valuable property, including Lord Auckland's favourite villa at Belgachia, as well as the splendid equipages, plate and jewellery to which he had been accustomed all his life. Such a sacrifice, unparalleled in the annals of Calcutta Society, at once raised Debendra Nath's reputation for honesty and upright conduct.

By a gradual process of good management and economy he managed to redeem the principal landed estates of the family, which now yield more than two lakhs of rupees per annum. The Samaj calls him Maharshi (grand
) Debendra Nath, and no one has
better deserved the title from his countrymen. He has returned to the family house at Jorasanko, and though his health, at his advanced age is impaired, he maintains his interest in the subjects which have occupied his life, while he affords an example and encouragement to younger men. Some of his sons have made names and reputations for themselves; Dwijendra Nath as a philosopher and thinker; Satyendra Nath as the first Indian member of the Covenanted Civil Service; Robindra Nath as one of the most popular Bengalee poets and essayists. —From "Bengal Under the Lieutenant Governors." By C.E. Buckland C.I.E. Vol. II. pp 1035-37.

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali).

Sermon XVII.

God Our Loving Father.

"यथा सौम्य वयांसि वासोवृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते।
एवं ह वै तत् सर्व्वं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते॥"

"As the birds abide in the tree—their dwelling place, so do all things exist in God."

Let us once survey how much we have learnt here to realize the presence of God, how far has His holy nature been reflected on our minds, and to what degree have we actually felt the relationship subsisting between God and ourselves. We have known that he who is our God is the Supreme Soul who is the Lord of all. He is not such an entity, he is not such a Father that we cannot love Him, nor is He a being with whom we cannot associate, and to whom we cannot surrender ourselves. He does not exist in any such invisible place that we cannot approach His throne. We have found that He for whose worship we congregate here, is always with us, hearkens to our prayers, and dwelling in our soul, accepts the flowers of love that we offer to Him. This truth has been deeply impressed on our minds. He who is our God is the God of all eternity. In the remote past when there was neither the sun nor the moon, when neither the planets nor the stars did exist, but deep darkness spread over all space, then there existed the self-manifest, infinite God who is the light of all lights. He willed and every thing came into being. The universe has not shot forth from any blind force like the rice plant or the barley-plant from its seed, but it has come into being from the Supreme Spirit who is knowledge itself, who is life itself, and who has the power to do what He willeth. His will has not yet ceased; the tide of His will floweth still. He is the Creator of all. He is the Refuge of all. At His will every thing has come into being, and by His will every thing exists. This is a great truth, but we have here known another truth, far more invaluable than this, and it is that though He extends protection to all and loveth all, from man alone He wishes for a return of love. His eyes of love are cast upon all beings, but He seeks love from none but man; and from man alone he accepteth love. This is the special character of the relation existing between us and God. Other creatures of God that we see on this earth do not enjoy this relationship with Him. As He seeketh our love, so He has given us the privilege to love Him. That privilege consists of the freedom with which He has endowed us. God gave us the capability to love by endowing us with freedom. He maketh our soul to grow in goodness and righteousness so that we may realize His beautiful and soul-charming attributes and be led

WORM EATEN.

of our own accord to love Him. This is the highest of all the privileges we enjoy and this is the supreme goal of of our life. When we have known that God wants love from us, let us then lovingly dedicate our whole soul to Him. Let us love the supremely loveable Lord by purifyingron hearts, by removing from our minds all uncleanliness and stains, and by brightening the feeling of self approbation. God wants the sincere love of our hearts. Just as the father wishes for the love of the son, so does God wish for the love of man, and just as the father spreads his lap and waits to welcome the son, so does God wait for the time when we, purifying ourselves, shall seek repose in his loving lap. He waits for the time when we will offer love to Him of our own accord and He will admit us into His embrace. Love is the treasure that is all in all to us. When that love sees God as Father, it embraces man as brother. Any acts of which that love is the source, are holy. When that love, purified by contact with God, returns and applies itself to the world, it moistens all its places with the waters of goodness. Should we not then love God? Should we be indifferent to Him under the shadow of whose love we shall have to live through all eternity?

The relation between God and man is not that existing between Him and the kingdom of matter. We discern a speciality in the relation between God and us. Just as the foundation of the edifice of this Brahmo Samaj is its support, just as the air is the support of this light, so is God the support of all supports. Just as this building cannot stand without its foundation, just as the lamp cannot burn without the existence of the air, so none of us can exist without the support of God. Just as the birds exist by making their abode the tree their support, so do all things exist by making the Supreme Spirit their support. Generally speaking the relation between Him and all created objects is such as is indicated by the fact of His being the Being who accords protection to them all. But the special relation between Him and us is of a higher character. We are protected by Him just as the son is protected by his father. We are protected by Him just as the subject is protected by the King and the servant by the master. We are God's servants for the everlasting ages, we are His subjects for all eternity, we are His sons for ever. He is our father, mother and master. As is the relation between one free man and another, so is the relation between God and us. He does not compel us to love Him. Our moral nature is not amenable to any such compulsion. He does not invite our love by exciting our fear, but he attracts our love through love. He commands us, saying;—"Uplift thy self, brace thy soul with righteusness, fill thy heart with goodness and come to Me and be blessed with peace." But we cannot always obey this great command of the Lord. We perceive that we are very feeble beings, that we cannot accomplish anything if we depend solely on ourselves. Merely by the dint of our intelligence, by the merit of our virtuous deeds we can not accomplish the supreme end of our life. When we realize ourselves to be feeble, low and unclean, we naturally call God who is the Protector of all, and then our soul begins to depend wholly on Him, and looks up to Him for succour, being conscious of the truth that except Him we have no refuge. It is then that our prayers and our cries reach Him. Then it is that we discover that God alone is our hope, God alone is our encouragement and God alone is the Being on whom we can rely for support. Then we refuse to wait for any body's counsels, but resign ourselves to God, and unbidden, breathe out the prayer; "Do thou, O God, take possession of all that I have, my life, my heart, my mind." Then we voluntarily renounce all that we own to the hands of God. Neither our heart nor the whole universe can contain the spiritual exaltation of the moment when we offer to God all the faith, all the confidence, and all the reverence we are capable of and surrender ourselves to Him as our only and absolute support. It is the expression of this sense of absolute dependence on God that we call prayer. When I perceive that I am a protegee, and that God is the protector, when I perceive that I am small, and God is great, and when we look up to Him to have all our wants removed, then the deep feelings that move our hearts find expression in prayer. Then from the deepest recesses of our soul the prayer is uttered;—Lead me, O God, from the unreal to the real, from darkness to light, and from death to life.

Our life starts with the prayer and praise of the Lord, and as we live on, in His prayer and praise we realize, in a manner, our life eternal. We pray to Him now, we pray to Him in remembrance of the past and we pray to Him with an eye to the future. We adore Him with reverence and respect, knowing Him to be our Father, and knowing Him to be our supremely adorable God. We bend our heads before Him in thankfulness for the grace that we ceaselessly enjoyed in the past. We pray to Him to gain power over sin in the future and to be blessed with the sight of His countenance in its benign aspect for all time to come. We shall adore Him through the everlasting ages; we shall worship Him through eternity in a progressively refined spirit, as we shall imbibe His love and His goodness day by day in an increasing measure. Through all eternity we shall pray for His grace, and relying on Him, receive from Him strength, vigor and purity. Day by day we shall brighten our gratitude to Him by being daily blessed by Him with showers of fresh mercies. Here every week we learn such adoration of the Lord. Teach us, O Supreme Spirit, such lessons that we may render our lives fruitful by daily making distinct progress in Thy worship.

Notes.

It is with exceeding joy that we have noticed the steady progress which has marked the course of the Theistic Church in London which has been founded by the Rev Charles Voysey and has been under his leadership ever since its foundation. It is a religious organization based on the same ideals as the Brahmo Somaj. With the Adi Brahmo Samaj it has a special bond of sympathy, in as much as, like it, it makes the old scriptures of the people to whom it preaches, the source and inspiration of its teachings, and excludes social reform from its sphere of direct work. Mr. Voysey's Church has been the refuge of many Englishmen who have lost their faith in ordinary Christianity or have wrecked their bark in the sea of life against the rocks of scepticism and irreligion. Many belonging to the most intellectual and cultured community of Britishers have been among the the congregation of Mr. Voysey and have found light and peace in his ministrations. Mr. Voysey has devoted all his talent and energy to the service of his Church, and to the cause of Theism in the western world, and the high degree of success which has crowned his single-minded efforts is eminently well deserved. Mr. Voysey's work as a religious reformer is destined to have far-reaching effects, by purifying the prevailing faith of the west of all its dross of idolatry, anthropomorphism, and superstition. Week after week, with a well-earned respite of only a month or so in the year, the Rev Charles Voysey has, for more than a quarter of a century, been delivering sermons, distinguished by a high power of reasoning and feelings of fervent faith and deep reverence, and dealing with diverse questions related to the theology, the ethics and the philosophy of pure theism, and exposing the errors and absurdities of Christianity. The many volumes of Mr. Voysey's sermons form an armory from which the ardent theist can gather unfailing weapons to fight his enemies, from whatever quarters they may assail him. Mr. Voysey is now well advanced in years, but he is working with exemplary perseverance, zeal and energy, and every theist who is acquainted with his life-history and his devotion to the furtherance of the purest religion the human mind can conceive, will heartily wish him still many more years of noble activity.

It is we think a pride to India and a glory to the Brahmo Samaj that the great man who laid the foundations in modern times of that religious liberalism which sees truth in every religion was

an Indian and that Indian, the founder of the Brahmo Samaj—the illustrious Rajah Ram Mohun Roy. It was he who first made a regular study of comparative religion, and announced to the world the grand discovery that all religions contained the same essential truths. After Ram Mohan Roy it is Professor Max Muller to whom the world is indebted for substantial help towards the realization of the universality of religious inspiration. Almost all oriental scholars who have written about the religions of the Asiatic nations and all travellers who have diagnosed the religious beliefs of the savage and uncivilized races of the world have also contributed to the popularization of the idea that, underlying the superficial differences there is a still current of harmony running deep under all religions or religious beliefs. Further, there has been a class of thinkers who have found the seeds of what they call "Natural Religion" in every religious system. And lastly, the Theosophists have rendered signal service in this respect. A very interesting result of the liberalism in religious thought inaugurated by Rajah Ram Mohun Roy, elaborated by the orientalists and popularized by the free thinkers and the Theosophists, was the Parliament of Religions held at Chicago a few years ago. Our contemporary of *Unity and the Minister* simply ignores the real facts when it advances the claim that the Chicago Parliament of Religions was a grand achievement resulting from the idea of the harmony of religions which Keshub Chunder Sen preached.

A recent issue of *Unity and the Minister* thus explains the New Dispensation; "What is the New Dispensation? It is peculiarly the religion of incarnation. It teaches, that however much one may pray, however deep his communion with God may be, there can be no regeneration unless the whole nature of man be changed, unless his blood becomes not only that of Christ, but of Chaitanya and other prophets, unless the Lord Himself with all his sanits and prophets, representing the different phases of spiritual life, are incarnated in him." We venture to assert that if the above extract is to be taken as a truthful definition of the New Dispensation, its distinction from Brahmoism can not be denied. The Brahmo makes Brahma or God his all in all. Saints and prophets, however great, are yet human beings, branded with the stamp of imperfection, and the acceptance of them as ideals of the spiritual qualities which they severally represent, must prove a curb to the spiritual aspirations of an unsophisticated human soul to whom it would be

natural to have a higher conception of the spiritual qualities, if conceived in the abstract than in the concrete. It is to God as He is and the ideal of perfect spirituality as it can be conceived by the mind, apart from its relation to any individual, that the Brahmo must train himself to be faithful. He should shun any absolutely controlling influence of human ideals in his spiritual life. The examples of saints and prophets may be availed of by him as temporary aids on the path, but they must not be exalted to the position of ideals. There is so much of hero-worship in man, and hero-worship is so liable to degenerate into degrading idolatry, specially in a country like India, that there is very grave danger of Brahmoism losing its lofty spirituality by regarding the saints and prophets in the way our friends the New Dispensationists do. The Brahmo's spiritual ideal should be scrupulously free from human limitations, otherwise he would soon lose his distinctive position as a Brahmo, as the worshipper of the one true God

---

The Voice of India of Bombay, in its second article, reviewing Miss S. D. Collet's Life of Raja Ram Mohan Roy, raises the following strange question, "Who was really the founder of the Theistic Church of Modern India —Ram Mohan Roy or his friend Mr. Adam ?" The obscurity that seems to hang over this question to some minds can only be removed by a reference to the facts that led to the foundation of the Brahmo Samaj. The Rev. Mr. William Adam who may with more truth be called a disciple than a friend of Ram Mohan Roy was a Trinitarian Christian Missionary when he came to India, and it was Ram Mohan Roy, who, by his convincing and persuasive reasoning, cured him of his Trinitarianism, and Mr. Adam publicly declared himself to be a Unitarian Christian. Mr. Adam subsequently founded a society called the "Unitarian Society" at which Divine Service, conforming to the Unitarian Christian's faith, was held every week, and there Mr. Adam preached the tenets of Unitarian Christianity. Ram Mohan Roy with some of his relations, friends and disciples regularly attended the meetings of this society, and the apparent impropriety of attending a religious society presided over by a foreigner being pointed out to him by one of his disciples, he set himself resolutely to the task of founding a Theistic Society and the "Brahma Sabha" as the Brahmo Samaj was then styled, was established. The facts are that Mr. Adam's "Unitarian Society" was a Christian and not a purely theistic organization and that it ceased to exist after a brief span of life, whereas Ram Mohan Roy's "Brahma Sabha" was a purely theistic movement, and it not only took root but soon grew into a vigorous and flourishing Church. Mr. Adam cannot, even by a stretch of the imagination, be called the Founder of the Theistic Church of Modern India.

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali).

Sermon XVIII.

God Our Loving Saviour.

"तं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ।"

"I seek the refuge of the Lord, the Revealer of soul-knowledge, impelled by the longing to be saved.'

The relationship that subsists between God and the material universe, which is a relationship between the protector and the protected, we enjoy in common with the universe. But over and above this, there is a special relationship between God and us, a relationship that is hidden and mysterious in its nature, and deeper, higher, and of far greater consequence than that existing between Him and the material universe. It is because of the presence of this particular relation between our God and ourselves that we have congregated in this Prayer Hall. Every thing is in Him, every thing lives in Him. None can exist, isolating himself from Him; nothing can exist apart from Him. This wall or this pillar here exists under His protection, but it can know nothing of the circumstance of its being protected by God. To man alone hath the Lord given it to know that there is a close relationship between Him and all created objects. Not only has He given man this knowledge, but He wishes for his love, and his worship. Yes, the Supreme Lord who is worthy of being loved and from whom floweth righteousness does wish for our love. He it is who causeth the flowers of love, veneration and devotion to bloom in our heart, and we in turn make a gift of them to Him. He hath made us free, and of our own will we worship Him. But He also says to us, 'offer thy soul and mind to me, venerate me, worship me, and reverentially bend thy head to me." What God wants of us we give to Him and He accepteth what we give to Him. What is there that is not fit to be given to Him by us ? There is nothing that we have acquired wholly through our own power ; why should we then hesitate to offer back any thing to God who has given us all that we have ? Immolate all your animal propensities before the Lord, and exalting your love, lay it His feet. Pluck out the thorns of your heart and letting its flowers to bloom, blow their perfume to God.

Is the Lord to worship whom we have assembled here, indifferent to us ? No. He is never indifferent to us. He is not a mere dumb witness unto us. He is always with us and aideth us in all our good works. Here just at this moment He is causing the flowers of love and reverence to blossom in our hearts. He stirreth up holy thoughts in our minds and sendeth to us feelings

that are good and do good to us. He invigorates our sense of freedom and elevates our virtues, so close and deep is the relation between Him and us. When I know that God ceaselessly showereth His love upon me and sendeth His infallible aid to me without intermission, must I not then offer to Him all my love and all my faith? You pious youth, you are in your mind forming a strong resolution to renounce sin, but have you none by you who encourages you? You find yourself to be feeble and weak, you feel dejected when you find your thousand efforts to forsake sin are foiled; you feel that you have not the necessary strength to reach the high goal you have fixed for yourself; but notwithstanding all these circumstances to discourage you, lose not the hope to gain your object. God is sending heavenly strength into your earthly body, and holding you by the hand. He is leading you away from sin and suffering. We are all travellers bound for that immortal mansion; if we seek the protection of the Lord, no obstacles on the path shall withstand our progress towards our destination.

What fear have we when we have sought and found the refuge of the Lord who alone can invest us with fearlessness? God has not left us to our fate after making us free; but He is always with us. He has not made our little strength our absolute support, because He has made us free. Nor has he gone away from us. So when we meet with a fall, we can call upon Him. If He could have gone away from us, it would have been better for us, to be not endowed with freedom. If He could go away from us, the sinner would be without all hope and without any means for salvation. The necessity for the Lord to remain with us has become much greater owing to His having made us free. And indeed He is always with us and at intervals we are able to perceive this. When the father teaches the infant child how to walk, he releases it from his hold, but remains with it to watch over it that it may not fall down and meet with death. When the child trust to its own strength in walking, it is troubled by fear, but when it gets hold of the hand of the father, courage comes to its heart. The same is the relation between God and ourselves. God has let us walk on the field of the world that we may gather strength by fighting with its dangers and obstacles, but He is always with us to see that we may not meet with such a fatal fall that we shall be past salvation. He breathes encouragement into us when we are engaged in holy efforts and endeavours; He manifests to us His face in its stern aspect to dissuade us from being led away by temptations. He purifies us by inflicting on us such penalties as by our conduct we have merited. Thus dwelling in our soul does God act with us. Whenever prayer ascends to Him from us, strength comes to us from Him. This is the mysterious spiritual relation between us and God.

O Lord, Thou Revealer of soul-knowledge, I have sought thy refuge, impelled by the longing to be saved; to my soul dost Thou send such knowledge as might enable it to attain what is good; into my heart dost Thou instil thy goodness, and make me follow thy will. O God, make me thy companion.

The Geeta Society.

It is with feelings of fervent joy and hope that we welcome the establishment of an institution under the name of the Geeta Society in this city. Its aims and objects are as follow;—1. To propagate the high morality of the Srimad Bhagabat Geeta; 2 To promote the study of the Geeta and to arrange for its exposition without the slightest leaning towards any sect; 3. To cultivate oriental philosophy; 4. To extend the holy influence of love, purity and peace; 5. To investigate and respect all pure truths inherent in all religions; 6. To inaugurate an inviolable ethical ideal favorable to spiritual life; 7. To harmonize all religions in an undenominational spirit; 8. To adopt means for the moral and spiritual progress of the nation. The Society will be guided by the three following fundamental principles;—1. To show respect to all religions without betraying any special leaning towards any one of them; 2. To regard and love all as one's ownself; 3. To worship the True, the Good, and the Beautiful.

The above will show that the Geeta Society has ushered itself into existence, inspired by the idea of carrying on the religious and moral reformation of the country, accepting mainly for its basis the ethical and religious ideals set forth in the Bhagabat Geeta. The Geeta is a shastric work, unique in its character. It is a work the dominant spirit of which is universalism; it sets high value on the culture of the religious spirit, relegating creed to a subordinate place; it exalts the right life over modes of faith. It is a work that may be said to aim at reconciling the leading different phases of Hindu religious thought, and though, in a way, condoning idolatry, it descants eloquently on the worship of the Supreme Spirit, and though not absolutely discarding all pantheistic notions of the God-head, it represents God as distinct from all matter, as existing in all objects as their Preserver, and as the Being who is the Father, the Mother and the Friend of all beings, and who can be and should be worshipped by man. Owing to this its all-embracing character, the Geeta is popular with persons of different theological views and with followers of different religious doctrines. But every close and deep student of the Geeta can not fail to realize that its prime object is to teach man to be God-devoted by means of communion with Him through the pursuit of knowledge, or the cultivation of love or the performance of work. The most likely effect of the Geeta on its every rational student is to make him a Theist who loves God and does the works He loveth. Although the Geeta Society has only been just formed, there have been for some time past among the educated Hindu population all over the country many who are devout followers of the Geeta, and as regards their religious faith, most of them have been found to be believers in One God. We think, therefore, that if the members of the Geeta Society of Calcutta are going to be strictly faithful to the spirit of the great book they have made their guide to faith and to the work of re-

form they have taken upon their shoulders, this newly established institution will be a Powerful ally and an influential auxiliary to the Brahmo Somaj. That the Geeta Society does not mean to misinterpret the Geeta is clear from its third fundamental principle which is "the worship of सत्यं शिवं सुन्दरं or the True, the Good and the Beautiful." We may be permitted to mention here, by the way, that this phrase "सत्यं शिवं सुन्दरं" as defining the Godhead was coined by Maharshi Debendra Nath Tagore and has been in use among the Brahmos for more than half a century. The acceptance of this charming Brahmic definition of God by the Geeta Society is specially gratifying to us, for it furnishes an evidence of the influence of Brahmo thought on its promoters.

We can not conclude our remarks without expressing to this new religious organization our most cordial support and wishing it a long life and continued progress. We hope the Society will soon be able to establish branches in all parts of India.

In taking exception, in the course of an article in our issue for Shrabun last, to the observations made by Pundit Shiva Nath Shastri with reference to the special features of the late Keshub Chunder Sen's work in the Brahmo Samaj, we did not in the least mean to convey the impression that the Pundit had any desire to lower the Maharshi in the estimation of the Brahmo public. Pundit Shiva Nath, as is well known, holds the Maharshi in the highest respect, and our attention has been drawn to a passage in one of his Bengalee sermons, in which he gives an appreciative estimate of the Maharshi's services to the Brahmo Somaj. We translate the passage below;—Rajah Ram Mohan Roy formulated a mode of Brahmo Divine Service, but he did not show with any vividness how to realize God as the inmost self of man's inner self. He left that task for Maharshi Debendra Nath to perform. Many have been the services of the Maharshi to the Brahmo Somaj; he disseminated divine knowledge by founding the Tattwabodhini Sabha, the Tattwabodhini Patshala and the *Tattwabodhini Patrika;* he contibuted to the growth and development of the Brahmo Samaj by composing the Brahmo Dharma Grantha, by originating the ceremony of Brahmic initiation, and publishing the *Anusthan Paddhati* or the Brahmo Ritual; and he spent money without stint and exerted his powers to the utmost for the propagation of Brahmoism. But his greatest achievement has been to worship the Supreme Spirit by realizing Him in his inner self as its Inmost Self. This spiritual worship is what he has chiefly cultivated and preached and propagated. In every one of his sermons he has reiterated the truth that God is the Inmost Self of man's inner self, that there is no intervening space between the human soul and the Supreme Soul, and that He is closer to us than our own self, that He is our Inmost Self. The life that we have received from the Maharshi's utterances, has come to us through our imbibing this phase of his spiritual life.

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengali).

Sermon XIX.

THE UNION OF THE HUMAN WILL WITH THE DIVINE WILL.

"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मयो बेद निहितं गुहायां परमेव्योमन्। सोऽश्नुते सर्व्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता।"

"He who knows God who is Truth itself, Wisdom itself and Infinity itself, as the One existing in the interior of his body, enjoys with that All-knowing Being the fruition of all the objects of his desire."

We behold in all external objects the clear manifestation of the benignant and beautiful image of God; and we recognise His sublime aspect proclaimed by the endless sky. In the ripples of the river we behold the play of His joy, in the waves of the ocean we witness His power, in the beams of the sun we discern His presence. Then when we look within us, we see him manifested in our heart, and perceive the workings of His grace therein. When we behold the Lord of our heart, how bright grows to our eyes His love for us and how glowing do His holiness and goodness appear to us! Oh, He is the God of my soul! He is the beloved treasure of my heart! Let us never blockade our heart with iron-doors, and drive away from the confines of that kingdom Him who is its sovereign. Let God come to His own beautiful abode; enthrone the king of the heart over His kingdom. Serve Him by making all your faculties and powers His attendants. We can conceive that in the centre of the Universe is the seat of the Lord and around Him travel all planets and stars, dominated by well-ordered, beautiful laws: they serve Him thus, and so when we admit the king of the heart into his kingdom, do all our powers and faculties combine to serve him. When the Master comes to the house, why should we not devote ourselves to his service? Why should we not save ourselves from the grasp of repentance by offering the treasures we enjoy to Him from whom we have got them? Why should we break any of his commandments, when we are engaged in performing the works He loveth? Any work, however insignificant, is great and holy, when performed for the Lord's sake. If we do nothing more than give one meal for a single day to a hungry person, deeming it to be the Lord's work, it becomes indeed a great work, but if we distribute food and raiment even to one thousand persons without stint, led by a desire to make a name or by any other selfish motive, that shall indeed be reckoned a very small work. Whatever we do in the spirit of willing obedience to God is a deed imperishable, and everlasting are its beneficial consequences. Be holy and set the Lord in the firmament of your soul, and perform His work with all the strength of which you are capable, and you shall then enjoy the fruition of all your desires with the Lord.

We are all creatures of God, but we are all individuals endowed with freedom. God accepts from us only what we offer Him of our own accord; else he does not accept our offerings. He accepteth whatever homage we offer to Him in a spirit of sincerity and with love and reverence. Any good work of the Lord that we perform with willingness and with all our mind is the work that He loveth. God has made us free. Our freedom is a great privilege. Every thing in the universe besides man is but like a machine and God is the Mechanic thereof. But by endowing man with freedom, God separated him, as it were, from Himself and made him to live a distinct, emancipated existence. The sun,

the moon, the air, the rain, winter and spring are absolutely subservient to God, being incapable of deviating an iota from the law that binds them. But man acts in opposition to the will of God, wilfully disobeys His laws of rightousness and accumulates upon himself the foulness of sin. Has it come to this that the consequence of the freedom we have got from the Lord is to be only a deep degeneration, and that we shall have to spend our days, divorced from our Supreme Father? How contrary to our expectations is an end like this! But this is what is only a temporary misconception. The fact of our freedom leading at times to disseverance from God has a deep meaning. God dissevers us from Him that we might with all the ardour of our own will again seek union with Him. He gave us the sense of the right of possession that we might of our own accord offer Him all that we possess and thus attain Him. Unless we be for a time away from the Lord, we can not approach Him with an yearning for Him in the heart. If I have nothing for which I feel the right of possession and which I can call my own, what then can I really offer to God? It is after we have felt the right of possession for whatever God has given us that we can of our own will approach God and say, "I have got from Thee all that I have; I offer them back all to Thee; do Thou accept them. Just as Thou, as the king of the universe, rulest the sun and the moon, do Thou likewise make thyself the king of my heart and make me obey Thee as thou makest them obey Thee; make my will subservient to Thy will." We can thus address God and can offer Him willingly all that we possess; this is what we call our freedom. Now our knowledge is satisfied, for we have known what invaluable a privilege to us is our freedom. We are not blind gross matter, nor are we subject to unyielding physical laws: the laws that govern our soul are above the laws that govern matter; they are the laws of righteousness. We can discern what is true, what is good and what is holy, and the relation that exists between God who is the measure of truth, goodness and holiness and ourselves none can destroy. The power of our soul is more mighty than all the other powers in the universe; with the help of that power we can remain, in the midst of all adverse circumstances, devoted to God and rightousness; we can, of our own free will, place our heart and mind in the hands of the Lord. If we misuse the freedom we possess in making us willful and perverse, we are then divorced from association with God, but if we utilize our freedom in making us willing servants of God and righteousness, we are then brought close to Him, and become united with Him by deeper and higher bonds of union. Of the whole material universe God is the Artificer, but of us all He is the Father. He is the refuge of the material universe, but in a far higher degree is He the refuge of us all—of all human beings. Nothing of the meterial universe can come so near to Him as we are near to Him, but, near to Him though we are, we shall yet eternally approach Him nearer and nearer and obtain His protection more and more. He offers love to all, but from man alone does He wish for love. Scatter, ye all, the flowers of love at His feet.

O Supreme Spirit, forsake us not, when Thou hast made us free beings; we absolutely depend on Thee, Thou art our Helper, Thou art our only possession, Thou art our Father, Thou art our Friend. I submit myself to Thy protection; reveal to me Thy beautiful benignant countenance; sanctify me with Thy love, and so strengthen my will that throughout my life I can perform Thy good work.

THE GOD OF THE UPANISHADS.

BY

Rabindra Nath Tagore.

(Translated from Bengali).

ओं नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः।

I bend my head in reverence before the spirits of the great Rishis, and solemnly interrogate the Aryan gentlemen assembled here to day, has the fact of the God-knowing Rishis having born in India come to naught? Have we severed all connection with them? A leaf before it becomes dry and worn and falls off, infuses a little life-force into the very fibres of the tree; the little flame that the leaf gathers from the sun's light it leaves behind it in a form so immanent in the tree that even when turned into dead wood the tree is found to contain that flame. And can it be that our God-knowing Rishis have not left stored up in the tissues of this many-branched, great tree—in the very marrow of this old Aryan race that overspreads India—the supreme flame, the great truths, that they brought down from the sun of Brahma?

Why then in every home and at every moment do we turn to ridicule the great truths uttered by the Rishis, by our observances and actions, by our words and by our thoughts? Why then do we aver that the Formless Brahma is not attainable to our knowledge, is not to be grasped by our love, and is not the aim of our actions? Did the Rishis leave the solution of these points at a stage in the least dubious? Is not their experience with regard to them plain and palpable? Are not their injunctions about them perfectly clear? They say,

"इह चेत अवेदीदथ सत्यमस्ति,
नचेत इहावेदीमहती विनष्टिः";

"If we can know God here, then our sublunary existence becomes a verity, but if we know Him not, then "महती विनष्टि" destruction becomes our doom." Therefore, we can not do without knowing God. But who is it that hath known Him? From whose assurance shall we gather confidence and hope? The Rishi says,

"इहैव, सन्तोहथ विद्मस्तत वयं
नचेत अवेदीर्महति विनष्टि";

"Even in our this earthly life we have known God; if we had not known Him, destruction would have been our fate." Should we distrust this testimony of the Rishis who had deep insight into spiritual realities? But some say in answer to this question with becoming humility, "No, we do not distrust the Rishis, but there is a vast difference between them and ourselves; we can not even breathe where they walked with ease and delight. The venerable Rishi Pippalad who lived in the great old forest and सुकेशा च भारद्वाज शैव्यश्च सत्यकामः, सौर्य्यायणी च गार्ग्यः कौशल्याश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कवन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्टाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाः the sons of Rishis, who sought God and were devoted to Him, such as Sukesha, the son of Bhardwaja, Satya-Kam, the son of Shibi, Gargya, the son of Sourya, Koushalya, the son of Ashwala, Baidarbhi the son of Bhrigu, Kabandhi the son of Katyana, who, with the fuel for the performance of *yagna* or sacrificial ceremony in their hands, approached their preceptors seated under the shade of

trees, and plied them with questions about the God-head—with these we can never be compared."

It may be that there can be no comparison between the Rishis and ourselves, and there may be wide difference between the Rishis and men of the present age, but truth is the same for all men, so is righteousness and so is Brahma. Therefore, what made their life worth living must also have the same effect in regard to our life; what caused their destruction can not surely prove our salvation. We may have more or less comprehension of truth, of righteousness and of Brahma according to our capacity and devotion, but it does not follow therefrom that untruth, unrighteousness and the negation of Brahma are worthy of our acceptance. Because our capacity differs from that of the Rishis, we can not surely hope to attain the same fruit as the Rishis obtained, by following a path running in a direction opposite to that which the path trod by the Rishis followed. If you believe in the saying of the Rishis "इह वेदवेदीदथ सत्यमस्ति" "the object of life is fulfilled if you know God here," "नचेत महती विनष्टि" "otherwise destruction overtakes you," then with humility and reverence you shall have to follow the path of truth shown by those great souls.

Truth is the same both for the great and the small, and "एकमेव अद्वितीयं" the One without a second, who existed in the past as the saviour of the Rishis exists now to grant salvation to us. For him whose thirst is intense the clear spring floweth all day and night from the unapproachable mountain peak that rends, as it is were, its way up through the sky, and the same inexhaustible stream ceaselessly glides for those too, whose thirst is so slight as to be appeased by one palm-ful of water;—O wanderer, O householder, bring then each your basin, large or small, to the spring, and fill it to its utmost capacity; howsoever thirsty you may be, come and drink each to your fill.

The limit of our vision is restricted, yet does not the distant sun, the only enlightener of the whole solar world, give us light? Spare-framed as we are, the circumscribed limits of the dark well may be sufficient to contain us, but have we for that reason been deprived of the embrace of the infinite sky? We may conveniently spend our days if we can have but little knowledge of a small portion of the world, yet why does man with tireless curiosity constantly extend his investigations to the worlds that fill the heavens, in order to unravel the immeasurable mystery of the sun and the moon, the planets and the stars? However insignificant we may be, still "भूमैव सुखं" "the omnipresent God is our joy"; "नाल्पे सुखमस्ति" "we can have no joy in the little things of the world." We may for a while think that things much lesser than Brahma, things that are finite, have forms and are within our grasp can be sufficient for the happiness of such beings of limited powers as we are, but we have experienced that they do not as a matter of fact prove sufficient for our happiness. ततो यदुत्तरतर तदरूप मनामयं, He is beyond all objects, He can not be crossed over, He is without a body, without disease and not subject to affliction; य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति they who know this Being become immortal, अथ इतरे दुःखमेव अपियन्ति, all others are afflicated with misery.

(To be continued.)

Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XX.

Renunciation and Resignation.

"यो वै भूमा तत् सुखं नाल्पे सुखमस्ति।"

"He, the Great One, is joy itself; there is no joy in the little things of the world."

If you have the desire to be rescued from this terrific sea of life, if you feel the longing to attain the Lord's feet that alone can make you fearless and deliver you from the world, then make Him, the Great One, your end and aim. From this very moment resign yourself absolutely unto God, who is omnipresent. Brighten up your knowledge and grasp the sublime aspect of His reality; expand your love and offer your love to Him, who is love itself; strengthen Your will and subordinate it to the beneficent will of the Supreme Spirit; and place yourself wholly under His protection. The body and the mind with which we have been endowed we have not obtained through our own power. All our rights and all our privileges we have obtained from God; the freedom of the will which is such a priceless possession of ours is also a gift from the Lord. Such being our position, what ought we to do? Ought we keep ourselves divorced from God, and immersed in our own littleness, mourn without ceasing, or deliver up with a willing heart and with love all that we possess to Him and thus be above the infatuation of all earthly possessions? We can have no joy in the little things of the world; the world and its pleasures cannot fill our soul. We pursue the pleasures of the world as we do the mirage, and mirage-like they delude us, but they yield not a drop of water that may slake our thirst. Smitten by the world over and over again, we at last seek and find and become united with the Being, who is immortal; liberated by the miseries and afflictions of the world, we at last merge ourselves in that Ocean of Bliss. Each day's experience enables us to realize that there is no joy in the little things of the world and that all sublunary pleasures soon reduce themselves into woes. He whom we go forward to embrace as a friend, assumes the attitude of an enemy. This world is not the abode of felicity. The Lord has not made it a home of felicity. He has placed us here, that we may be trained and educated and then united with him. Here we have to advance every step after much struggle, but where shall we gain the strength necessary to fit us for such struggle? When I look at myself, I at once discover that I am miserably feeble. But when we approach the Lord and seek His protection, we feel that we have reached the source of all strength and courage. Like pleasures and prosperity, woes and afflictions help us to advance on the path leading to God; the soul is

nourished even by our tears to soar towards Him.

Surrender to the Lord all that you have; in knowledge, in love and in will be one with Him, who is Truth itself, Goodness itself, and Beauty itself. If we can not of our own free will give up to God all that we possess, what need can we then have of the freedom with which we have been endowed by Him? A time will come when we shall have to leave behind all that we have; a time will come when we shall have to bid adieu to the world and all our wealth and worldly possessions. As sure it is that I am alive at this moment, so sure it is that after a time I shall pass away. After a time my voice will be stilled, and my hands will be bereft of sensation. Death will wrest away from me whatever I can not of my own accord now surrender to God. Therefore, take heed how you should act. Deliver up to the Lord all rights and possessions you have obtained from Him and thus make yourselves heirs to eternal felicity; in return for your evanescent trifles, acquire riches that are priceless and everlasting. While life lasts dedicate your life, your all, to Him. If you entrust your life to Him, it will be a life that shall have inestimable worth, it will be a life that shall never perish. And then nothing that we can renounce for God be deemed a renunciation, attended by its natural pang. Why should we shrink from absolute renunciation if that could win for us the joy of righteousness or the grace of the Lord? So closely interweaved are the desires of our heart with the little things of this world, that it is not without much effort that we can divorce ourselves from them; but once the Lord reveals Himself to us, once we are able to find ourselves under the gracious shadow of His Goodness and the bonds that bind the heart with the world are loosened, how easy it then becomes for us to undergo renunciation for the sake of God! Then we fully realize that the relinquishment of all we have is nothing compared with the bliss of beholding His gracious countenance. Then the littleness of things earthly becomes glaringly manifest to us: then we approach God and pray to Him thus, "How can I keep Thee, O God, in my heart for all time. Do Thou take all that I call my own, and let me only abide with Thee." But so ignoble is our nature that this state of spiritual elevation passes off but in a moment, and again we are infatuated by the allurements of the world, and the ennobling thoughts of God and of our spiritual affinity with Him vanish from the mind, and we find ourselves as far away from God as ever before. We have learnt from Brahmoism the truth that God never sets His face against us if we are anxious and endeavour to win His grace. You, who are a righteous youth, why do you mourn? Why do you suffer dejection come over your spirit, when you realize your frailty? Never despair. If to ameliorate yourself is a real will in you, then it must be fulfilled. Every holy will in you is the will of God. It is the wish of the Lord that every one of his children might grow in righteousness and purity, and He Himself inspirits the hearts of his dear children with spiritual life and purity. Know for certain, that He will never keep Himself away from us, but if we enclose our hearts with iron doors of unwillingness, He will necessarily be kept off from us. Dedicate your heart and mind, your whole self to the Lord, and approach Him with an open, candit heart, and He must accept you. Can the father set his face against the son? God wills that we should love Him with all our heart. Can He then extinguish the fire of our love for Him by throwing on it the cold waters of indifference? Will He not extend His help to us when we will strive to be loyal to the law of righteousness He has established? If we pray to Him to save us from sin and suffering, will He not take hold of us by the hand and save us therefrom? If we shed tears of repentance, will he not wipe off our tears by words of consolation? If we yearn after Him, will He not gratify our yearning by revealing to us the light of His countenance? If we advance one step towards Him, He approaches a thousand steps towards us and clasps us into His embrace. If the Lord gets from us even a drop of love, He showers His bounteous love on us in incessant streams. Ah, with what profuseness does he pour the nectar of His love on an open, candid heart! Let us all come before God with an open heart; let us all stand before Him, driving away from us all low and unclean thoughts. Let us pray to Him, saying; O Life of life, O Light of light, manifest unto us Thy countenance in its benignant aspect. Draw unto Thee our hearts and never again shall we depart from Thee, never again shall we isolate Thee from our heart. Henceforth we abjure all low and unclean thoughts and make ourselves wholly and absolutely subservient to Thee. Thy serenity we shall preserve to the best of our power; Thy goodness we shall imbibe and hold in our heart and shall no longer be oblivious of things divine, allured by the attractions of the world. Daily shall we grow and rise toward Thee, and live under Thy very eyes and entrust our lives unto Thee. Do thou accept our all.

SELECTION.

PILGRIMAGE TO SHANTINIKETAN OF BOLPUR.

From "Unity and the Minister,"
13th, October, 1901.

Institutions like symbols are sometimes embodiments of religious ideals of great men. The Guru Durbar Shaheb of Amritsar is an outward expression of the spirituality of Sikh Gurus. The Shantiniketan of Bolpur likewise is the outward expression of the religious ideal of Maharshi Debendra Nath. Other institutions of ordinary significance, established for merely removing particular wants of society, may die away, but institutions like the one we are speaking of, shall endure as long as the spirituality of the founder will last. They are living

things, and every object therein is instinct with life.

The Shantiniketan is like unto an Asram of Hindu Rishis of old, where *yoga* or God-vision was practised with advantage by the inmates. The very atmosphere of the place purifies the mind, dissociates it from the world and prepares it to behold the presence of God who is peculiarly immanent therein. It strongly reminds us of the Garden of Eden so graphically described in the Bible where God is said to have made Himself manifest among the trees and plants and conversed so audibly with man as one individual converseth with another. The soul of the pilgrim naturally crieth out ;

These are Thy works, O parent
of Good,

Almighty, Thyself how glorious then.

About a mile and a half from the Bolpore station of the East Indian Railway, on a plot of ground measuring about 20 Bighas, is this interesting institution, surrounded by an expanse of open field mostly arid which seems to touch the sky and form the horizon all around. The open and the limitless view which the surrounding fields offer strongly suggests the infinitude of that Being unto whose glory the sacred institution has been consecrated. The view of sun-rise and sun-set is exquisitely grand, It seems that a monstrous ball of melted gold bursts forth each day from the Eastern horizon and after performing its beneficent journey throughout the day sinks beneath the Western horizon, inspiring the drooping hearts of the pilgrims lodged in the Asram. The view of the institution in moon light is simply ravishing to the soul.

ITS HISTORY AND OBJECT.

The founder of the Shantiniketan is now known all over the world as the Hindu Maharshi of the nineteenth century. He is the connecting link between the long line of Hindu Rishis of old and the present age when darkness has clouded over ancient Hindu spirituality. Had it not been for this man of Providence the riches of Aryan spirituality would have been lost into oblivion. It seems that the Maharshi, after attaining perfection in God-vision by practising it on the Himalayas, was anxious for bringing down the spirituality of the Rishis from the hills to the planes for the cultivation of men living in the world. We remember there was a time when he used to come away from the din and bustle of Calcutta, pitch a tent in the field at this place and enjoy the delight of communion with God under the shade of a particular tree. Gradually a plot of land was secured, and trees were planted and a garden was laid. It is a noteworthy fact that the gardener, by name Ramdas, who laid the Shantiniketan garden had at first been in the employment of Raja Ram Mohun Roy who took him to England, and after the death of the master, he returned to India and was engaged by the Burdwan Moharaja to lay his famous *Golapbag* garden. The Maharshi, whose taste in these matters is princely, had engaged this man for doing the good work. A dwelling house was subsequently constructed, and it was upwards of a decade since that the present i...es of his has been consecrated. It has life and palatial two-storied house, a Sanctu... He for daily devotion and platforms have been provided under shades of trees for private devotion. The latest additic t

is a Brahmavidyalya or a school for imparting secular and religious education to students in the national style. A boarding house will be opened and there shall be accommodation for 12 students who would learn Sanskrit and Brahmacharya according to Vedic idea. English, Mathematics, History &c. up to the Entrance course, will also be taught. One word about the hospitality to the pilgrims will not be out of place. We, more than once, alluded in these columns to the exceeding politeness of the members of the Maharshi's family. This politeness has taken the form of hospitality which is practised and perfected there as a religious duty. An efficient staff of servants and office bearers have been selected, who, under their master's orders, attend to even the minutest wants of the pilgrims with great punctuality. It speaks of the deep wisdom of the Maharshi for strictly interdicting any kind of animal food within the precincts of the holy place. The food which is purely vegetarian and the comforts which are princely, are administered with the greatest care. Everything goes on in it as smoothly and punctually as the movement of a watch. Babu Dwipendro Nath Tagore, a grandson of the Maharshi, often resides at the Niketan. It is no exaggeration to say that the natural goodness of his heart and the tender hospitable care with which he looks after the comforts of the pilgrims, reminds one of the Providence of that Supreme Spirit who lives and dwells in the holy place. The ...harshi has spent his immense wealth *From* ...us kinds of benevolence, but ...s, no benevolence is of such an ...ted nature as what has been offered ...the sacred institution He is assuredly the greatest of benefactors of men who, in this deceitful world, helps his fellow-men for purifying their lives by communion with God and for fulfilling the destiny of their life. We believe that there is no better purpose for which wealth could be spent than the one we are speaking of.

THE SANCTUARY.

The Sanctuary or chapel is a marvellous edifice. The roof is tiled, but the enclosure is of glass, some of which are painted and some coloured,—all most artistically arranged. The Crystal Palace, London, is a glass-house. We have not heard of any other house besides it made of glass. Although in magnitude the Shantiniketan Sanctuary cannot be compared with the famous Crystal Palace, it gives the people some idea as to what sort of edifice the latter is. It undoubtedly is an attraction to the villagers who come to see it in large numbers. This glass hall is about 60 feet long and about 30 feet broad. The pavement is of white marble. There are suitable incriptions in it in Sanskrit. It has four gates from four sides of the garden. Towards the eastern gate, there is a beautiful portico with a tower over it, and the word OM in Bengali, like the figure of the cross in Christian churches, flourishes over the topmost pinnacle. Suitable inscriptions, both in Sanskrit and Bengali, are inscribed on beautiful pedestals for flower vases and placed at the approach to the holy place. There is a beautiful artificial fountain which plays on special occasions and on the two pillars near it are stuck two large pieces of marble, the one bearing an inscription in Sanscrit and the other in Bengali, describing the blessedness of heaven—of which the

place assuredly is the foreshadow. These blessed sights elevate the mind of the pilgrim to a higher region and suggest endless thoughts of heaven. The service, which of course is conducted according to Adi Somaj liturgy, is held twice a day, *viz.*, at 8 A. M., and 5-30 P. M. A Hindustani Pandit of Chapra has been engaged as Acharya or minister of the place and the service is generally conducted in pure Hindustani. Non only for the exceeding sweetness of the Hindi language but also for its being the common language of India, the preference given to Sanskrit bespeaks deep wisdom and foresight of the Maharshi. The Shantiniketan is intended not merely for the Bengalis but for the Dakhinis, the Sikhs, the Rajpoots, the Sindhis &c. If there is any language which suits the comprehension of all these people, it is Hindustani. During our stay at the place, Panlit Shiva Prasad Bidyarnab, well-read in Sanscrit, conducted the morning services in Bengali. His sermons and prayers were appropriate. To us these services both in Hindustani and in Bengali were very enjoyable. Every S otra, prayer or sermon revealed the Lord's presence with peculiar freshness. But the greatest lever to lift our soul heavenward was the chanting of the hymns. Three musicians, in a sweet chorus, chanted the hymns and a third played on the Mrindanga. The service generally concluded with a kirtan hymn when the khole and the cymbal were played. Although our difference from the Maharshi as to the propriety of preference being given in these respects to Brahmins bearing the badges peculiar to the heaven-born class, is now well-known, we respect his idea of giving a national aspect to Brahmoism.

THE HOLY OF HOLIES.

The Shantiniketan is a sacred retreat, its Sanctuary is no doubt holy, but there is a holy of holies, a *Sanctum Sanctorum* in the institution. We have already alluded to a sequestered spot where the founder of the institution at one time cultivated *yoga* and the charm which he felt for the place gradually leading him to embody his inner experiences into an outward form. The pot of ground we allude to is under the shade of a huge *Chattim* tree situated towards the north-western side of the garden. We were told that the Maharshi himself has never seen the place since it has taken its present form, but as a chart it is vividly present before his mind's eye. He knows every creek and corner, every tree and every minutest detail connected with the institution. As the captain of a ship from his own place, dictates the course of his vessel and regulates every arrangement and every officer, so does the Maharshi, who is struck with the infirmity of age, direct every detail connected with his institution. Not only he dictates every inscription but under his direction it is placed wherever he thinks best. Several inscriptions in Sanskrit and Bengali have been painted on pillars erected near the holy place. The *Chattim* tree which has now become old, has near it a younger one and creepers and flower plants and crotons have been planted around it. Much has been done by art to give a sacred aspect to the spot, but underneath the old weather-beaten historic

tree, on which is inscribed in Bengali the words, "Sing the song of His name," is a white marble *Vedi* or small elevated seat on which the Maharshi used to sit and hold communion with God. Around this white marble seat is a nice beautiful pavement of mosaic work sufficient to afford sitting accommodation to devotees for the purpose of devotion, and in front of this place facing towards the *Vedi*, is an arch of white marble on which in inscribed in Sanskrit the words "*Satyam Shivam Adayatam*" or the True, the Good and the One without a second, while close to the back of the *Vedi* is another white marble arch on which is inscribed in Bengali;—"He is the relief of my life, the joy of my mind and the peace of my soul." We were told that this inscription was the last production of the Maharshi's mind. It completed the requirement of the Shantiniketan. The name of the *Bodhi* tree at Bodh Gya has been immortalised for Buddha's attainment of *Nirvana* under it. The name of the *Chattim* tree in Bolpore Shantiniketan has likewise been made historical for being associated with the attainment of perfection in *yoga* by the Maharshi. A sacred effulgence emanates from this sacred spot and even dead material substance infuses spiritual life to man, a fact which even the most wordly-minded cannot ignore. The Maharshi, we were told, had several times expressed his desire that others should also sit on the *Vedi* as he had done, but everybody who visited the spot, naturally felt it impudence and affrontry for him to occupy it. He is kept off by a sense of his moral unfitness, and the idea of occupying it is revolting to his sentiment of *Bhakti*. We remember that when Bhai Protap Chunder with friends went to a pilgrimage to Budha Gya, he at first tried to sit at the place where the Bodhi Tree stood and where Buddha had attained *Nirvana*. The sanctity he felt for the place made him realise that he was too unworthy to sit there and our brother was heard to say that he heard a voice within him enjoining him to depart thence, and immediately he quitted the place and sat at a safe distance for devotion. A similar moral feeling is felt by everybody visiting the holy spot we are speaking of, and we think that it is neither irreligious nor idolatrous to follow the dictate of that spiritual sentiment, but to obey it is rather conducive to our spiritual welfare. The moral significance of this fact is deep indeed, its bearing upon certain questions is great. There is a deep and mysterious influence in and about the place where Father Devendra Nath completed his cultivation of *yoga* and we have been most profitably impressed with the reality of that influence. Beginners in *yoga* or persons who have not yet seen the reality of the *yoga* world, but are led by a spiritual thirst of the soul to find out the waters of communion, often find glimpses of God's presence, but their repeated trials, temptations and disappointments of life and difficulties of *yoga* life as well as their want of experience in it, may not unoften dissuade them from following the rugged path and suggest to them that what they seek is a delusive mirage or mere sentiment or imagination of their own mind. To such men of weak faith a confirmation or a powerful testimony is invaluable. The spirit of Devendra Nath which hovers about the place,

bears that much-needed witness. Like a friend in need, it strengthens, cheers, encourages and shows the way, and with the voice of thunder, impossible not to take heed, cries aloud to the heavy-laden and weary pilgrim, to proceed. The force of example of the *yogi* is the most powerful factor in the Shantiniketan, and may this life-reviving example abide forever with this poor, tempest-tost, sorrowful sinner, has been the prayer of our soul when we came away from the sacred retreat. May the Lord fulfil that prayer and make the pilgrimage a happy and successful one,

---

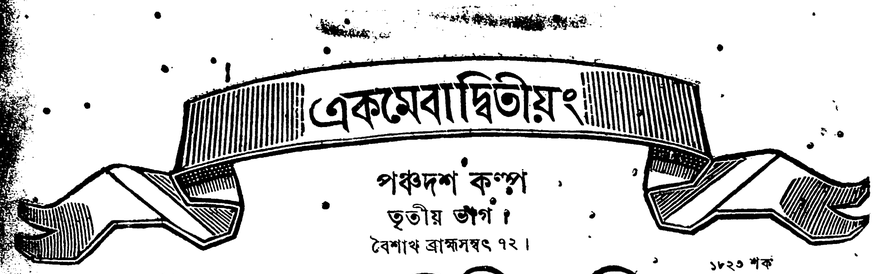

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২২ শকাব্দ, ২২ ফাল্গুন, বুধবার।

সাধু ও অসাধুসঙ্গ।

"নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা"।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে যাহারা সংযত, এবং যাহাদের শরীর মন আত্মা পবিত্র তাহারাই সাধু, আর যাহারা অসংযত এবং যাহাদের শরীর মন আত্মা অপবিত্র, তাহারাই অসাধু। যদি কার্য্যানুরোধে অসাধু লোক আমাদের নিকটে আইসে বা আমরা তাহাদের নিকটে যাই, তাহাকে অসাধুসহবাস বলা যাইতে পারে না। ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি তাহাদের দলে মিশিতে যাই, তাহারা যাহা করে যদি তাহাই করি, এবং তাহাদের কার্য্যের অনুমোদন করি, তাহাকেই অসাধুসঙ্গ করা কহে।

অসাধুসঙ্গ কেন এত গর্হিত? ঈশ্বর মনুষ্যকে তাহার মঙ্গলের জন্যই অনুকরণ ও অভ্যাসশক্তি দিয়াছেন। এই শক্তি যথাযোগ্য বিষয়ে পরিচালিত না হইলে আমাদের মঙ্গল হয় না। শিশু ও যুবা ব্যক্তিদিগের অনুকরণ-প্রবৃত্তি বড় প্রবল। তাহারা শৈশবে ও যৌবনে যাহাদের সঙ্গে থাকে, তাহাদের সুসংস্কার বা কুসংস্কার, উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ধর্ম্মমত সকল তাহারা হৃদয়ে পোষণ করে, এবং তাহাদেরই অনুরূপ ক্রিয়া ও আচার ব্যবহারের অধীন হয়। বর্ব্বর জাতির শিশু ও যুবা ব্যক্তির কথা বার্ত্তা শুনিলেই বুঝা যায়, তাহাদের পিতা মাতা ও প্রতিবেশী কি চরিত্রের লোক। শিক্ষিত ভদ্রবংশের শিশু ও যুবা ব্যক্তিদিগের কথোপকথন শুনিলেই জানিতে পারা যায় ইঁহারা ভদ্রবংশ জাত। অতএব শিশু ও যুবা পুরুষদিগকে তাহাদের অভিভাবকেরা যেন সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে অসাধুসঙ্গ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বর মনুষ্যকে মঙ্গলের জন্যই অভ্যাস-শক্তি দিয়াছেন। কিন্তু ইহা উৎকৃষ্ট বিষয়ে প্রযুক্ত না হইলে, ঘোর বিপদ ও যাতনাপ্রসূ হইয়া থাকে। অসাধুসঙ্গে পতিত হইয়া যিনি কোন অসাধু লোকের

অনুরোধে নৈশ আমোদ প্রমোদের অপবিত্র স্থানে উপস্থিত হন, প্রথম দিন তিনি যাহা দেখেন যাহা শুনেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, বাত্যাহত সমুদ্রের ন্যায় তখন তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে থাকে; কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আর সে ভাব থাকে না। ক্রমে তিনি ঐ সকল দৃশ্যে অভ্যস্ত হইয়া যান। যাহা কিছু বিবেক-বুদ্ধি-জনিত যন্ত্রণার আভাস মাত্র তাঁহার হৃদয়ে ছিল, দেখিতে দেখিতেই তাহা মিলাইয়া যায়। পরিশেষে তিনি কুলোকের দলপতি হইয়া উঠেন। কোথায় তাঁর ধন মান—কোথায় তাঁর সুখ সম্পদ, স্ত্রী পুত্রের অশ্রুজলে তাঁর সংসার তখন ভাসিতে থাকে। তাঁহার আবাসস্থান অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। "নারিনু ধরিতে মণি, কেবল দংশিল ফণি" বলিয়া তিনি তখন "হায় হায়" করিতে থাকেন। এই ত অসাধুসংসর্গের ফল; অতএব ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

অসাধুসঙ্গে যেমন সর্ব্বনাশ সাধুসঙ্গে তেমনি স্বর্গে বাস। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, ইহা "ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা"। কীটও গোলাবের সংসর্গে দেবতার নিকটে পৌঁছে। কাচও মণির সহযোগে অভূতপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। অসাধু লোকও সাধুর নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া উচ্চ স্থান ও উচ্চ লোক প্রাপ্ত হয়। সাধুর প্রশান্ত ও সংযত মূর্ত্তি দেখিবামাত্র হয় ত তাঁহার মুখ হইতে শুভ মুহূর্ত্তে একটি কথা শ্রবণ মাত্রই—তাহার মলিন জীবন একবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

বাল্মীকি পূর্ব্বে রত্নাকর নামে বিখ্যাত দস্যু ছিলেন। একদা ব্রহ্মা ও নারদকে আসিতে দেখিয়া রত্নাকর তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া তাঁহাদের বস্ত্র গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে একটা বনের ভিতর লুক্কায়িত ছিল। ব্রহ্মা নিকটে আসিলে, রত্নাকর তাঁহাকে বধ করিবার জন্য লাঠি উত্তোলন করিল। ব্রহ্মা বলিলেন নরহত্যা করিয়া কেন মহাপাপে লিপ্ত হইবে? সে এই কথা শ্রবণ মাত্রই পৈশাচিক হাস্য করিল। তখন ব্রহ্মা আবার বলিলেন, তোমার এ পাপের সহভাগী কি কেহ আছেন? যাও গৃহে ফিরিয়া যাও, স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস দেখি, তাহারা তোমার পাপের অংশ গ্রহণ করিবে কি না? দস্যু অনেক কথার পর তাহাই করিল। কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই তাহার পাপের অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। বরং যথোচিত তিরস্কার করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। রত্নাকর ব্রহ্মার নিকটে ফিরিয়া আসিল। আসিতে আসিতে পথের মধ্যে দারুণ অনুতাপের অগ্নি তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। এইবার লৌহময় হৃদয় গলিয়া গেল। পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হইল!। সে ব্রহ্মার পদতলে পড়িয়া বলিতে লাগিল, দেব! কি উপায়ে আমার উদ্ধার সাধন হইবে? ব্রহ্মা, তপস্যা ও ঈশ্বরোপাসনার পথ দেখাইয়া দিলেন। ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া পরে সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। এবং পরিশেষে মহর্ষি বাল্মীকি নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ হইলেন। হো! কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে ব্যক্তি, এক সময় সহস্র নরহত্যা করিয়া ব্যথিত হইত না সেই ব্যক্তি আর এক সময়ে ক্রৌঞ্চমিথুনের অন্যটিকে ব্যাধ কর্ত্তৃক আহত হইতে দেখিয়া "মা নিষাদ" শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মর্ম্মভেদী শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

যুধিষ্ঠির শকুনি প্রভৃতি অসাধু লোকের সঙ্গ ক্ষণকালের জন্য থাকিয়াও কি ঘোর বিপদেই পড়িয়াছিলেন!! মহাভারতে তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। রাজ্য গেল—সুখ গেল—সব গেল। বনবাস সার হইল। রামের রাজ্যাভিষেক বার্ত্তা শ্রবণে প্রথমে কৈকেয়ীর কত না আনন্দ হইয়াছিল!! পরিশেষে কুসঙ্গিনী কুব্জা মন্থরা তাঁর কাণে বিষ ঢালিল। কুমন্ত্রণায় রামের বনবাস ও দশরথের প্রাণনাশ কার্য্য সমাধা করিল। খল সর্প হইতেও ক্রূর। সাপ যাকে দংশন করে সেই মরে, কিন্তু ক্রূর একজনকে দংশন করিলে বহু লোক মরিয়া থাকে।

কুসঙ্গী ইয়াগোর মন্ত্রণায়, ওথেলো মরিল—ডেস্‌ডিমনা মরিল এবং ইয়াগো নিজের বিষে নিজেও মরিল। হো! সাধের প্রেমের পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন করিল!! স্কোশীয় রাণী প্রসিদ্ধ মেরী শৈশবে ও যৌবনের প্রারম্ভে বিলাসের ধাত্রী ফরাসী রাজ-সভায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। বিলাস ও পাপ প্রলোভনের স্রোত তখন সেখানে প্রবলবেগে বহিতেছিল। যেমন তাঁর শিক্ষা জীবনে তেমনি তাঁর পরীক্ষা। স্বদেশে যখন তিনি সিংহাসনে আরূঢ়া—রাজ-দণ্ড যখন তাঁর হস্তে, তখন ডারুন্‌লী ও রিসিওকে লইয়া তিনি যে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা আমি এই পবিত্র বেদি হইতে বলিতে লজ্জা বোধ করি। পরে যখন বুঝিলেন, তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জ সকলেই তাঁহার উপর বিরূপ ও বিরক্ত, তখন মাক্ষিকা যেমন মাকড়সার জাল আশ্রয় করে, তিনি তেমনি ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের শরণ লইলেন। নিষ্ঠুর এলিজাবেথ তাঁহাকে রাজ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া পরিশেষে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। হায়! শৈশবে কুসংসর্গ প্রভাবেই তিনি অসংযত হইয়াছিলেন, সেই অসংযমই তাঁহাকে নষ্ট করিল।

অতএব অসাধুসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। আমরা যেন সকলেই অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে কালাতিপাত করি। সাধু ভাবের আকর যে পরমেশ্বর তিনি আমাদের কেমন প্রিয় সঙ্গী! "অন্তরতর, অন্তরতম তাঁর সমান কে, থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায়" "সুশীতল ছায়া তিনি জুড়াইবার স্থান" আমরা যেন সেই সুশীতল ছায়ায় সর্ব্বক্ষণ সঞ্চরণ করি। হে দেব! তুমি আমাদিগকে তোমার চিরসঙ্গী কর। এই আমাদের তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি।

যাঁহাকে ঘেরিয়া চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রের অহোরাত্রব্যাপী নিত্য মহোৎসব, যাঁহাকে পাইয়া স্বর্গধামে দেবতাগণের অনন্ত জীবনের অবিরাম স্তুতিগান, যাঁহাকে দেখিয়া দুর্ব্বল মনুষ্যের ক্ষুদ্র-কণ্ঠনিঃসৃত প্রীতিকৃতজ্ঞতা ধ্বনি, তাঁহারই উপাসনায় মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তাঁহার জাগ্রত জীবন্তভাব জাজ্বল্যতর রূপে অনুভব করিয়া তাঁহাকে অন্তরের ভিতরে পূর্ণরূপে বিরাজমান দেখিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহারই চরণে অর্পণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা চাই, সাধনা চাই, নিষ্ঠা চাই। সমাধিবলেই আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারি। এই যে চারিদিকে সাধু সজ্জনদিগের মধ্যে মধ্যে সমা-

গম হয়, শাস্ত্রপ্রসঙ্গে বা শাস্ত্রালাপে স্বর্গীয় ভাবের অভিনয় হয়, ইহা শব্দব্রহ্মসাধনের নামান্তর মাত্র। "শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্।" বেদাদি শাস্ত্র পাঠে, সাধু মুখ হইতে শ্রবণে ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান জন্মে তাহাই শব্দব্রহ্মজ্ঞান; কিন্তু মনন ও নিদিধ্যাসন এবং বিবেক দ্বারা ঈশ্বরবিষয়ক আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। প্রতিদিনে প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে শব্দব্রহ্ম জ্ঞানের আলোচনাই আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। বাস্তবিকই এইরূপ নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনায় জীবনকাল ক্ষয় করিতে হইবে, ইহাই আমাদের কল্পনা। ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করাই আমাদিগের চরম উদ্দেশ্য।

কিন্তু সপ্তাহান্তে কি বর্ষকাল পরে সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা করা ব্রাহ্মধর্ম্মের তাবৎ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি, শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনার আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে নিত্য কাল দেখিতে হইবে। বাহিরে বিষয়ের আকর্ষণ, অন্তরে ভ্রম প্রমাদ মোহের কুজঝটিকা বিদূরিত করিয়া দিয়া আত্মার গভীরতম প্রদেশে ঈশ্বরের পবিত্র আলোক প্রতিফলিত করিতে হইবে। কিন্তু ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। একেত তিনি আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, কিন্তু সেই জ্ঞান আবার শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়সংযম সাপেক্ষ।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

শব্দব্রহ্মের আলোচনায় বন্ধু বান্ধবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের পূজার্চ্চনায় পবিত্র ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত হয়, মনুষ্যের অন্তরে ঈশ্বর জ্ঞানের উদ্রেক হয়, জড়প্রায় মলিন আত্মার অসাড়তা বিদূরিত হয়, এই জন্য শব্দব্রহ্ম সাধনের অনুকূল এইরূপ সাপ্তাহিক উৎসব আয়োজনের জন্য আমরা লালায়িত। এইরূপ উৎসবক্ষেত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র সত্য দেশ বিদেশে বিঘোষিত হইতেছে, মৃতপ্রায় অসাড় আত্মায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতেছে, দেশব্যাপী মোহান্ধকারের ঘন যবনিকা ত্রুটিত হইয়া যাইতেছে, বেদউপনিষদ-নিহিত প্রচ্ছন্ন সত্য দ্বিগুণিত আলোকে জ্বলিয়া উঠিতেছে, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে সত্যের সহিত অসত্যের সংগ্রামে সত্যের মহিমাই জয়যুক্ত হইতেছে।

শব্দব্রহ্মসাধন জনসাধারণ ও সমাজের পক্ষে বিশেষ হিতকরী হইলেও নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ইহা অপেক্ষাও উন্নততর সোপানের আবশ্যক। বিবেক জ্ঞান, সমাধি সাধন, প্রতিদিবস ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান, এই উন্নততর সোপানের সর্ব্বস্ব।

শব্দব্রহ্মসাধনে যেমন বক্তৃতার আধিক্য, পাঠের আধিক্য, নিদিধ্যাসনে সেরূপ নহে। আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের অভিমুখে অন্তঃকরণের একাকার বৃত্তিপ্রবাহের নাম নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসনের সময়ে আমি যে পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতেছি, তাঁহার বিষয় যে একাগ্রচিত্তে আলোচনা করিতেছি, তিনি যে আমার ধ্যেয় বস্তু, ধ্যাতা এবং ধ্যেয় এই দ্বিবিধ জ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু সমাধির অবস্থায় যেন কতকটা একাকার হইয়া আইসে,

"নির্ব্বাত দীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে।
(পঞ্চদশী)।

বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় অন্তঃকরণের

বৃত্তি সকলের এই স্থিরতর অবস্থার নাম সমাধি। নিদিধ্যাসন বলেই আত্মা সমাধি-প্রবণ হইয়া আইসে। এই সমাধি বলে বীর্য্যবান হইতে পারিলেই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

শব্দব্রহ্ম সাধনের জন্য শ্রবণ ও আগমনিগমের প্রয়োজন, পরব্রহ্ম সাধনের জন্য মনন নিদিধ্যাসন ও সমাধির আবশ্যক। শব্দব্রহ্ম সাধনে বাহিরের আলোচনা ও জল্পনার আধিক্য, কিন্তু পরব্রহ্মসাধন কেবল ভিতরের ব্যাপার। নিখিল শাস্ত্রসমুদ্র শব্দব্রহ্ম সাধনের উপাদান, একমাত্র, প্রণব বা অনুরূপ শব্দ বা তাঁহার মধুর নাম পরব্রহ্ম সাধনের সঙ্গী। ঈশ্বরে আপনাকে ডুবাইয়া আত্মহারা হইতে হইলে হৃদয়তন্ত্রীতে তাঁহার মধুর নাম নিনাদিত কর, তাঁহার মহান অস্তিত্বের ভিতরে আপনাকে বিসর্জ্জন দাও, তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে সংসারের শোক তাপ জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া ক্ষণকালের জন্য নিদ্রিত হইয়া পড় এবং সেই জাগ্রত নিদ্রার অবস্থায় তাঁহার পীযুষ বারি অবিরাম পান করিয়া কৃতকৃতার্থ হও। বক্তৃতা বা তর্ক স্রোত সে দেশ স্পর্শ করিতে পারে না; ভাষাও সে অবস্থার ছবি অঙ্কিত করিতে সক্ষম হয় না। বাস্তবিক এইরূপ সমাধি সাধন উপাসনার পরিসমাপ্তি।

প্রতিদিবস কিয়ৎকালের জন্য ঈশ্বরে সমাহিত হইতে পারিলে মনুষ্য জীবনের সফলতা সাধিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা সুরক্ষিত হয়। সবলাধিকারী বলিয়া আমাদের যে অভিমান তাহাও রক্ষা পায়। আমাদের মধ্যে অনেকে সমাধি সাধনের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে না পারিয়া বাহিরের উপাসনাই তাবৎ জ্ঞানে জীবন কাল অতিবাহিত করিতেছেন, উপাসনার পদ্ধতি বা ক্ষুদ্র অভিমান লইয়া বিব্রত রহিয়াছেন। বাহিরের উপাসনা আমাদের সর্ব্বস্ব নয়। বলিতে কি সামাজিক উন্নতি-সাধন বা অবান্তর বিষয়, ঈশ্বরের পূজার্চ্চনার সহিত এক শ্রেণীতে বসিবার উপযুক্ত নহে।

ঈশ্বরউপাসনায় শব্দব্রহ্মসাধনে হৃদয় দ্রবীভূত হয় বটে, অন্তরে স্বর্গীয় ভাবের উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু যিনি সমাধিবলে রসস্বরূপ পরমেশ্বরের অমৃতবারির আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি আর বাহ্য তুচ্ছ বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে সমুদয় জগৎ দর্শন করেন, তিনি সবলাধিকারীগণের অগ্রণী থাকিয়া সকলের সহিত সদ্ভাব ও প্রীতিভাব বর্দ্ধন করেন। তাঁহার সকল কার্য্যেই উচ্চ সাধনের প্রভাব বিকাশ পায়। তিনি ধর্ম্মের দিক দিয়া সকল বিষয় দর্শন করেন। পক্ব আম্রফলের সুগন্ধ লইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইলে চলিবে না, তাহার ত্বক বিদীর্ণ করিয়া সুরসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। সেইরূপ শুদ্ধ শব্দব্রহ্মসাধন লইয়া থাকিলে চলিবে না তাহার সঙ্গে পরব্রহ্ম সাধনের জন্য নিদিধ্যাসন ও সমাধি চাই, তবেই আমরা কৃতার্থ হইতে পারিব এবং আমাদিগের সকল প্রকার বিভিন্নতা চলিয়া যাইবে। সমাধি সাধনে তৎপর হইলে ত্রিবিধ তপস্যা আমাদিগের অভ্যস্ত হইয়া আসিবে। শারীর-তপস্যায় সাধুপূজা শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্য্য অংহিসার ভাব জাগ্রত হইবে। বাঙ্ময় তপস্যায় অনুদ্বেগকর সত্য প্রিয় বাক্য কথনে ও শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্তি জন্মিবে। মানসিক তপস্যাবলে মনের প্রসন্নতা অক্রূরতা

মৌনিতা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ভাব-সংশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি পড়িবে। (গীতা ১৭ অধ্যায় ১৪, ১৫, ১৬ শ্লো)। ইহা কেবল শাস্ত্রের অনুশাসন নহে, প্রকৃত ধার্ম্মিকের ভিতর এই সকল সাধুগুণ সত্য সত্যই পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়া থাকে।

আমরা এই পবিত্র ও সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যেন ইহারই জয় ঘোষণা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি। চারিদিকে বাধা বিঘ্ন আমাদিগকে 'বিপথে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে। আমরা যেন ঈশ্বরের অঙ্গুলির নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়া সকল অবস্থার মধ্যে দৃঢ় ভাবে অগ্রসর হইতে পারি। ঈশ্বর আমাদিগকে যে উৎযাপনহীন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন, তাহার গুরুভার বহনে অবহেলা না করি, ঈশ্বরের উৎসাহজনন বিমল মুখশ্রী দেখিয়া আমরা অক্ষয় বলে বলীয়ান হই। তিনি সত্যের জ্যোতি দেখাইয়া আমাদিগকে কল্যাণের অভিমুখীন করুন। তিনি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়যুক্ত করুন, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে তিনি সাধনের স্রোত বহমান করুন, আমাদের বৃত্তি সকলকে অন্তর্মুখী করুন, যে আমরা সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় শোভা ক্রমিকই ফুটাইয়া তুলিতে পারি এবং সকলকে ইহার দিকে সহজে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হই।

প্রাচ্য একেশ্বরবাদ।

আজকাল পাশ্চাত্য-ভূমে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে চিন্তাস্রোত যে ভাবে বহিতেছে, তাহার পরিচয় দানই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমরা আমাদের নিজের কথা না বলিয়া ইউনিটেরিয়ান ট্রাকট হইতে পাঠকদিগের অবগতির জন্য প্রয়োজনীয় অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বলিতে কি তাঁহাদের এই আন্দোলন ইংলণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া সাগরপারে এদেশে এই ব্রাহ্মসমাজের কূলে আসিয়া পোঁছিয়াছে। সত্যের প্রভাব সকল প্রকার বাল্য সংস্কার ও জাতীয় সংস্কার অতিক্রম করিয়া পরিশেষে যে কিরূপে জয়যুক্ত হইয়া থাকে সাধারণে তাহাই লক্ষ্য করিবেন। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মনুষ্যের আত্মার ক্ষুধাও প্রবর্দ্ধিত হয়; তখন আর প্রাচীন বদ্ধভাব সত্যের সহিত অসত্যের বা কল্পনার অল্পাধিক সংমিশ্রণ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই কারণেই এদেশে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়, ইউরোপীয় ধর্ম্মজগতে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ অপ্রতিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেভঃ কোপলাণ্ড বাউই "প্লি ফর ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ানিটি" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন "ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও মত কাহারও নিকটে বিশেষ প্রামাণ্য ও অধিকতর আশাজনক বলিয়া বিবেচিত হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার প্রচার সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। একেশ্বরবাদীগণ বলেন যে তাঁহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মমত মনুষ্যের আত্মার অভাব দূরীকরণে যেরূপ অধিকতর উপযোগী, অপেক্ষাকৃত গোঁড়ামিভাবপূর্ণ ধর্ম্মপুস্তকাদি সেরূপ নহে।

ধর্ম্মমত যতই সরল সহজ বিশ্বাস্য ও আশাপূর্ণ হইবে, মনুষ্য হৃদয় ততই তাহাতে বিমুগ্ধ হইবে, অন্তরের সাধুভাব ততই তাহার সংসর্গে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। এ কথা বাস্তবিকই যার পর নাই প্রামাণ্য। তাঁহাদের মতে খ্রীষ্টিয় একেশ্বরবাদে এই সকল ভাবই অন্তর্নিহিত।

ঈশ্বর। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা ত্রিত্ববাদের প্রহেলিকায় বিজড়িত নহি। ঈশা যে ধর্ম্মবিশ্বাস পোষণ করিতেন আমরা তাহাই করি। আমাদের অন্তরের পবিত্রতম ভাব ঐ বিশ্বাসে সায় দেয়। ঈশ্বর আমাদের পিতা, বন্ধু, সহায়; তিনি আমাদের নিকট হইতে মুখের কথা চান না; যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস ও প্রীতি করে, তাহাকেই তিনি অমোঘ আশ্রয় ও আশীর্ব্বাদ দান করেন।

আমরা বলি দুই বা ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তিনি যেরূপ স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে বিরাজিত ছিলেন, এখনও তিনি তেমনি তুল্যভাবে বিরাজ করিতেছেন। পুরাকালে বিশ্বস্ত ও পবিত্র আত্মার সহিত তিনি যেমন কথা কহিতেন, এখনও যদি আমরা শুনিতে চাই তাঁহার কথা তেমনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাই। যে কেহ তাঁহাকে অন্বেষণ করে, সে তাঁহারই পিতৃবাৎসল্যে জ্ঞান প্রেম সান্ত্বনা ও অজেয় বল লাভ করে।

আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকলই জানিয়াছি এ কথা বলি না। সে রহস্য ভেদ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আমরা যে কিছু আলোক ও ইঙ্গিত সৃষ্টি-কৌশলে, জ্ঞানী ও সাধুর চিন্তা ও কার্য্যে, আত্মার স্থির অভিজ্ঞতায় জানিয়াছি তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট। আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে, ধীরতার সহিত কার্য্য করিতে হইবে, উপযুক্ত দেখিলে তিনি নিজে আরও উজ্জ্বলতর রূপে আমাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন।

ঈশা। আমরা ঈশার অনৈসর্গিক জন্মোপাখ্যান, তাঁহার অত্যদ্ভুত কার্য্যে ও সশরীর-উত্থানে বিশ্বাস করি না। আমরা শ্রদ্ধার সহিত বাইবেল ব্যাখ্যা করি, তাই বলিয়া যুক্তি সম্বন্ধে অন্ধ নহি। আমরা দেখি ঈশা তৎকালিক ও তদ্দেশীয় একজন প্রধান সংস্কারক, যাজকমণ্ডলীর অযথা অভিযানের একজন ঘোরতর শত্রু, দরিদ্র পদদলিতের সহায়, পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, সঙ্কীর্ণভাব ও মতের বিরোধী, স্বার্থপরতা ও অত্যাচারের বিদ্বেষী, স্বাধীনতা ভ্রাতৃভাব শান্তি ও প্রেমের প্রচারক, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে এবং ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ফলে মনুষ্য যে কতদূর উন্নত হইতে পারে তিনি তাহার শিক্ষাগুরু।

তিনি যে উন্নত-জীবন যাপন করিয়াছেন, তিনি যে পবিত্র বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি যে সৎসাহসের সহিত নিঃস্বার্থভাবে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহার জন্য ঈশাকে আমরা ভক্তি করি। প্রকৃত মনুষ্যত্ব তাঁহাতে বিকশিত হইয়াছিল; ঈশ্বরে তাঁহার নিষ্ঠা, মনুষ্যে তাঁহার ভ্রাতৃভাব বাস্তবিকই উন্নততম ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক।

মনুষ্য। মনুষ্যমাত্রেরই দায়ীত্ব আছে; সে তাহার নিজের চরিত্র ও নিজের ভবিষ্যৎ কল্যাণ-অকল্যাণের জন্য দায়ী। ঈশার ন্যায় আমরা বলি প্রত্যেক মনুষ্যই ঈশ্বরের পুত্র। সকলেরই অন্তরে সাধুভাবের বীজ নিহিত। মনুষ্য যতই কেন পাপী নারকী ও কঠোর-হৃদয় হউক না, তাহার হৃদয়ে প্রেম ও বিশ্বাসের কণিকা থাকিবেই থাকিবে। সেই কণিকাকে উদ্দীপিত করাই ধর্ম্মের কার্য্য এবং সেই উদ্দীপ্তি-সাধনই মুক্তির নামান্তর মাত্র।

মনুষ্যের বুদ্ধি যাহা সত্য বলিয়া বুঝে, হিতাহিত জ্ঞান যাহা ন্যায় বলিয়া অবধারণ করে, মনুষ্যের আত্মার উন্নতি ও সাধুভাবে যাহা সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা লইয়াই আমরা দাঁড়াইতে যাই। আমরা বলি আমাদের জ্ঞানের নীতির ও আত্মার যাহা কিছু সমস্তই

ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং আমরা বিশ্বাস করি ঐ সকলের সৎ ব্যবহারই ঈশ্বরসেবার পরাকাষ্ঠা।

বাইবেল। আমরা বলি পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মপুস্তকে (বাইবেলে) পবিত্র ও কল্যাণকর কথা নিহিত আছে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলি না যে ঈশ্বরের সকল কথাই উহাতে স্থান পাইয়াছে, বা যাহা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরের কথা। আমরা বাইবেলোক্ত স্থলবিশেষের ভ্রান্তবিজ্ঞান ভ্রমসঙ্কুল-ইতিহাস ও বিসদৃশ নীতি সমর্থনের প্রয়াসী নহি। তৎসাময়িক প্রচলিত জ্ঞান ও নীতির মাত্রা আলোচনা করিলে ঐ সকল ভ্রমপ্রমাদের কারণ সহজেই অনুমিত হয়।

সেই সময়ের ইতিহাস আজকালের মত ভাবশুদ্ধ বা নির্দ্দোষ না হইলেও বড়ই সরল কোমল ও জীবন্ত। এমো মাইকা ইসায়ার বিশ্বাসপূর্ণ 'বাক্যে হৃদয়ের গভীরতা ও আবেগের সুন্দর পরিচয় মিলে। বাইবেলোক্ত উপাখ্যানের সহিত আমাদের ভাবগুচ্ছ বিজড়িত। তাহারা ঈশার জীবনের কথা বলে, মনুষ্যের সাধুভাবের বর্ণনা করিয়া আমাদের বিশ্বাসকে সজীব করে, এবং সেই পরমপিতার করুণা ও সামীপ্য সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়।

ভবিষ্যৎ জীবন। ঈশ্বরের করুণার উপর অটল নির্ভর ভাবী-জীবনের সরস ও আশাপূর্ণ ছবি অঙ্কিত করিতে স্বভাবতই উৎসাহী করে। ঈশ্বর তাঁহার কোন পুত্রকে যে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, এ কথা আমরা বলি না, বলিতে পারি না, বলিতে সাহস কুলায় না। আমরা বলি আমাদের ভাবী জীবনের ভালমন্দ এখানকার অনুষ্ঠিত কার্য্যাকার্য্যের উপর নির্ভর করে। ন্যায়বান ঈশ্বরের বিচারে আদৌ পক্ষপাত দোষ থাকিতে পারে না। আমরা আনন্দের সহিত বিশ্বাস করি যে ঘোরতর পাপী পুত্রকেও তিনি পরিশেষে আপন আলয়ে লইয়া যাইবেন। আমরা জানি না আত্মার পাপের কলঙ্ক কতদিনে প্রক্ষালিত হইবে। কিন্তু সমুদায় হৃদয়ের সহিত এ বিশ্বাস পোষণ করি যে তাঁহার ইচ্ছায় সকলে পবিত্র ও সাধু হউক, নীচতা ও স্বার্থপরতার ভিতরে কেহ ডুবিয়া না থাক। আমরা নিশ্চয় জানি মিথ্যার উপরে সত্য অসাধুভাবের উপর সাধুভাব জয়যুক্ত হইবেই। ঈশ্বরের ন্যায় এবং তাঁহার করুণা অনন্ত নরকে আস্থা স্থাপন করিতে কিছুতেই দেয় না।

আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা বলি উল্লিখিত মত সকল বর্ত্তমান সময়ের ও বর্ত্তমান মানসিক ভাবের বিশেষ উপযোগী। ঈশা যে ধর্ম্ম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন উহা তাহার প্রতিকূল নহে। এই সকল সরল বিশ্বাস্য ও আশাজনক মতের সমষ্টিই প্রকৃত ধর্ম্ম। এই সকল মত মনুষ্যের সাধুগুণ সকলকে উদ্দীপিত ও প্রস্ফুটিত করে এবং যে শত সহস্র লোক আজকাল প্রচলিত ধর্ম্মে অনাস্থাবান হইয়া দূরে রহিয়াছেন উহা তাঁহাদের ধর্ম্মের ক্ষুধা উপশান্ত করে। তাঁহাদের মন্তব্য এই সকল মত যাহাতে চারিদিকে প্রচারিত হয় তজ্জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

Unitarian Christianity Explained নামক প্রবন্ধে Armstong বলেন ঈশার জীবন ও চরিত্র বাস্তবিকই সুন্দর। তাঁহার আদর্শ জীবন আমাদিগকে সজাগ ও উৎসাহিত করিয়া তোলে। তিনি যে আমাদের অগ্রজ ভ্রাতা এবং তিনি যে আমাদের মধ্যেরই একজন

একথা চিন্তা করিতে আনন্দ হয়। ঈশ্বর তাহার কোন পুত্রকে অনন্ত নরকে ফেলিয়া রাখিবেন না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে পিতা বলিতে পারিতাম না। তিনি বিভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়া অবশেষে তাঁহার সকল পুত্রকে নিষ্পাপ ও পবিত্র করিয়া তুলিবেন। অতিপ্রাচীন ইতিহাস পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে লোকে ঈশার উপদেশ শ্রবণ করিয়া এক সময়ে তাঁহার জীবনের ইতিহাস জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এমন কতকগুলি লেখক ও প্রচারক জন্মগ্রহণ করিলেন, যাঁহারা বলিয়া উঠিলেন যে তিনি মনুষ্য ছিলেন না। যদিও তাঁহার আকৃতি ও গঠন মনুষ্যের মত ছিল, প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন দেবতা। পরে তর্কযুদ্ধে সমর্থিত হইল যে তিনি মনুষ্য ও দেবতা উভয়ই। তাহার পরে কথা উঠিল যদি তিনি দেবতা হয়েন তবে কি তিনি ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন। খৃষ্টের মৃত্যুর ৩০০ বৎসর বিলম্বে দুই ঈশ্বরে বিশ্বাসের বিভীষিকা যেন চারিদিকে ছাইয়া পড়িল। পরে এরূপ মীমাংসিত হইল যে ঈশাও ঈশ্বর, স্বর্গস্থ পিতা ও ঈশ্বর। তাঁহারা দুই ঈশ্বর নহেন, পিতা পুত্রে এক।

ত্রিত্ববাদের মতও এইভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নূতন ধর্ম্ম পুস্তকে ঈশ্বরকে কখন কখন পবিত্র-আত্মা এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। পবিত্রাত্মা অর্থাৎ যিনি মনুষ্যের আত্মায় প্রীতিভাব সঞ্চার করেন। পরে দাঁড়াইয়া গেল যদি পিতাও ঈশ্বর, পুত্রও ঈশ্বর, তবে পবিত্র আত্মা ঈশ্বর না হইবেন কেন। সকলে বলিয়া উঠিল পবিত্র-আত্মা পিতা ও পুত্র হইতে বিভিন্ন। পরে কত বিবাদ বিসম্বাদ রক্তপাতের ভিতরে ঈশার সরল উপদেশ লোকে ভুলিয়া গেল, এবং ত্রিত্ববাদের সংস্থাপনা হইল এবং পিতা পুত্র ও পবিত্রাত্মা একে তিন এবং তিনে এক মত প্রচারিত হইতে লাগিল।

আমরা সমস্ত গোঁড়ামি ও অন্ধমত ছাড়িয়া ঈশার সরল ও সহজ মতের দিকে তাকাইতে চাই এবং ঐ সকল ভ্রান্ত ও জটিল মত পরিত্যাগ করিতে সকলকে অনুরোধ করি।"

আমরা সংক্ষেপে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানদিগের মত ও বিশ্বাসের চিত্র প্রদান করিলাম। খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তথাকিবেই, কিন্তু তাহা সত্তেও তাঁহারা সত্যকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিবার ঘোর প্রয়াসী। আমরা ইহাও বলি ও বিশ্বাস করি বাইবেলের ভিতর দিয়া একেশ্বরবাদ ইউরোপে প্রচারিত হওয়া যে নিতান্তই স্বাভাবিক, এই সম্প্রদায়ের সাধু চেষ্টা তাহাই সমর্থন করে। বলিতে দুঃখ হয় এদেশে আমাদের মধ্যে অনেকের খৃষ্টভক্তি গোঁড়ামির আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা খৃষ্টকে যেরূপ অতিরিক্ত শ্রদ্ধাভক্তি দান করেন, ইউরোপীয় একেশ্বরবাদীগণের মধ্যে যে অনেকেই ততদূর করিতে সঙ্কুচিত হয়েন, বর্ত্তমান প্রস্তাব তাহা সমর্থন করে।

ব্যাকুলতা।

পড়িয়াছি কত শাস্ত্র বেদ ও বেদান্ত
হইল না তবু কেন মন শান্ত দান্ত,
করিলাম পাঠ কত বিজ্ঞান দর্শন
নাহি লভিলাম তবু তাঁহার দর্শন।—
নিশ্চয় প্রাণের মাঝে জাগে অহঙ্কার
জাগিছে বিদ্যার মোহ, তাই অন্ধকার,

দেখিতে পাইনে তাঁরে, নাহি শান্তি মনে ;
হইয়া ব্যাকুল, তাঁরে পাইব কেমনে।
হায় হায় বৃথা এই জ্ঞান অভিমান,
উপরে চাহিয়া দেখ অনন্ত বিমান
অন্তহীন মুক্তভাব জাগে তাহে কিবা!—
মাঝে তার গ্রহতারা ভ্রমে নিশিদিবা,
লোক হ'তে লোকান্তরে ঝরে কি সঙ্গীত!—
অন্তরীক্ষে অন্তরে এ তাঁহারি ইঙ্গিত।

সর্ব্ব অবস্থায় তিনি আমাদের মিত্র।

সংসারে দরিদ্র কেহ ক্ষুদ্র অভাজন
কেহ বা বিভবশালী ও ভক্তিভাজন,
কেহবা চঞ্চল কেহ নির্ম্মল অটল
করুণায় কারো চক্ষে ঘন বহে জল
পরহিততরে কেহ লালায়িত ঘোর,
কেহ বা দস্যুর মত প্রবঞ্চক চোর,
অচেতন কেহ যেন, কেহ বা চেতন
কেহ চাহে পুরাতন, কেহ বা নূতন ;
কারো প্রাণ শান্তিময়, কেহ করে দ্বন্দ্ব
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ কতরূপ ছন্দ ;—
শেষ নাই ভবে এই অন্তহীন ভাব—
নিয়মে রাখেন সেই অনন্ত স্বভাব ;
সৃষ্টিস্থিতি লয় তাঁরি বিশ্ব এ বিচিত্র ;
সর্ব্ব অবস্থায় তিনি আমাদের মিত্র।

নববর্ষ।

উদ্বোধন।

গ্রীষ্মাদি ছয়টি ঋতু অনন্তকালের যে অঙ্গকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া ক্রমান্বয়ে তাহাকে স্ব স্ব ভাবাপন্ন করে, কালের সেই অঙ্গ বৎসরসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। বৎসর স্বীয় চক্রনেমিতে ঘুরিতে ঘুরিতে অনাদি হইতে অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে কত যুগযুগান্তর, ভাবভাবান্তর, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, কত প্রলয় মহাপ্রলয় উদ্ভাসিত ও তিরোহিত হইয়া জগদক্ষে অনন্ত অতীত স্মৃতির রেখাপাত করিতেছে। আমাদের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, এই বৎসরাখ্য কালেরই প্রভাব ও পরিবর্ত্তন হেতু। "জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ।" কাল জননশীল মাত্রেরই জনক ও জগতের আশ্রয়। অতএব নূতন নূতন বৎসরের প্রারম্ভে আমাদের জীবনের একটি একটি নূতন পর্ব্ব আরম্ভ হয়। যেমন প্রাত্যহিক জীবনের প্রারম্ভে দৈনিক পাপ শান্তির নিমিত্ত ব্রহ্মোপাসনা প্রয়োজন, তদ্রূপ এই নূতন বৎসরের প্রারম্ভে আমরা আমাদের জীবনের কুশল কামনায়, আমাদের গৃহের শান্তি স্বস্ত্যয়নের নিমিত্তে, পারিবারিক অভ্যুদয়ের নিমিত্তে, জীবনের উপরে কালের পরাক্রম নিবারণের নিমিত্তে আমরা সেই সর্ব্ববিঘ্নহর পরমেশ্বরকে উপাসনা করিয়া আসিতেছি। ইহা আমাদের মহাব্রত।

অদ্য সেই দিন—সেই ব্রত উদ্যাপনের পুণ্য তিথি। ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে—"সহস্র রশ্মি শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ।" সূর্য্য কেমন শত রশ্মি দ্বারা নূতন বৎসরকে আবৃত করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে। আমরা অদ্যকার উষাতে সেই কালকালো গুণী সর্ব্ববিৎ ঈশ্বরের অভয় হস্ত নিরীক্ষণ করিতেছি। ইহা কি শুভ মুহূর্ত্ত, কি পুণ্য মুহূর্ত্ত। এসময়ে মানবহৃদয় কি এক আনন্দরসে নিমগ্ন হইতেছে। কি এক আশ্চর্য্য জ্যোতি, অন্তর্নিহিত কল্যাণ-চক্ষু সর্ব্বত্র উদ্ঘাটিত দেখিতেছি। ঐ জ্যোতি, ঐ কল্যাণ-চক্ষু কাহার? যিনি জগতের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া

রহিয়াছেন সেই ধ্রুব কল্যাণ-নিদান ঈশ্বরের। জন্মে, জীবনে, মৃত্যুতে সেই একই চক্ষু প্রেম-দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত; দুঃখে সন্তাপে, সুখে, শান্তিতে সেই একই চক্ষু প্রেম-দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত। সেই চক্ষুষ্মান্ সকল মঙ্গলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া অদ্য নূতন বৎসরের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। এখন সকলে হৃদয় মন শান্ত কর। কাষ্ঠহীন হইলে অগ্নি যেমন আপনার কারণে উপশান্ত হয়, বৃত্তিহীন হইলে চিত্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে সেইরূপ সমাহিত হয়। সমাহিত চিত্তই সনাতন আনন্দ লাভের অধিকারী। চিত্ত যদি প্রসাদ লাভ করে, তবে অশুভ কর্ম্মে তাহার মতি হয় না, সে অবস্থায় সে ঈশ্বরেই সমাসক্ত হইয়া তাঁহার পূজা করে ও অশেষ পুণ্য লাভে সংসারের সম্পদ বিপদে, সুখ সৌভাগ্য শান্তি লাভ করে। অতএব হে ভক্ত উপাসকবৃন্দ, আইস, আমরা সকলে মিলিয়া এই শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের চিত্তকে শান্ত করিয়া, লবণ যেমন জলে নিমগ্ন হয়, কাষ্ঠ যেমন অগ্নিতে নিমগ্ন হয় এবং বাষ্প যেমন আকাশে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ আমরা সেই ভগবচ্চরণে একান্ত মনে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।

প্রার্থনা।

দেখিতে দেখিতে সম্বৎসরকাল চলিয়া গেল, আমাদের জীবন পুস্তকের এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইল। আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের অমোঘ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি; শান্তি স্বস্ত্যয়নে ভাবী বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার অজেয় বল চাহিতেছি। তিনি যে আমাদিগকে নববর্ষের কূলে আনয়ন করিলেন, তাঁহার করুণা তরণী আমাদিগকে অভয় ধামে উপনীত করুক। এই ভয়াবহ সংসার-সমুদ্রের ঘাতপ্রতিঘাতে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক বিশুষ্ক, দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে দেহমন ক্ষত বিক্ষত, তাঁহার কোমল হস্ত সর্ব্ববিধ বেদনা অপসারিত করুক। শোক তাপের নিষ্পীড়নে চারিদিক অন্ধকারময়, তিনি মঙ্গলজ্যোতি দেখাইয়া সকল ধ্বন্ধা বিদূরিত করুন। সম্পদ-বিপদের অন্তরালে যে তাঁহার শুভ লক্ষ্য লুক্কায়িত, এ গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিন। তিনি যে আমাদিগকে অনন্ত প্রয়াণের পথিক করিয়াছেন, তাঁহার নামকীর্ত্তন আমাদের এ দুর্গম পথের চিরসম্বল হউক। সুখ-দুঃখ সম্পত্তি-বিপত্তি হাস্য-ক্রন্দনের পর্য্যায়-তরঙ্গের ভিতরে তিনি যে একাকী নিত্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন, ইহা বুঝিয়া অন্তরের প্রীতি-প্রবাহ তাঁহার প্রতি ধাবিত হউক। এ সংসারের উত্থান পতন মারীভয় আধিব্যাধি জরামৃত্যুর ভিতরে তাঁহার নামই যে সত্য, এ কথা আমাদের মুখ হইতে সহজে বিনির্গত হউক। তিনি যে আমাদের শেষ গতি, আত্মা যে নিয়তকাল তাঁহাতে সঞ্চরণ করিবে, তিনি যে আমাদের পরম সম্পদ, এই গৌরবময় পরিণাম জানিয়া আমাদের আত্মা তাঁহার সহিত নিত্যযুক্ত হউক। তাঁহার নামে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়যুক্ত হউক, ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হউক, অহঙ্কার বিচূর্ণ হউক, বিশ্বাস সাধনে মিলিত হউক, ধরামাঝে তাঁহার স্নেহ অবতীর্ণ হউক, বিঘ্নরাশি বিদূরিত হউক, বর্ষকাল মধুময় হউক, জড়প্রাণে চেতনার সঞ্চার হউক, ধর্ম্মভাব ক্রমিকই বদ্ধমূল হউক, এই পবিত্র মুহূর্ত্তে

জোড়করে তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

হিন্দুশাস্ত্র সম্মত প্রায়শ্চিত্তবিধি ও আদি ব্রাহ্মসমাজ।

পাপানুষ্ঠান করিলেই মানবাত্মা পাপজনিত ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়; এ ক্লেশ কেবল আত্মগ্লানির বা অনুতাপের ক্লেশ নহে, পরন্তু পাপের অন্ধকার ও মলিনতার সহিত জ্যোতিষ্মান্ বিশুদ্ধ আত্মার সংস্পর্শের ক্লেশ, দুইটী বিসংবাদী পদার্থের ঘাত প্রতিঘাতের বেদনা। আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা বা ধর্ম্মপরায়ণতা অনুসারে এই ক্লেশ ও বেদনার তারতম্য হইয়া থাকে। আবার দীর্ঘকাল পাপনিরত ব্যক্তির আত্মা পাপে অভ্যস্ত হইয়া পাপের ক্লেশেও অভ্যস্ত হইয়া যায় বটে, কিন্তু সে যে অতি হীন অপকৃষ্ট জীব, সে যে কল্যাণকর ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত, এযন্ত্রণাকর বোধ তাহার মনে জাগ্রত থাকে, এবং তাহার জীবনে প্রায়ই এমন এক সময় আসে যখন সঞ্চিত পাপের সঞ্চিত ক্লেশ ও বেদনা প্রবল বেগে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পাপের যন্ত্রণা হইতে কেহই মুক্তি পায় না। এই নিমিত্ত পাপের যন্ত্রণার শান্তির জন্য মানুষ অতি আদিম কাল হইতে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। এই সকল উপায় প্রায়শ্চিত্ত নামে অভিহিত হয়।

পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা ক্ষালিত হয়, হিন্দুজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস বহুকাল প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান কালে সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবার কয়েকটী প্রণালী প্রচলিত দেখা যায়। গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন প্রভৃতি দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, ইহা সাধারণ হিন্দুমণ্ডলীর বিশ্বাস। কিন্তু পুরাকালের ঋষিশাসিত ভারতে প্রায়শ্চিত্তের অর্থ অন্য রূপ ছিল। এ সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন;—

"যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম্ম গর্হতি।
তথা তথা শরীরং তত্তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে॥
কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥
অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ।"

"পাপীর মন যে পরিমাণে পাপকর্ম্ম ঘৃণা করে, সেই পরিমাণে তাহার জীবাত্মা সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। পাপী পাপ করিয়া অনুতাপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং পুনরায় এ পাপ কার্য্য করিব না, এরূপ দৃঢ় সংকল্পের সহিত নিবৃত্ত হইলে পবিত্র হইয়া থাকে। অজ্ঞান অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক গর্হিত পাপ কার্য্য করিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলে, সে দ্বিতীয়বার আর ঐ পাপ কার্য্য করিবে না।"

পাপের উৎপত্তি অন্তরে, অতএব পাপ করিয়া কেবল অন্তর বিশুদ্ধ করিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। কিন্তু গঙ্গাস্নান করিলে, তীর্থ-পর্য্যটন করিলে, অন্তর শুদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? সম্ভাবনা নাই বলিয়া মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন যে পাপী পাপকে ঘৃণা করিবে, পাপ কর্ম্ম জন্য অনুতাপ করিবে, এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবে। ইহাই অন্তর শুদ্ধির পাপ হইতে মুক্তির এক মাত্র উপায়। এই উপায়েই পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা শ্রীমৎ মহর্ষি মনু প্রায়শ্চিত্তের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান কালের সমুন্নত অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্মত। সে বিধির সার্থকতা মানবাত্মার ন্যায় অবিনশ্বর। পুরাকালে তাহার যেমন প্রকৃষ্টতা ছিল, বর্ত্তমানে তাহার তেমনি প্রকৃষ্টতা রহিয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহার সেইরূপ প্রকৃষ্টতা থাকিবে।

শাস্ত্রসম্মত এই মহা ফলদায়ক, সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত, প্রায়শ্চিত্তের বিধি উপেক্ষা করিয়া এক্ষণে হিন্দুগণ যে অর্থশূন্য প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাহাদিগের ধর্ম্মাবনতির শোচনীয় পরিণাম ব্যতীত আর কিছুই প্রমাণিত হয় না।

আদি ব্রাহ্মসমাজ এই শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত বিধির চিরকালই প্রতিপোষণ করিয়া আসিতেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্ত্তিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে" প্রায়শ্চিত্তের এই বিধিই প্রদত্ত হইয়াছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আদি সমাজ প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহাই অনুশাসন। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম এই অনুশাসন তাহার অন্যতম প্রমাণ।

সংবাদ।

গত ১৫ মাঘে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে জাতকর্ম্ম হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ১৭ মাঘ বুধবার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। সমস্ত বিষয় পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

গত ৯ ফাল্গুন বৃহস্পতিবারে হাইকোর্টের বারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান্ আর্য্যকুমার চৌধুরী এবং শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বারিষ্টার উকীল এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন সম্ভ্রান্ত লোকও নিমন্ত্রিত হন। উপনয়নাদি দেখিয়া সকলেই একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং এইরূপ প্রণালী অনুসারে উপনয়ন সকলেরই হওয়া আবশ্যক এই ভাবও অনেকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫১২৷৷৵০
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৫৭৭৸৶৯
সমষ্টি	...	১০৯০৷৷৶৯
ব্যয়	...	৫৩৩৷৶৬
স্থিত	...	৫৫৭৷ ৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ৫৭৷৩
৫৫৭৷৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২৪৫৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১৫৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়
১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
২০৲
২৪৫৲

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ২৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
১০৲
„ „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ
১৫৲
২৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৯৸৶০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা
২৲
„ „ কানাইলাল দাস, ঐ
৩৲
„ „ হরিমোহন রায়, ঐ
৩৲
„ সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা
১৸৶০
৯৸৶০

পুস্তকালয়	...	১৮৸০
যন্ত্রালয়	...	২০৯৷০
গচ্ছিত	...	১৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৩৷০
সমষ্টি		৫১২৷৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৬০৷৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১১৪৷৹
পুস্তকালয়	...	১৷৩
যন্ত্রালয়	...	১২৬৸৶০
সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক		৩০৲
সমষ্টি		৫৩৩৷৶৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষ হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল হিঃ অনেক গ্রাহকের নিকট অনেক টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে। এরূপ টাকা দিতে বিলম্ব করিলে কার্য্যের যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। তজ্জন্য বিনীত ভাবে নিবেদন তাঁহারা এই নব বর্ষে আপনার আপনার দেয় শীঘ্র প্রদান করিলে অত্যন্ত বাধিত হই। ইহার জন্য বারংবার পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে না হয় ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

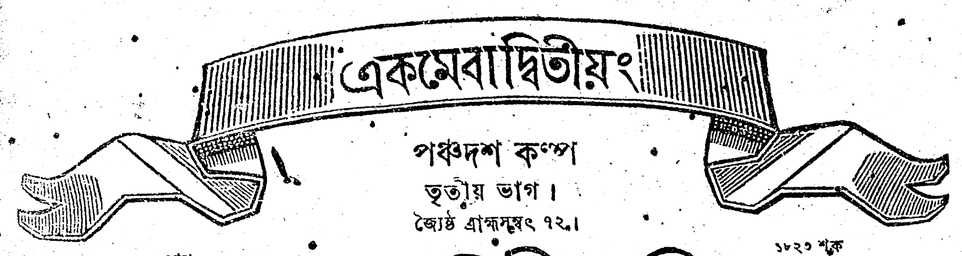

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭২।
৬৯৪ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌
সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবের জন্মোৎসবে বক্তৃতা	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	১৫
ক্রোধ ও ক্ষমা	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	২৩
হিন্দুশাস্ত্র সম্মত তীর্থ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু)	...	২৬
ঈশ্বরের কাছে উদ্ধার প্রার্থনা	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	২৭
ক্ষমাই বিশ্বের মাঝে আশ্চর্য্য ক্ষমতা	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	২৭
সংবাদ	(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	২৮
The New Dispensation Somaj and the Adi Somaj		...	5
Prayers for the Late Queen-Empress at the Adi Brahmo-Somaj		...	8

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ১০ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLORS

বিজ্ঞাপন।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	॥০ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাক্‌মাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

NOTICE.

Catalogue of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswaim and Co.
25 Kalkadevi Road, Bombay.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৭২।

৬৯। সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।

পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রসাদে পূজ্যপাদ পিতৃদেব আজ ৮৫ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত একই মহোচ্চ আদর্শ তিনি সর্ব্ব সমক্ষে মূর্ত্তিমান্ করিয়া আসিতেছেন—সে আদর্শ পরমাত্মার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। সংসারের এই ঘোরা অমানিশার তরঙ্গাকুল সাগরে তিনি করুণাময় পরমেশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে কূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ ভেলা আনয়ন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলকথা ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ ঈশ্বরেতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন। ঈশ্বর-প্রীতির প্রথম-সোপান পরম সত্য পরমাত্মার জন্য আত্মার প্রগাঢ় অভাব-বোধ। প্রিয়কার্য্য-সাধনের প্রথম সোপান ত্যাগ-স্বীকার।

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের মনের প্রথম পরিবর্ত্তন-কালে পরমাত্মার জন্য তাঁহার মনোমধ্যে কিরূপ প্রগাঢ় অভাব-বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আভাস আমরা তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত হইতে অনেক সময়ে গল্পচ্ছলে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এইরূপ শুনিয়া থাকি যে, সংসারের তখন মহা স্ফীত অবস্থা—ধন জন যৌবন মান মর্য্যাদা খ্যাতি প্রতিপত্তি দুইকূল ছাপাইয়া উঠিতেছে;—কিন্তু তাঁহার নিকটে পরমাত্মা-বিহনে সকলই অন্ধকার। তাঁহার তখনকার ব্যাকুলতার অবস্থা তাঁহার বিরচিত দুইছত্র গীতে অতীব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে; সে গীত এই যে,

"হবে কি হবে দিবা-আলোকে জ্ঞান-বিনা সব অন্ধকার। গত হ'ল আয়ু, নাহি গেল জানা। কেমনে তাঁরে পাইব বল না।"

পরমাত্মার জন্য প্রগাঢ় অভাব-বোধ হইতে তাঁহার মনোমধ্যে দুইরূপ অসন্তোষ জাগ্রত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে দুইরূপ ত্যাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত করাইল। প্রমোদশালায় যেখানে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব একত্রে সুখোপবিষ্ট হইয়া নৃত্য-গীত হাস্যালাপ এবং ক্রীড়াকৌতুকে নিমগ্ন

PAGES CONTAINS
DIFFERENT COLORS

রহিয়াছে সেখানকার সেই সুখোন্মত্ত ভাব, একদিকে, তাঁহার অন্তঃকরণের গভীর প্রদেশ হইতে "নেতি নেতি" জাগাইয়া তুলিল; আর একদিকে; চণ্ডীমণ্ডপে যেখানে ষোড়শোপচারে প্রতিমাপূজার ধূম লাগিয়া গিয়াছে সেখানকার মোহান্ধভাব তাঁহার মনের গভীর প্রদেশ হইতে "নেতি নেতি" জাগাইয়া তুলিল। এই দুই প্রকার নেতি নেতি তাঁহাকে দুইরূপ ত্যাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত করাইল। প্রথম ত্যাগ-স্বীকার হ'চ্চে মহার্ঘ্য পার্থিব সুখোপকরণ-সকলের বহিষ্করণ; দ্বিতীয় ত্যাগ-স্বীকার হ'চ্চে প্রতিমাপূজার নিরাকরণ, মিথ্যার পরিহার, এবং সেই সূত্রে আত্মীয় স্বজনের সহিত দ্বন্দ-কোলাহল। এই স্থানটিতে আমরা তিনটি নিগূঢ় সত্য চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান দেখিতে পাইতেছি;—প্রথম সত্য দেবপ্রসাদ; দ্বিতীয় সত্য আত্মপ্রভাব; তৃতীয় সত্য, উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।

প্রথমতঃ, পূজ্যপাদ পিতৃদেবের মনোমধ্যে যেরূপ পরমাত্মার জন্য প্রগাঢ় অভাব-বোধ উদ্রিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা পরমাত্মারই অমৃত প্রসাদ-বারি—যদিচ তাহার বাহ্য আকার নৈশ অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, এবং আস্বাদন কালকূটের ন্যায় কটু।

দ্বিতীয়তঃ, সেই অভাব-বোধের প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে নিদ্রিত নেতি নেতি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে যখন সুদুষ্কর ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত করাইল—তখনকার সেই যে নেতি-নেতি'র অপরাজিত বল, তাহারই নাম **আত্মপ্রভাব**।

তৃতীয়তঃ, অগ্রে ঈশ্বরের জন্য প্রগাঢ় অভাব-বোধ ঈশ্বরেরই প্রসাদে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, আর, তাঁহারই গুণে পরে আত্মপ্রভাব সতেজে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল; ইহাতে এইরূপ প্রমাণ হইতেছে যে, দেব-প্রসাদই মূল কারণ,—আত্মপ্রভাব দেবপ্রসাদেরই ফলাভিব্যক্তি।

তাহার পরে যখন পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আত্মার গভীর অভাব পরমা শান্তিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই অনির্ব্বচনীয় শান্তিবারি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত উদ্বেলিত হইয়া শ্রোতৃবর্গের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, তখনকার সেই ভরপুর জোয়ারের ভাব অনেকেই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি—যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে তাহা কল্পনায় দেখানো অসম্ভব। যাঁহারা তাহার কতক কতক আভাস পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান-গ্রন্থটি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিবেন; তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহাদের ঐতিহাসিক চক্ষু এবং আধ্যাত্মিক চক্ষু—দুই চক্ষুই—একসঙ্গে প্রস্ফুটিত হইবে।

কালের উপযোগী ঐতিহাসিক উৎকর্ষ এবং আত্মার অভাব-পূরণের উপযোগী আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, এই দুইপ্রকার উৎকর্ষ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে একাধারে দেখিতে পাওয়া যায়—যদিচ ইচ্ছা করিয়া অনেকে তাহা দেখেন না।

প্রথমতঃ, সমস্ত ঐতিহাসিক আর্য্যজাতির মাতৃবাণী বেদ, বেদের সার কথা উপনিষদ্, উপনিষদের সারসংকলন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ। এই গেল ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐতিহাসিক মৌলিকতা।

দ্বিতীয়তঃ, সকল কাষ্ঠের অভ্যন্তরেই যেমন অগ্নি নিহিত আছে—সকল আত্মাতেই তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিহিত আছে; আত্মার সেই মূল প্রদেশস্থিত 'স্বর্গীয় অগ্নি উদ্দীপন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মস্থানীয় মূল কথা। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক মৌলিকতা।

এক দিকে ব্রহ্মরসামৃত নানা বাধা বিঘ্ন ভেদ করিয়া ইতিহাসের মূলপ্রদেশ হইতে বর্ত্তমান কালের ফল-প্রদেশে চলিয়া আসিয়াছে; আর একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি মোহনিদ্রার জড়তা ভেদ করিয়া আত্মার মূল-প্রদেশ হইতে সংসার-ক্ষেত্রের ফল-প্রদেশে শিখা বিস্তার করিবার জন্য চেষ্টায়মান হইতেছে। পূজ্যপাদ পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের তাৎপর্য্যের গোড়াতেই স্বহস্তে লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল-ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গলরূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান্ সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এইরূপ প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন তাঁহারাই ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে।"

ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদিদিগের বাক্যের বিশেষ মর্য্যাদা আমাদের নিকটে দুই রূপঃ—প্রথম বিশেষ মর্য্যাদা এই যে, মাতার রক্ত এবং স্তন্য দুগ্ধ যেমন আমাদের অস্থি-মজ্জার অভ্যন্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মবাদিদিগের বাক্য সকল তেমনি আমাদের দেশস্থ সমস্ত সাধুসজ্জন এবং বিজ্ঞমণ্ডলীর জ্ঞানের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট এবং পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। দ্বিতীয় বিশেষ মর্য্যাদা একটু পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি—কি? না বেদবাণী শুদ্ধ কেবল ভারতবর্ষের নয়—তাহা সমস্ত ঐতিহাসিক আর্য্যজাতির মাতৃবাণী; উপনিষদ বেদের সারাংশ; এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদেরই সার-সংকলন।

ঐতিহাসিক ব্যাপারটি আমাদের মন হইতে সরাইয়া রাখিলে তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না—কেন না উহা আমাদের দেশের অস্থি-মজ্জার ভিতরে এরূপ নিগূঢ় ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, আমরা তাহা দেখি বা না দেখি—তাহার যা কার্য্য তাহা সে করিবেই—কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষের কোন' সৎপুত্র যদি চন্দ্রলোকে গিয়া চান্দ্রমসী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন, তথাপি ভারতবর্ষের ঋষিবাক্য তাঁহার মন হইতে মুছিয়া যাইবে না—এবিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। ঐতিহাসিক ব্যাপারটি আপনাআপনিই যাহা করিবার তাহা করিবে—তাহার প্রতি বিশিষ্টরূপ যত্ন সমর্পণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এ যাহা আমি বলিলাম তাহার একটি প্রধান সাক্ষী ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সেকালের গ্রন্থ নহে—তাহা একান্ত পক্ষেই একালের গ্রন্থ। কিন্তু তাহা সহস্র একালের হইলেও—ভারতবর্ষের মানস-সরোবরের পঙ্কজ-কাননের পুণ্য গন্ধ—

ভারতবর্ষের উদয়গিরির অরুণ-জ্যোতি—ভারতবর্ষের তপোবনের প্রশান্ত মাধুর্য্য—ভারতবর্ষের ঋষিদিগের তপঃপ্রভাব—তাহার উপক্রমণিকা হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; এরূপ স্পষ্টাকারে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে যে, তাহা কাহারো নিকটে গোপন থাকিতে পারে না। আমাদের দেশের তাহা এক প্রকার ঘরাও সামগ্রী বলিয়া তাহার মর্য্যাদা আমরা যত না বুঝিতে পারি—দৈবযোগে বিদেশীয় ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুসজ্জনদিগের কাহারো যখন তাহা চক্ষে পড়ে, তখন তিনি আশ্চর্য্য রসে দ্রবীভূত হইয়া যা'ন—ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

আমি একবার বোলপুরের শান্তিনিকেতনে যাত্রা করিবার মানসে যখন রেলগাড়িতে সবে মাত্র আরোহণ করিয়াছি সেই সময়ে একটি নর্‌ওয়ে দেশীয় খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকের সহিত আমার কিয়ৎকাল ধরিয়া ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন চলিতেছিল—ইতিমধ্যে কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ তিনি ভাবে গদগদ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানের নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র উৎসাহের সহিত আবৃত্তি করিয়া উঠিলেন

"ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ স্বরূপ অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।" এই কয়েক ছত্র আবৃত্তি করিয়া তিনি বলিলেন যে, এমন উচ্চ অঙ্গের ভাবগর্ভ লেখা আমি কোথাও দেখি নাই। ব্যাখ্যানে উহারই পরে যাহা রহিয়াছে তাহা কোন্ যেন এক পর্ব্বতোপরিস্থ নিভৃত তপোবন হইতে বায়ুভরে ভাসিয়া আসিতেছে। তাহা এই :—

"উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণীগণকে সচেতন করে, রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান করে, তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পা'ন। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমাদের অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তিমিরমুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্যকিরণে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হ'ন। আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবামাত্র তাঁহার চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই, যদি সরল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করি, যদি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ না হয়, তবে অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। * * * * সূর্য্যের অভ্যুদয়ের মধ্যেও তাঁহার আবির্ভাব, সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যে তেমনি তাঁহার আবির্ভাব। যেমন উষাতে সেই প্রকার সন্ধ্যাতেও তাঁহার প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছায়া বসুধাকে শান্তি ও বিশ্রামে নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্রমা অনেক সহস্ররশ্মিতে উত্থিত হইয়া জ্যোৎস্নাসুধা বর্ষণ করে, যখন তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরী রূপে বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়? "যশ্চন্দ্র তারকে তিষ্ঠন্ চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং

শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়তি।" যিনি চন্দ্র তারকে থাকিয়া, চন্দ্র তারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্রতারককে নিয়মে রাখিতেছেন, চন্দ্র তারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র তারক যাঁহার শরীর, তাঁহারই প্রকাশ দেখা যায়। উষাকালে সেই আনন্দরূপ অমৃতং, প্রদোষকালে সেই আনন্দরূপ অমৃতং, নিশাকালে সেই আনন্দরূপ অমৃতং প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল এই সকলের মধ্যেই কি তাঁহার আবির্ভাব? * * * * * ঈশ্বর-প্রেমী প্রসন্ন হৃদয় পুণ্যাত্মা যখন প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন; তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কি তাঁহার প্রকাশ তাঁহার আবির্ভাব দেখিবে না? প্রকাণ্ড পর্ব্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র, সূর্য্যে তাঁহার এ প্রকার আবির্ভাব নাই। এই সকল পুণ্যাত্মার ভাব কি চমৎকার! তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন কি কঠোর! তাঁহাদের হৃদয় কি কোমল কি পবিত্র! সেই অমৃতের প্রিয় আবাস-স্থল পুণ্যাত্মার যে হৃদয় তাহা কেমন শীতল ও পবিত্র। তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট! * * * * * ব্রহ্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা সাধুদিগের মুখশ্রীতেই তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।"

পরমাত্মাকে এইরূপ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা আর্য্যজাতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ বা মুখ্য অঙ্গ। ইহুদী এবং আরব দেশীয় একেশ্বরবাদের সহিত আর্য্যজাতীয় একেশ্বরবাদের গোড়ার একটি প্রভেদ এই যে, ইহুদী এবং আরব জাতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা পরমাত্মাকে ঋষিদিগের ন্যায় সকলের অভ্যন্তরে সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট-রূপে উপলব্ধি না করিয়া তাঁহাকে সুদূরতম স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, পূর্ব্বতন ঋষিদিগের কথা এই যে, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" জগতের মধ্যে জগৎ যেখানে যত আছে—যেমন মহা-জগতের মধ্যে সৌর জগৎ—সৌর জগতের মধ্যে পার্থিব জগৎ—পার্থিব জগতের মধ্যে ভৌতিক জগৎ, ভৌতিক জগতের মধ্যে শারীরিক জগৎ, শারীরিক জগতের মধ্যে মানসিক জগৎ, মানসিক জগতের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগৎ, এইরূপ জগতের মধ্যে জগৎ যেখানে যত আছে সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবাস্য অর্থাৎ সমস্তেরই মধ্যে তিনি বাস করিতেছেন—এক কথায় তিনি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ।

আরব্য এবং ইহুদী জাতিদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যেরূপ মুক্ত প্রান্তরে তারকাকীর্ণ আকাশমণ্ডলের সহিত অন্তঃকরণের ভাববিনিময় করিতেন, তাহাতে, পরমেশ্বর তাঁহাদের নিকটে যে প্রথমেই আকাশের বা স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে প্রতীয়মান হইবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মহাত্মা ঈসা তাঁহাদেরই বংশের একজন মহোজ্জ্বল কুলপ্রদীপ। কাজেই, "ঈশ্বর সুদূর স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা" এই পৈতৃক সংস্কারটি প্রথম বয়সে মাতার স্তন্যদুগ্ধের সহিত তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যাইবারই কথা। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যখন তাঁহার শিষ্যদিগকে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কিরূপে করিতে হয় তাহার উপদেশ দিতেছেন, তখন ঈশ্বরকে পিতৃ-সম্বোধন করিবার সময় :Our Father which art in heaven এইরূপে সম্বোধন করিতে বলিতেছেন। তা ছাড়া, তাঁহার উপদিষ্ট আদর্শ-প্রার্থনার গোড়াতেই রহিয়াছে Thy kingdome come. Theby will

done in earth, as it is in heaven । ইহুদী জাতির মধ্যে একা কেবল মহাত্মা ইসার বিশেষ একটি নূতনত্ব এই যে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা ঈশ্বরকে স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে ভজনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন; কিন্তু তিনি তাহাতে ক্ষান্ত না থাকিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের অবতারণাকেই আপনার জীবনের মুখ্যতম কার্য্য-রূপে বরণ করিলেন এবং সেই কার্য্যে আপনার কায়মনোবাক্য—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত—উৎসর্গ করিলেন। ইহুদী জাতির পুরাতন বিধান ছিল ঈশ্বরকে স্বর্গরাজ্যের রাজা জানিয়া তাঁহার তুষ্টি-সাধনার্থে মেষাদির বলিদান করা; ঈসার নূতন বিধান হইল স্বর্গরাজ্যকে পৃথিবীতে নাবাইয়া আনা। কিন্তু এই নূতন বিধানটি ইহুদী-জাতীয় বিজ্ঞ-মণ্ডলীর কর্ণে এরূপ নূতন ঠেকিল যে, তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা মনে করিলেন যে, নাজারেথ্ নগরের ছুতারের পুত্র ইসার এ বড় আস্পর্দ্ধা যে, সে স্বর্গরাজ্যকে মর্ত্ত্যে নাবাইয়া আনিতে চায়, আর, স্বর্গের রাজাকে আপনার পিতা বলিয়া সম্বোধন করে; ঈসা ঈশ্বরকে অপমান করিয়াছে, অতএব উহার প্রাণদণ্ড করাই উচিত। প্রকৃত কথা যাহা—তাহা এই :—

ঈসা এক প্রকার দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতির যেরূপ পরাকাষ্ঠা প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহাতে, ঈশ্বরকে কেবল সুদূরতম স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সমস্ত জগতের রাজাধিরাজ বলিয়া তাঁহার মন কিছুতেই সন্তোষ মানিল না। তিনি তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, এবং সমস্ত মনুষ্য-মণ্ডলীকে ভ্রাতৃবন্ধনে বাঁধিয়া পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহুদী জাতির মধ্যে একাকী তিনিই কেবল ঈশ্বরকে পিতৃ-সম্বোধন করিতেন বলিয়া ফলে এইরূপ দাঁড়াইল যে, একাকী কেবল তিনিই যেন ঈশ্বরের পুত্র, আর কেহ যেন ঈশ্বরের পুত্র নহে। এই কারণেই একদিকে তিনি তাঁহার ভক্তদিগের মধ্যে ঈশ্বরের পুত্র স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইতে লাগিলেন, আর একদিকে সাধারণ ইহুদী-জাতির নিকটে—বিশেষতঃ গুরু পুরোহিত শ্রেণীর শাস্ত্রজ্ঞ ইহুদীদিগের নিকটে—ঈশ্বর-বিদ্রোহী ধর্ম্মদ্বেষ্টা পাষণ্ড নরাধম বলিয়া তিরস্কৃত হইতে লাগিলেন। ইসা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার উদ্দেশে যখন আত্মপরের মধ্যে এবং শত্রু মিত্রের মধ্যে ঈশ্বর-প্রীতিমূলক সমদর্শিতাকেই তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের সারাংশ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন—তখন সে কথা তাঁহার ভক্ত শ্রোতাদিগের নিকটে নিতান্তই নূতন বিধানের বেশ ধারণ করিল। ঐরূপ গভীর এবং ব্যাপক সমদর্শিতার বিধান ইহুদী জাতির পক্ষে নববিধান হইলেও আমাদের দেশের লোকের নিকট উহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের সনাতন বিধান বলিয়া আবহমান কাল পূজিত হইয়া আসিতেছে। তার সাক্ষী—আমাদের দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"

এইরূপ সমদর্শিতার মাহাত্ম্য-সূচক বচনসকলের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, "তোমার আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে একই অন্তর্যামী পরমাত্মা জাগিতেছেন" এ কথা একজন মুসলমান তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী কাফেরকে, অথবা একজন খ্রীষ্টান তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হীদেনকে বলিতে পারেন কি না

সন্দেহ; কিন্তু ঐ কথা একজন মহোচ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী অধম চণ্ডালকে অসঙ্কোচে বলিতে পারেন—এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উপনিষদাদি শাস্ত্রের প্রধান দুইটি কথা আরবাদি-দেশীয় একেশ্বরবাদের সীমা ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে উঠিয়াছে। প্রথম কথা এই যে,

"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকেচ।
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং"

তিনি দূর হইতে সুদূরে, তিনি এই এখানে অতি নিকটে; আর যাঁহারা দেখেন, তাঁহাদের তিনি আত্মার গুহার অভ্যন্তরে নিহিত আছেন। অর্থাৎ যিনিই দূরতম স্বর্গের অধিদেবতা তিনিই নিকটতম আত্মার অধিদেবতা—যিনিই সূর্য্যের অন্তরাত্মা তিনিই আত্মার অন্তরাত্মা। দ্বিতীয় কথা এই যে, যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে। যিনি সর্ব্বভূত পরমাত্মাতে দেখেন এবং সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দেখেন তিনি কাহাকেও হেয় জ্ঞান করেন না।

উপনিষদাদির অনুমোদিত ভারতবর্ষীয় একেশ্বরবাদ যে, পৃথিবীতে পরিণামে জয়ী হইবে, বর্ত্তমান যুগের উন্নত বিজ্ঞান-শাস্ত্র হইতে আমরা তাহার কতক কতক পূর্ব্বাভাস পাইতেছি।

জর্ম্মাণ দেশীয় সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত হেকেলের প্রণীত History of creation নামক একখানি গ্রন্থ আমি অনেক কাল পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম; সম্প্রতি সপ্তাহ দুয়েক পূর্ব্বে তাঁহার প্রণীত Riddle of tho universe নামক আর একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম। নিখিল বিশ্বব্যাপী এক অদ্বিতীয় জড় বস্তুকে এবং সেই জড় বস্তুর অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্মরূপী গতিক্রিয়াকে তিনি সাক্ষাৎ সত্যস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এবারকার পুস্তকে তিনি এই একটি নূতন কথা বলিতেছেন যে, সেই যে এক অদ্বিতীয় জড় বস্তু—তাহার গতিশক্তির অভ্যন্তরে চেতনাশক্তিও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহাতে ভাবে এইরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এক অদ্বিতীয় ভৌতিক মূলাধারের গতিশক্তির অভ্যন্তরে তিনি যেমন দেখিতেছেন চেতনাগ্নি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—তাঁহার পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তেমনি দেখিবেন যে, তাহার অভ্যন্তরে জ্ঞানানল-শিখা দেদীপ্যমান রহিয়াছে—কেন না জ্ঞানের ধর্ম্মই প্রকাশ। তাহা হইলেই, হেকেলাদি বিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিতদিগের ভৌতিক ঈশ্বরের মোহাবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়া গিয়া পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের চক্ষে তাহার স্থানে সাক্ষাৎ সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম প্রকাশমান হইবেন। প্রকৃত কথা এই যে, প্রথমতঃ আর্য্যজাতির মাতৃভাষা উপনিষদ্ এবং মাতৃবিদ্যা উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা; দ্বিতীয়তঃ আর্য্যজাতির অর্দ্ধ পরিপক্ক বিদ্যা অধুনাতন কালের বিজ্ঞান-শাস্ত্র। তৃতীয়তঃ বিজ্ঞানের সুপরিপক্ক অবস্থায়, দুই কালের দুই বিদ্যা মূলস্থ এবং ফলস্থ বীজের ন্যায় অভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিবে—তাহার অনেকগুলি পূর্ব্বলক্ষণ অনেক দিক্ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আর্য্যজাতির মূল স্থানীয় এবং মর্ম্মস্থানীয় ব্রহ্মজ্ঞান এবং ইহুদী আরব্যাদি জাতীয় একেশ্বর-বাদ যে, এক নহে, তাহার আর একটি প্রমাণ আছে—সেটা একটি নিগূঢ় ধাঁচার প্রমাণ, এই জন্য তাহা লোকের চক্ষে

এখনো সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই; সে প্রমাণ হ'চ্চে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সংশয়বাদ। সে সংশয়বাদের ভিতরের কথাটি যে কি, তাহা আমি যুক্তির দূরবীক্ষণ দ্বারা বিশদরূপে দেখিতে পাইতেছি; তাহা এই যে, ইহুদী জাতীয় একেশ্বরবাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া তাহার স্থানে আর্য্যজাতীয় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের মূল পত্তন করিবার জন্য একটা মর্ম্মান্তিক স্পৃহা। দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, ওরূপ একটা বহু কালের ঘণীভূত বদ্ধমূল ভ্রম অপনোদন করিতে হইলে তীব্র সংশয়বাদের শানিত অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতিরেকে তদপেক্ষা সহজতর কোনো উপায়ে তাহা সম্ভাবনীয় নহে।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব আর কোনো জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে না ঝুঁকিয়া নিছক কেবল উপনিষদাদি হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম মন্থন করিয়াছেন—ইহাতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের কত যে মঙ্গল সাধন করা হইয়াছে তাহা যাঁহার চক্ষু আছে তিনিই দেখিতে পা'ন। উপনিষদের বেদবাণী একপ্রকার অন্তঃশীলা সরস্বতী নদী; তাহা ঐতিহাসিক আর্য্যজাতির অস্থিমজ্জার ভিতরে চিরকালই প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে এবং এখনো কার্য্য করিতেছে। তাহা যখন কাল-সোপানে আর দুই এক ধাপ অগ্রসর হইয়া আর্য্যজাতির বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানকে বিবাহডোরে বন্ধন করিবে, এবং তাহার আর কিছু কাল পরে সর্ব্বাঙ্গীন সত্যের ফল ফলাইয়া তুলিবে, তখন আর্য্যজাতীয় ব্রহ্মজ্ঞান-শাস্ত্রের সারভূত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা জগতের চক্ষে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইবে। উপনিষদাদিতে যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান দুয়েরই মর্ম্মনিহিত নিগূঢ়তম কথা; ইহুদী এবং আরব দেশীয় একেশ্বরবাদ তাহার একটা বহিরঙ্গের কথা। সর্ব্বভূতে পরমাত্মার সত্তা-উপলব্ধি যেরূপ উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান, সেরূপ জ্ঞানের কার্য্যই তো এই যে, তাহা আর আর সমস্ত শাখাজ্ঞানকে আত্মসাৎ করিয়া, এবং তাহাদের সমস্ত বিরোধের সমন্বয় করিয়া, সকল সত্যকে এক সত্যে পরিণত করিবে। যে জ্ঞান আপনি ব্যাপক গভীর এবং শক্তিশালী সে জ্ঞান অপরের দোষ পরিমার্জ্জন এবং গুণ পরিবর্দ্ধন করিয়া তাহাকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লইবে—ইহাই পরমেশ্বরের নিয়ম। কাজেই তাহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। সে মঙ্গল সামান্য মঙ্গল নহে;—তাহার গুণে যখন সমস্ত উচ্চ নীচ এবং সম-শ্রেণীর মধ্যে সুর বাঁধিয়া গিয়া সমস্তের মধ্য হইতে তান মান লয়-সঙ্গত মহান্ এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত বাহির হইতে আরম্ভ করে, তখন সমস্ত সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য-কলাপের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা হয়।

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের অদ্যকার এই ৮৫ বর্ষীয় জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার মহামূল্য জীবনের আদর্শ এবং তাঁহার প্রযত্নরোপিত ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমৃত বৃক্ষের বিশেষ মর্য্যাদা পর্য্যালোচনা করিয়া এবং পরম পিতা পরমেশ্বরই আমাদের ধর্ম্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা ও সকল মঙ্গলের মূলাধার ইহা বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া আজ আমরা সপরিবারে সবান্ধবে সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে প্রীতিভক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত বার বার ধন্যবাদ দিতেছি এবং তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, "হে পরমাত্মন্ তোমার প্রীতিকামনায় পূজ্যপাদ পিতৃদেব সংসার-ক্ষেত্রে যে এক প্রভূত মঙ্গলের বীজ বপন করিয়াছেন তাহার অমৃত ফল আমাদের দেশে আমাদের পরিবারে এবং আমাদের প্রতিজনের আত্মাতে এবং কার্য্যে ক্রমশই ফলিত হইতে থাকুক; যেন তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা আমরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্তিমতী দেখিয়া ভয়াবহ সংসারসাগরে অভয়-ভেলা প্রাপ্ত হই এবং পরিণামে শান্তিধামে তোমার চরণচ্ছায়ায় উপনীত হই।

ক্রোধ ও ক্ষমা।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুঃ"। বাস্তবিক কথাই তাই। বাহিরের শত্রু অপেক্ষা অন্তরের শত্রু অধিকতর বলবান। যদিও ঈশ্বর আত্ম রক্ষার জন্য এই ক্রোধ দিয়াছেন, কিন্তু মানুষ অসংযত হইয়া তাহার ঠিক্ ব্যবহার করিতে পারে না। কেহ আমাদিগকে বাক্য বা কার্য্য দ্বারা অপমান করিলে, কেহ আমাদের স্ত্রী পুত্রের প্রতি অত্যাচার করিলে—কেহ বিষয় বিভব কাড়িয়া লইলে আমরা ক্রোধকে সীমার ভিতর রাখিয়া এই সকল দুর্ব্যবহারের প্রতীকার করিব ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় মতই আমরা কার্য্য করিব। নতুবা আমরা আপনারাই আপনাদের শত্রু হইব। শত্রুর ব্যবহার যখন অপ্রতিবিধেয় বোধ হইবে, তখন সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা উচিত, চিরজীবন ক্রোধ হৃদয়ে পোষণ করিয়া আপনি তাহাতে দগ্ধ হইবে না। ক্রোধে শরীর যায়—মন যায়—আত্মা যায়। তিনই বিকৃত হয়। যদি ক্রোধী ব্যক্তির সম্মুখে দর্পণ ধরা যায়, তবে সে তাহাতে স্বীয় প্রতিরূপ দর্শন করিয়া আপনিই ভীত হয়। ক্রোধে মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত হয়, যে তদ্দ্বারা মনুষ্য সময়ে সময়ে উন্মাদগ্রস্ত ও হইয়া থাকে। ক্রোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ লোপ পায়, সদসৎজ্ঞান দূর হয়, এবং গুরু লঘু জ্ঞান থাকে না। যে অশ্লীল বাক্য শুনিলে এক সময় লজ্জা বোধ হয়, ক্রোধকালে আমরা তাহাই বলিয়া ফেলি। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া লোকে স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা শিশুহত্যা ও গুরুহত্যা প্রভৃতি নিষ্ঠুর ও গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পৃথিবীতে কত সুন্দর সুন্দর বস্তুও ক্রোধের নিকট বলি দান প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে। ক্রোধের নিকট কত দেবমন্দির কত পুস্তকালয় কত প্রবল জাতিও ভূমিসাৎ ও ভস্মসাৎ হইয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া এক সময় পদানত ভ্রাতা অর্জ্জুনও শান্তপ্রকৃতি যুধিষ্ঠিরকে খড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। লোকে মনে করে, ক্রোধ দেখাইতে পারিলে বড় তেজ দেখান হয়, ফলতঃ ইহা বিষম ভ্রম। যে ক্রোধকে সংযত করিয়া কাজ লইতে পারে, সেই তেজস্বী সেই বীর। হৃদয়বান্ অথচ বলবান যে, সে শক্তিসত্তেও শত্রুকে ক্ষমা করে। আকবর প্রভৃতি রাজা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। "ভ্রমই মানুষিক, এবং ক্ষমাই দৈবী প্রকৃতি" আমাদের সকলেরই ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা অতএব আমরা যেন পরস্পরের দোষ মার্জ্জনা করিতে শিক্ষা করি। নতুবা আমরা পৃথিবীর শত্রু হইব—এবং পৃথিবীও আমাদের শত্রু হইবে। আর নিশি দিন অসুখের সীমা থাকিবে না। ক্রোধই মৃত্যুর কারণ, ইহা

শতবার প্রমাণিত হইয়াছে। একটি প্রকৃত ঘটনা বলিতেছি। একদা কোন দুর্গের অধিপতি প্রাতঃকালে শিকারার্থ দুর্গ হইতে বাহির হইলেন, বহির্গত হইবার সময় তাঁহার প্রধান শিকারী কুক্কুরকে দেখিতে না পাইয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। সে দিন আর শিকার ভাল হইল না। প্রত্যাগত হইবা মাত্র দ্বারদেশে তাঁহার সেই প্রধান শিকারী কুকুর তাঁহার পদদ্বয় আহ্লাদে লেহন করিতে লাগিল। দুর্গেশ্বর সেই অবসরে দেখিতে পাইলেন, কুক্কুরের মুখ হইতে রক্ত চারিধারে পড়িতেছে। দেখিবামাত্র তিনি ভীত ও বিস্মিত হইলেন। শীঘ্র শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া স্বীয় স্নেহের ধন একমাত্র শিশু সন্তানকে ডাকিলেন, কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না। তাড়াতাড়ি চতুর্দ্দিক খুজিলেন কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন একবারেই ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "নিষ্ঠুর কৃতঘ্ন কুকুর, তুই আমার ছেলে খাইয়া ফেলিয়াছিস্," এই বলিয়া সজোরে নিকটস্থ তরবারি দ্বারা তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আহত হইয়া কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিল, চীৎকারে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল—সে হাসিতে হাসিতে পিতার নিকট আসিল। সে স্তূপাকার বস্ত্রের মধ্যে চাপা ছিল, পিতা তাড়াতাড়ি খুঁজিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে পূর্ব্বে দেখিতে পান নাই। অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলেন, প্রকাণ্ড এক বাঘ খাটের নীচে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় রক্তাক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন রহস্য ভেদ হইল। দুর্গেশ্বর দুঃখে শোকে অনুতাপে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ক্রোধের সময় সহিষ্ণুতা অবলম্বন না করিলে এইরূপই হইয়া থাকে।

যে অবধি প্রথম নেপোলিয়ন জর্ম্মণ জাতিকে পদদলিত করিয়াছিলেন সেই পর্য্যন্তই তাহাদের চেষ্টা ছিল, কি প্রকারে তাহারা ফরাসি জাতিকে পর্য্যুদস্ত করিবে। পরে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইল। প্রুসীয় রাজের প্রধান মন্ত্রী বিস্মার্ক অতিশয় সুচতুর। তিনি নানা কৌশলে নানা ছলে, রাজ্যঘটিত কোন বন্দবস্ত লইয়া ফ্রান্সের তৎকালীন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে রাগাইয়া দিলেন। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া—নিজের বলাবলের বিষয় ভাল করিয়া স্থির না করিয়া একবারে জর্মনের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সৈন্যদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা আদেশ করিলেন, "আঁ বর্ঁলা" অর্থাৎ "ঐ বর্লিন" আক্রমণ কর। পরিণামে—এই হইল যে ব্যক্তি এক সময়ে 'রাজার রাজা, যাঁর প্রতাপে য়ূরোপ কম্পান্বিত, সেই কি না—শত্রুহস্তে বন্দী। হায়! ছবিতে সে বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে, জগতে এমন পাষাণহৃদয় কে আছে?

ক্রোধের এই বিষময় ফল স্মরণ রাখিয়া আমরা যেন তাহাকে দমন, ও ক্ষমা অভ্যাস করিতে সাধ্যানুসারে যত্নশীল থাকি।

"ক্ষমা বশীকৃতি র্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং।
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা" ॥

মৃদু মন্দ বারিধারা যেমন মেদিনীকে অভিষিক্ত করে, ক্ষমা তেমনি হৃদয়কে শান্তি-রসে স্নিগ্ধ করে। ক্ষমার কি আশ্চর্য্য গুণ, ক্ষমাকারী ও ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উভয়েই সুখী হয়। ইহা বলবানকে আরো বলবান করে। সিংহাসনারূঢ় ন্যায়পরায়ণ রাজার উজ্জ্বল মুকুট অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহাকে

অধিকতর শোভান্বিত করে। তাঁহার রাজদণ্ডের উপর ভয়ত্রাস বসবাস করে বটে, কিন্তু ক্ষমা তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে স্বীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে। ঈশ্বরে ক্ষমাগুণ পূর্ণরূপে রহিয়াছে। যে মনুষ্য সেই ক্ষমাগুণে ভূষিত, তিনি পৃথিবীতে দেবতা। ঈশ্বরের জ্যোতি তাঁহার মুখমণ্ডলে বিকীর্ণ হইতে থাকে। এখানে যিনি অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন—ঈশ্বর তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। কারণ মনুষ্য যত উন্নত হউক না কেন, ঈশ্বরের নিকট তিনি কোন না কোন বিষয়ের জন্য অপরাধী। সংসারের পরপারে যে অমৃতধাম, ক্ষমাই তথায় উত্তীর্ণ হইবার সেতু। যে ইহা ভঙ্গ করে সে কখন অমৃতধামে পৌঁছিতে পারে না। সক্রেটীস নিউটন কারলাইল চৈতন্য দেবের সহচর নিত্যানন্দ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশোক রাজার পুত্র কুনাল ও সীতা দেবী প্রভৃতি জগতে ক্ষমাগুণের জন্য বিখ্যাত। সক্রেটিসের স্ত্রী তাঁহাকে চিরজীবন দগ্ধ করিয়াছিল, তথাপিও তিনি একটি কথাও তাঁহাকে বলেন নাই। নিউটনের কুকুর তাঁহার বিশেষ দরকারী কাগজপত্রে জ্বলন্ত প্রদীপ ফেলিয়া দিয়া নষ্ট করিয়াছিল, দেখিয়া তিনি বলিলেন—"ওরে নির্ব্বোধ কুকুর তুই জানিস্ না, তুই কি করিলি।" কারলাইল বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু পরিশ্রমে ফ্রেঞ্চ রেভোলিউসন নামক এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, জন মিল নামক এক ব্যক্তি তাঁহার হস্তলিখিত সেই পুস্তক দেখিতে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি অসাবধানে তাহা নষ্ট করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দুঃখ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন—ইহা দেখিয়া কারলাইল আপনার অসীম ক্ষতি ভুলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত সহস্র কৌশল করিতে লাগিলেন—নিজে অণুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। চৈতন্য দেবের সহচর নিত্যানন্দ ধর্ম্মপ্রচারার্থ জগাইয়ের নিকট ঘোরতর আঘাত পাইয়াও তাহাকে কোল দিলেন ও তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্দীপনার্থ বহুতর চেষ্টা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের জীবনে শতবার ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পাছে কপট বন্ধুদিগকে দেখিয়া ক্রোধের উদ্দীপন হয়—এই জন্য যুধিষ্ঠির বনগমনের সময় স্বীয় চক্ষু কাপড়ে বাঁধিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। বনমধ্যে কৃষ্ণা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপনের জন্য কত কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু জলে অনল পড়িলে কি হইবে? তিনি কিছুতেই সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই।

কঙ্ক নামধারী ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির যখন বিরাট রাজার সঙ্গে পাশক্রীড়ায় নিযুক্ত, তখন সংবাদ আসিল তাঁহার পুত্র উত্তর কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়াছেন। তাহাতে রাজা স্বীয় সন্তানের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির অনুমোদন করিলেন না; ইহা দেখিয়া রাজা পার্ষ্ণি দ্বারা তাঁহার নাসাগ্রভাগে আঘাত করিলেন। দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। রাজা প্রথমে স্বকীয় হস্ত দ্বারা রক্ত ধারণ করিলেন, পরে সৈরিন্ধ্রী জলপূর্ণ স্বর্ণ-পাত্রে তাহা ধারণ করিলেন। কারণ ভীমের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে, যে ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের একবিন্দু রক্ত ভূমিতে পাতিত করিবে—তিনি তাহার প্রাণসংহার করিবেন। পরে বিরাট রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে ক্ষমা করিয়া

রাখিয়াছি। "আমার জানাই আছে, প্রবল প্রভুরা দুর্ব্বল ভৃত্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকেন।"

অশোক রাজার পুত্র কুনালের বিমাতা কুঞ্জরকর্ণ দ্বারা তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করাইয়াছিলেন। অশোক রাজা পরে তাহা জানিতে পারিয়া স্বীয় পত্নীকে খড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন, কুনাল তাঁহার বিমাতাকে ক্ষমা করিবার জন্য পিতার পদতলে পড়িলেন। কি তুলনারহিত ক্ষমা!

রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ যখন সীতা দেবীকে বাল্মীকির তপোবনে ছাড়িয়া দিলেন, তখন সীতা বলিলেন "লক্ষ্মণ, যদি আমার গর্ভস্থ অবশ্যরক্ষণীয় তদীয় সন্তান অন্তরায় না হইত তবে আমি কখনই তাঁহার চির বিয়োগে এই নিতান্ত নিষ্ফল তুচ্ছ জীবন ধারণ করিতাম না। আমি প্রসবান্তে দিবাকরে নিবিষ্টদৃষ্টি হইয়া এই বলিয়া তপশ্চরণ করিব, যেন জন্মজন্মান্তরেও তিনিই আমার স্বামী হন, কিন্তু তাঁহার সহিত যেন আমার বিচ্ছেদ না হয়।" কি অসীম ক্ষমাগুণ! বৃথা ধর্ম্মের বড়াই—যদি হৃদয়ে ক্ষমাগুণ না থাকে।

আমরা যেন এই সকল ব্যক্তিদিগকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করি।

সমুদ্র প্রবল বাত্যায় আলোড়িত হইলে সেই ভগ্ন তরঙ্গে কি সুচারু চন্দ্রমা সমগ্র রূপ দৃষ্ট হয়? কখনই নয়। সেইরূপ হৃদয় মন—ক্রোধরূপ প্রলয় পবনে আন্দোলিত হইলে ঈশ্বররূপ চন্দ্র তাহাতে কিরূপে প্রতিফলিত হইবেন? তখন কোথায় ধ্যান ধারণা, আর কোথায় সমাধি, সকলি ভাসিয়া যায়।

অতএব "শান্ত উপাসীত" এই মহা বাক্য স্মরণ করিয়া ক্রোধবর্জ্জিত হইয়া শান্ত হইবে। শান্ত হইয়া সেই শান্তস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরম শান্তি লাভ করিবে। ইহাই জ্ঞানীদিগের উপদেশ।

হিন্দুশাস্ত্র সম্মত তীর্থ ও আদি ব্রাহ্মসমাজ।

তীর্থের অর্থ পুণ্যস্থান। তীর্থ নামে অভিহিত স্থান গুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যে স্থানে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিম্বা যে স্থান এরূপ কোন ঘটনা বা কার্য্যের সহিত জড়িত যাহার মহত্ত্বের স্মৃতিমাত্রই মানবাত্মাকে উন্নত করিতে পারে, ধর্ম্মের দিকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যে স্থান কোন কল্পিত দেবতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া প্রখ্যাত। আমাদের দেশে শেষোক্ত প্রকার তীর্থ স্থানই অধিক দেখা যায়।

এই শেষোক্ত প্রকার তীর্থ গুলির মধ্যে কোন একটী তীর্থের সহিত যে দেবতার লীলার স্মৃতি জড়িত সেই লীলা যদি উপদেশপূর্ণ হয় এবং সেই উপদেশ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে যদি তীর্থদর্শনকারী সমর্থ হয় তাহা হইলে তীর্থদর্শন যে এককালে ব্যর্থ হয় তাহা বলা যায় না। কিন্তু এরূপ তীর্থ স্থানের সংখ্যা অল্প, এবং অতি অল্প ব্যক্তিই তদ্দর্শনের আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করিতে সক্ষম হয়েন।

বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে গেলে বলিতে হয় যে অধিকাংশ হিন্দু তীর্থপর্য্যটকগণ কেবল একটা অর্থশূন্য ও ফলবর্জ্জিত কার্য্যমাত্র সম্পন্ন করেন।

তীর্থপর্য্যটনের প্রতি সাধারণ লোকের প্রবণতা এবং তাহার ফলহীনতা দেখিয়াই আর্য্য ঋষিগণ মানসিক বা আধ্যা-

ত্মিক তীর্থের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আধ্যাত্মিক তীর্থই প্রকৃত তীর্থ, হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থে বহু স্থলে তাহার উক্তি দেখা যায়। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের এক স্থলে আধ্যাত্মিক তীর্থের যে বিশদ ব্যাখ্যা আছে তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত-দয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জবমেব চ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরং॥

"সত্য তীর্থ, ক্ষমা তীর্থ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তীর্থ, সর্ব্বভূতে দয়া তীর্থ, সরলতা তীর্থ, দান তীর্থ, দম তীর্থ, সন্তোষ তীর্থ; ব্রহ্মচর্য্য পরম তীর্থ, প্রিয়বাদিতা তীর্থ, জ্ঞান তীর্থ, ধৈর্য্য তীর্থ, পুণ্যকার্য্য তীর্থ, এবং বিশুদ্ধ চিত্ত সকল তীর্থের পরম তীর্থ।"

উপরোক্ত শ্লোকে ঋষি এই উপদেশ দিতেছেন যে সত্যানুরাগ, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি মানবাত্মার যে সকল গুণ আছে সেই গুলির অনুশীলন এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিলে আত্মা স্ফুরিত বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয় সেই সকল কার্য্য সাধনই প্রকৃত তীর্থ।

তীর্থের এইরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণে নিশ্চেষ্টতা দেখাইয়া বর্ত্তমান সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায় কেবল ইহারই পরিচয় দেন যে তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ঋষিদিগের প্রচারিত প্রকৃত ও উচ্চ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ। ব্রাহ্মসমাজ প্রচলিত তীর্থ পর্য্যটনের বিরোধী, কিন্তু—

"জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং,
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরং।"

তীর্থ সম্বন্ধে এই মহা সত্য সর্ব্বদা প্রচার করিয়া আসিতেছেন। এতদ্দ্বারা আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন না, পরন্তু প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম যাহা তাহারই প্রচারের সহায়তা করিতেছেন।

ঈশ্বরের কাছে উদ্ধার প্রার্থনা।

সংসার সমুদ্র এই অতি ভয়াবহ,
কেমনে উদ্ধার হব কহ মোরে কহ;—
কোন্ দিকে যাবো, নারি ঠিক করিবারে
দিগ্বিদিক শূন্য হায় হেরি চারিধারে,
জলে জলজন্তু কত কুম্ভীর ও নক্র
সফেন তরঙ্গরাজি উঠে হ'য়ে বক্র—
ঘোর মেঘ ক'রে আসে কভু বহে ঝড়,
চৌদিকে অশনি হানে বজ্র কড়মড়;—
সভয়ে কম্পিত দেহ কম্পিত এ প্রাণ,
কেমনে বল হে নাথ পাব পরিত্রাণ;
তোমার প্রসাদ-পোত পাঠাইয়া দাও,
দয়া ক'রে উপকূলে মোরে ল'য়ে যাও,
নহিলে ডুবিয়া যাব অতল সমুদ্রে,
রক্ষা কর সন্তানে এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে।

ক্ষমাই বিশ্বের মাঝে আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

(ক্রোধ ও শমের কথাবার্ত্তা)

ক্রোধ কহে "তুলি শস্ত্র, মুষ্টি ও মুষল
অপরে হানিতে চাই তবে সুখ হয়,"
শম কহে "আমি করি কামনা কুশল—
সকলের প্রাণে চাই দিইতে অভয়;
ক্রোধ কহে তুমি ভীরু ক্ষীণ প্রাণ অতি,
শম কহে ভ্রম তব ভাল নয় মতি
ক্রোধ কহে প্রতিশোধ লওয়াই-ধর্ম্ম
আঘাত করিতে সুখ অপরের বক্ষে;
শম কহে দুঃখ দিয়ে সুখ পাপ কর্ম্মঃ—
মহাসুখ এ ইচ্ছায়—"সবে পা'ক রক্ষে"
প্রতিশোধ ছাড়ি, জানি রক্ষা করা সার,
ক্ষমা যে করিতে পারে ধন্য বল তার;

ক্ষমাগুণে আছে দয়া স্নেহ ও মমতা,
ক্ষমাই বিশ্বের মাঝে আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

সংবাদ।

৮৫ বৎসর পূর্ব্বে ৩রা জ্যৈষ্ঠে একবার সূর্য্যগ্রহণ হয়। ঐ দিনের ঘোর অমাবস্যায় মহর্ষির জন্ম। অমাবস্যায় জন্মিলে লোকে রুগ্ন ও অল্পজীবী হয় ইহা সাধারণের ধারণা। কিন্তু মিতাহার মিতাচার ও সাধনা গুণে যে দৈব প্রভাবও অতিক্রান্ত হয়, মহর্ষি জীবনই তাহার অন্যতর প্রমাণ। এ বৎসর ঠিক ঐ দিনে সূর্য্যগ্রহণ না হইলেও পরদিনে ঘটে, মধ্যে ব্যবধান কয়েক ঘণ্টামাত্র। মহর্ষির প্রতি ব্রাহ্মসাধারণের যে অকৃত্রিম অনুরাগ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, মহর্ষির বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাহারই নিদর্শন স্বরূপ বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৈকালে সকল সম্প্রদায় ভুক্ত প্রায় ৩০০ শত ব্রাহ্মের সমাগম হয়। ফলত যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী কি প্রাচীন কি নবীন প্রায় সকলকেই উপস্থিত দেখিলাম। অপরাহ্ণ ঠিক ৬টার সময় অর্চ্চনা হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উপাসনার ভার লইয়াছিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাভাবিক ওজস্বিতার সহিত মহর্ষি জীবনের সহিত উপনিষদ্ধর্ম্মের যে গূঢ়-যোগ তাহার কারণ অতি নিপুণতার সহিত বুঝাইয়া দিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম ও আরব্য-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত উহাদের পার্থক্য এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের যে গুরুত্ব দেখাইলেন, তাহা বাস্তবিকই দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখনীর উপযুক্ত। বলিতে কি তাঁহার সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতার প্রতিছত্রে প্রচুর গবেষণা ও চিন্তাশীলতার পরিচয়ে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় যাহা বলেন তাহাতে সকলেরই হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। উহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হে বিধাতা! আজ আমরা তোমার কৃপায় তোমার পদতলে আসিয়া উপস্থিত। আজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মদিন। ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাই শুক্রতারার ন্যায় মহৎ জীবনের উদয় মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে, যাঁহাদের জীবনের আলোকে মনুষ্যসমাজ গতিমুক্তির পথ দেখিতে পায়। বর্ত্তমান ইতিহাসের ভিতরে এই মহাত্মার জীবনে কি জানিবার আছে-কি শিখিবার আছে তাহা বুঝাইয়া দাও। আমরা দুর্ব্বল কি বলিব, কি বুঝিব, কি ভাবে কেমন করিয়া শিখিতে হয় জানি না। আমরা পথ খুঁজিয়া পাই না। মহর্ষি আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহার দিব্য-দেহ আমরা দেখিতেছি। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ কথা শুনিতেছি, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। ইঁহার জীবনের রহস্য আমাদিগকে বুঝিতে দাও। দয়াময় পিতা! চারিদিকে কুসংস্কার নাস্তিকতা সংশয়বাদ। এই ঘোর দুর্দিনে তুমি মহর্ষি জীবনের উদয় করিলে। যে সময়ে চারিদিকে এই দারুণ অন্ধকার সেই সময়ে এই ব্রহ্মানুরাগী ব্রহ্মগতপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথ আসিলেন। কত যুবক ইঁহার আহ্বানে ইহাঁরই শিক্ষায় ধর্ম্মজীবন লাভ করিল। চারিদিকে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা, আর তাহার ভিতরে এই মহর্ষি জীবন, একি আশ্চর্য্য ইতিহাস। তুমি গোপনে ইহাঁর পবিত্র জীবন রচনা করিয়া ভবিষ্যত বংশীয়গণের নিকটে সাক্ষীরূপে দৃষ্টান্তরূপে

ঋষিজীবন প্রচার করিলে। যৌবনে ইঁহার ব্রহ্মানুরাগ, এখনও এই বার্দ্ধক্যে ঈশ্বরে তাঁহার আশ্চর্য্য নিষ্ঠা। আমরা আমাদের এই প্রাচীন বয়সে কি করিব কি লইয়া থাকিব বুঝিতে পারি না, জীবন কাটে না, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যোগ-জীবনে জীবিত। তিনি এই সংসারে দেহরাজ্যে থাকিয়াও বিদেহ-নগরে আনন্দ-ধামে অবস্থান করিতেছেন, কি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বার্দ্ধক্য পথে বার্দ্ধক্য-জীবন কিরূপে কাটাইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত সম্মুখে দেখিতেছি। ইন্দ্রিয়গণ যখন শিথিল হয় ও বিকল হইয়া আইসে, তখন আমাদের কিসে কল্যাণ তাহা তুমি যোগ-জীবনে থাকিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছ, আর আমরা প্রাচীন মৃতপ্রায় ও নির্জ্জীব হইয়াও ব্রহ্মানন্দে জীবিত হইয়া উঠিতেছি। তুমি সত্য সত্যই বলিয়াছ "যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে"। তুমি ভৌতিক জীবনে সংসারে থাকিয়াও পরমাত্মার সহিত জীবিত। তুমি ধর্ম্মপিতা ব্রাহ্মসমাজের পিতা প্রধান আচার্য্য হইয়া বিরাজ করিতেছ। তুমি তোমার জীবনে যে শিক্ষার ইঙ্গিত করিতেছ তাহা যেন আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। তোমার জীবন শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া যেন তাহার ভিতরের রহস্য ভেদ করিতে পারি। মহর্ষি জীবন বীজ রূপে আমাদের সকলের ভিতরে প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। মহর্ষির ন্যায় মতের দৃঢ়তা, সত্যের উপর নির্ভর, নিষ্ঠা ব্রহ্মানুরাগ আমাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকুক; মহর্ষি জীবন আমাদের জীবনে একীভূত হউক। ব্রহ্মযোগের বীজ অমর ভবিষ্যতে সকলের অন্তরে অঙ্কুরিত হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

সান্যাল মহাশয়ের সরস ও আবেগপূর্ণ এই সরল উচ্ছ্বাসের পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা করিয়া সে দিনের উপাসনার পরিসমাপ্তি করিলেন। তাঁহার করুণ সংক্ষেপ নিবেদনে সকলেই তৃপ্ত হইয়াছিলেন; তাহার মর্ম্ম এই

হে করুণাসিন্ধু! এদেশের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আলোক-স্তম্ভের ন্যায় যিনি এই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বর্ত্তমান, আজ আমরা তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে এখানে মিলিয়াছি। যাঁহার চরণে বসিয়া ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার হইয়াছে, এখনও তিনি বর্ত্তমান থাকিয়া উপদেশ দানে তাহাকে পোষণ করিতেছেন। হে প্রভু! তুমি ইঁহার ভিতরে যে দৃঢ়তা যে নিষ্ঠা যে সাধনের ভাব দেখাইলে, এ দৃষ্টান্ত যেন বিফল না হয়। যদিও এখন মহর্ষি আমাদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন না, তথাপি তাঁহার দর্শনে কত বল কত তেজ কত উৎসাহ অন্তরে জাগিয়া উঠে। তিনি যে জলন্ত সত্যের পথে বিচরণ করিতেছেন, আমাদিগের সকলকে সেই পথের পথিক কর যে আমরা প্রকৃত আধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিতে সক্ষম হই। হে পরমাত্মন্ তোমার নিকট আমাদের সকলের এইমাত্র প্রার্থনা।

ইহার পরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। কিন্তু ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণা যে সেদিনকার উপাসনা উন্মুক্ত গগনের নিম্নে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। কোন রূপ বিঘ্ন ঘটে নাই।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭১, চৈত্রমাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৫৯॥৶০
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৫৫৭। ৩
সমষ্টি	...	৮১৬৮৶৩
ব্যয়	...	২৬৫।৴০
স্থিত	...	৫৫১।৴৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

একেকতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৫১।৴৩
	৫৫১।৴৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৫৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৭।৶০

শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা

৩৲

" " রামলাল বসু, ঐ

১৲

" " মহেন্দ্রনাথ সেন, ডিব্রুগড়

৩।৶০

৭।৶০

পুস্তকালয়	...	৫।৴৩
যন্ত্রালয়	...	৩০৲
গচ্ছিত	...	॥৶৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১।০
সমষ্টি		২৫৯॥৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৬৮।৴৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮৮৮৴৬
পুস্তকালয়	...	৮৴৩
যন্ত্রালয়	...	৪।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৮৴০
সমষ্টি		২৬৫।৴০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল হিসাবে অনেক গ্রাহকের নিকট অনেক টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে। এরূপ টাকা দিতে বিলম্ব করিলে কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। তজ্জন্য বিনীত ভাবে নিবেদন তাঁহারা যেন এই সময়ে আপনার আপনার দেয় শীঘ্র প্রদান করেন ইহার জন্য বারংবার পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে না হয় ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৭২।

৬৯৭ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্, সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

মনুষ্য স্বভাবতঃ দয়ালু জীব	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	...	৩১
নিশীথে অমৃত বাণী	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	৩৪
সংসারে কবি ও মহাপুরুষ	(শ্রীসুরথনাথ মুখোপাধ্যায়)	...	...	৩৫
হিন্দুশাস্ত্র সম্মত সত্যধর্ম্ম ও আদি ব্রাহ্মসমাজ	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু)	...	...	৩৯
কৃষ্ণাবতার	(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	৪২
সি, ই, বক্‌লাণ্ড সাহেবের গ্রন্থ	(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	৪৪
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore,		...	...	11
The Mantra om		...	...	14

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫ রাজ।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ১৪ আষাঢ় শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

PAGES CONTAINS DIFFERENT

SANTINIKETAN PRIZE.

of

Rupees Three Hundred.

For the best "Life and Teachings of Maharshi Devendra Nath Tagore, Prodhan Acharya of the Brahmo Somaj "in Bengali offered by one of his humble and admiring disciples, to be read at the next Santiniketan anniversary to be held on the 7th. Pous 1308 B. S. on the occasion of the anniversary of the initiation day of Maharshi.

A committee of the following gentlemen will award the prize in consultation with the giver.—

1. Babu Umesh Chandra Dutta B. A.
2. Bhai Trailakshya Nath Sanyal.
3. Babu Jogindra Nath Bose (Deoghar)

The copy right will belong to the writer. The style must be simple, chaste and classic Bengali. The copies must reach the undersigned by the 5th, Agrahayana 1308.

The committee will reserve to itself the power of expunging any portion that may seem to them objectionable, and of withholding the prize if the compositions do not come up to the mark.

All communications on the subject should be addressed to.

6 Dwarkanath Tagore's Lane,
Jorasanko, Calcutta
25. 6. 01

Hemendra Nath Sinha

[Friendly papers kindly quote.]

বিজ্ঞাপন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক (বঙ্গানুবাদ)	মূল্য	১৲
উত্তর-চরিত নাটক।	ঐ	„	১।০
রত্নাবলী নাটক।	ঐ	„	৸০
মালতীমাধব নাটক।	ঐ	„	১৷৵০

(নবপ্রকাশিত)

মৃচ্ছকটিক নাটক	ঐ	„	১৷৷০
মুদ্রা-রাক্ষস নাটক	ঐ	„	১।০
মালবিকাগ্নিমিত্র	ঐ	„	৸০
বিক্রমোর্ব্বশী নাটক	ঐ	„	৸০

২০১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের—পুস্তকালয়ে এবং ২০৯ নং কর্ণয়ালীস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প।
তৃতীয় ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৭২।

৬৯৫ সংখ্যা। ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत्किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्

सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया

पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২২ শক ২৫ বৈশাখ বুধবার

মনুষ্য স্বভাবতঃ দয়ালু জীব।

আমাদের ঈশ্বর যিনি, তিনি দয়াময়। তিনি দয়াতে পরিপূর্ণ। তাঁর সৃষ্টির প্রত্যেক রেণু পরমাণুতে তাঁর দয়াল নাম অঙ্কিত রহিয়াছে! "পত্রে পুষ্পে ফলে দেখি যে সব রেখা, রেখা নয় তাঁর দয়াল নামটি লেখা।" দয়াময় ঈশ্বর আপনার সাদৃশ্যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিয়া আপনার অসীম দয়ার কণামাত্র প্রতি মনুষ্য-হৃদয়ে সংযোজিত করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁর যে সেই অনন্ত দয়া তাহা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিল। তিনি যদি মনুষ্যকে কৃপা করিয়া দয়া-কণা না দিতেন, তবে পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিত। এখানে দুঃখের সীমা থাকিত না। এই ক্ষুদ্র দয়ার কণাটিই মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট। তবে কেন পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যকে নিষ্ঠুর দেখিতে পাওয়া যায়? তাহাদের শারীরিক প্রকৃতি—অসৎ সংসর্গ—অসৎ শিক্ষা প্রভৃতিই ইহার কারণ। ইহারাই দয়াকে সম্যকরূপে তাহাদের হৃদয়ে কার্য্যকারী হইতে দেয় না। যেমন মেঘ-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চন্দ্রের জ্যোতি পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে পতিত হইতে পারে না, দয়াও তেমনি এই সকল বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীতে সম্যকরূপে বিস্তীর্ণ হইতে পারে না। এই আদিম পবিত্র অমর বীজ যত কেন পাথর চাপা পড়ুক না, কিন্তু কিছুতেই নষ্ট হয় না। একবারে নষ্ট হয় না। অপকৃষ্ট লোকেরও কিছু না কিছু, একটু না একটুও দয়া থাকিবে, উৎকৃষ্ট লোকের বহুল পরিমাণে থাকিবে, এই মাত্র বিশেষ। কোন বৃক্ষের ছায়াতলে যেমন তাহার নিম্নস্থ বৃক্ষ বাড়িতে পায় না, বিরুদ্ধ গুণ দ্বারা বাধা পাইলে, দয়াগুণও তেমনি বর্দ্ধিত হয় না। জল যে, সে সকল সময়েই জল। কিন্তু ইহার রূপান্তর আছে। নদী সকল প্রবল শীতের সময় জমিয়া যায় আবার গ্রীষ্মের সময় দ্রবীভূতা ও বেগবতী হইয়া বহিতে থাকে এবং দেশ বিদেশকে শস্যশালিনী করে। অতএব প্রতিপন্ন হইল, প্রতিকূল অবস্থায় দয়া

মনুষ্য-হৃদয়ে মৃতপ্রায় অবস্থিতি করে, অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, তাহা আবার বলপ্রাপ্ত হইয়া জগতের হিতসাধন করে।

আর এক দিক দিয়া দেখা যায় ঈশ্বর মনুষ্যকে কৃপা করিয়া কর্তৃত্ব-শক্তি ও পুরুষকার দিয়াছেন—সে এই শক্তির বলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা—সাধন দ্বারা পাষাণ-সমাণ প্রকৃতিকেও পুষ্পবৎ কোমল করিতে পারে। জগতে ইহার অধিক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে।

অতএব হে নিষ্ঠুর প্রকৃতি মনুষ্য সকল তোমরা আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিয়া সাধনপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা কর, দেখিবে, অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হইবে—খঞ্জ গিরি লঙ্ঘন করিবে—নির্দ্দয় দয়ার শক্তি অনুভব করিবে।

পরমেশ্বর পৃথিবীকে আহ্নিক ও বার্ষিক দুইটি গতি দিয়াছেন। দুইটিই এক সঙ্গে চলে। একটি নিয়মিত থাকাতে অপরটিও নিয়মিত থাকে। সুতরাং একটি অপরটির বিরোধী হয় না। বরং সহায়তাই করে। সেইরূপ ভগবান মনুষ্যকে আত্মপ্রেম ও দয়া—বা উপচিকীর্ষা-বৃত্তি দুই দিয়াছেন, তাহার একটি নিয়মিত থাকিলে অপরটিও ঠিক্ নিয়মিত থাকে। আমাদের আপনার মঙ্গল পরের মঙ্গলের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। দেবতুল্য মনুষ্য যখন আপনাকে ভুলিয়া সর্ব্বস্বও অন্যের উপকারের জন্য দান করেন, তিনি জানিতেও পারেন না, কোন্ দিক দিয়া সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল তাঁহাকে আলিঙ্গন করে, কি অমূল্য আত্মপ্রসাদ ক্ষণভঙ্গুর বিষয় বিভবের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। ঈশ্বর তাঁহার কোন অভাবই রাখেন না। প্রকৃত পরোপকারী ব্যক্তি ত প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেন না, কিন্তু লোকে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারে না। সমুদ্র কাহারও নিকট হইতে জল ভিক্ষা করে না, কিন্তু নদী সকল তাহাতে প্রবেশ করিয়া জল দানে ক্ষান্ত থাকে না। একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ, অপর অন্য একটি কাষ্ঠের সহিত মিলিত হইলে, সেও জ্বলে, এবং প্রথম জ্বলন্ত কাষ্ঠটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রূপে প্রজ্বলিত হইতে থাকে। এইরূপে একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ যত অধিক সংখ্যক কাষ্ঠের সহিত সংযুক্ত হয়, ততই এক প্রকাণ্ড অগ্নি ও আলোকের সৃষ্টি হয়। সেইরূপ একটি দয়ালু হৃদয় যত শত শত হৃদয়ের সহিত মিলিত হয়, ততই তত্রস্থ দয়ার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। যদি কঠোর হৃদয়কে কোমল করিতে চাও, দয়াবান্ লোকের জীবন চরিত পাঠ কর—তাঁহাদের সংসর্গে থাক এবং তাঁহাদের কল্যাণপ্রদ কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখ। মন হইতে হিংসা দ্বেষ দূর করিয়া দাও। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। এইরূপে মন পবিত্র প্রশান্ত হইলে বিকৃত শরীর-রূপ জড়বাধা ও বিরোধী প্রতিকূল প্রবৃত্তি আর দয়া প্রকাশের পথে বাধা দিতে ক্ষমবান্ হইবে না। এই স্বর্গীয় অমর বীজ তখন অঙ্কুরিত হইয়া অপূর্ব্ব বৃক্ষে পরিণত হইবে, ইহার সুগন্ধি পুষ্প ও অমৃত ফল অবনত হইয়া মনুষ্যের হস্তে পতিত হইবে। হো! কি শোভনতম দৃশ্য! ঈশ্বর করুন এই মনোহর দৃশ্যে তাঁহার পৃথ্বীতল শোভিত হউক। দাতা কর্ণ, যুধিষ্ঠির, রাজা হরিশ্চন্দ্র, কুন্তী দেবী, বিদ্যাসাগর জন্ হাওয়ার্ড ডারলিং প্রভৃতি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের নাম স্মরণ মাত্রেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আমার এক জন বীর সেনাপতির কথা স্মরণ হইতেছে। অত্যন্ত পিপাসু হইয়া তিনি এক জন অধীনস্থ সৈনিক পুরুষকে জল আনিতে বলিলেন—বহু কষ্টে সে তাহা আনিল, আনিলে আর এক জন তৃষ্ণাতুর যোদ্ধা ঐ জলের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে বীর সেনাপতি—আপনার প্রাণ সংশয় জানিয়াও ঐ পানীয় জল ঐ যোদ্ধাকে দিতে অনুমতি দিলেন। ধন্য তাঁহার আত্মত্যাগ! ইংলণ্ডনিবাসী জন হাওয়ার্ড মনুষ্য-লোকে দেবতা, আপনার ভোগ বিলাস খর্ব্ব করিয়া পরের জন্য তিনি ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দয়া স্মরণ হইলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যৌবনে তিনি ফরাসীর হস্তে বন্দী হইয়া ব্রেষ্ট নগরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া ছিলেন। অনাহারে তথায় তাঁহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। দুঃখ যে কি তাহা তিনি এখানে জানিতে পারিয়াছিলেন। পরে এখান হইতে মুক্ত হইয়া তিনি স্বদেশ ও বিদেশের কারানিবাস সকল পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বিয়াল্লিশ হাজার মাইল রাস্তা পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহারি প্রাণগত যত্নে সেই সকল কারাগারের জঘন্য শোচনীয় অবস্থার সংশোধন হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগরের ধারে ধারে যে সকল বন্দর ছিল তথায় এক সময়ে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তিনি তত্রস্থ হস্পিটালে যাইয়া রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। পরিশেষে কৃষ্ণসাগরের ধারে খারসন্ নগরে উপস্থিত হন। তথায় এক যুবতীর সংক্রামক রোগ হইয়াছিল। তিনি হাওয়ার্ডকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হাওয়ার্ড তাঁহার নিকটে আসিলেই তিনি রোগমুক্ত হইবেন। হাওয়ার্ড এই সংবাদ পাইয়া সেবার জন্য, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। দুঃখের বিষয়, সেই বালিকার সংস্পর্শেই তাঁহাকেও ঐ রোগ আসিয়া আক্রমণ করিল। তিনি এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আনন্দের সহিত ত্যাগ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দেহ লইয়া জ্যোতির্ম্ময় ধামে দেবগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টম্বর মাসে একখানি বাষ্পীয় জাহাজ হল্ হইতে ডন্ডীতে যাইতেছিল। পথে নরথম্বর্‌লণ্ডের ধারে, প্রবল ঝড় বাতাসে ঐ জাহাজ সাগরস্থ এক পাহাড়ে লাগিয়া ভগ্ন হইয়া গেল। তাহাতে অনেক লোক, কে কোথায় ভাসিয়া যায়। জাহাজ কিন্তু ঐ শৈলে অনেকক্ষণ সংলগ্ন ছিল। অতি প্রত্যূষে, যে পরিবার নরথম্বর্‌লাণ্ড আলোক-গৃহে থাকিতেন, তাঁহারা দেখিলেন, প্রবল তরঙ্গাঘাতে ঐ জাহাজ শীঘ্রই জলমগ্ন হইবে। ঐ আলোক-গৃহের কর্ত্তা ডারলিংএর একান্ত ইচ্ছা হইল, যে তিনি ঐ পাহাড়ে যাইয়া জাহাজস্থ অবশিষ্ট লোকদিগকে রক্ষা করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র তরী তরঙ্গায়িত সমুদ্রে লইয়া যাইতে সাহস করিলেন না। ডারলিংএর এক দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্ক কন্যা তাঁহার কাছে থাকিতেন। তাঁর হৃদয় দয়াতে পরিপূর্ণ। তিনি বলিলেন, "আমরা জীবিত থাকিতে এই সকল বিপন্ন লোক জলমগ্ন হইবে? তা হইবে না।" তিনি উৎসাহ দিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সেই ক্ষুদ্র তরী লইয়াই পিতা ও অপর নয় জন লোক সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া সকলকে রক্ষা করিলেন।

কি অতুলনীয় দয়া!! কুন্তী দেবী রাক্ষসরাজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্য স্বীয় পুত্রকে তাহার নিকট পাঠাইতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সৌভাগ্য ক্রমে মাতৃআশীর্ব্বাদে তিনি রাক্ষসের উদরস্থ না হইয়া তাহাকেই বধ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

চৈতন্য দেবের হৃদয় এমন কোমল ছিল, যে তিনি বলিতেন, কুসুম চয়নের সময় আমার মনে হয় যেন বৃন্তচ্যুত হইলে, তাহারা আঘাত প্রাপ্ত হয়। আমি এই পবিত্র ব্যাখান হইতেই বলি, ঈশ্বরের প্রিয় আবাসস্থল পুণ্যাত্মার যে হৃদয় তাহা কেমন কোমল, কেমন শীতল, অতএব সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরকে হৃদয় দান কর, তাহা হইলে হৃদয় আপনা হইতেই কোমল হইবে। কোমল হৃদয় আরো কোমল হইবে, পাষাণ হৃদয় পুষ্পবৎ কোমল হইবে। ধর্ম্ম উজ্জ্বল হইবে, পরাজিত ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

হে দয়াময়! তোমার প্রদত্ত দয়াবৃত্তির আমরা যেন যথাযথ ব্যবহার করিতে পারি।

হে দেব! কবে পৃথিবীতে সে শুভ দিন উপস্থিত হইবে, যখন পৃথিবী হইতে নিষ্ঠুরতা একবারে দূরীভূত হইবে।

হে দেব! মনুষ্য যে তোমার প্রতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, কবে এ সত্যের গৌরব রক্ষা হইবে? আমরা তৃষ্ণাকুল হইয়া সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

কৃপানাথ! কৃপা করিয়া তোমার দুঃখার্ত্ত পৃথিবীতে সেই দিন—সেই শুভ দিন আনিয়া দাও। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নিশীথে অমৃত বাণী।

১

শোভে পূর্ণ চন্দ্র, ঝরে
জ্যোৎস্না ধরণীর পরে,
একা বসে আছি ছাদে আপনার মনে;
কোনো লোক নাই কাছে
মন শুধু প'ড়ে আছে—
শুনিতে তাঁহার বাণী পাইব কেমনে?

২

নীরব নিশীথ মাঝে
দূরে কোথা ঘণ্টা বাজে,
মনে হয় বাজে যেন কোন দূর লোকে;
শুনি' এ সঙ্গীত সুধা,
রাত্রে যেন এ বসুধা
মনে হয় স্বপ্ন রাজ্য স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে।

৩

জ্বলিতেছে কত তারা
নির্দ্দিষ্ট নিয়মে তারা
ভ্রমিতেছে অন্তহীন শূন্যে অবিরাম;
কাছে নাই কোনো লোক
অন্ধকারে এ আলোক
কি সুন্দর কি গম্ভীর মন-অভিরাম।

৪

আসে কত কথা মনে
এ নিশীথে নির্জ্জনে,
জেগে ওঠে ছায়াময় নীরব অতীত
কত প্রাণ গেছে চ'লে
স্তব্ধ অসীমের কোলে,
মৃত্যুতে অমৃত কি যে হইছে প্রতীত।

৫

পেচক যায়রে ডেকে
শূন্য পরে থেকে থেকে
যদিও কর্কশ তাহে তবু কিবা ভাব;
বসে তাহা গৃহকাছে
কভু উড়ে যায় গাছে,
চৌদিকে নিশীথে সৌম্য সুন্দর স্বভাব।

৬

পূরবে প্র কাণ্ড মাঠ
করে যেন শান্তিপাঠ,
জোছনায় ঝকমক্ করে জলাশয়
লোক নাই মেঠো পথে,
ঊর্দ্ধে হেরি ছায়াপথে
শোভে স্বর্ণ চূর্ণ সম তারকা নিচয়।

৭

একেলা বসিয়া ছাদে
থেকে শুনি কি নিনাদে!—
শূন্য হ'তে ঝরে প্রাণে সু সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতম"—
ধ্বনি তাহা অনাহত,
ধ্বনি শুনিয়াছি কত,
হেন ধ্বনি শুনি নাই জীবনে এ মম,
অনাদি অসীম শান্ত শব্দ অনুপম।

সংসারে কবি ও মহাপুরুষ।

Divine Comedyর রচয়িতা কবিবর দান্তে জীবিতাবস্থায় ইটালীবাসিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়েন নাই বলিয়া বায়রণ লিখিয়াছিলেন,—

"Ungrateful Florence Dante sleeps afar,
Like Scipid buried by the upbraiding shore."

চীন দেশীয় প্রধান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা কংফুচ্ কবি ও মহাপুরুষগণের জীবিতকালীন অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া, তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মানব তোমায় চিনিল না বলিয়া খেদ করিও না, কিন্তু তুমি মানবকে চিনিলে না বলিয়া খেদ কর।"

কি কুক্ষণেই কবি ও মহাপুরুষগণ ইহসংসারে জন্ম পরিগ্রহ করেন। যে কবি জগতের শিক্ষাগুরু, যিনি প্রতিনিয়ত নব নব সৃষ্টি-কৌশলের উদ্ভাবন করিয়া, জগতকে মোহিত ও তাহার মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, যিনি অনুদিন উদ্বোধনের পবিত্র-সূত্রে, স্বর্গীয় সদ্ভাব-পারিজাতের মালা গাঁথিয়া গরীয়সী মাতৃভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব পরিবর্দ্ধিত করেন, জীবিতাবস্থায় সেই কবির,—সেই ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষগণের সম্যক আদর কি এই পরিদৃশ্যমান অন্ধ-সংসারে পরিলক্ষিত হয়? জীবিতাবস্থায় যে কত প্রকারে, তাঁহারা এই অকৃতজ্ঞ অন্ধজগত কর্ত্তৃক অবমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঘননিবিষ্ট কণ্টক-পাদপ-পরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্য মধ্যে যেমন একটি স্ফুট-মল্লিকা আপনার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশিতে আপনাআপনি বিমুগ্ধ হইয়া অবশেষে নীরবে বৃন্ত-চ্যুত হয়, কেহই সে সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহে না, তদ্রূপ প্রায় সমগ্র কবিই এই ভয়াল সংসার-কান্তারে স্বীয় প্রতিভার ভুবনমোহিনী শোভারাশি হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, আবার কোন কোন কবি গর্ভাগ্নিক ব্যোমার ন্যায় স্বীয় প্রতিভার জ্বলন্ত তেজে বিদীর্ণ হইয়া, অশনি-নির্ঘোষে বলিতেছেন,—

"অথবা যদিও না মাতে কেহ,
নাই বা মাতিল, নিজেই মাতিব?
নিজেই সুখের সাগরে ভাসিব?
দিবনা অপরে সুখের ভাগ;
হাসিবে বঙ্গ? হাসুক;
তাতে হইবে না মোর হৃদয়ে দাগ।"

অপরন্তু হিংস্র-প্রকৃতিক মনুজকুলের ভৈরব চীৎকারে কোন কবির অমৃতস্যন্দী বেণুতানও চিরকাল অশ্রুত থাকিয়া অনন্তে লীন হইতেছে। মানব! তুমি যদি পবিত্র কবি-হৃদয়ের অন্তস্তম তলদেশে প্রবিষ্ট হইতে শিখিতে, তাহা হইলে, স্বতঃই তাহার জন্য তোমার প্রাণপাত করিতে ইচ্ছা হইত। যে হোমর আজ ইউরো-

পীয় কবিকুলের শীর্ষস্থানীয়, যাঁহার দিগন্ত-ব্যাপিনী প্রতিভা-স্রোত আজ সমগ্র ইউরোপে ওতপ্রোত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, মানব বল দেখি, সেই হোমর,—সেই জগদ্বিখ্যাত হোমরের পবিত্র স্মৃতি, তাঁহার জীবিতাবস্থায় তোমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল কি? আহা! সেই প্রাচ্য কবিগুরুর জীবিত-শেষ স্মরণ করিলে, কাহার হৃদয় না বিগলিত হয়? যখন সেই অন্ধ হোমর জঠর-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, স্বীয় দুহিতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অতি কষ্টে দ্বারে দ্বারে স্বরচিত কাব্যগাথা গান করিয়া ভ্রমণ করিতেন, তখন কি তাঁহাকে দেখিয়া তোমার হৃদয়ে কিছুমাত্রও সম্ভাবের সঞ্চার হইত? কখনই না। তাহা হইলে সেই কবিবরের পবিত্র জীবন, দুঃখের নিদারুণ কশাঘাতে জরাজীর্ণ হইয়া সেরূপ শোচনীয় মৃত্যুর অঙ্কশায়ী হইত না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার জীবন-বায়ুর অবসান হইলে পর, "আমার হোমর" "আমার হোমর", বলিয়া দুই প্রবল পরাক্রান্ত ইউরোপীয় জনপদে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যে সেক্সপিয়ার প্রাচ্য সাহিত্য জগতের অধিনায়ক, যিনি ইউরোপীয় সাহিত্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন, জীবিতাবস্থায় সেই সেক্সপিয়ারকে আমরা রঙ্গালয়ের একজন সামান্য অভিনেতার বেশে দেখিতে পাই। বায়রেণের কথা কাহার না স্মরণ আছে? তিনি স্বজাতি কর্ত্তৃক বিশিষ্ট রূপে অবমানিত ও পদদলিত হইয়া, অবশেষে গ্রীসে গিয়া সাদরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। কবিবর মহাত্মা গ্রেরও ঐ দশা ঘটিয়াছিল। আমাদের বঙ্গ কবিগণের মধ্যে যে মাইকেল মধুসূদনের প্রশংসা আজ কাল বাঙ্গালির মুখে ধরিতেছে না, সেই মাইকেলের শেষ জীবন কি ভয়ঙ্কর শোচনীয়তায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যখন কবিপুঙ্গবের সেই মূল্যবান জীবন দাতব্য চিকিৎসালয়ের একখানি ছিন্ন কন্থায় পতিত থাকিয়া আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল, তখন কোন বঙ্গবাসীই এমন কি একবিন্দু জল দিয়াও তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিতে প্রয়াসী হয়েন নাই। তাহাতেই কবি বলিয়াছেন,—

"হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে জন সেবিবে ও পদ যুগল
সেই কি দরিদ্র হবে?"

প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই কি এই সংসারে মানুষকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়? এই কি প্রতিভার পরিণাম? জানি না কবিকুলের উপর ইহা কোন্ দেবতার অভিশাপ!

কবিকুলের এতাদৃশ অদৃষ্টবিপর্য্যয়ের কারণ কি, তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন; আমরা নিম্নে যে কয়টী যুক্তি প্রদর্শন করিলাম, তাহা চিন্তাশীল মনীষীগণের নিকট সমীচীন বলিয়া প্রতীত হইবে কি না জানি না, তবে কেন যে এ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম, তদুত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে, বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা ও আন্দোলন বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

১। মানবসাধারণ লোকধর্ম্মে, এবং কবি ও মহাপুরুষগণ প্রাকৃতিক ধর্ম্মে সিদ্ধ। সাধারণ মানব ও কবির মধ্যে পার্থক্য এই যে, "মানব সংসারী, কবি ঋষি।" কোন্ কার্য্য প্রকৃতিবিরোধী হইলেও, জনসাধারণ সে কার্য্যে লোকধর্ম্মের গণ্ডী কোনমতেই অতিক্রম করিতে চাহে না; কিন্তু কবি অনায়াসেই সেই

লোকধর্ম্মকে অকিঞ্চিৎকর বোধে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বীয় প্রকৃতির অনুসারী হয়েন। কবি সংসারের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করেন। প্রকৃতিধর্ম্মের নিকট লোকধর্ম্ম যে অতীব অকিঞ্চিৎকর বঙ্কিম বাবু তাহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ের তারতম্য দেখাইবার জন্যই বঙ্কিম বাবুর প্রথমে "চন্দ্র-শেখর" ও পরে "রজনী"র সৃষ্টি। চন্দ্রশেখরে, প্রতাপের চিত্রাঙ্কণ করিয়া তিনি প্রকৃতিধর্ম্মকে লোকধর্ম্মের নিকট বলি প্রদান করিলেন; প্রকৃতির উজ্জ্বল চিত্রকে নিষ্প্রভ করিয়া তিনি জগতের চক্ষে ধরিলেন। কিন্তু আবার ঐ দেখুন, পরক্ষণে রজনীর অমরনাথের স্বর্গীয় চিত্রে পাঠকের হৃদয় এরূপ বিমোহিত হইল যে, সেই হৃদয়বিনোদন প্রকৃতি চিত্রের বিপ্লব তরঙ্গে প্রতাপের চিত্র প্রতিস্রোত তৃণের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল। বড় নদীতে ছোট নদী ডুবিল। প্রতাপ সহস্র দেহ ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু কয়টী অমরনাথ আমরা এই পরিদৃশ্যমান মর্ত্ত্যলোকে দেখিতে পাই? প্রকৃতি ধর্ম্মের পক্ষপাতী বলিয়াই তাঁহারা লোকধর্ম্মপ্রিয় জগতের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন না।

২। মানবকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন করাই কবি ও মহাপুরুষগণের কার্য্য। মানব কি উপায়ে পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যের স্বর্গীয় পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সেই উপায় নির্দ্দেশক উপদেশ বাক্য সকল প্রথমতঃ স্থূলদর্শী মানবের মর্ম্মস্পর্শী হয় না। কবি ও মহাপুরুষগণের অনেক কথাই জগতের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে মানবের মানস-ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য যখন মহামতি গ্যালিলিও "পৃথিবীই সূর্য্যকে কেন্দ্র স্বরূপ রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অনবরত ঘুরিতেছে," এই মহা সত্য বীরের ন্যায় জগতে ঘোষণা করিলেন, তখন তৎসাময়িক সভ্য জগত তাঁহাকে নাস্তিক জ্ঞানে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

৩। কবি সংসারকে স্বীয় কল্পনার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সংসার কার্য্যময়, এখানে কুটিলতার স্রোত প্রবহমান সুতরাং সঙ্কীর্ণ সংসার সে সদ্ভাবের অনুসারী হইতে চাহে না।

৪। শতাব্দী অনুসারে মানব সাধারণের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। কবি ও মহাপুরুষেরা, প্রতিভাবলে সুদূর ভবিষ্যতের যবনিকা ভেদ করিতে পারেন। একশত বৎসর পরে জনসাধারণের মানসিক গতি যে দিকে প্রবাহিত হইবে, শতাব্দী পূর্ব্বেই কবি-হৃদয় সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কবির মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তাঁহার সরল হৃদয় তখনই তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। কবি যে সময়ে তাহা প্রকাশ করেন, সাধারণ মানবহৃদয় হয় ত তখন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রস্তুত নহে। সুতরাং সে সময় কবি ও মহাপুরুষগণের বাক্য যে মানবের মর্ম্মস্তল স্পর্শ করিতে পারিবে না তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি? মানব হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এই যে, যখন কোন একটী ভাব, তাহার হৃদয়রাজ্যে একাধিপত্য বিস্তার করে, তখন অপর কোন ভাব তথায় সহজে স্থান পায় না। পুরাতনের প্রতি মানুষের এতই আসক্তি যে নূতন সত্য তাঁহাদের পক্ষে বিষময় ব-

লিয়া বোধ হয়, নূতন কথা শুনিলেই মানব সাধারণ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। তখন আর নূতন কথা, সত্য কি মিথ্যা বিচার করিবার শক্তি থাকে না। এমন কি সেই পুরাতন ভ্রান্ত সত্যকে সমর্থন করিবার জন্য যে কোন অসদুপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কেন না * "প্রাচীনের প্রতি লোকের একটা প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি থাকে। প্রাচীনের কীর্ত্তিকলাপ স্মৃতিতে জাগরূক থাকিয়া প্রাচীনকে সর্ব্বদাই কল্পনার চক্ষে এক অপূর্ব্ব বর্ণে মণ্ডিত করিয়া রাখে। বর্ত্তমানে যেমন দু দশটা ভাল বিষয় দেখিতেছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত পাপ তাপ, কত রোগ শোক, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, কত দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ, কত চাতুরী শঠতা ও প্রবঞ্চনা দর্শন করিতেছে; সুতরাং বর্ত্তমানের প্রতি অবিচলিত আস্থা জন্মিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানের সহিত তুলনাতে ভূতকাল স্বতঃই সুন্দর দেখায়; কারণ ভূতকালের কীর্ত্তিকলাপ গ্রন্থে নিবদ্ধ, তত্তৎ কালের পাপ তাপ, রোগ শোক, শঠতা প্রবঞ্চনার বিবরণ বিস্মৃতির জলে ডুবিয়া গিয়াছে; সুতরাং বর্ত্তমানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অতীতের সেই সুন্দর ছবির প্রতি কাহার না ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা করে? সুতরাং প্রাচীনের প্রতি প্রেম যত প্রবল, নবীনের প্রতি বিতৃষ্ণা সেই পরিমাণে প্রগাঢ় হয়। এই বিরক্তিতে মানুষ নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে, আর নবীনের প্রতি ফিরিয়াও দেখিতে চায় না।"

আজ কাল উপন্যাসের দিকে জনসমাজের এতই আসক্তি যে, তাহাদের অন্তরে সাহিত্য বিষয়ক কোন উন্নত রসের সঞ্চার হয় না। সুতরাং উন্নত রস প্রধান কবিকুলের অমৃতময় বচন বিন্যাস তাহাদের পক্ষে বিষময় বলিয়া বোধ হয়। ভবভূতি সেই জন্য খেদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষযত্নঃ।
উৎ পৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্ম
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলাচ পৃথ্বী॥"

অর্থাৎ—"যাঁহারা আমাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও সাধারণের নিকট আমাদিগের নিন্দা প্রচার করেন, তাঁহারা অবশ্য কিছু জানেন আমার এই চেষ্টা তাঁহাদের জন্য নহে। পৃথিবী অতি বিস্তীর্ণ, এবং কালও অনন্ত, সুতরাং আমার ন্যায় মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীতে কোথাও থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে জন্মিবেন, যাঁহার নিকট আমার রচনা ভাল লাগিতে পারে।"

এই সকল কারণেই বোধ হয় কবি ও মহা পুরুষগণ জীবিতে যশস্বী হইতে পারেন না। উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, মানব, মানবই আছে, কিন্তু কবি ও মহা পুরুষগণ নরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও দেবতা। শাপভ্রষ্ট ছদ্মবেশী দেবতা, অবিবেকী রজস্তমোগুণান্বিত অন্ধ জগতের নিকট কিসের প্রত্যাশা করিতে পারে? দেবতার অধিকরণ স্বর্গ; তাঁহারা যখন সেই স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তখন মর্ত্ত্য লোকে জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান অসম্ভব।

অভাব না হইলে মানব কোন বস্তুর মূল্য-নির্ণয় করিতে পারে না। মৃত্যুর পর কবি যখন পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রস্থিত হয়েন, অর্থাৎ সংসারের কার্য্য শেষ করিয়া সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের সন্নিধানে গমন করেন, তখন জগত আপনাআপনি অভাব বুঝিতে পারিয়া কবির জন্য অনুতপ্ত হয়। কবির ভুবনমোহিনী প্রতিভার কণামাত্রও, তাহাদের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে, তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। স্বর্গীয় কবি-প্রেমের কুল-প্লাবনী অমৃত বন্যায়, তাহাদের হৃদয় অনন্তে ভাসিয়া যায়, তাহাতেই কবি বলিয়াছেন,—

"সত্য যা তা স্বতঃসিদ্ধ
সময় আপনি তাহা করিবে প্রচার।"

* ১২৯৮; ভাদ্রের নব্য-ভারতে মনস্বী শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত "শাস্ত্র ও দেশাচার" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

হিন্দুশাস্ত্র সম্মত সত্যধর্ম্ম ও আদি ব্রাহ্মসমাজ।

সাকারবাদী হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে পৌত্তলিকতা যেমন সরল, ঋজু ধর্ম্ম, অন্য কোন ধর্ম্ম তেমন হইতে পারে না। ধর্ম্মভাবের পূর্ণ অনুশীলন করিতে হইলে, প্রকৃত ভক্ত হইতে গেলে, তোমার ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপিত করিয়া পূজা করিতে হইবে, নচেৎ তুমি অকপট ধর্ম্মশীল হইতে পার না, নচেৎ প্রকৃত ভক্তিভাব তোমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না, এই মত অধুনাতন অনেক সুশিক্ষিত হিন্দুর মুখে শুনা যায়। যে ভারতের পূর্ব্বতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" পরব্রহ্মের উপাসনানিরত ছিলেন, যাঁহারা "অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়"কে ভক্তি করিয়া অন্তঃকরণে ধর্ম্মানুরাগ পোষণ করিতেন, হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতেন, জীবনে পবিত্রতা রক্ষা করিতেন, তাঁহাদের সন্তানগণকে মূর্ত্তিপূজা ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে পারে না এই মতের পোষকতা করিতে দেখিলে, এ দেশে ধর্ম্মাবনতির গভীরতা উপলব্ধি করিয়া শোকে মুহ্যমান হইতে হয়। বহু সহস্র বৎসর পৌত্তলিকতায় লালিত পালিত হইয়া, ভক্তিভাবকে মূর্ত্তির মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া হিন্দুজাতি প্রবলরূপে পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে, পৌত্তলিকতা উহার রক্ত মাংস মজ্জার সহিত যেন একীভূত হইয়া গিয়াছে। সেই ব্রহ্মবাদী পূর্ব্ব পুরুষদিগের জীবন, শিক্ষা, উপদেশের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া এই দূষিত-ধর্ম্মপ্রবণতা প্রতিরোধ করিতে হইবে, এই মজ্জাগত কলুষ নাশ করিতে হইবে। ইহা কোন হিন্দু অস্বীকার করিতে পারেন না যে হিন্দু হইয়া হিন্দু জাতির আদিম গুরুকুল ঋষিবর্গের বাক্য যিনি শিরোধার্য্য না করেন এবং তাঁহাদের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব বলিয়া তাহার অনাদর করেন, এমন কি তাহা তুচ্ছজ্ঞান করেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি হিন্দু নামের অনুপযুক্ত। সেই পূজনীয় আর্দিম গুরুকুলই পৌত্তলিক ধর্ম্ম অসার, মিথ্যা ধর্ম্ম এবং পরব্রহ্মের জ্ঞান ও পূজা একমাত্র সার, সত্যধর্ম্ম, এই মর্ম্মাত্মক কথা বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিলে তাঁহাদিগের উপরোক্ত মর্ম্মাত্মক বহু উপদেশ ও মত উদ্ধার করা যায়। আমরা এ সম্বন্ধে এস্থলে তাঁহাদিগের কেবল কয়েকটী মাত্র বচন উদ্ধৃত করিব।

যে ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ, যাহার নাম উচ্চারিত হইলে প্রত্যেক হিন্দু ভক্তি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেন, সেই ঋগ্বেদে অগ্নি, যম, বায়ু প্রভৃতির স্তবস্তুতি থাকিলেও উহাও এক ব্রহ্মের কথা বলিয়া থাকেন। ঋগ্বেদেই উক্ত হইয়াছে

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" অর্থাৎ "একই সৎপদার্থকে বিপ্র সকল অগ্নি, যম, বায়ু এই সকল নামে উক্ত করেন।" কিন্তু সেই যে এক সৎপদার্থ, তিনি কি চক্ষু কর্ণের গোচর, মনের অধিগম্য, প্রতিমা বা মূর্ত্তিতে পরিণত হইবার উপযোগী? না, তিনি যখন সৎপদার্থ,—তখন তিনি অসৎ পদার্থ নিচয়ের কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন। তবে তাঁহার স্বরূপ কি? ঋগ্বেদই বলিতেছেন, তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", অর্থাৎ তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম। ঋগ্বেদ ব্যতীত অন্যান্য বেদও পরব্রহ্মের নাম ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহাকেই জানা যে প্রকৃত ধর্ম্ম তাহা স্পষ্টতঃ প্রচার করিতেছেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদ বলিতেছেন;—"ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।" "তাঁহাকে তোমরা জান না যিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি এ সকল হইতে ভিন্ন হইয়াও তোমাদিগের অন্তরে স্থিতি করিতেছেন।"

বেদের পর উপনিষদ। যে উপনিষদ এক্ষণে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বল ইউরোপ ও আমেরিকার সকল সভ্য জাতির পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং যে উপনিষদ কোন হিন্দুই অশ্রদ্ধা করিতে পারেন না, পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেই উপনিষদ তারস্বরে কেবল অনাদি, অনন্ত, নিরাকার পরব্রহ্মের জ্ঞান অর্জ্জন এবং তাঁহাতে প্রীতি সমর্পণ করিবার উপদেশ দিতেছেন, এবং যাহাতে এই সত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মভাব হইতে পতন না হয় তজ্জন্য বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন এই বলিয়া যে

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।"

"তাঁহার প্রতিমা নাই; তাঁহার নাম মহদ্ যশঃ।"

মানবধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা সর্ব্ব সম্প্রদায়স্থ হিন্দুর পূজ্য মনু বলেন;—

"উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।"

"যাহাতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে সেই পরব্রহ্মই উপাস্য দেবতা।" মানবাত্মা কি কোন দেবপ্রতিমায় বা কোন দেবীমূর্ত্তিতে বা কোন বাস্তব বা কল্পিত জীবের পুত্তলিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে? তাহা যখন পারে না, তখন পরমারাধ্য মনুর মতে ইহারা কেহই মানবের উপাস্য হইতে পারে না, কেবল সেই পরব্রহ্মই উপাস্য হইতে পারেন।

আর এক জন সংহিতাকার, ঋষি অষ্টাবক্র বলিতেছেন;—

"সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলং।"

"সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার পরব্রহ্মকে অচল সত্য জ্ঞান কর।" এ স্থলে স্পষ্টই বলা হইল যে প্রতিমা পূজা মিথ্যা ধর্ম্ম এবং নিরাকার ব্রহ্ম পূজাই সত্য ধর্ম্ম।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নি বচন;

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুং স্ত্র্যংশাদিককল্পনা॥"

"জ্ঞান স্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাধিশূন্য, শরীররহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত হইয়াছে; রূপ কল্পনা স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি কল্পনা করিতে হয়।"

সত্য ধর্ম্ম কি? না জ্ঞান-স্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপাধিশূন্য, শরীর রহিত যে পরব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞান অর্জ্জন ও তাঁহার প্রতি

প্রীতি সমর্পণ। কিন্তু অনেকে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ, যথার্থতঃ তাঁহার যে স্বরূপ সেই স্বরূপ চিন্তা করিতে পারে না, তজ্জন্য কেবল তাহাদিগের সাধনের সহায়তার জন্য রূপের কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই রূপকল্পনা হইতেই মূর্ত্তিপূজার উৎপত্তি। মূর্ত্তিপূজা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; কিন্তু মূর্ত্তি পূজা না করিলে যাহার ধর্ম্মরক্ষা হয় না, যাহাকে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের কূপে পতিত হইতে হয়, তাহার পক্ষে পৌত্তলিকতা গ্রহণীয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই উপরোক্ত বচনের মর্ম্ম। এই বচন দ্বারা একদিকে যেমন হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের উদারতা এবং যে কোন উপায়ে ধর্ম্মভাব রক্ষার জন্য চেষ্টা প্রতিপন্ন হইতেছে, অপরদিকে তেমনি পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহাদিগের অবজ্ঞা ও বিরোধিতাও প্রমাণিত হইতেছে।

পরমাত্মার জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞান তাহা নিম্নোদ্ধৃত স্মার্ত্তধৃত শাতাতপ বচনেও স্বীকৃত হইয়াছে;—

"অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥"

এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে যে সকল মনুষ্য অনুন্নত তাহারা জলেতে ঈশ্বর উপলব্ধি করে; তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা উন্নত তাহারা গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ করে, কিন্তু যাহারা জ্ঞানী তাহারা পরমাত্মাকে সর্ব্বনিয়ন্তা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে।

পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব হইলে পুরাণ সমস্ত রচিত হয়। এই নিমিত্ত পুরাণ নিচয়ে প্রধানতঃ দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সেই পুরাণেই স্বীকৃত হইয়াছে যে পরমেশ্বর রূপনামাদি বিশেষণ রহিত। বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন,

"রূপ নামাদি নির্দ্দেশ বিশেষণ বিবর্জ্জিতঃ
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্॥"

"পরমাত্মা রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত, নাশরহিত, অবস্থান্তরশূন্য, দুঃখ ও জন্মবিহীন হয়েন; কেবল আছেন এই মাত্র বলিয়া তাঁহাকে কহা যায়।"

শ্রীমদ্ভাগবত সকল হিন্দুর অতি পূজনীয় গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বরের বাণী রূপে নিম্নোদ্ধৃত বচন প্রকটিত হইয়াছে;—

"যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

"সকল প্রাণীতে বর্ত্তমান সকলের আত্মা ও ঈশ্বর যে আমি, আমাকে মূঢ়তা প্রযুক্ত যে ত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজা করে সে ভস্মে হোম করিয়া থাকে।"

প্রতিমাপূজার যে কোন সার্থকতা নাই, পৌত্তলিকতা যে মিথ্যা ধর্ম্ম, এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত তাহা স্পষ্টতম রূপে প্রচার করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পুনরায় বলিতেছেন;—

"মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তামসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥"

"যে সমস্ত মূঢ় মনুষ্য মৃত্তিকা প্রস্তর তথা সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত বিগ্রহে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। পরম শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।"

প্রকৃত ধর্ম্ম যাহা, যে ধর্ম্মের প্রাণ সত্য, তাহার সাধনের ফল আত্মার ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ, এবং শান্তিলাভ। পৌত্তলিকতায় যে সে শান্তিলাভ, সে মুক্তিলাভ হয় না, শ্রীমদ্ভাগবত তাহা এস্থলে পরিষ্কাররূপে বলিয়া দিতেছেন।

পরমেশ্বরের নামরূপাদি কল্পনা যে মিথ্যার পরিপোষক, উহা যে বালক্রীড়া-

বৎ অসার, উহা যে মুক্তির কারণ হইতে পারে না, তন্ত্রের ন্যায় আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থেও তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে;—

"বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বাং রূপনামাদি কল্পনাং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানোমানবস্তদা॥"

"নাম রূপাদি কল্পনাকে বালক্রীড়াবৎ জানিয়া মনুষ্য সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা মুক্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে স্বল্পলব্ধ রাজ্যের দ্বারাও মনুষ্য অনায়াসে রাজা হইতে পারে।"

হিন্দুর বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে যিনি যাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান, তিনি তাহাতেই ব্রহ্মপূজাই সত্য, মূর্ত্তিপূজা মিথ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্মই সত্য এবং পৌত্তলিকতা মিথ্যা, এই মহাসত্যের অকাট্য প্রমাণ পাইবেন। আমরা উপরে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র হইতে যে সকল বচন প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া ঐ সত্য প্রতিপাদন করিলাম, অনুসন্ধান করিলে ঐরূপ আরও বহু প্রমাণ বিশাল হিন্দু শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিতে পারা যায়। যিনি হিন্দুশাস্ত্র মান্য করেন, তিনি কখনই বলিতে পারেন না যে মূর্ত্তিপূজাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পূজা, পৌত্তলিকতাই একমাত্র সাধনীয় ধর্ম্ম, সাকারবাদই একমাত্র সারবান ধর্ম্মমত, পরন্তু তাঁহাকে বলিতে হইবে যে পরব্রহ্মের জ্ঞান ও পরব্রহ্মে প্রীতি লইয়া যে ধর্ম্ম তাহাই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম এবং তাহাতেই মানবের তৃপ্তি, তাহাতেই মানবের শান্তি, তাহাতেই মানবের মুক্তি।

আদি ব্রাহ্মসমাজ এই সর্ব্ব হিন্দুশাস্ত্র সম্মত এই সত্যধর্ম্মেরই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মগ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সত্যধর্ম্মের প্রতিপাদক হিন্দু শাস্ত্রোদ্ধৃত বচনাবলী লইয়াই সংগঠিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজের উপদেশমালা ঐ সকল বচনাবলীর ব্যাখ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি হিন্দু কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতির পৌত্তলিকতা প্রতিপোষক অংশ বর্জ্জিত সুসংস্কৃত কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র। হিন্দু শাস্ত্রের সত্য যাহা, সার যাহা, শ্রেষ্ঠাংশ যাহা, হিন্দুর যে ধর্ম্মমত পৃথিবীর নিকট হিন্দুর গৌরবস্থল, সেই সত্য, সেই সার, সেই শ্রেষ্ঠাংশ, সেই ধর্ম্মমত সংরক্ষণে কৃতসংকল্প হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থিতি করিতেছেন। এই জন্য এই সমাজ কুত্রাপি হিন্দুজাতির অবহেলার পাত্র নহেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে হিন্দুর অনুরাগের ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত। বর্ত্তমানে হিন্দুজাতি ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে ঘোর অন্ধকারাবৃত হইয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজ আলোকস্তম্ভস্বরূপ দণ্ডায়মান। স্বীয় কল্যাণের জন্য হিন্দুজাতি ইহা উপলব্ধি করুন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিপাদিত হিন্দুশাস্ত্রসম্মত সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করুন।

কৃষ্ণাবতার।

২১ প্রস্তাব।

মহাভারতের সভাপর্ব্বের ২৩শ অধ্যায়ে আছে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জ্জুন সহ জরাসন্ধকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে মগধরাজ ভীমের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধ কার্ত্তিক মাসের প্রথম তিথিতে আরব্ধ হইয়া ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চলিয়াছিল;

চতুর্দ্দশী রাত্রিতে জরাসন্ধ শ্রান্ত হইয়া সংগ্রামে ক্ষান্ত হইলেন। জনার্দ্দন ভীমকে উদ্বোধন করিয়া কহিলেন তুমি ইহাঁর সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং তোমার যে পরম দৈববল আছে এবং পবন হইতে যে বল লাভ করিয়াছ, আজ জরাসন্ধের প্রতি তাহা প্রয়োগ কর। ভীমসেন এইরূপে উক্ত হইয়া জরাসন্ধকে ঊর্দ্ধে বিঘূর্ণিত করিয়া পরে জানুদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ অবনত করিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর গতাসু জরাসন্ধকে নিদ্রিতের ন্যায় রাজদ্বারে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কৃষ্ণ এই অবসরে অবরুদ্ধ রাজগণের কারামোচন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া অক্ষতশরীরে গিরিব্রজ হইতে নির্গত হইলেন, এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরে স্বীয় নগরে প্রস্থিত হইলেন। ৩৪শ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের সুহৃদ্গণ তাঁহাকে যজ্ঞ করিবার জন্য প্রবৃত্তি দিতেছেন এমন সময়ে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে বহুমানপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কহিলেন তোমারই প্রসাদে আমি এই অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি এবং এই সমস্ত পৃথিবী আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে। আমি হুতাশন ও ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে সেই উপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিবার জন্য যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি প্রশান্তচিত্তে আমাকে সম্মতি দান কর। কৃষ্ণ উত্তরে কহিলেন আপনিই সম্রাট হইবার উপযুক্ত পাত্র, আপনিই রাজসূয় সমাপন করুন।

যুধিষ্ঠির সম্মত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের উপকরণ সংগ্রহে আদেশ দিলেন, শীঘ্রগামী দূতগণ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বহির্গত হইল। নকুল হস্তিনায় গিয়া ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র ও দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতিকে সমুচিত সৎকার পূর্ব্বক বলিয়া আসিলেন। দেশবিদেশ হইতে রাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম বিদুর দুর্য্যোধনাদি, ভ্রাতৃগণ দ্রোণাচার্য্যাদি উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির সকলকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া কহিলেন এই যজ্ঞে আপনারা আমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনুগ্রহ করুন। আমার যে প্রভূত ধন সম্পত্তি তাহা আপনাদেরই জ্ঞান করিয়া সকলে পরামর্শদানে আমাকে পরিচালিত করুন। এই বলিয়া সকলকে যথাযোগ্য অধিকারে নিযুক্ত করিলেন। ভক্ষ্য ভোজ্য অধিকারে দুঃশাসন, ব্রাহ্মণ পরিচর্য্যায় অশ্বত্থামা, রাজগণপূজায় সঞ্জয়, সর্ব্ববিধ পর্য্যবেক্ষণে ভীষ্ম ও দ্রোণ, হিরণ্যরত্ন ভাণ্ডারে ও দক্ষিণা-দানে কৃপাচার্য্য নিয়োজিত হইলেন। দুর্য্যোধন সর্ব্বপ্রকার উপহার প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ উৎকৃষ্ট ফল-প্রাপ্তি বাসনায় ব্রাহ্মণগণের পদ-প্রক্ষালনে স্বয়ং নিযুক্ত হইলেন।

যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া আসিল। ভীষ্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন এই ভূপালবৃন্দ বহুকাল আমাদের নিকট সমাগত হইয়াছেন ইহাঁদের প্রত্যেকের জন্য অর্ঘ আহরণ কর; পরন্তু ইহাঁদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই অগ্রে উহা প্রদান কর। যুধিষ্ঠির বলিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে অগ্রে অবধারণ করুন। ভীষ্ম বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বৃষ্ণিকুলসম্ভূত কৃষ্ণকে প্রধান অর্চ্চনীয় বিবেচনা করিলেন, এবং সহদেব ভীষ্ম কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুসারে সেই বৃষ্ণিকুমারকেই প্রধান অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। কৃষ্ণও তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। পরন্তু চেদিরাজ শিশুপালের তাহা সহ্য হইল না। তিনি সভামধ্যে ভীষ্ম ধর্ম্মরাজ ও কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতে

লাগিলেন; বলিলেন কৃষ্ণ কোনরূপেই সর্ব্বপ্রথমে পূজা পাইবার যোগ্য নহেন, বা তিনি সমাগত রাজগণ অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহেন। অধিকন্তু ইনি অন্যায় সমরে রাজা জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছেন। বাদানুবাদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাসুদেব রোষান্বিত হইয়া উঠিলেন। শিশুপালকে শতবার ক্ষমা করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু শিশুপালের অপরাধ-পরিমাণ তদপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইল। বাসুদেব আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ৪৫শ অধ্যায়ে তিনি শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণের সমৃদ্ধি দর্শনে দুর্য্যোধন নিরতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ হইলেন। পাণ্ডবগণের পরাভবেচ্ছা অন্তরে জাগরূক হইয়া উঠিল। তিনি মাতুল শকুনিকে মনোভাব প্রকাশ করিলেন। শকুনি পাণ্ডবগণের বলবীর্য্য সম্যক অবগত ছিলেন। সুতরাং কৌশলে যুধিষ্ঠিরাদির রাজ্যশ্রী অপহরণ করিবার জন্য দ্যূতক্রীড়ানভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পাশক্রীড়ায় আহ্বান করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে পরামর্শ দিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞালাভের জন্য তাঁহাকে নিয়োগ করিলেন।

সি, ই, বক্‌লাণ্ড সাহেবের গ্রন্থ।

বিভিন্ন লেফটনাণ্ট গবর্ণর শাসিত বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক চিত্র সম্প্রতি সি, ই, বকলাণ্ড সিভিলিয়ান মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে জানিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। লেখক প্রভূত পরিশ্রম সহকারে নানা বিষয় সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ অভাব ছিল। বিশেষতঃ যিনি ইহার রচয়িতা তিনি বহুকাল উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এদেশের রাজনৈতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিবার যেরূপ সুবিধা পাইয়াছেন, অপরের পক্ষে তাহা নিতান্তই দুর্লভ। তিনি বঙ্গের অগ্রণী কয়েকজন খ্যাতনামা লোকের সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইহাতে প্রদান করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা বলিতে গিয়া তৎকর্ত্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাবের প্রতিপোষক বীজ-নির্দ্দেশ, বেদ-শিক্ষার জন্য চারিজন ব্রাহ্মণ যুবককে বারাণসী প্রেরণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ-প্রণয়ন এই সকল কথার বিশেষ ভাবে উল্লেখ রাখিয়াছেন। তিনি আরও বলেন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের শিক্ষা ও দীক্ষা গুরুরূপে দেবেন্দ্রনাথ যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা স্থায়ী-ফল উৎপন্ন করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার জ্বলন্ত বাক্যে কতশত লোক বিমুগ্ধ হইয়া বিপথ হইতে সুপথে আনীত হইয়াছে। তাঁহার প্রেমার্দ্র বাগ্মিতার গুণে ধর্ম্মসংস্কার কার্য্য—তাঁহার জীবনের মহান উদ্দেশ্য ফলবান হইয়াছে। ইউনিয়ন-ব্যাঙ্ক ধ্বংশজনিত মহাবিপত্তি যখন এই পরিবারকে আশ্রয় করিল, তখন ঐ অগাধ ঋণজালে তাঁহার ব্যক্তিগত দায়ীত্ব না থাকিলেও তিনি ইচ্ছা করিয়া নিজ স্কন্ধে ঐ গুরুভার ধারণ করিয়া যে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আদর্শোচিত। ফলে ঋণদায় হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য তাঁহাকে বহুমূল্যের সম্পত্তি,

প্রভৃত ধনরত্ন, সাজসজ্জা, চিরপরিচিত বিলাসের সামগ্রী, এমন কি লর্ড অক্‌লাণ্ড-বিহরিত সেই বেলগাছিয়ার প্রিয় ও মনোরম উদ্যান পরিত্যাগ করিতে হইল। কলিকাতা সমাজে এইরূপ অতুলনীয় আত্মবিসর্জ্জন দেবেন্দ্রনাথের সৌজন্য ও সততাজনিত সুনাম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে মহর্ষি এই আখ্যা প্রদান করিয়াছে। বলিতে কি তাঁহার দেশস্থ জনগণের নিকট আর কেহই এই উচ্চ সম্মান লাভের অধিকতর উপযুক্ত হন নাই। তিনি এক্ষণে তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ আবাস নিকেতনে অবস্থান করিয়া এখনও তাঁহার আজীবন পোষিত সদনুষ্ঠানের কল্যাণকামনা করিতেছেন এবং সে আদর্শ দেখিয়া যুবকদল আজও উৎসাহ লাভ করিতেছে। তাঁহার পুত্রেরাও যশোভাক্ হইয়াছেন; দ্বিজেন্দ্রনাথ চিন্তাশীল ও দার্শনিক, সত্যেন্দ্রনাথ দেশীয় প্রথম সিভিলিয়ান, রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রিয় কবি ও প্রবন্ধলেখক।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইনি ১৮৫৭ অব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ১৮৬৫ অব্দে বিধবা-বিবাহ শঙ্কর-বিবাহ ও অনুষ্ঠানগত মতভেদ কারণে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান মিরর ও প্রেস কোনরূপে হস্তগত করিয়া লন। ১৮৬৬ অব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য আরম্ভ হইলে সাত আট জন প্রচারক বাইবেল কোরাণ জেন্দাভেস্তা ও হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংগ্রহীত উপদেশ প্রচার জন্য তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৬৯, আগষ্ট মাসে ব্রহ্ম মন্দির বিনির্ম্মিত হইলে ১৮৭০, ফেব্রুয়ারিতে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইলে মিরর দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয় ও সুলভ এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র তাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ অব্দে তাঁহার উদ্যোগে বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হয়। যাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, জৈন বা পার্শি নহেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বিবাহ ব্যবস্থার অবতারণা। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা বৈষ্ণব ছিলেন এবং কেশব বাবুতে এই বৈষ্ণব ভাবের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কেশব বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজে একজনের কর্ত্তৃত্ব সহ্য না করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু তিনি আপনার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে প্রকারান্তরে তাহাই হইয়া দাঁড়াইলেন। কুচবিহার-বিবাহজনিত গোলযোগে ১৮৭৮, ১৫ই মে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইল। ১৮৮১ অব্দে নববিধান প্রচারিত হইল। উহা যোগ ও ভক্তি, হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের মিলন। এই সময়ের ভাব দেখিয়া পণ্ডিত মোক্ষমুলার বলেন "আমার মনে হয় কেশব বাবুতে যেন সময়ে সময়ে একটু বিশ্বাসোন্মাদের লক্ষণ দৃষ্ট হয়"। কেশব বাবুর বাঙ্গলা ও ইংরাজি বক্তৃতা বড়ই প্রাণস্পর্শী ছিল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ, যাহা তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ পাইত, তাহা শুনিবার জন্য নিষ্ঠাবান ইউরোপীয়গণ উপস্থিত হইতেন। আরও অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে খুব সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার প্রথম বয়সের মত পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের অনুরূপ ভাবের একজন তেজীয়ান হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারক হইয়া উঠিতেন। তিনি তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা বলে ও বাগ্মিতাগুণে শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার ফল বড় স্থায়ী হইত না। যাঁহারা তাঁহার দল হইতে পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা

সকলেই প্রথমে তাঁহার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; কিন্তু মনুষ্য-সাধারণ-দুর্ব্বলতা দর্শনে তাঁহারা কেশব বাবু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৮৪ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার চিতাভস্ম তাঁহারই আবাসমন্দিরের অন্তর্গত প্রার্থনামন্দিরের সম্মুখস্থ চত্বরে প্রোথিত আছে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৮৯॥৴০
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৫৫১।৵৩
সমষ্টি	...	৯৪১ ৵৩
ব্যয়	...	৩৮১৸০
স্থিত	...	৫৫৯।৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৫৯।৵৩
	৫৫৯।৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৯৪৸০

মাসিক দান।

শ্রী মন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১৫৲

নববর্ষের দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পারিবারিক দান ৩৪৸০

শ্রীযুক্ত রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর ১৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চৌধুরী ৩০৲

২৯৪৸০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৭৵০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা ২৲

" " গোপালচন্দ্র সুর, ঐ ১৲

শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী, পুঁটিয়া ৩।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী বড়াল, হুগলী ।৵০

" সম্পাদক—ব্রাহ্মসমাজ, বলুহাটী ।৵০

৭৵০

পুস্তকালয়	...	২৩।৴০
যন্ত্রালয়	...	৬০৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৪।৵০
সমষ্টি		৩৮৯॥৴০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৪৬॥/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮৭। ৩
পুস্তকালয়	...	৩॥৵৩
যন্ত্রালয়	...	৯৯।০
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	৪৫৲
সমষ্টি		৩৮১৸০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

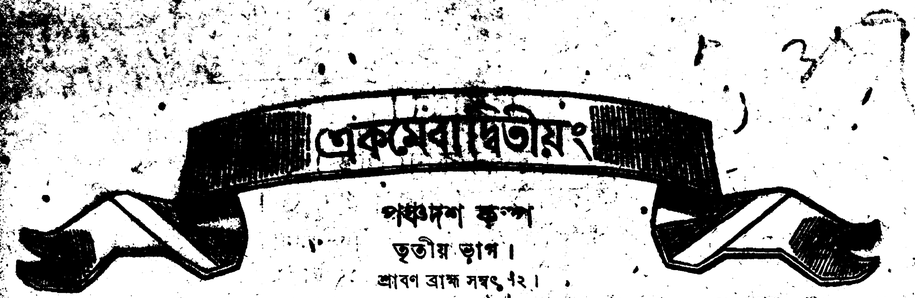

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৬৯৬ সংখ্যা 1823 শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

গার্হস্থ্য উপাসনা-মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৪৭
গুরুভক্তি (শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি) ৫২
শান্তিনিকেতনে ছাতিম তলায় (শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৫৫
গ্রামের স্মৃতি (শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৫
জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা (শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু) ৫৬
কৃষ্ণাবতার (শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়) ৫৭
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore. 15
Misrepresentation of Facts concerning the past History of the Brahmo Somaj 17
Mr C. E. Buckland's sketch of the Life of Maharshi Debendra Nath Tagore 19
Selection 20

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

... চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ১৪ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা, } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	॥০ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শেষ উপদেশ।

মূল্য দশ আনা মাত্র, ডাকমাশুল একআনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম,ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

NOTICE.

Catalogue of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswaim and Co. 25 Kalkadevi Road, Bombay.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৬৯৬ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

গার্হস্থ্য উপাসনা-মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ।

৪ আষাঢ় বুধবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইহাই আমাদের ধ্যানের মূল মন্ত্র। গোড়াতেই আছে সত্যং। "আম্র" বলিলেই যেমন আম্রের গন্ধ এবং বর্ণাদি গুণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আইসে, তেমনি "সত্যং" বলিলেই "জ্ঞানং" এবং "অনন্তং" তাহার সঙ্গে সঙ্গে আইসে। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত কাল আছেন; আমরা তাঁহাকে চাই বা না চাই তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। হ্রাস বৃদ্ধি হয় না সত্য, কিন্তু তথাপি পরম মঙ্গলময় বিশ্বপিতা আমাদের মঙ্গল চান। তিনি চা'ন যে, আমরা তাঁহাকে চা'ই। কেন না আমরা যদি সত্যকে ছাড়িয়া মিথ্যাকে চাই তবে আমাদের মনের মধ্যে সত্যের উৎস অবরুদ্ধ হইয়া গিয়া মিথ্যা ক্রমাগতই পুঞ্জীভূত হইতে থাকে; আর সেই রাশীকৃত মিথ্যার ভারে প্রপীড়িত হইয়া আমাদের সমস্ত জীবন মিথ্যা হইয়া যায়। পক্ষান্তরে আমরা যদি মিথ্যাকে ছাড়িয়া সত্যকে চাই, তাহা হইলে আমাদের মনের মধ্যে সত্যের উৎস উন্মুক্ত হইয়া গিয়া সত্যের শান্তি-জল-সিঞ্চনে আমাদের সমস্ত জীবন সত্য হইয়া উঠে।

মনে করিও না যে, সত্য কিছুই না। সত্য "কিছুই না'র অবিকল বিপরীত। সত্য সবই। সত্যকে পাইলে আমরা সবই পাই। অতএব সত্যকে গ্রহণ এবং ধারণের উপযোগী করিয়া মনকে গড়িয়া তোলা সকলেরই কর্ত্তব্য। বালকের কোমল অন্তঃকরণে সত্য যেমন প্রগাঢ় রূপে বসিয়া যায়, প্রৌঢ়-বয়স্ক ব্যক্তির কঠিন অন্তঃকরণে তাহা তেমন প্রগাঢ় রূপে মূল বিদ্ধ করিতে পারে না, ইহা সকলেরই জানা কথা। প্রৌঢ়-বয়স্ক ব্যক্তিরা অনেক সময় আপনার আপনার মনকে জ্ঞানাভিমানের পাষাণে বাঁধিয়া নবাভ্যাগত সত্যকে প্রতিরোধ করেন। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, আমি যাহা জানি তাহাই সত্য—আমি যাহা জানি না তাহা মিথ্যা। কি আমি জানি এবং কি আমি জানি না এই দুইকে পরস্পরের সহিত তৌল করিয়া

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLORS.

দেখিলেই আমাদের মনোমধ্যে না-জানা সত্যের আয়তন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ছাপাইয়া উঠে এবং জানা সত্য সমুদ্র-কবলিত বালুকণার ন্যায় রসাতলে তলাইয়া যায়। তাহা যখন হয়, তখন নিদ্রাবসানে মাতৃক্রোড়স্থিত শিশু যেমন স্তন্য দুগ্ধের জন্য লালায়িত হয়, মোহাবসানে আমরা তেমনি প্রকৃত পারমার্থিক সত্যের জন্য তৃষ্ণাতুর হই।

যদি সত্য লাভ করিতে চাও, তবে "ইহা জানি, উহা জানি, তাহা জানি"র সহিত "কিছুই জানি না" জোড়া দিয়া মনকে সর্ব্বদা স্বচ্ছ সুনির্ম্মল সরল এবং শ্রদ্ধাবান্ করিয়া রাখিবে; তাহা হইলেই তোমার মনের অভ্যন্তরে সত্যের প্রবেশের পথ খুলিয়া যাইবে।

যাহাকে তুমি ভালবাসো সে তোমার নিকটে অকুণ্ঠিত চিত্তে যাওয়া আসা করে; যাহাকে তুমি দেখিতে পার না, সে তোমার বাসস্থানের দিক্ দিয়া চলে না। সত্যকে যদি তুমি ভালবাসো, সত্যের প্রতি যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তোমার অন্তঃকরণ যদি সরল কোমল এবং জ্ঞানাভিমান বর্জ্জিত হয়, তবে সত্য তোমার নিকটে নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তুমি যদি মনে কর "আমি সত্য অপেক্ষাও বড়" "আমি যাহাকে সত্য বলি তাহাই সত্য" "আমি যাহাকে মিথ্যা বলি তাহাই মিথ্যা", তবে সত্য তোমার নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান করিবেন।

ইহা বলা সহজ যে, তোমার মন তোমার হাতে রহিয়াছে, অতএব এইবেলা তাহাকে সত্যগ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলো। কঠিন সমস্যা এখানে একটি এই যে, আপনার মনকে চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না; ধরিয়া রাখিতে পারা দূরে থাকুক্—অনেক সময় ধরিয়া আনিতে পারাও কঠিন; তাই আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার মনের উপর বল-প্রয়োগ করিতে জো পাই না। মনকে সত্য-গ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে হাতে কলমে কতকগুলি কার্য্য করা চাই। সত্য বলা চাই, সত্য ব্যবহার করা চাই, সত্য অনুষ্ঠান করা চাই, সত্যের আরাধনা করা চাই। এইরূপ কার্য্য করিলে সত্যের প্রতি যে, তোমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তাহা প্রথমে তোমার আপনার নিকটে এবং তাহার পরে লোকের নিকটে সপ্রমাণ হইবে; আর, তাহা যখন হইবে তখন সত্য তোমাকে আপনার দেবস্পৃহনীয় মূর্ত্তি দেখা দিয়া কৃতার্থ করিবেনই—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও।

১১ আষাঢ় বুধবার।

পরমাত্মাকে জ্ঞানে মাত্র সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়া একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ক্ষান্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু কবির মন জ্ঞানের অকাট্য বেদবাক্যেও সন্তোষ মানিতে পারে না। কবি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরমাত্মাকে বিশ্বভুবনে মূর্ত্তিমান দেখেন। তিনি দেখেন যে, বিশ্বসংসারে যেখানে যত সত্য আছে সমস্তই একমাত্র অদ্বিতীয় মহাসত্যের স্বরূপের প্রতিরূপ, ভাবের আবির্ভাব, শক্তির প্রভাব। কবির চক্ষে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বজ্ঞরূপে প্রতীয়মান হ'ন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অপেক্ষা কবি পরমেশ্বরকে নিকটে দেখেন—নিকটে দেখিয়া তাঁহার ভাবের রসাস্বাদন করেন। কিন্তু সাধকের তাহাতেও আকাঙ্ক্ষা মেটে না। সাধক পরমাত্মাকে আরো নিকটে পাইতে

ইচ্ছা করেন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বিজ্ঞান-রাজ্যের চারিদিকে একটা কৃত্রিম গণ্ডি দিয়া সে রাজ্যে তাঁহার নিজের অধিকার সমর্থন করেন, এবং তাঁহার সেই নিজের অধিকারকে পরমেশ্বরের অধিকার হইতে পৃথক্ রাখিবার জন্য পরমেশ্বরকে অজ্ঞেয়-রাজ্যের প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত দেখিতে ইচ্ছা করেন, আর, সেই জন্য তিনি পরমেশ্বরকে দূর হইতে দূরে দর্শন করেন। কবি তাঁহাকে চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখিতে ইচ্ছা করেন—তাই তিনি তাঁহাকে বহির্জগতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং পরিপূর্ণ-রূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান দেখিতে পা'ন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যেমন বিজ্ঞান রাজ্যের চতুর্দ্দিকে স্বাধিকারের গণ্ডি দিয়া পরমেশ্বরকে শুধু কেবল অজ্ঞেয়-রাজ্যের অধিষ্ঠাতা রূপে প্রতিপাদন করেন, কবি সেইরূপ আপনার মনোরাজ্যের চতুর্দ্দিকে একটা কৃত্রিম গণ্ডি দিয়া সে রাজ্যে তাঁহার আপনার অধিকার সংস্থাপন করেন এবং তাঁহার সেই নিজাধিকার হইতে পরমেশ্বরের অধিকারকে পৃথক্ রাখিবার জন্য, অনাকাশের অজ্ঞেয় রাজ্য হইতে আকাশের জ্ঞেয় রাজ্য পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন। সাধক কিন্তু পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধিকারকে ওরূপ স্বেচ্ছানুযায়ী গণ্ডি দিয়া সীমাবদ্ধ করা পছন্দ করেন না। সাধক পরমেশ্বরের জ্ঞানময় প্রেমময় এবং মঙ্গলময় প্রভাব এবং অধিষ্ঠানকে স্বল্প মাত্রও প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছা করেন না; তাহা দূরে থাকুক্—তিনি পরমাত্মার জ্ঞানময় প্রেমময় এবং মঙ্গলময় অধিষ্ঠান এবং প্রভাবের উপরে পূর্ণমাত্রা নির্ভর স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। কবি যেমন প্রকৃতির হস্ত ধারণ করিয়া কবিতা-কাননে বিচরণ করেন, সাধক তেমনি পরমেশ্বরের হস্ত ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের অমৃত নিকেতনে বিচরণ করেন। সাধক দেখিতে পা'ন যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী শক্তি যেমন বিশ্বভুবনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য করিতেছে, তেমনি তাহা প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর মন এবং আত্মার অভ্যন্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য করিতেছে; সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর যেমন সমস্ত বিশ্ব-ভুবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেছেন, তেমনি তিনি প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর-মন-আত্মার নিগূঢ়তম অবস্থা ভাবগতি এবং চেষ্টা চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেছেন। এক কথায়,—সাধক দেখিতে পা'ন যে, পরমেশ্বরের অনিরুদ্ধ দৃষ্টি এবং অপ্রতিহত শক্তি চরাচর সমস্ত প্রকৃতি ভেদ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর মন আত্মার উপরে কার্য্য করিতেছে; কার্য্য করিয়া জ্ঞান উদ্বোধিত করিতেছে; এবং জ্ঞান উদ্বোধিত করিয়া সেই জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বরের অনিরুদ্ধ দৃষ্টি এবং অপ্রতিহত শক্তি স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এই সত্যটি ধ্যানে উদ্বোধিত করিবার জন্য গায়ত্রী-মন্ত্রের প্রথমেই রহিয়াছে ওঁ ভুর্ভুবঃ স্বঃ। তাহার পরে রহিয়াছে তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, সেই জগৎ-প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান এবং শক্তি ধ্যান করি যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যাঁহার মঙ্গলময়ী শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কার্য্য করিয়া প্রাণভৃৎ তরুলতা, চেতনাবান্ জীবজন্তু এবং জ্ঞানবান্ মনুষ্য

উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, তাঁহারই সেই মঙ্গলময়ী শক্তি আমাদের প্রতিজনের আত্মাতে কার্য্য করিয়া আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি সকল উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে; এবং সেই বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিয়া আমরা প্রতিজনে তাঁহার বরণীয় জ্ঞান এবং শক্তি ধ্যান করিতে সমর্থ হইতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানের মুখ্য মুখ্য স্থানে এই একটি কথার গভীর নিনাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, সাধক দেখিতে পা'ন—পরম পিতা পরমেশ্বরের চক্ষু তাঁহার চক্ষুর উপরে নিপতিত রহিয়াছে। পরমাত্মার জ্ঞান এবং শক্তির প্রভাবে যখন সাধকের জ্ঞান-চক্ষু কলুষ-মুক্ত হইয়া পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করে তখন সাধক প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেন যে, পরমেশ্বরের চক্ষু তাঁহার চক্ষুর উপরে নিপতিত রহিয়াছে।

পরমেশ্বরের সর্ব্বদর্শী চক্ষুর সত্যজ্যোতি এবং মঙ্গল-প্রভাব প্রথমে আমাদের মনে ভয় উৎপাদন করে; যেহেতু আমাদের চক্ষু বিষয়াসক্তিতে তমসাচ্ছন্ন এবং পাপ-তাপে কলুষিত! কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, সাধক সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের নিকটে ক্ষমা এবং শরণ যাচ্ঞা করিয়া তাঁহার কৃপায় পাপের পথ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া অল্পে অল্পে সহাইয়া সহাইয়া সেই অন্তর্যামী পুরুষের সত্য-সুন্দর-মঙ্গল চক্ষুতে আপনার ধ্যান-চক্ষু সন্নিবিষ্ট করিতে অভ্যাস করেন। হরিণ-শাবক প্রথমে মনুষ্যের সন্নিধানকে ব্যাঘ্রের মত ডরায়; কিন্তু তাহার পরে, সে যখন দেখে যে, পালকের নিকটে গেলে পালক তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করে এবং সুকোমল তৃণ পত্র খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত করে, তখন শুধু যে কেবল তাহার ভয় ঘুচিয়া যায় তাহা নহে—প্রত্যুত ভয়ের পরিবর্ত্তে তাহার মনে প্রীতির সঞ্চার হয়। তেমনি, যে সাধকের মনোমধ্যে পরমেশ্বরের জন্য গভীর অভাব-বোধ জাগ্রত হইয়াছে তিনি পরমেশ্বরের অন্তর্ভেদী জ্ঞান-দৃষ্টি এবং মঙ্গল-দৃষ্টি প্রথম প্রথম সহ্য করিতে না পারিলেও সেই মঙ্গলস্বরূপ পিতামাতাকে সকাতরে ডাকিতে ক্ষান্ত হ'ন না; তিনি সেই সর্ব্বারাধ্য পিতামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, তুমি যদি আমাকে না দেখ তবে কে আমাকে দেখিবে? তুমি যদি আমাকে ধরিয়া না তোলো তবে কে আমাকে ধরিয়া তুলিবে? এরূপ শরণাগত প্রসাদ-প্রার্থী সাধকের সন্নিধানেও করুণাময় পরমেশ্বর আপনার সমগ্র মহিমার সহিত সহসা প্রকটিত হ'ন না। তিনি সাধকের মনের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, যথোপযুক্ত সময়ে শুভযোগের সুমঙ্গল-ফাঁদ পাতিয়া, সাধকের সন্নিধানে অলক্ষিত-পদে অগ্রসর হ'ন। সেই সেই শুভযোগে সাধক আপনার হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া পরমাত্মার প্রেম-সমীরণে নূতন জীবন প্রাপ্ত হ'ন এবং তাঁহার অনুপম প্রেমদৃষ্টিতে অপার আনন্দ-রসে নিমগ্ন হইয়া পরম শান্তি, আরোগ্য, আশ্রয়, সহায়, অভয় এবং কৃতকৃতার্থতা লাভ করেন।

২৬ আষাঢ় বুধবার।

বেস্ আমার মনে পড়ে—আমার বয়স যখন ১৫। ১৬ বৎসরের অধিক নহে, তখন accordion নামক একটা নূতন রকমের বাদ্য-যন্ত্র আসিয়াছে এবং ও-বাড়ির তেতালার মধ্য-মণ্ডপে সেই নূতন যন্ত্রের বাদন সহকারে তখনকার কালের সুধীরপ্রকৃতি ব্রাহ্মমণ্ডলীর সমবেত কণ্ঠ হইতে পাঠ্য-শ্রুতি সমস্বরে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সেই মধ্যম যুগে গায়ক

বিষ্ণু একদিন সায়াহ্ন কালে পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে "জাগয়ে যোগী" শিরস্ক একটি সুন্দর ধ্রুপদ গান করিয়া শুনাইলেন এবং তাহা শ্রবণে প্রীত হইয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেব সেই ধ্রুপদ ভাঙিয়া নূতন একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিলেন। গীতটি এই ঃ—

যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে।
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ রসপান
প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেইই জাগে।
ধন্য সাধু সুখী সে-ই যে আপন মন-আসনে রাখিতে তাঁরে পারে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পাপ-ত্যাগ ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া যাঁর তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম।

এ গীতটির, তাৎপর্য্য এইরূপ ঃ—"যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে" অর্থাৎ যোগীই সজীব সচেতন এবং জ্ঞানবান্; ভোগী তো রোগী—সে নির্জ্জীব অচেতন এবং জ্ঞানশূন্য। যোগী বৃক্ষস্থিত পুষ্পের ন্যায় সরল নির্ম্মল সজীব সতেজ মধুময় এবং আকাশাভিমুখে প্রমুক্ত-হৃদয়; ভোগী বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় শ্রীহীন মলিন শুষ্ক নির্জ্জীব নিস্তেজ এবং ভূতলশায়ী। যোগী বলে কাহাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ঃ—

আমাদের দেশীয় পুরাতন শাস্ত্রে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটি অভীষ্ট ফল চতুর্বর্গ নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বদা ন্যায়পথে থাকিয়া এবং ঈশ্বরের অনুরক্ত ভক্ত হইয়া আত্ম-পরের হিতসাধন কার্য্যে তৎপর, তাঁহাকে লোকে বলে **ধার্ম্মিক**। ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকটে ধর্ম্মের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যিনি আপনার মান-সম্ভ্রম এবং কৌলীন্য রক্ষা করিয়া বিষয়-বিভব এবং খ্যাতিপ্রতিপত্তি উপার্জ্জনে সমধিক পটু, তাঁহাকে লোকে বলে **কাজের লোক**, কাজের লোকের নিকটে অর্থের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যিনি পৈতৃক ধন-সম্পত্তি ব্যয় করিয়া জাঁক জমকের সহিত ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করেন তাঁহাকে লোকে বলে **ভোগী**; ভোগী ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত বিষয়-সুখের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যিনি ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম তিনেরই যথাবিহিত অনুষ্ঠানে সমান পারদর্শী তাঁহার কথা উঠিলে লোকে বলে **লোকটা চৌকোষ**। চৌকোষ ব্যক্তির নিকটে সমগ্র মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যিনি ফল-কামনা-শূন্য হইয়া যথাবিহিত-রূপে ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করেন; কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্য হইয়া যথাবিহিত রূপে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া যথা বিহিত-রূপে বিষয় ভোগ করেন, তাঁহাকে লোকে বলে **যোগী**। ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম তিনের বন্ধন তিন প্রকার ঃ—ধর্ম্মের বন্ধন হ'চ্চে ঐহিক এবং পারত্রিক ফলকামনা; অর্থের বন্ধন হচ্চে কর্ত্তৃত্বের অভিমান এবং প্রভুত্বের ইচ্ছা; ভোগের বন্ধন বিষয়াসক্তি। যোগী পুরুষ ধর্ম্ম অর্থ এবং কামের যথাবিহিত অনুষ্ঠানে রত থাকিয়াও তিনের ঐ তিন বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা করেন; আর, তাহাতে যখন তিনি কৃতকার্য্য হ'ন, তখন লোকে তাঁহাকে বলে **জীবন্মুক্ত**।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পোষা পাখী শিকল ছিঁড়িলে সে কি ক্রমাগতই শূন্যে শূন্যে উড়িয়া বেড়ায়, অথবা, তাহার প্রাণ চায় যেখানে যাইতে সেই সাধের অরণ্য নিকেতনে তরুশাখায় উপবিষ্ট হইয়া আনন্দের গীত-সুধায় আকাশ প্লাবিত

"করে? ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম এ তিনের ঐ তিন বন্ধন হইতে যোগী পুরুষ মুক্তি লাভ করিয়া কেবল কি শূন্যে শূন্যে বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া বেড়া'ন, অথবা এই মর্ত্ত্য পৃথিবী-লোকেই এমন কোনো একটা মনের মতো শান্তি-নিকেতন প্রাপ্ত হ'ন—যে স্থান ছাড়িয়া 'অন্য কোনো স্থানে তাঁহার যাইতে ইচ্ছা হয় না? উদ্ধৃত গীতের অন্তরা-ভাগে ইহার উত্তর লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহা এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ-রস-পান, প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই-ই জাগে। যোগী শূন্যে শূন্যে ঘুরিয়া বেড়া'ন না—লাভ করিবার সামগ্রী যত কিছু আছে সমস্তই তিনি একাধারে লাভ করেন—পরিপূর্ণ পরব্রহ্মকে লাভ করেন।

কবি যেমন প্রকৃতির সহিত যোগযুক্ত হইলে সাক্ষাৎ প্রকৃতি কবির হৃদয়কে পূর্ণ করে, আর, তাহার গুণে কবির হৃদয় হইতে প্রকৃতির উৎস শতধা উৎসারিত হয়; তেমনি যোগী পুরুষ পরব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত হইলে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের পরিপূর্ণ সত্তা তাঁহার আত্মাতে জাগরূক হইয়া উঠে এবং তাঁহার সেই সত্য-ভরা আত্মা হইতে মঙ্গলের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে; সংযম, পবিত্রতা, ন্যায়, সত্য, ক্ষমা, দয়া, উৎসারিত হইতে থাকে; উৎসারিত হইয়া ভূলোকেই ব্রহ্মধামের গোড়া-পত্তন করিতে থাকে। তাই উক্ত হইয়াছে—"ধন্য সাধু সুখী সেই-ই যে আপন মন আসনে রাখিতে তাঁরে পারে; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া যাঁর তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম।" প্রকৃতি যেমন কবির অন্তঃকরণে প্রেম উদ্দীপন করিয়া সেই প্রেমের আকর্ষণে কবির মন-আসনে আসিয়া অধিষ্ঠান করে; পূর্ণ ব্রহ্ম তেমনি যোগী পুরুষের অন্তঃকরণে প্রেম উদ্দীপন করিয়া সেই প্রেমের আকর্ষণ-গুণে যোগী পুরুষের মন-আসনে সমাসীন হ'ন। পুনশ্চ, কবির মুখ হইতে যেমন প্রকৃতিরই কণ্ঠধ্বনি বাহির হয়; তা বই, কবির নিজের কণ্ঠধ্বনি বাহির হয় না; তেমনি যোগী পুরুষের কায়-মনো-বাক্য হইতে ঈশ্বরেরই কার্য্য বাহির হয়—সংযম, পবিত্রতা, ন্যায়, সত্য, ক্ষমা দয়া বাহির হয়; তা বই যোগী পুরুষের নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা' তা' কার্য্য বাহির হয় না—এক কথায়, স্বেচ্ছাচার বাহির হয় না। কবির সর্ব্বস্ব ধন যেমন প্রকৃতি, যোগীর সর্ব্বস্ব ধন তেমনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা।

গুরুভক্তি।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উঠ জাগ উৎকৃষ্ট গুরুর নিকট যাইয়া জ্ঞান শিক্ষা কর।

পশু অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ কিসে? না—জ্ঞানে। "জ্ঞানাৎ পরোনাস্তি" জ্ঞানের পর শ্রেষ্ঠ আর নাই। এই জ্ঞানের বীজ মনুষ্যের আত্মায় নিহিত রহিয়াছে। যত্ন ভিন্ন, অন্যের সাহায্য ভিন্ন ইহা অঙ্কুরিত হয় না। একটি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিতেছি। জন্মের অব্যবহিত পরেই, এক ব্যাঘ্রী কোন এক মনুষ্য শিশুকে লইয়া গিয়া স্বীয় আবাস-গর্ত্তে লালন পালন করে। কিছু কাল পরে ঐ বালক দৈব ঘটনা ক্রমে, লোকালয়ে আনীত হইল। সে আর মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারিত না। সে লোক দেখিলে কামড়াইতে যাইত। তাহার প্রকৃতি পশুবৎ হইয়াছিল। সে যদি লোকালয়ে

প্রথম হইতে থাকিত, তাহা হইলে কখনই এমন হইত না। অতএব প্রমাণ হইল যে মনুষ্যের জ্ঞান অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে, অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে।

সর্ব্ব প্রথমে কার যত্নে আমাদের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়? পিতা মাতার যত্নে। মাতার নিকটে প্রথমেই আমরা মাতৃভাষা শিক্ষা করি। এবং উভয় পিতা মাতার নিকট আমাদের হিতাহিত জ্ঞান ও আত্মরক্ষার উপায় সকল শিক্ষা হয়। পিতা মাতাই জগতে আদিগুরু, যথা কালে কোন কোন পিতা মাতা সন্তানের পরা ও অপরা বিদ্যা শিক্ষার ভার আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ পিতা মাতাই অপর সদ্‌গুরুর নিকট তাহাকে সমর্পণ করেন। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা বিদ্যাভ্যাসের জন্য আপন আপন সন্তানদিগকে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিতেন, পাঠ সাঙ্গ হইলে তাহারা গৃহে আসিয়া, গৃহীর ধর্ম্ম পালন করিত। এই সকল ছাত্র—এই সকল শিষ্য—গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি প্রদর্শন করিত। এখনও লোকে আপন আপন সন্তানদিগকে শিক্ষার্থে সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে। মনু বলিয়াছেন আচার্য্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি বা প্রতিরূপ। কারণ তিনি জ্ঞানদাতা। সেই জন্য তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন জনক ও শিক্ষক উভয়েই পিতা, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষক বা আচার্য্য শ্রেষ্ঠতর। আলেকজ্যাণ্ডারকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি আপনার পিতা অপেক্ষা আপনার শিক্ষাগুরুকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "দেখ পিতা জন্ম দিয়া মর জগতে—মর্ত্ত্যলোকে আনিয়াছেন, কিন্তু আচার্য্য, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া আমাকে অমৃতভবনের যোগ্য করিতেছেন, এই জন্য আমি আচার্য্যকে অধিকতর সম্মান করিয়া থাকি।"

প্রকৃত গুরুর উপদেশ অমূল্য রত্ন। অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠে যাহা না হয়, সংযতেন্দ্রিয় সত্যবাদী মিষ্টভাষী নির্ভীক গুরুর উপদেশে তাহা হইয়া থাকে। সত্য যদি দেওয়ালে লিখিত থাকে, তাহা পাঠেও শিক্ষা লাভ হয় বটে, স্বীকার করি, কিন্তু সদ্‌গুরুর মুখবিনির্গত উপদেশের জোরই স্বতন্ত্র। সত্য তাঁহার জিহ্বা হইতে দ্বিগুণ বলে বিনির্গত হয়। এক সত্যের নিজের বল—আর এক তাঁর পবিত্র জীবনের বল। এই দুই বল মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শক্তি ধারণ করে। ইহা শিষ্যজীবনকে প্রকৃতই উন্নত করিয়া তুলে। ইহাই অন্ধকার সংসার-পথের আলোক। পাষাণে রেখা অঙ্কিত হইলে যেমন বহু কাল স্থায়ী হয়, সদ্‌গুরুর উপদেশও তেমনি হৃদয়ে আজীবন রহিয়া যায়। আমার স্মরণ হয়, আমার বরণীয় গুরুদেব আমাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "দেখ তিনি (পরমেশ্বর) যখন হৃদয়ে থাকেন, বেশ্ থাকেন, যান যখন, তখন সব পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে দিয়ে যান" আমি সে কথা এখন পর্য্যন্তও ভুলিতে পারি নাই। অনেকের অনেক অবস্থা পরিবর্ত্তনের কালে—সৌভাগ্য হইতে দুর্ভাগ্যে অবতীর্ণ হইবার সময়—আমার ঐ কথা বিশেষ রূপে মনে পড়িয়া যায়।

গুরু এই অন্ধকারময় সংসার-অরণ্যে বহু পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়া ইহার কোথায় কি আছে অনেক দেখিয়াছেন, অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। কোথায় সর্প—কোথায় বৃশ্চিক—কোথায় মত্ত মাতঙ্গ—কোথায়

ব্যাঘ্র—ভল্লুক—সিংহ প্রাণহানি করে তাহা তিনি দর্পণে প্রতিফলিত বস্তুর ন্যায় স্বীয় মনোদর্পণে দেখিতেছেন। সংসার-সমুদ্রের কোথায় গুপ্ত-শৈল, কোথায় চোরা বালি—কখন্ একটু কাল মেঘ উঠিলে তরী জলসাৎ হয়, তাহা তিনি আপন জীবনে বহুবার পরীক্ষা করিয়াছেন। অর্থাৎ শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক বিপদ কেমন করিয়া ঘটে, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব তাঁর উপদেশ শুনিতে, শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে শুনিতে অবহেলা করিও না, আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের গরিমা করিও না।

গুরু আমাদের অনবধানতা ও অবিনয় দেখিলে, বাহিরে মুখমণ্ডল অন্ধকার করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করেন, কিন্তু সেই গর্জ্জনেই বর্ষণ হয়—তাহাতেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণরূপ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর শাসনে অবিচলিত থাকিয়া আপনার উন্নতি সাধন করিবে। কোন কারণে তাঁহাদের প্রতি রুষ্ট ভাব প্রদর্শন করিবে না। কোন কারণে তাঁহাদের নিন্দা করিবে না। অন্যে নিন্দা করিতেছে শুনিলে তাহার প্রতিবাদ করিয়া, তবে সে স্থান পরিত্যাগ করিবে। কদাপি মৌন অবলম্বন করিবে না। গুরুর নিষ্পাপ পবিত্র গম্ভীর মূর্ত্তি কি তোমরা কখন ধ্যানযোগে দেখিয়াছ—ইহা নিশ্চয়ই তোমাদিগকে পাপপথে বাধা দিতে ক্ষমবান্। যদি না দেখিয়া থাক তবে আমার কথা কি প্রকারে বুঝিতে সমর্থ হইবে? আমি এক্ষণে গুরুভক্তির কয়েকটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বিবৃত করিতেছি।

নিষাদ রাজের পুত্র একলব্য দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। শরক্ষেপের বিষয়ে লঘুহস্ততায় তিনি অর্জ্জুন অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। একদা অর্জ্জুন এই বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনই আপনার শিষ্য মধ্যে প্রধান হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, একলব্য আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রাধান্য রক্ষার জন্য একলব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ চাহিলেন, একলব্য অম্লান বদনে তাহা গুরুদেবকে দান করিয়া আপনার গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় যখন উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান, যখন মেদিনী সৈন্যপদভরে সাগর সহিত কম্পিত হইল, যখন আকাশমণ্ডল ধূলিপটল ও অস্ত্রানল প্রভায় বিচ্ছুরিত হইল, তখন যুধিষ্ঠির সহসা রথ হইতে ভূমিতে অবতরণ পূর্ব্বক সৈন্য মধ্য দিয়া একাকী নিরস্ত্র হইয়া পদব্রজে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও শল্যের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! মহারাজ! ও কি করেন। কৃষ্ণ রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। রাজা বিপক্ষ পক্ষের প্রধান নেতা আপন গুরুদেবগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ জন্য, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তাঁহারাও প্রসন্ন মনে বলিলেন, মহারাজ তুমি জয়যুক্ত হও, এবং অচিরে রাজলক্ষ্মী উপভোগ কর। গুরুজনের আশীর্ব্বাদে তাঁহার তাহাই ঘটিল।

কতবার অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইবার ও তাঁহার অঙ্গে শরবিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, শর দ্বারা তাঁহার

পদবন্দনা করিয়াছেন। ইহাতে গুরুর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন মনুষ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছে, তখন গুরুভক্তির অভাব দেখিলে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হয়। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন দেশে পূর্ব্বের ন্যায় গুরুভক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়া মনুষ্যের গতি-মুক্তি হয়।

পরিশেষে বলিতেছি, যিনি সকল গুরুর গুরু, তাঁহাকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই। তাঁর উপদেশ বাক্য আমরা যেন অবহিত চিত্তে গ্রহণ করি। অন্তরাকাশে নিঃশব্দে সে উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমরা যদি অনন্যমনে প্রার্থনা সহকারে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সফলমনোরথ হইতে পারি। অনেকে হয় ত এ কথায় বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু যোগমার্গে উপস্থিত হইয়া সমাধিবলে যে তাঁর উপদেশ আদেশ শুনিতে পাওয়া যায়, এ বিষয় তাঁহার ভক্তেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। যিনি সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেছেন, নিশ্চয়ই তাঁহার ধরাধামে অখণ্ড মঙ্গল উপস্থিত হয়, এবং পরলোকে আনন্দের সীমা থাকে না। অতএব পার্থিব প্রকৃত গুরু ও জগৎগুরুর অনুগত হইয়া জীবন যাপন করাই শাস্ত্রকারদিগের অভিমত।

হে জগৎগুরো! অন্ধ আমরা, সুপথ দেখিতে পাই না। তুমি পথ প্রদর্শন কর। তুমি ন্যায়সঙ্গত গুরুভক্তি শিক্ষা দাও। যে গুরু তোমা হইতে মন উঠাইয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করেন, আমরা যেন তাঁর নিকটে না যাই। যিনি আপনাকে ভুলিয়া পরমপদ প্রদর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। আমরা যেন শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তাঁর উপদেশ শ্রবণ করি। আর গুরুর গুরু যে তুমি তোমার উপদেশ যেন অন্তরে স্পষ্টরূপে শুনিতে পাই, এবং তাহারি অনুসরণ করিয়া যেন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা—এই তোমার নিকটে ভিক্ষা।

শান্তিনিকেতনে ছাতিম তলায়।

সপ্তচ্ছদতলে বসি পাষাণবেদিতে
দেখিছি পশ্চিমদিকে সূর্য্য অস্ত যায়—
কি শোভা!—আদিত্য কোন্ ইহার আদিতে
পূর্ণ ক'রেছেন শূন্য অনন্ত শোভায়।
স্তব্ধ মাঠ ধুধু করে, মুক্ত সমীরণ
স্থানে স্থানে ভূমিখণ্ড পীত ও লোহিত
পড়িয়াছে তার পরে কনক কিরণ
স্বভাবের সৌন্দর্য্যে এ পরাণ মোহিত।—
বিজন মাঠের মাঝে পথিক কে গায়
মৃদু মধুময় ধ্বনি পশিছে শ্রবণে;—
চৌদিকের দৃশ্য পূর্ণ কি সরলতায়!—
পাখী যায় উড়ে গ্রামে বনে উপবনে।
মুগ্ধ হ'য়ে দেখি বসে একাকী নীরবে,
তার মাঝে থেকে প্রাণ তাঁরে অনুভবে।

গ্রামের স্মৃতি।

সহর ধ্বনিত যেন তুমুল সংগ্রামে!—
এর চেয়ে লাগে ভাল থাকিতে গো গ্রামে—
গাছে গাছে ডাকিতেছে পাপিয়া কোকিল
কোথাও ধানের ক্ষেত শোভে স্বচ্ছবিল,
ধীরে মেঘ ভেসে যায় শূন্যে এ সুনীল
যায় কৃষকেরা কিবা শান্ত ও সুশীল
আপন মনের সুখে করিতে আবাদ,
নাহি হিংসা কোলাহল কলহ বিবাদ;
যাইছে গোদল স্কন্ধে লাগানো লাঙ্গল
কোথাও বা থেকে থেকে কি বন জঙ্গল!—

মাঠের মাঝারে ডালে দোলে ব'সে ফিঙে,
দূরে কুলবালিকারা তোলে আলু ঝিঙে ;—
গ্রামে কি সরলভাব প্রকৃতির মাঝে
অসীমের ধ্বনি সেথা সহজেই বাজে।

জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের জাতীয় ও বিশ্বজনীন ভাব" এবং "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার প্রণালী" শিরস্ক প্রবন্ধ সমূহে আমরা দেখাইয়াছি যে উভয় জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা রক্ষা করিয়া চলা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর। আমাদের এই মতের প্রতিবাদ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখ-পত্র "তত্ত্বকৌমুদী" অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত সমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৩ই মাঘে বিবৃত "বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য" শিরস্ক বক্তৃতায় জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অনেক কথার সহিত আমাদের মতের ঐক্য দেখিতেছি। তজ্জন্য তাহা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

নগেন্দ্র বাবু রাজা রামমোহন রায়ের জাতীয়তা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—"তাঁহার জাতীয় ভাব কেমন প্রবল! তিনি হিন্দু শাস্ত্রে একজন মহাপণ্ডিত। তিনি তাঁহার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবার জন্য কতই যত্ন কতই পরিশ্রম করিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহা সিন্ধু মন্থন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃত উদ্ধার করিয়া তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিলেন। উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন সত্য প্রচারের জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহাকে জাতীয় আকার দিলেন। তাঁহার সমাজে তিনি পুলপিট্ আনিলেন না, বেদী করিলেন। তথায় উপনিষদাদি জাতীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। দেশীয় রাগ রাগিণীতে, দেশীয় বাদ্যযন্ত্র সহকারে তথায় মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। তিনি বিশ্বজনীন সত্যকে জাতীয় আকারে প্রচার করিলেন! বিশ্বজনীন সত্যকে ভিত্তি করিয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাকেও জাতীয় আকার দিলেন। তাঁহার স্বজাতীয়দিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার জন্য তিনি যাহা কিছু করিলেন, সকলই জাতীয় ভাব ও জাতীয় রুচির সহিত মিলাইয়া করিলেন। তিনি বলিতেন আমার ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি। হিন্দুশাস্ত্রের যাহা প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি তাহাই আমার স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছি। বিশ্বজনীন সত্য ও বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাবকে আপনার হৃদয়ে ধারণ করিয়া, বিদেশীয় ধর্ম্ম ও বিদেশীয় শাস্ত্র সকলের সারগ্রাহী হইয়াও তিনি চিরদিন হিন্দুশাস্ত্রকে সম্মান করিয়াছেন, চিরদিন আপনার হিন্দুত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে বিশ্বজনীনতা ও জাতীয়তার কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়!" রাজা রামমোহন রায়ের জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন আমরাও আমাদের প্রবন্ধে তদনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে রাজা রামমোহন রায়ের এই আদর্শের প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ শ্রদ্ধাবান্ এমন অন্য কোন ব্রাহ্মসমাজ নহেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ উক্ত আদর্শের জাতীয়তার দিক্ যেমন কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন এমন অন্য কোন সমাজ পারেন নাই ; বিশ্বজনীনতার দিক কার্য্যে সম্যক পরিণত করিতে না পারিলেও তাহার প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজ শ্রদ্ধা পোষণ করেন ; এবং স্বীয় আদর্শ হইতে ঐ দিক্ নিষ্কাশিত করেন নাই। কিন্তু অন্যান্য সমাজ কেবল বিশ্বজনীনতার ভাবটী লইয়া জাতীয়তার ভাবকে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ রক্ষা করিতে অপর সমাজদ্বয় আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় সক্ষম নহেন, এ কথা বলিলে অপ্রকৃত কথা বলা হয় না।

নগেন্দ্র বাবু বলেন ;—"মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জাতীয় ভাবকে ভিত্তি করিয়াই এ দেশে ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার করিয়াছিলেন। রাজার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কার্য্য করিয়াছেন।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে রাজার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন বলিলে সমস্ত বলা হইল না। মহর্ষি, রাজার জাতীয় ভাবকে সুস্পষ্ট ও প্রসারিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বনে "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" এবং হিন্দু পদ্ধতি অবলম্বনে "ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতি" প্রণয়ন তাহার প্রমাণ।

নগেন্দ্র বাবু বলেন ;—"তৎপরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র বিশ্বজনীন ভাবের প্রধান প্রচারক। তথাচ জাতীয় ভাবকে ভিত্তি করিয়া আমাদের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, তিনি তাহা সুস্পষ্ট ও সুন্দর রূপে বলিয়া গিয়াছেন।" শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন জাতীয় ভাবকে ভিত্তি করিবার কথা বলিতেন বটে, কিন্তু কার্য্যে তাহা দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই। জাতীয়তাকে নিপীড়িত করিবার প্রবৃত্তির পরিচয় ব্রাহ্মসমাজে তিনিই প্রদর্শন করেন। তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই প্রবৃত্তির আত্যন্তিক প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। জাতীয়তা রক্ষা করিতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যবর্গ অক্ষম হওয়াতেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দুবর্গের বিরাগ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে উহা বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিয়াছে।

জাতীয় আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করার পক্ষে আমরা মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। সুখের বিষয় নগেন্দ্র বাবুও সেই মতের পক্ষপাতী। তিনি বলেন ;—"সত্যের সাধন ও প্রচার জাতীয় আকারে হওয়া আবশ্যক। তাহা স্বাভাবিক, তাহা ভিন্ন হয় না। সত্য বিশ্বজনীন কিন্তু জাতিগত জীবনে উহার সাধন যেরূপ হয়, তাহা বিশেষ। ভাব বিশ্বজনীন ; কিন্তু জাতিগত জীবনে উহা যে আকার ধারণ করে, তাহা বিশেষ। এই বিশেষ ও বিশ্বজনীন ভাবের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই। ইহাই বিশ্বজনীন ও জাতীয় ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য।"

বিশ্বজনীন ভাবের পক্ষপাতী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক হইয়াও নগেন্দ্র বাবু জাতীয়তার প্রতি অনুরাগসূচক এত কথা বলিয়াছেন, ইহা আমরা শুভ চিহ্ন মনে করি। কিন্তু বিশ্বজনীনতার সহিত জাতীয়তার যোগ রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত তদ্বিষয়ে তিনি স্পষ্ট ভাবে কিছুই বলেন নাই। চিন্তা করিলে প্রতীতি হইবে যে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচার প্রণালী ব্যতীত অন্য কোন প্রচার প্রণালীই উক্ত আদর্শানুযায়ী হইতে পারে না।

কৃষ্ণাবতার।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত পাশক্রীড়া করণাভিলাষী দুর্য্যোধনের আন্তরিক ভাব

অবগত হইয়া প্রথমে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন; মন্ত্রী বিদুর কলহের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু নিয়তি দুর্দ্দমনীয়। দুর্য্যোধনের আগ্রহাতিশয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। তিনি পাশক্রীড়া জন্য বিদূরকে দিয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৫৭শ অধ্যায়ে পাশক্রীড়া আরম্ভ হইল। পার্ব্বতীয় শকুনির প্রতারণাপূর্ণ অক্ষনিক্ষেপে যুধিষ্ঠির প্রতিপদে হারিতে লাগিলেন। অশ্ব গজ ধনরত্ন এমন কি নকুল সহদেব ভীম অর্জ্জুনকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিলেন। যুধিষ্ঠির অকৃতকার্য্য হইয়া এ সমস্ত হইতেই বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু পাপাত্মা শকুনির তাহাতেও মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি পাঞ্চালীকে পণ রাখিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহিত করিলেন। যুধিষ্ঠির তাহাই করিলেন। শকুনি অক্ষনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন এই ত জিতিলাম। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিলেন দ্রৌপদীকে সভা মধ্যে আনয়ন কর ও সে শীঘ্র আসিয়া গৃহমার্জ্জনা করুক এবং দাসীদিগের সহিত অবস্থান করুক। বিদুর আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন তুমি নিতান্তই মূঢ়, এই নিমিত্তেই এই দুর্বাক্যের অবতারণা করিলে; তুমি নিজে যে পাপে বদ্ধ হইতেছ বুঝিতেছ না, তুমি যে প্রপাতে নীয়মান হইয়াছ জানিতে পারিতেছ না। বংশ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে তদ্রূপ তুমি এই দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। দ্যূত যে মহাভয়ঙ্কর বৈরের নিমিত্ত হয়, এ বিনাশ কালে মত্ত হইয়া তাহা আর বুঝিতেছ না। দুর্য্যোধন দর্পভরে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। প্রত্যুক্ত দ্রৌপদীকে সভা মধ্যে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিবার জন্য দুঃশাসনকে নিয়োগ করিলেন। রজঃস্বলা সুতরাং একবস্ত্রা পাঞ্চালী দুঃশাসনের পরুষবাক্য শ্রবণে উদ্বিগ্নমনা হইয়া যে স্থানে কুরুপুঙ্গব বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মহিলাগণ ছিলেন তথায় অতি কাতর ভাবে ধাবমানা হইলেন। তাহাতে দুঃশাসন রোষভরে গর্জ্জন করিতে করিতে বেগে তাঁহার পশ্চাতে অভিসরণ করিল এবং বলপূর্ব্বক তাঁহার কেশপাশ ধারণ করিয়া সভামধ্যে আনয়ন করিল। কর্ণ ও গান্ধাররাজ তদ্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইলেও কৌরবগণ ব্যতীত আর সকলেই অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। পাণ্ডবেরা ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মাণ এবং ক্রোধে প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেও ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ জানিয়া প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। এদিকে গান্ধারী ও বিদুর ঘোর দুর্নিমিত্ত অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অচিরাৎ দুর্য্যোধনকে ডাকাইয়া বলিলেন তুই যখন সভামধ্যে ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে কটূক্তি করিতেছিস, তখন তুই উৎসন্ন হইলি। এইরূপ কহিয়া কৃষ্ণাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন তুমি আমার বধূগণের মধ্যে প্রধানা ধর্ম্মপরায়ণা ও সাধ্বী। তোমার যাহা বাঞ্ছা হয় আমার নিকট কামনা কর। দ্রৌপদী আদর্শ রমণীর ন্যায় প্রথম বরে যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব মোচনের প্রার্থনা করিলেন, দ্বিতীয় বরে ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবের মুক্তি ভিক্ষাকরিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাতেই সম্মত হইয়া পাণ্ডবগণকে সান্ত্বনা দিয়া কৃষ্ণার সহিত মেঘ সদৃশ রথে ইন্দ্রপ্রস্থে বিদায় দিলেন। এইখানে সভাপর্ব্বের ৬৯ অধ্যায় শেষ হইয়া গেল। কৃষ্ণ-

চরিত্রের সহিত এই সকল ও পরবর্ত্তী ঘটনার বিশেষ যোগ না থাকিলেও তাঁহার ভাবী জীবনের সহিত যোগসূত্র বজায় রাখিবার জন্য আমরা ইহারউল্লেখ করিলাম। বলা বাহুল্য হরিবংশে বিষ্ণুপুরাণাদিতে এই সকলের আভাস কিছুমাত্র নাই।

এইরূপে সমস্ত ষড়যন্ত্র বিফল হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় পাণ্ডবগণের সহিত পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য পুত্রের উত্তেজনায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছা সত্তেও পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। পাণ্ডবেরা স্থবিরের নিয়োগ জানিয়া অন্যথাচরণ করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাদিগকে ক্রীড়াপ্রবৃত্ত হইতে হইল। শকুনি বলিলেন বৃদ্ধ রাজা তোমাদের ধন যে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন তাহা প্রশংসার বিষয়ই হইয়াছে। সম্প্রতি একটি মহাধন পণ নিরূপণ করা গিয়াছে। যদি আমরা তোমাদের নিকটে পরাজিত হই তাহা হইলে রুরু চর্ম্ম পরিধান করিয়া দ্বাদশ বর্ষের নিমিত্ত মহারণ্যে প্রবেশ করিব এবং ত্রয়োদশবর্ষ সজন প্রদেশে প্রচ্ছন্ন বেশে অজ্ঞাত হইয়া থাকিব, যদি জ্ঞাত হই তবে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিব। আর যদি তোমরা আমাদের নিকট নির্জ্জিত হও, তাহা হইলে কৃষ্ণার সহিত তোমাদিগকেও ঐরূপ করিতে হইবে। আইস এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অক্ষনিক্ষেপ করি। যুধিষ্ঠির লজ্জা ও ধর্ম্ম সংযোগ হেতু পশ্চাৎপদ হইতে পারিলেন না। অথবা কুমারগণের বিনাশ বুঝি নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিবে, এইরূপ চিন্তা করিয়াই দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরক্ষণে শকুনি অক্ষনিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন এই আমার জিত হইল।

সভাপর্ব্বের ৭৩ অধ্যায়ে পাণ্ডবেরা বনবাসার্থ দীক্ষিত হইয়া অজিন উত্তরীয় গ্রহণ করিলে, দুঃশাসনের স্পর্দ্ধা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। বলিল এইবার রাজা দুর্য্যোধনের সাম্রাজ্য উপস্থিত, পাণ্ডবেরা পরম বিপত্তি প্রাপ্ত হইল। তাহারা নরকে পতিত হইল। যাজ্ঞসেনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল তুমি নির্ধন পাণ্ডবগণকে অরণ্যে নিরীক্ষণ করিয়া কি প্রীতি পাইবে? এই সমাজ মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় বরণ কর। এই কৌরবগণ সকলেই শান্ত দান্ত ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ইঁহাদের মধ্যে একজনকে পতিত্বে গ্রহণ করিতে পার। দুর্য্যোধনও অঙ্গ ভঙ্গ দ্বারা পাণ্ডবগণকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। দুর্ম্মনা পাণ্ডবেরা একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দ্রৌপদী সহ প্রস্থিত হইলেন।

৭৬ অধ্যায়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ মহর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া সহসা সভা মধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে কৌরবেরা দুর্য্যোধনের অপরাধ হেতু ভীমার্জ্জুনের বলদ্বারা বিনষ্ট হইবে। এই বলিয়া আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনি দ্রোণাচার্য্যকে আশ্রয়স্থান বিবেচনা করিয়া তাঁহারই হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলেন। দ্রোণ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন প্রশস্ততর বিবেচনায় নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে নিবৃত্ত করিবার জন্য একবার সমুৎসুক হইয়াছিলেন। ৭৭ অধ্যায়ে সঞ্জয় আসিয়া কহিলেন অনুশোচনা নিষ্প্রয়োজন। তদুত্তরে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন আমার পুত্রগণ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী যেরূপ নির্জ্জিতা হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কাতর

কটাক্ষে সমগ্র মহীমণ্ডল দগ্ধ হইয়া যাইবে। পাঞ্চালনন্দিনীকে সভাগামিনী দেখিয়া ভারতকুলমহিলারা ভৈরবরবে রোদন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা পরদার পরিমর্ষণে কুপিত হইয়াছেন। তাঁহারা সায়াহ্নে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন নাই। তখন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্র-নিক্ষেপ হইয়াছিল। অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত সহকারে রাহু-গ্রহ প্রজাগণের ঘোরতর ভয় উৎপাদন করিয়াছিল। এই সকল ঘটনা ভরতকুলের অন্তিম দশাই অনুসূচিত করে। হায়! বিদুর ধর্ম্মার্থসম্মত হিতবাক্যের অবতারণা করিয়াছিল, কিন্তু আমি পুত্রহিতৈষী বলিয়া তাহা গ্রহণ করি নাই!

এইখানে সভাপর্ব্বের শেষ হইল। আমাদের বক্তব্য পরপ্রস্তাবে প্রকাশ পাইবে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১০৩॥৴৯
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৫৫৯।৴৩
সমষ্টি	...	৬৬৩ /০
ব্যয়	...	১০৭৲
স্থিত	...	৫৫৬ /০

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৫৬ /০
	৫৫৬/০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৫৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪০৲

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঠাকুর ৩৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ১৲

৫৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮।৶০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা ২৲

„ „ সতীশ চন্দ্র মল্লিক, ঐ ৩৲

„ „ মদনলাল সেট, বর্দ্ধমান ৩।৶০

৮।৶০

যন্ত্রালয়	...	৪০॥ ৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৸০
সমষ্টি		১০৩॥৴৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪৩।৴৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫।০
পুস্তকালয়	...	॥০
যন্ত্রালয়	...	৪৭৸৯
সমষ্টি		১০৭৲

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্ম স্বাম্বৎ ৭২।
৬৯৭ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক
সম্পাদিত।

গার্হস্থ্য উপাসনা-মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৬১
মিতাচার ও মিতাহার	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	৬৮
চিন্তা-কণিকা	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু)	৭১
মধ্যাহ্নে বনমাঝে	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৭৫
'আমি' কি বস্তু	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৬
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore,	... ...	23
Notes	... ...	26

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ১৪ ভাদ্র শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

PAGES CONTAINS
DIFFERENT COLO

বিজ্ঞাপন।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	।৷০ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাক্‌মাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।

নূতন পুস্তক।

আচার্য্যের উপদেশ

১ম খণ্ড।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

মূল্য ।৷০ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

NOTICE.

Catalogue of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswaim and Co.
25 Kalkadevi Road, Bombay.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প।
তৃতীয় ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৬৯৭ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

গার্হস্থ্য উপাসনা মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ।

১ শ্রাবণ বুধবার।

ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি প্রধান কথা এই যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। পরব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ করা ব্যতিরেকে সুখদুঃখময় সংসারে কর্ত্তব্যের পথে মনকে অবিচলিত রাখা একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার। অধার্ম্মিক ব্যক্তির তো কথাই নাই—পরব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ না করিলে ধার্ম্মিক ব্যক্তিও আপনার ধার্ম্মিকতায় স্ফীত হইয়া পতনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। কর্ম্ম-বন্ধন দুইরূপ—মনের বন্ধন, বুদ্ধির বন্ধন। প্রথমতঃ যাঁহারা আপনার মনকে দমন করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হ'ন—তাঁহাদের মনই তাঁহাদের বন্ধন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা আপনার আপনার বুদ্ধি অনুসারে লাভালাভ গণনা করিয়া স্বার্থের অনুরোধে মনকে কষ্টে সৃষ্টে দমন করিয়া ধর্ম্মের পথে পরিচালনা করেন—তাঁহাদের বন্ধন তাঁহাদের নিজের নিজের বুদ্ধি-চাতুর্য্য। কেননা, সুচতুর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও আপনার বুদ্ধিতে যাহাকে লাভ বা অলাভ বলিয়া অবধারণ করেন, তাহার লাভালাভত্বের কিছুই স্থিরতা নাই। তা ছাড়া, শুদ্ধ কেবল আপনার লাভ বোধে আমরা যে কার্য্য অনুষ্ঠান করি তাহা আপাততঃ ধর্ম্ম-কার্য্য হইলেও তাহার ধর্ম্মাত্মকতার কোনো স্থিরতা নাই—পরিবার প্রতিপালনের উদ্দেশে আমি যদি যথেচ্ছাচার হইতে বিরত হইয়া অর্থ উপার্জ্জনে তৎপর হই, তবে তাহাতে আমার লাভ বোধ হয়; আর, তাহা ধর্ম্ম-কার্য্যও বটে। কিন্তু এরূপ যদি হয় যে, আমি শুদ্ধ কেবল আমার আপনার লাভ বোধে ঐ কার্য্য করিতেছি, অথচ আমি বিশিষ্টরূপ ধর্ম্মকার্য্য করিতেছি বলিয়া মনে মনে গর্ব্বে স্ফীত হইতেছি—এবং সেই স্বমতানুযায়ী ধার্ম্মিকতার বলে লোকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মান-মর্য্যাদা আকর্ষণ করিতেছি; তাহা হইলে অচিরাৎ ধর্ম্মপথ হইতে আমার পদস্খলন অনিবার্য্য। তাহা হইলে প্রথম প্রথম আমি আপনার পরিবার

PAGES CONTAINS
DIFFERENT COLORS

প্রতিপালনের উদ্দেশে পরের একটু আধটু হানি করিতে ততটা দোষ নাই মনে করিব; তাহার পরে পরের একটু আধটু হানি করিয়া আপনার পরিবারবর্গের এবং অনুগত ব্যক্তিদিগের প্রভূত উপকার-সাধন করাকে বিশিষ্ট রূপ ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিব; এইরূপ স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠানে ক্রমে যত পাকিয়া উঠিতে থাকিব, ততই ধর্ম্মের ভিতর ভূত হইতে থাকিবে—বাহিরের আড়ম্বর বাড়িতে থাকিবে—এবং পরিশেষে ধার্ম্মিকতা অর্থাৎ ধর্ম্মাভিমান ধর্ম্মকে পদচ্যুত করিয়া ধর্ম্মের সিংহাসনে আপনার অধিকার সমর্থন করিবার জন্য ওকালতির বাকি রাখিবে না। তখন আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিব যে, আপনার পরিবারবর্গের উপকার সাধনের উদ্দেশে পরের অপকার সাধন করা ধর্ম্মেরই অঙ্গ; আর সেই সঙ্গে নানা শাস্ত্র এবং যুক্তির সাহায্যে আমার ঐ স্বাভিপ্রেত কথাটিকে অকাট্য বেদবাক্য-রূপে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই প্রকৃত ধর্ম্ম; আর সেই প্রকৃত ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিতে হইলে মনকে দমন করা যেমন আবশ্যক—বুদ্ধিকে শোধন করাও তেমনি আবশ্যক। বুদ্ধি মনকে যথেচ্ছাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তাহাকে ধর্ম্মের বাহ্য অলঙ্কারে ভূষিত করিতে পারে ইহা সত্য; কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি যখন মনকে ধর্ম্মের বাহ্য অলঙ্কারে ভুলাইয়া মনের ভিতর হইতে ধর্ম্মের অন্তঃসার, ডাকিনীর ন্যায় অলক্ষিত ভাবে, শোষণ করিয়া লইতে থাকে, তখন বুদ্ধিকে শোধন করাও কর্ত্তব্য-কার্য্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে। বুদ্ধিকে শোধন করিবে কে? ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে "বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি" জ্ঞান বুদ্ধিকে শোধন করে। জ্ঞান বলে এই যে, পরমেশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছা এবং শক্তি সমস্তেরই মূল—তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ সেই ইচ্ছার প্রসাদে এবং সেই শক্তির প্রভাবে; প্রত্যহ তুমি সুখনিদ্রার গর্ভ হইতে পূর্ব্ব পরিচিত পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হও সেই ইচ্ছারই প্রসাদে এবং সেই শক্তিরই প্রভাবে; তুমি যেমন মাতৃগর্ভে "আপনি" ছিলে না, ভূমিষ্ঠ হইয়া "আপনি" হইয়াছ; তেমনি তুমি সুষুপ্তির সময় "আপনি" থাক না, জাগিয়া উঠিয়া "আপনি" হও। তুমি সহস্র ক্ষমতা-শালী রাজাধিরাজ, অথবা সহস্র লোকের পূজার্হ গুরু হইলেও, আপনার কর্ত্তৃত্বে আপনি হইতে পার না। প্রগাঢ় সুষুপ্তির কুহকপাশে সম্রাট্ তুমি এবং চাসা সমান। আর এক জন না জাগাইয়া দিলে তুমি আপন কর্ত্তৃত্বে জাগিতে পার না! ঈশ্বরের আজ্ঞায় সুবর্ণ-রশ্মি আদিত্য যখন তোমার চক্ষুতে সোণার কাটি ছোঁয়া'ন—তখন তুমি জাগিয়া উঠিয়া আপনি হও; রজতরশ্মি চন্দ্রমা যখন তোমার চক্ষুতে রুপার কাটি ছোঁয়া'ন তখন তুমি স্বপ্ন দেখিতে থাক; নৈশ অন্ধকার যখন তোমার চক্ষুতে লোহার কাটি ছোঁয়া'ন তখন তুমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফ্যালো। প্রকৃতির সত্ত্বরজস্তমোগুণ সেই সোণার কাটি, রুপার কাটি, লোহার কাটি; এবং সেই মহতী প্রকৃতি একই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের বহুধা বিচিত্র অপরাজিত শক্তি। পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা এবং শক্তি প্রত্যক্ষ কর, স্মরণ কর, ধ্যান কর। তোমার ইচ্ছা এবং শক্তি সেই মহতী ইচ্ছা এবং শক্তি হইতে আসিয়াছে এটা

স্থির জানিও, যদিচ তোমার সে ইচ্ছা অসংযত এবং দুর্ব্বল; আর তাহা অসংযত এবং দুর্ব্বল বলিয়া তুমি আপনাকে আপনি সুনিয়মে চালাইতে পারিতেছ না;—তাহা যে, তুমি পারিতেছ না—তাহা কি সর্ব্বমঙ্গলালয় করুণাময় পরমপিতা দেখিতেছেন না?—অবশ্যই তিনি দেখিতেছেন; কেবল কি দেখিতেছেন? তিনি জ্ঞানের আলোক ধরিয়া তোমাকে আপনার অভয় সন্নিধানে ডাকিতেছেন।" জ্ঞানের এই অভয় বাণী সত্য জানিও—পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদের সকলকেই তাঁহার মঙ্গল ছায়াতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ডাকিতেছেন। তিনিই কি কেবল আমাদিগকে ডাকিবেন? আমরা কি তাঁহাকে ডাকিব না? মনে কর, পিতা-পুত্রে আলিপুরের বিনোদ-বনে জীব-জন্তুদের কৌতুক দর্শন করিতেছে—ইতি মধ্যে পঞ্চম-বর্ষীয় পুত্রটি পিতা হইতে দূরে পড়িয়া পথ-ভ্রান্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় একদিকে যেমন তাহার পিতা তাহাকে "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকে, আরেক দিকে তেমনি বালকটি "বাবা বাবা" বলিয়া পিতাকে ডাকে। দুই ডাক প্রথমে পর্য্যায়-ক্রমে তরঙ্গিত হইতে থাকে এবং অবশেষে এক সঙ্গে মিলিয়া যায়। বালক যতক্ষণ পিতা হইতে দূরে থাকে ততক্ষণ দুই ডাক পর্য্যায়ক্রমে তরঙ্গিত হয়—বালক যখন পিতার নিকটবর্ত্তী হয় তখন দুই ডাক এক সঙ্গে মিলিয়া যায়। পিতা তখন বালকের গাত্র হইতে ধূলা ঝাড়িয়া তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া বেড়া'ন। তুমি যদি পরমপিতা পরমেশ্বরকে মনের সহিত ডাক তবে তিনি অবশ্যই সাড়া দিবেন। তাঁহাকে নিকটে ডাক এবং তাঁহার নিকটে যাও। তিনি সর্ব্বদাই নিকটে আছেন। নিকটে যাওয়া এবং নিকটে ডাকা'র অর্থ আর কিছু না—তাহার অর্থ শুধু তাঁহাকে অন্তঃকরণের সহিত প্রীতিভক্তি করা। প্রীতির নামই সন্নিধান এবং অপ্রীতির নামই ব্যবধান; কেননা প্রীতি দূরকে নিকট করে, এবং অপ্রীতি নিকটকে দূর করে। সুবিমল বিশুদ্ধ জ্ঞান যখন বিভ্রান্ত বুদ্ধিকে বিপথ হইতে টানিয়া আনিয়া তাহাকে ঈশ্বর-প্রীতির হস্তে সমর্পণ করে তখন তাহারই নাম বুদ্ধিকে শোধন করা।

এইরূপে বুদ্ধিকে শোধন করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে একতানে মিলিত করিয়া, তাঁহার শক্তি দ্বারা যখন আমরা আপনার শক্তির অভাব পূরণ করি, তখনই আমাদের ধর্ম্মকার্য্যে বল এবং প্রাণ পৌঁছে। আর, সেই বলে বলী হইয়া আমরা যখন ইচ্ছার সহিত প্রাণের সহিত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করি—এবং কাজেই তাহার ফলাফল তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি, তখন তাহারই নাম পরব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ করা। শাস্ত্রে ইহাকেই বলে কর্ম্ম-যোগ।

৮ শ্রাবণ বুধবার।

ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে

"যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা।"

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত এবং কল্যাণে নিবেশিত তিনি সমস্তই বুঝেন কাহাকে বলে প্রকৃতি এবং কাহাকে বলে বিকৃতি। পরমেশ্বরের শক্তি, সেই শক্তির ক্রিয়া এবং সেই শক্তির কার্য্য তিনই নির্বিশেষে প্রকৃতি বলিয়া উক্ত হয়। আবার সেই প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জীবের নিকটে সেই সেই জীবের ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির এবং মনের ভাবের অনুযায়ী যেরূপ আংশিক আং-

শিক ভাবে, অস্পষ্ট অস্পষ্ট ভাবে, সত্যা-সত্য-মিশ্রিত জড়ীভূত ভাবে, প্রকাশ পায় তাহারই নাম বিকৃতি। পশু পক্ষীদিগের বুদ্ধির বিকাশ নাই বলিয়া তাহারা প্রকৃতির উপরে—অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির উপরে পূর্ণমাত্রায় ভর দিয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পশু পক্ষীরা প্রকৃতির সন্তান; প্রকৃতি মাতা তাহাদিগকে আপনি দেখেন শোনেন এবং তাহাদের যাহা যখন চাই তাহা স্বহস্তে যোগা'ন। মনুষ্যের অন্তঃকরণে সর্ব্বাধ্যক্ষ পরমেশ্বর ধীরে ধীরে জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া তাহার ধীশক্তি পরিস্ফুট করিয়া তুলেন। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদ হইতে আসিয়াছে সুতরাং তাহা আসলে খুবই ভাল জিনিস তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু তথাপি তাহার ফল আমাদের নিকটে আপাততঃ ভাল-মন্দে জড়িত। তাহার ভাল ফল এই যে, আমাদের জ্ঞানের উত্তরোত্তর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অভিপ্রায় উত্তরোত্তর অধিকাধিক বুঝিয়া চলিতে পারি; আর সেই সঙ্গে পরমেশ্বরের শক্তি-স্বরূপিণী প্রকৃতির পথের উত্তরোত্তর অধিকাধিক অনুসন্ধান পাইতে পারি। তাহার মন্দ ফল এই যে, আমাদের অল্প জ্ঞানের খদ্যোত-জ্যোতিতেই আমরা মাত্রাতীত উন্মত্ত হইয়া সেই একরত্তি জ্ঞানকেই মনে করি **মহাজ্ঞান,** এবং সেই অল্প জ্ঞানের ঝাপ্‌সা আলোকে আমরা প্রকৃতিকে যেরূপ সত্য-মিথ্যা-জড়িত ভাবে দেখি তাহাকেই মনে করি **মহা সত্য।** আর তাহা মনে করি বলিয়া, মুখে বলি না বটে কিন্তু কাজে দাঁড় করাই আপনাকে পরমেশ্বরের স্থলে। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমরা মনে করি যে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা বড়; আমি যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করি তাহাই একমাত্র সত্য; আমি যে কার্য্য স্বেচ্ছানুসারে সম্পাদন করি তাহাই একমাত্র মঙ্গল। আমাদের মনের গতি যখন এইরূপ বিকৃতিভাবাপন্ন হয়, তখন বিকৃতিই আমাদের চক্ষে প্রকৃতির বেশ ধারণ করে; তখন আমরা আপনার চক্ষে আপনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হই; তখন পরমেশ্বরের সেই যে পবিত্র সিংহাসন যাহা সর্ব্ব জগতের মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রস্থান—অসীম আকাশ যেখানে একীভূত সেই যে বিশ্বারাধ্য ব্রহ্মপদ—তাহার পরিবর্ত্তে আমরা আমাদের আপনার আপনার মস্তিষ্ককেই বিশ্ব-ভুবনের কেন্দ্রস্থান মনে করি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা আপনার আপনার বুদ্ধিকে প্রকৃতিস্থ করিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, কি যে প্রকৃতি আর কি যে বিকৃতি তাহার কিছুই আমরা বুঝিতে পারিব না; ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃতিকে বিকৃতি এবং বিকৃতিকে প্রকৃতি মনে করিবই—কিছুতেই তাহাতে ক্ষান্ত হইতে পারিব না; কেননা বিকৃত বুদ্ধিতে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। আমরা যখন পাপ হইতে বিরত হইয়া এবং কল্যাণ কার্য্যে রত হইয়া প্রকৃতি এবং বিকৃতি দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিব; যখন বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী শক্তিই প্রকৃতি, এবং আমার এই অসম্যক্ জ্ঞানে তাহা যেরূপ সত্যমিথ্যাতে তথৈব মঙ্গলামঙ্গলে জড়িত ভাবে প্রকাশ পায় তাহাই বিকৃতি, তখন আর আমরা আপনাকে আপনাকে সর্ব্ব জগতের মধ্যবিন্দুতে বসাইয়া—বিকৃতির অধীশ্বরকে প্রকৃতির অধীশ্বর করিয়া সাজাইয়া তুলিয়া—আপনাকে আপনাকে পূজা করিব না; তখন আমাদের লক্ষ্য বিকৃতির মূলাধার আপনাকে আপনাকে ছাড়িয়া প্রকৃতির মূলাধার সত্য স্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মার প্রীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে—তখন পরমেশ্বরকেই আমরা পূজা করিব, তাঁহাকেই প্রীতি ভক্তি করিব, তাঁহারই প্রিয় কার্য্য সাধন করিব। করুণাময় পরমেশ্বরের প্রসাদে তাহা যখন আমরা করিতে শিখিব, তখন স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ যেমন সুবর্ণ হয় তেমনি পরমাত্মার মঙ্গল সংস্পর্শে আমাদের বিকৃত বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ হইবে; আর সেই শুভ বুদ্ধির আলোকে কাহাকে বলে প্রকৃতি এবং কাহাকে বলে বিকৃতি তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়া বিকৃতির পথ ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস-ভূমি বোধে দূর হইতে পরিত্যাগ করিব; পরিত্যাগ করিয়া নীরোগ শরীরে সুপ্রসন্ন অন্তরাত্মায় প্রীতি ভক্তির ধূপধূনায় সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পূজা করিয়া মঙ্গললয়ী প্রকৃতির পথে মনের আনন্দে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে থাকিব।

১৫ শ্রাবণ বুধবার।

আরব্য উপন্যাসের আলাদিনের জীবনবৃত্তান্ত তোমরা সকলেই জানো। সে, তাহার প্রথম বয়সে কিরূপ দুর্দান্ত বালক ছিল তাহাও জানো। সে ছিল—লোকে যাহাকে বলে **বওয়াটে ছেলে** তাহার এক শেষ। তাহার দুঃখিনী মাতা তাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্তিম দশার দ্বারোপান্তে উপনীত হইয়াছিল। সেই আলাদিন কিয়ৎকাল পরে একটা আশ্চর্য্য প্রদীপ পাইয়া তাহার শ্রী ফিরিয়া গেল। কিছুদিন পরেই তাহার অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের প্রভা চীনেশ্বরের রাজ-মুকুটের প্রভা ম্লান করিয়া প্রখর মধ্যাহ্ন দিবাকরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেইরূপ একটা প্রদীপ যদি চাও তবে তাহা পাইতে পার—কিন্তু তাহার আগে, তাহা বস্তুটা কি, আছে কোথায়; এবং তাহাকে দিয়া কিরূপে অভীষ্ট সাধন করাইয়া লইতে হয় এ সমস্ত বিষয়ের সন্ধান জানা চাই। অতএব শ্রবণ কর:—

প্রদীপটি **প্রজ্ঞা-প্রদীপ।** তাহা তোমার কাছেই আছে; কিন্তু অতীব একটি নিভৃত গুহার অভ্যন্তরে—**আত্মার** অভ্যন্তরে। সে গুহার বহির্দ্বার ঘেঁসিয়া, গন্ধর্ব্ব নগর, যক্ষগুহা, রাক্ষসারণ্য, নাগপুর প্রভৃতি বিচিত্র বিচিত্র প্রদেশ রহিয়াছে—সে সমস্ত প্রদেশ মনোরাজ্যের অথবা প্রেয়ো-রাজ্যের অন্তর্গত। গুহার ও-পৃষ্ঠের অন্তর্দ্বার ঘেঁসিয়া আরেক রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার নাম পরমার্থ-রাজ্য অথবা শ্রেয়োরাজ্য। সেই পরমার্থ রাজ্য সত্য মঙ্গল ন্যায় ক্ষমা দয়া প্রভৃতি দেবতাগণের অমরাপুরী! গুহার অভ্যন্তরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহা দেখিতে একটি সামান্য প্রদীপের ন্যায় মাটির সামগ্রী। প্রদীপটির ঐরূপ দীন হীন মলিন গোড়া'র অবস্থায়, তাহার নাম **বুদ্ধি-প্রদীপ।** কিন্তু সেই প্রদীপে যখন পরমার্থ-রাজ্যের দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞানের স্বর্গীয় আলোক প্রজ্বলিত করেন, তখন তাহাই অবিনশ্বর সোণার প্রদীপ হইয়া উঠিয়া অলোকসামান্য নিজ মূর্ত্তিতে দীপ্তি পাইতে থাকে। তাহার সেই নিজমূর্ত্তি-পরিগ্রহের অবস্থায় তাহার নাম **প্রজ্ঞা-প্রদীপ।** ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে:—

প্রজ্ঞাচক্ষুর্নর ইহ দোষান্নৈবানুরুধ্যতে।
বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি॥

ইহার অর্থ এই যে, যে মনুষ্য প্রজ্ঞানেত্র লাভ করিয়াছেন, তিনি আর দোষেতে আবদ্ধ হ'ন না; তিনি ইচ্ছামতে বিষয়া-

সক্তি পরিত্যাগ করেন—ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না কেন? না যেহেতু প্রজ্ঞার লক্ষ্য প্রকৃত সত্যের প্রতি—পরমার্থের প্রতি—শ্রেয়ের প্রতি; মনোরাজ্যের আপাত-রম্য ক্ষণস্থায়ী বিষয়-সকলের প্রতি নহে—প্রেয়ের প্রতি নহে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যখন তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন ঃ—

"যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে স্যাৎ।"

অর্থাৎ যেমন গার্হস্থ্য উপকরণ-সামগ্রী সকল লইয়া আর আর গৃহবাসিনীদের সুখে সন্তোষে দিন কাটিয়া যায়, তোমার সেইরূপ হউক্; মৈত্রেয়ী তখন তাহার উত্তর করিলেন এই যে "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহাতে আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব? যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী তো তাহা বলিবেনই ঃ—তোমার স্বপ্নাবস্থায় তুমি যদি সসাগরা পৃথিবীর রাজ্য করতলে প্রাপ্ত হও, আর, সেই সময়ে হঠাৎ যদি তোমার এইরূপ জ্ঞান জন্মে যে, "আমি স্বপ্ন দেখিতেছি" তবে তুমি কি কর? নিশ্চয়ই তুমি তখন বলো যে, এ ছার অস্থায়ী রাজ্য-ঐশ্বর্য্য লইয়া আমি কি করিব?

যে সময়ে আমরা স্বপ্নের মায়া-নগরীতে বাস করি, সে সময়ে বাস্তবিক অবাস্তবিক বলিয়া একটা যে কথা অভিধানে আছে, তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই; তার সাক্ষী—আমি যখন আমার কোনো মৃত বন্ধুকে স্বপ্ন দেখি, তখন সে সময়ে আমার সে বন্ধু মৃত হইয়াছে কি জীবিত রহিয়াছে এরূপ জিজ্ঞাসাই আমার মনে আসিতে পারে না। আমাদের স্বপ্নাবস্থায় এমনও যদি ঘটে যে, এই দেখিলাম বিড়াল—পরক্ষণেই তাহা ব্যাঘ্র হইয়া উঠিয়াছে; এই দেখিলাম গাধা—পরক্ষণেই তাহা ঘোড়া হইয়া উঠিয়াছে; এই দেখিলাম বরাহ—পরক্ষণেই তাহা হস্তী হইয়া উঠিয়াছে; তবে, সে সময়ে সেরূপ অঘটন ঘটনা আমাদের চক্ষের সম্মুখে মুহুর্ম্মুহু ঘটিতে থাকিলেও তাহার কারণ জিজ্ঞাসা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে না;—বুদ্ধি তখন কোথায়—যে, তাহাকে বিভ্রান্ত করিবে? বুদ্ধি তখন অগাধ নিদ্রায় নিমগ্ন! এখন আমরা ঘুমাইয়া নাই; এখন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি না; এখন আমাদের বুদ্ধি সজাগ রহিয়াছে; এখন আমরা বেস্ বুঝিতে পারিতেছি যে, থাম, দেয়াল, কড়িকাট প্রভৃতি এই যে-সব দৃশ্যমান পদার্থ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে সমস্তেরই বাস্তবিক সত্তা আছে; ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে, কাল্ রাত্রে আমি স্বপ্নাবস্থায় যে-সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম —সমস্তই অবাস্তবিক। এ তো সকলেরই জানা কথা; তা বই, আরেকটি কথা আছে —তাহা অতীব আশ্চর্য্য; তাহা এই যে, জাগ্রৎকালের প্রকট দিবালোকেও একপ্রকার অর্দ্ধনিদ্রা আমাদের বুদ্ধিকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না;—সে নিদ্রার নাম মোহনিদ্রা। প্রকৃত নিদ্রাবস্থার স্বপ্নে আমরা বাস্তবিক এবং অবাস্তবিকের মধ্যে প্রভেদ যে কি তাহা মূলেই বুঝিতে পারি না; কিন্তু মোহ-নিদ্রার জাগ্রৎ স্বপ্নে দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যে, কি, তাহা আমরা না বুঝি এমন নহে; বুঝি, অথচ বুঝিয়াও বুঝি না। তার সাক্ষী;—আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, বৈষয়িক সুখ সম্পদ্ স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; তাহা বুঝিতে পারিয়াও আমরা সেই স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্পদ্‌কে বাস্তবিক সুখের

একমাত্র আদর্শ করিয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাই। মোহাচ্ছন্ন বিষয়-বুদ্ধির অস্ফুট দীপালোকে মনোরাজ্যের স্বপ্নবৎ পদার্থ-সকল বাস্তবিক সত্য বলিয়া আমাদের নিকটে প্রতীয়মান হয়; আমাদের মনে হয় যে, বাস্তবিকই আমাদের বিষয়-বিভব রাজ্য-ঐশ্বর্য্য চিরস্থায়ী। সম্পত্তি-শালী ব্যক্তিরা মনে হয় যে, আমার ভাণ্ডার যখন ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ; আমার প্রমোদশালা যখন আমোদ আহ্লাদে পরিপূর্ণ; আমার চতুস্পার্শ্ব যখন আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবে পরিপূর্ণ; তখন আর আমার কিসের অপূর্ণতা? আমি বাস্তবিকই পূর্ণ পুরুষ। কিন্তু যখন বিষয় বুদ্ধির প্রবাত কম্পিত প্রদীপে প্রজ্ঞা-মাতা ব্রহ্মজ্ঞানের অটল দিব্য জ্যোতি প্রজ্বলিত করিয়া দে'ন, তখন তাহাতে চৈতন্য পাইয়া বিষয়ী ব্যক্তি দেখিতে পায় যে, একাকী কেবল পরমাত্মাই একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষ, এবং সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সত্তাতেই সত্তাবান্। এখন দেখিতে হইবে এই যে, বিষয়োন্মত্ত জীবাত্মা যখন বিষয়-বুদ্ধির প্রদীপ ধরিয়া আপনার মনোরাজ্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায়, তখন সে মনোরাজ্যের সুখস্বপ্নে বিমোহিত হইয়া আপনাকে আপনি সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ এবং আপনার অধিকারস্থিত কৃত্রিম সাম্রাজ্যের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা মনে করে। পক্ষান্তরে যখন সে বিপদ্ গুরুর নিকট হইতে, অথবা জ্ঞান-গুরুর নিকট হইতে, অথবা প্রেম-গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সেই বুদ্ধির প্রদীপ ধরিয়া শ্রেয়োরাজ্যের দিকে, অর্থাৎ পারমার্থিক সত্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায়, তখন মনোরাজ্যের তৈল-বিহীনে তাহার বিষয়-বুদ্ধির দীপালোক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়; আর সেই গতিকে সে যখন চারিদিক্ অন্ধকারে নিমগ্ন দেখে, তখন তাহার মনের ভাব আর এক রূপ হয়; তখন তাহার মনে হয় যে, আমার জ্ঞানে আমি কি না অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী এবং সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষ ছিলাম—এক্ষণে আমার সে জ্ঞান আমাকে ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে; এক্ষণে আমার কিছুই নাই—আমি কিছুই নহি। এইরূপ একটা গভীর অভাব বোধের অন্ধকার আসিয়া যখন মৃতকল্প জীবাত্মার চক্ষু হইতে সমস্ত বাহ্য জগৎ সরাইয়া দ্যায়, তখন মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা ভিন্ন (অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস ভিন্ন) সেই অমৃতপিপাসু জীবাত্মাকে আশ্বাস প্রদান করে এমন আর কেহই তাহার কাছে থাকে না। তখন তাহার ধ্রুব প্রতীতি হয় যে, মোহনিদ্রার স্বপ্নাবস্থায় ইতিপূর্ব্বে সে যেরূপ আপনাকে আপনার বিষয়-রাজ্যের অদ্বিতীয় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল—সমস্তই কৃত্রিম কাণ্ড; আর, সেই সঙ্গে আরেকটি ধ্রুব প্রতীতি হয় এই যে, একাকী কেবল পরম সত্য পরমাত্মা বাস্তবিক সত্তার একমাত্র অদ্বিতীয় এবং পরিপূর্ণ মূলাধার। জীবাত্মার অভ্যন্তরে এইরূপ যখন প্রগাঢ় অভাব-বোধ এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত সত্যের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আবির্ভূত হয়, তখন জীবাত্মা অন্তরের সহিত পরমাত্মাকে না ডাকিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। তখন করুণাময় পরমাত্মার জ্ঞান-জ্যোতির কণামাত্র রশ্মি নিপতিত হইয়া জীবাত্মার নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত বুদ্ধি-প্রদীপে প্রজ্ঞার আলোক জ্বালাইয়া দ্যায়, আর তাহার গুণে সেই মাটির প্রদীপ সোণার প্রদীপ হইয়া—প্রজ্ঞাপ্রদীপ হইয়া—সুবর্ণরশ্মিতে দীপ্তি

পাইতে থাকে। তখন সেই প্রজ্ঞা প্রদীপের দিব্য আলোকে জীবাত্মা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করে, আর তাহার গুণে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সমস্ত দুঃখ ঘুচিয়া যায়। এইরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের পরে জীবাত্মা যে পরিমাণে পরমাত্মার প্রিয়কার্য্যকারী বাধ্য সন্তান হ'ন, তাঁহার মনও সেই পরিমাণে তাঁহার আজ্ঞাকারী অধীন ভৃত্য হয়। তাহা তো হইবারই কথা। যে জীবাত্মা নিখিল বিশ্বভুবনের একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা পরমাত্মাকে মান্য করে না, তাহার স্ব স্ব প্রধান মনোবৃত্তি-সকল তাহাকে মান্য করিবে কেন? সে জীবাত্মা যখন তাহার মনকে এইরূপ বুঝাইয়া বলে যে, তুমি চিরদিন আমার আশ্রয়ে বাস করিতেছ, আমি তোমার একমাত্র পালনকর্ত্তা; আমার মঙ্গলেই তোমার মঙ্গল, আমার অমঙ্গলেই তোমার অমঙ্গল; অতএব আমাকে মান্য করা তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তাহার মন তখন তাহার পাল্টা প্রত্যুত্তর দেয় এই যে, "তোমার দেখাদেখি আমি তোমাকে অমান্য করিতে শিখিয়াছি। তুমি কি চিরদিন পরমাত্মার আশ্রয়ে বাস করিতেছ না? পরমাত্মা কি তোমার পিতা মাতা গুরু সুহৃৎ এবং সকল কল্যাণের মূলাধার নহেন? তুমি নিজে যে কারণে পরমাত্মার আশ্রিত প্রতিপালিত হইয়াও তাঁহাকে মানো না; আমিও সেই কারণে তোমার আশ্রিত প্রতিপালিত হইয়াও তোমাকে মানি না। মন কিরূপ কঠিন প্রত্যুত্তর দিল শুনিলে? অতএব যদি মনকে নিরুত্তর করিয়া তাহাকে বশে রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে পরমাত্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনে যত্নবান্ হও—তাহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পরমাত্মাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া ভিতরে **অকর্ত্তা** হও, তাহা হইলেই বাহিরে তুমি তোমার মনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া অশেষবিধ মঙ্গল-কার্য্যের **কর্ত্তা** হইতে পারিবে। তাহার পরিবর্ত্তে তুমি যদি ভিতরে কর্ত্তা হইয়া পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব এবং প্রজ্ঞার আলোক প্রতিরোধ কর, তাহা হইলে বাহিরে তুমি প্রবৃত্তির দাস হইয়া ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইবে। অতএব সন্ধান বলি শুন:—

বিষয় বুদ্ধির প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নিতে তাহা প্রজ্বলিত কর, তাহা হইলে বুদ্ধির সেই মাটির প্রদীপটি, সোণার **প্রজ্ঞা-প্রদীপ** হইয়া উঠিবে; তাহা যখন হইবে, তখন তাহার দিব্য আলোকে তোমার আত্মার গুহা-ভবনে পরমাত্মা আবির্ভূত হইবেন। তখন আলাদিন যেমন গন্ধর্ব্ব-পুরুষের সাহায্য-বলে চীন রাজ্যের মহামহিমান্বিত রাজা হইয়াছিল, তুমি তেমনি পরমাত্মার আশ্রয়-বলে তোমার মনোরাজ্যের প্রবলপ্রতাপ রাজা হইবে; আর, তাহা যখন তুমি হইবে তখন পরমধন পরম সত্যকে পাইয়া তোমার সৌভাগ্যের আর সীমা থাকিবে না এবং প্রাপ্তব্যের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকিবে না।

মিতাচার ও মিতাহার।

শরীর মন্দিরে আত্মার আসনে পরমাত্মাকে দেখ, শাস্ত্রকারদিগের এই উপদেশ। শরীর ভাল থাকিলে মন ভাল থাকে, মন ভাল থাকিলে আত্মা প্রসন্ন থাকে। অতএব সর্ব্বাগ্রে শরীর রক্ষার জন্য যত্ন করা উচিত। মিতাচার ও মিতাহার এবং ব্যায়াম শরীর রক্ষার উপায়। মৃগয়া অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পাদচারে ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারা ব্যায়াম-কার্য্য সাধিত হইতে পারে। সকলে একবিধ ব্যায়াম অবলম্বন করিতে পারে না, যাঁর যাহাতে সুবিধা তিনি সেইরূপ করিতে পারেন। পবিত্র আহার ও পবিত্র পান দ্বারা শরীর স্ফূর্ত্তি ও বল লাভ করে। এইরূপে শরীরে যে পবিত্র পরমাণুর সঞ্চার হয়, তদ্দ্বারাই ইহা দেব-মন্দির নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পরমাণু শরীরে থাকিলে শরীর মন আত্মা সুস্থ থাকে। কোনও মতে বিকৃত হয় না। তীব্র বস্তু ব্যবহার করিলে প্রকৃতি উগ্র হয়। মনে সর্ব্বক্ষণ কাম ক্রোধ আধিপত্য করে। আমাদের দেশের কন্দমূলফলাশী ঋষিদের প্রকৃতি সাধারণতঃ প্রশান্ত ও ধীর ছিল। এই জন্যই তাঁহারা সমাধিসাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তীব্র অপবিত্র বস্তু আহার পান পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র দ্রব্য আহারাদি করিবে। তাহাতে ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল লাভ হইবে। এক্ষণে ব্যায়ামের উপকারিতার কথা বলি।

কোন এক সম্রাট বহুদিন ধরিয়া রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। কত ঔষধই সেবন করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। পরিশেষে এক চিকিৎসক যে প্রণালীতে তাঁহাকে রোগমুক্ত করিলেন, তাহা বিবৃত করিতেছি। তিনি একটা কাষ্ঠের গোলা লইয়া তাহার ভিতর গাছড়া ঔষধ সকল প্রবিষ্ট করিলেন, এবং এমন কৌশলে উহার সন্ধিস্থল বদ্ধ করিলেন যে উহার অন্তর্গত বস্তু সকল কিছুই দৃষ্ট হইল না। তার পর তিনি একটা মুদ্গর বা ব্যাট লইয়া তাহার অগ্রভাগ ও হাতল পূর্ব্ববৎ ঔষধ দ্বারা পূর্ণ করিলেন। পরে তিনি রাজাকে ঐ মুদ্গর ও গোলা লইয়া অতি প্রত্যূষে যতক্ষণ না ঘর্ম্ম বিনির্গত হয়, ততক্ষণ ক্রীড়া করিতে বলিলেন। ঔষধের গুণ কাষ্ঠের সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা তাঁহার শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইল। তিনি রোগমুক্ত হইলেন। অনেক ঔষধ সেবনে যাহা না হইল, কৌশলসম্পন্ন ব্যায়াম দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইল। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইল, শারীরিক পরিশ্রম স্বাস্থ্যের পক্ষে কত উপকারী, ব্যায়াম কত ফলপ্রদ।

মিতাচার মিতাহার, সকল প্রকার পদ ও অবস্থার লোক, সকল কালে, সকল স্থানে অভ্যাস করিতে পারে। মিতাচারকে একরূপ পথ্য বলিলে বলা যায়। যে পথ্য সেবায়, না কার্য্যহানি, না অর্থহানি, না সময় হানি হইয়া থাকে! ব্যায়াম যেমন শরীরে অতিরিক্ত দূষিত রস দূর করে, মিতাহার তেমনি তাহাদিগকে আদৌ শরীরে প্রবেশ করিতেই দেয় না। ব্যায়াম যেমন অস্ত্র সকল পরিষ্কার করে, মিতাহার তেমনি তাহাদিগকে অতিপূর্ণ ও স্ফীত করিতে পারে না। ব্যায়াম যেমন রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা করে, মিতাচার তেমনি সম্পূর্ণ বেগের সহিত শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া সকল সম্পাদন করে। ব্যায়াম পুরাতন পীড়া দূর করে, কিন্তু মিতাচার তাহাকে অনাহারেই নষ্ট করে। ঔষধ অনেক স্থলেই ব্যায়াম ও মিতাচারের প্রতিনিধি স্বরূপ। নূতন পীড়ায় ঔষধের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ইহা ব্যায়ামের গৌণ ফলের অপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু মানুষ যদি ব্যায়াম ও মিতাচারের অভ্যাস রাখিত, তাহা হইলে ঔষধের অতি অল্প প্রয়োজনই হইত। এই অনুসারে দেখিতে পাই, পৃথিবীর যে অংশের লোক মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারাই দীর্ঘজীবী ও বলিষ্ঠ হয়।

যে সকল ঔষধ মনুষ্য গলাধঃকরণ করে, তাহা অনেক সময়ে বিলাসের সহিত স্বাস্থ্যের সমাবেশ রক্ষার উপায় মাত্র। একদা ডাইওজিনিস্ কোন যুবা ব্যক্তিকে ভোজে যাইতে দেখিয়া ভাবিলেন, যেন সে কোন আসন্ন বিপদের মধ্যে পতিত হইতে যাইতেছে। সুতরাং তিনি তাহাকে গলির মধ্য হইতে ধরিয়া আনিয়া, তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট তাহাকে অর্পণ করিলেন। তিনি যদি তৎকালে ভোজের মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই ভোজদাতা গৃহস্বামী উন্মত্ত ভাবিতেন, এবং তাঁহার ভৃত্যকে তাঁহার হস্ত বাঁধিবার অনুমতি দিতেন। বাস্তবিক কথাই এই, একসঙ্গে মৎস্য মাংস মিষ্টান্ন মিষ্টফল প্রভৃতি ভোজ্যের জন্য সমাবিষ্ট দেখিলে, মনে হয় যেন উৎকট উৎকট রোগ সকল মনুষ্যহত্যার জন্য তাহাদের অন্তরালে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। পৃথিবীতে মনুষ্য ভিন্ন, সকল জীব জন্তু স্বভাবতঃ অতি সামান্য ও অমিশ্র বস্তুই আহার করে এবং একবিধ বস্তুই খাইয়া থাকে। কেহ লতা পাতা, কেহ মৎস্য, কেহ মাংস আহার করে। মনুষ্য সম্মুখে যাহা পায় তাহাই খায়। ক্ষুদ্রতম ফল ও শৈবাল প্রভৃতিও তিনি ছাড়েন না।

মিতাহারের কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম স্থির করিয়া দিতে পারা যায় না। কারণ যাহা একজনের পক্ষে বিলাস, অন্যের পক্ষে তাহা মিতাহার। সুতরাং মনুষ্যের আপন আপন শরীরের অবস্থা বুঝিয়া আহার পান করা কর্ত্তব্য। কি পরিমাণ ও কি প্রকার দ্রব্য আহার সহ্য হয়, তাহা তিনি আপনি বুঝিয়া লইবেন।

পূর্ব্বকালের লোকেরা যাটি বৎসর অতিক্রম করিয়া শত বৎসর জীবিত থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে হয়। করনারো নামক এক ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অসংযত হইয়া জীবন যাপন করিতেন। পরে বহুদিন ধরিয়া পরিমিত পানাহার দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। পরে অশীতি বৎসর বয়সে তিনি "দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ধর্ম্মভাবেরও আভাস আছে। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে ধর্ম্মের সহিত যোগ রক্ষা না করিলে, দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য লাভ হয় না। বাস্তবিক দীর্ঘ জীবনে কি কাজ, যদি তাহাতে—ধর্ম্ম লাভ, ঈশ্বর লাভ না হয়? তিনি একশত বৎসর অতিক্রম করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে সকলে দেখিল যেন তিনি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কোন যন্ত্রণার চিহ্ন তাঁহার মুখমণ্ডলে লক্ষিত হইল না। যেন শান্তি দেবী স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিলেন। আমাদের দেশের জনক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিরাও দীর্ঘজীবী ছিলেন—মিতাচার মিতাহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানই ইহার কারণ।

ব্যায়াম ও মিতাচার যেমন শরীররক্ষা করে, আধ্যাত্মিক ব্যায়াম তেমনি আত্মাকে রক্ষা করে। এই আত্মার ব্যায়াম কি? স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে হইলে, যেমন শরীরে বল প্রকাশ করিতে হয়, এবং তাহাতেই শারীরিক স্বাস্থ্য জন্মে, প্রতিকূল প্রবৃত্তির প্রতিকূলে যাইলে আত্মারও বল এবং স্বাস্থ্য লাভ হয়। এই আধ্যাত্মিক ব্যায়াম। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ব্যায়াম ব্যতীত কেহই সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। অতএব শারী-

রিক ও আধ্যাত্মিক ব্যায়ামের অনুষ্ঠানে আমরা যেন যত্নশীল থাকি।

হে পরমেশ্বর! এই শরীর মন আত্মা আমরা তোমার নিকট হইতেই পাইয়াছি, ইহাদের সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা যেন তোমার পুত্র নামের যোগ্য হই। দুর্ব্বল আমরা, কেমন করিয়া শরীর মন আত্মার উন্নতি করিব ভাবিয়াই আকুল। তোমার করুণাই আমাদের একমাত্র আশার স্থল। আমাদের শরীরকুটীর ভগ্ন হইয়াছে, তুমি ভগ্ন কুটীরে আবির্ভূত হও;—কুটীর রাজপ্রাসাদ হইবে—মন আমাদের মলিন হইয়াছে—তুমি উদয় হও—ইহা জ্যোতিষ্মান্ হইবে—আত্মা আমাদের নিরানন্দ ও ম্লান হইয়াছে—তুমি আত্মায় প্রকাশিত হও, ইহা আনন্দে পূর্ণ হইবে।

কোথা করুণাময়ী মাতা! তুমি তোমার অমৃতময় স্তন্য আমাদিগকে পান করাও, আমরা স্বর্গীয় বল ও শ্রীতে সম্পন্ন হইয়া তোমার অমৃতধামের উপযুক্ত হই—এই তোমার নিকট আমাদের প্রার্থনা। হে দেব! আমাদিগকে রক্ষা কর, আর সংসারযন্ত্রণা সহ্য হয় না। কোথা তুমি—কোথা তুমি। তুমি আমাদিগকে তোমার চরণের সুশীতল ছায়ায় স্থান দান কর। এই তোমার নিকট প্রার্থনা।

চিন্তা-কণিকা।

ধর্ম্ম-প্রাণ ঋষিবর্গের উপদেশ, নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্ম সাধন করিবে। অনেকেই বলেন যে মানুষ নিষ্কাম ভাবে কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হয় না। তবে ঋষি যে উচ্চ আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন তাহা কি বাস্তবিকই কার্য্যে পরিণত করা যায় না? যদি না যাইত তাহা হইলে ঋষিরা এরূপ উপদেশ দিতেন না। ধর্ম্ম সাধনে নিষ্কাম হইবার, ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইবার, একটী উত্তম উপায় আছে। পরব্রহ্মে এই কার্য্য অর্পণ করিলাম, এই চিন্তা ও ভাব দ্বারা অন্তরাত্মাকে পূর্ণ করিয়া প্রত্যেক সৎ কর্ম্ম করিলে, আর কোন কামনা, কোন আকাঙ্ক্ষা মনে তিষ্ঠিতে পারে না।

"যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ,"

"যে যে কর্ম্ম করিবেক তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেক।" ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উপদেশ দিতেছেন। ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন।

ঋষিরা যে সকল উপদেশ দিতেন তাহা যেমন আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম আদর্শে উপনীত হইবার সহায় হইত, তেমনি আবার তাহা বিপুল সাংসারিক মঙ্গল সাধনে সক্ষম হইত। নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধনের উপদেশের এইরূপ সাংসারিক সার্থকতা আছে। ফলকামনা যুক্ত হইয়া ধর্ম্ম কার্য্য করিলে, ফল প্রাপ্ত না হইলে মানুষ আর সে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে না, তাহা হইলে সংসারে ধর্ম্মের ক্রমেই হ্রাস হইবে; সৎকার্য্যের বিরলতা লোকহিতের ঘোর অন্তরায়, সুতরাং ঘোর সাংসারিক অনর্থ ঘটিবে। এই নিমিত্ত নিষ্কাম হইয়া অবাধে ধর্ম্ম সাধনের প্রবৃত্তির পরিচালনা সাংসারিক উন্নতির পক্ষেও বিশেষ অনুকূল।

মানুষ রক্ত মাংসের এমনই অধীন, তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি এতই ক্ষীণ, যে ধর্ম্মের অশরীরী আদর্শ মনশ্চক্ষু সমক্ষে রক্ষা করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন কার্য্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে গেলে সে একজন বিশ্বাসী ভক্ত লোকের দৃষ্টান্ত চাহে, এবং ইন্দ্রিয় দমন

করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে গেলে সে একজন জিতেন্দ্রিয় পুরুষের জীবন কাহিনী মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে চাহে। এই জন্য পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম বহুল-রূপে প্রচলিত হইয়াছে; দেখা যায় তাহা এক একটী মানুষের ধর্ম্ম চরিত্রের আদর্শের উপর সংস্থিত। কিন্তু এরূপ মানবগত আদর্শ ধর্ম্মাবনতি রূপ অনর্থসঙ্কুল। ধর্ম্মই ধর্ম্মের আদর্শ এই শিক্ষা দেওয়া এবং সেই আদর্শ দর্শন করিবার উপযোগী তীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি উন্মেষ করা, ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলে ধর্ম্মজগতে পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বরের স্থান আজ অপূর্ণ মানুষ যে কত প্রকারে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সেই সন্তাপজনক দৃশ্য আর দৃষ্ট হইবে না।

পাশ্চাত্য জগতের একজন ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ বলিয়াছেন;—"বিশ্বাস ও শান্তি পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত আছে।" এই সত্য সকলেই প্রতীতি করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে বিশ্বাসের শান্তিপ্রদ গুণেই মানুষের অন্ধ বিশ্বাসপ্রবণতার জন্ম। মানুষের শান্তির আকাঙ্ক্ষা বড়ই বলবতী, তজ্জন্য মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাসী হইয়াও শান্তি উপভোগে পশ্চাৎপদ হয় না। মানবের এই দুর্ব্বলতার জন্যই অন্ধবিশ্বাসীদিগের আরামস্থল বিভিন্ন ভ্রমাত্মক ধর্ম্মের বহুল প্রচার দেখা যায়। অন্ধবিশ্বাসী যে শান্তি লাভ করেন তাহা ক্ষণস্থায়ী, কেননা ভ্রমই যাহার ভিত্তি তাহার পরিণাম দুর্গতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। বিশ্বাস অতি পবিত্র গুণ, শান্তিও অতি দুর্ল্লভ বস্তু; কিন্তু সত্যাত্মক বিশ্বাস ও প্রকৃত অচল শান্তি লাভ করিতে গেলে জ্ঞানের সহায়তা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশ্বাসের মহিমায় কল্পনাকে পূর্ণ করিয়া, শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকে অবাধে প্রশ্রয় দিয়া যদি সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় তাহা হইলে তাহাতে কোন লাভ নাই, কিছুমাত্র গৌরবও নাই। সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ও সমুন্নত জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বাস গঠন করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই মানবোচিত কার্য্য, এবং যিনি তাহা করিবেন তিনিই এক অদ্বিতীয় সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোন দেবতা বা মানবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হীন দশা প্রাপ্ত হইবেন না।

সংসারে অমঙ্গল ও নানা দুঃখ বিপদ দেখিয়া সংশয়বাদী ইংরাজ দার্শনিক জনষ্টুয়াট মিল্ বলিয়াছেন যে পরমেশ্বর ন্যায়-জ্ঞান বর্জ্জিত, এবং তাঁহার যে পক্ষপাতিতা দোষ নাই তাহাও বলা যায় না। পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি যে বিশ্বাস এবং আমাদের আত্মার সদ্গতি সম্বন্ধে যে আশা নিহিত করিয়া দিয়াছেন মুখ্যতঃ তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়াই আমরা তাঁহার কার্য্য আলোচনা করিতে অধিকারী। ঈশ্বর যে মানুষের বিচারাধীন হইতে পারেন না সংশয়বাদীগণ তাহা বিবেচনা করেন না। এই পৃথিবীতে সভ্য মানবসমাজে এই ব্যবস্থা আছে যে কোন একটা কার্য্যের আদি ও অন্ত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবগত না হইয়া এবং সে কার্য্যের কর্ত্তা স্বীয় কার্য্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে চাহেন তাহা না শুনিয়া, সে কার্য্য বা সে কার্য্যকর্ত্তার বিচার করা অযৌক্তিক ও অন্যায়। মানুষ পরমেশ্বরের

কার্য্য যদি বিচার করিতে যান তাহা হইলে তখনও এই নিয়ম অবলম্বনীয়। ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এত সামান্য যে তাহা জ্ঞাননামের বাচ্য হইতে পারেও কি না সন্দেহ। সৃষ্টির আদি ও অন্ত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে মানুষ এমন কিছুই জানেন না যে তাহা লইয়া সৃষ্টিও স্রষ্টার বিচার করিতে পারেন। এই পৃথিবীমাত্র দেখিয়া অনন্ত ভৌতিক জগৎ ও অনন্ত আধ্যাত্মিক জগতের স্রষ্টার বিচার করা মানুষের আত্মম্ভরিতার পরাকাষ্ঠা মাত্র। এইরূপ বিচার হইতে সত্য দূরে পলায়ন করে!

মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের এমন একটা অবস্থা আছে যখনকার প্রার্থনা ঈশ্বর না পূর্ণ করিয়া থাকিতে পারেন না। যখন কোন ব্যক্তি কোন একটা পাপের জঘন্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সেই পাপের মোহ সম্পূর্ণ রূপে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না, যখন একদিকে পাপের প্রতি বিরাগ, অপর দিকে পাপের মোহ, এবং মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সেই ব্যক্তি পাপের আকর্ষণ অপসারিত করিতে চেষ্টাবান হইয়া, সমস্ত হৃদয়ের সম্পূর্ণ রূপে অকপট ইচ্ছার সহিত কাতর ভাবে সেই পাপের হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, তখন সে প্রার্থনা বিফল হয় না।

সত্য মানবাত্মার ঐশ্বর্য্য স্বরূপ। বিষয়ী লোকের যেমন ধনস্পৃহা, জ্ঞানী বা ধার্ম্মিকের তেমনি সত্যস্পৃহা। যাঁহার আত্মা পবিত্র ও তেজস্বী, সত্যানুরাগ তাঁহার প্রধান প্রবৃত্তি, সত্যানুসন্ধান ও সত্য সাধন তাঁহার প্রধান কার্য্য। ধন লাভে যেমন ভোগীর সুখ, সত্যানুসন্ধানে তেমনি জ্ঞানীর সুখ এবং সত্য সাধনে তেমনি ধার্ম্মিকের সুখ। ধনের সহিত সম্বন্ধ ইহলোকেই শেষ হয়, কিন্তু সত্যের সহিত আমাদের অনন্ত সম্বন্ধ। মানবাত্মার অনন্ত উন্নতির অর্থ সত্যানুরাগ, সত্যানুসন্ধান, সত্য অর্জ্জন ও সত্য সাধন সম্বন্ধে অনন্ত কাল ব্যাপিয়া ক্রমোন্নতি।

ইহা কি মানবাত্মার অস্তিত্বের একটি বিশেষ প্রমাণ নহে যে যখন শরীর জরাগ্রস্ত হয়, তখনও জ্ঞানপিপাসা, ধর্ম্মানুরাগ, ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি আত্মার গুণ শরীরের সহিত নির্ব্বাণোন্মুখ না হইয়া পূর্ব্ববৎ অব্যাহত থাকে, পরন্তু কোন কোন মহাত্মার অন্তরে পূর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী হইয়া উঠে?

জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম এই তিন লইয়াই মানবাত্মার স্থিতি ও গতি। এই তিনের সমবেত কার্য্যেই আত্মার উন্নতি। জ্ঞান দ্বারা আত্মা যাহা উপলব্ধি করে, প্রেম দ্বারা তাহাতে আকৃষ্ট হয়, কর্ম্ম দ্বারা তাহার সাধনা করে। জ্ঞান হইতেই প্রেমের আকর্ষণ ও কর্ম্মের নিয়োগ নিয়মিত হয়। জ্ঞান যেমন প্রেম ও কর্ম্মের পরিপোষণ করে, প্রেম ও কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানও তেমনি পরিপুষ্ট হয়। কেবল জ্ঞানে আমরা যাহা জানিতে পারি, প্রেম দ্বারা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, কর্ম্ম দ্বারা তাহার সাধনা করিয়া তাহা আরও জানিতে পারি, সম্যক্ রূপে জানিতে পারি। এইরূপে জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম—পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া আত্মাকে এক উন্নতির অবস্থা হইতে উচ্চ [illegible] উন্নতির অবস্থায় লইয়া যায়। সেই উন্নতিতেই আত্মার বিমল

সুখ, স্বর্গীয় আনন্দ। এই উন্নতি, এই সুখ, এই আনন্দ আত্মার অনন্ত কালের সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য।

জ্ঞানোন্নতির আকাঙ্ক্ষা, প্রেমোৎকর্ষ সাধনের আকাঙ্ক্ষা, মহৎ হইতে মহত্তর কর্ম্ম সাধনের আকাঙ্ক্ষা আত্মার উচ্চ ও মহৎ আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু এই সকল আকাঙ্ক্ষা ইহলোকে সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ হয় না। এ জগতে উহাদের চরিতার্থতার একটা সীমা আছে। আত্মার এই সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা গুলি এখানে অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। ইহাদের অস্তিত্ব যেমন আত্মার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে, ইহলোকে ইহাদের অতৃপ্তি তেমনি পরলোকের অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাধু পুরুষ যখন স্বীয় অন্তরে এই সমস্ত মহৎ আকাঙ্ক্ষার তেজস্বিতা অনুভব করেন তখন তিনি গৌরবের সহিত উপলব্ধি করেন যে তিনি আত্মাবান্, এবং যখন তিনি দেখিতে পান যে এ জীবনে এ সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই, তখন তিনি আনন্দের সহিত প্রতীতি করেন যে তিনি সেই অনন্ত জীবনের অধিকারী যে জীবনে জ্ঞানোন্নতির কোন বাধা নাই, প্রেমোৎকর্ষের কোন প্রতিবন্ধক নাই, কর্ম্ম-সাধনের কোন অন্তরায় নাই।

ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রতি বিরাগ আধ্যাত্মিকতার উন্মেষের প্রথম লক্ষণ। যে আত্মায় এই বিরাগের উদয় হইয়াছে সে আত্মা দিনে দিনে ইন্দ্রিয়গণের প্রভাব হইতে দূরে গমন করিতে চেষ্টা করে। আধ্যাত্মিক জীবনপথের এক প্রান্তে ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রতি বিরাগ, অপর প্রান্তে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ। যিনি ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা পরাভব করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন-পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, পথিমধ্যে যদি তাঁহার পদস্খলন না হয়, আধ্যাত্মিক অবসাদ আসিয়া যদি তাঁহাকে অভিভূত না করে, তাহা হইলে যতক্ষণ না তিনি যোগে মগ্ন হইতে পারেন ততক্ষণ তিনি শান্তি লাভ করিতে পারেন না। প্রবল শত্রুর কবল হইতে পলায়ন করিয়া যতক্ষণ না এমন স্থানে উপনীত হইতে পারি যেখানে শত্রুর আগমনের আর কোন সম্ভাবনা নাই ততক্ষণ মন স্থির হয় না। পার্থিব জীবনে ইহা যেমন সত্য আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধেও ইহা তেমনি সত্য। আধ্যাত্মিক জীবন-পথের সকল স্থলেই ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণ আত্মাকে আক্রমণ করিতে পারে, কিন্তু পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ নিবদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয়গণ আর তাহার অনর্থ সাধনে সক্ষম হয় না। এই জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি যতক্ষণ না যোগ-মগ্ন হইতে পারেন ততক্ষণ নিরাপদ বোধ করিতে পারেন না, সুস্থির হইতে পারেন না, এবং অন্তরে শান্তি অনুভব করেন না।

স্বীয় অনুরাগের রাগে আত্মা অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। যে আত্মা ঈশ্বরের অনুরাগী হইয়াছে, যে আত্মা ঈশ্বরানুরাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই সকল কার্য্য করে, ঐশ্বরিক রাগে অনুরঞ্জিত হইয়া সে আত্মা পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা আনয়ন করে।

যিনি ঈশ্বরসেবায় জীবন যাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া জীবনপথের পথিক হইয়াছেন, কত সময় দেখা যায় তাঁহার ঈশ্বরপরায়ণতা যশোলিপ্সা দ্বারা কলুষিত হইতেছে; যিনি নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কত সময়ে দেখা যায় তাঁহার পরার্থপরতার সহিত গূঢ় ভাবে স্বার্থাভিসন্ধি মিশ্রিত রহিয়াছে; যিনি স্বদেশের উন্নতি সাধনে মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, কত সময়ে দেখা যায় তাঁহার স্বদেশানুরাগের অভ্যন্তরে স্বীয় প্রভুত্ব লাভের বাসনা বলবতী হইয়া রহিয়াছে; যিনি সত্যসাধনা ও প্রচার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বাধীন ভাবের অনুশীলনে মগ্ন, কত সময়ে দেখা যায় তাঁহার স্বাধীনভাব অহমিকা ভাবের রূপান্তর মাত্র। এইরূপে মানুষের একটী সদ্‌গুণের সহিত একটী অসদ্‌গুণের সংমিশ্রণ, চিত্রের উজ্জ্বল দিকের সহিত ছায়াময় দিকের ন্যায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া, ইহাই প্রমাণ করে যে মানুষ আধ্যাত্মিক ভাবে অতি দুর্ব্বল জীব। এই দুর্ব্বলতার নিমিত্ত ধর্ম্মসাধন—প্রকৃত ধর্ম্মসাধন—মানুষের পক্ষে অতীব কঠিন কার্য্য হইয়াছে। ধার্ম্মিক হইয়া এককালে যশোলিপ্সা শূন্য হওয়া, পরোপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বার্থাভিসন্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করা, স্বদেশানুরাগী হইয়া প্রভুত্ব লাভের বাসনার অধীন না হওয়া, সত্যসাধনা করিতে গিয়া অহমিকা সাধনা হইতে দূরে থাকা মানুষের পক্ষে অতি দুরূহ ব্যাপার বলিয়াই ধর্ম্মপথ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে উহা শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ। একটী সদ্‌গুণের-অনুশীলনে যাঁহাকে একটী অসদ্‌গুণ আশ্রয় করিল, তিনি সেই শাণিত ক্ষুরধারবৎ ধর্ম্মপথে চলিতে গিয়া আহত হইয়া ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত হইলেন বলিতে হইবে। ধন্য তিনি যিনি এই দুর্গম পথ অক্ষত পদে উত্তীর্ণ হইয়া দিব্যধামে উপনীত হইতে পারেন।

পরমেশ্বর মানুষকে স্বাধীন জীবরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার তিনি তাহাকে নানা গুণ দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন; তাঁহাকে জ্ঞান দিয়াছেন, শক্তি দিয়াছেন, প্রেম দিয়াছেন। বলিতে কি পরমেশ্বর মানুষকে অনেক পরিমাণে এই পৃথিবীর ভৌতিক নিয়মের পরিচালক হইবার উপযোগী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। মানুষ এতদিন স্বীয় জ্ঞান শক্তির যথোচিত ব্যবহার করিলে উক্ত রূপ উপযোগিতা লাভ করিয়া অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন, মহাঝটিকা, ভূমিকম্প প্রভৃতি নানা ভৌতিক অমঙ্গল প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত সন্দেহ নাই। জ্ঞানবলে কালে যে মানুষ উক্ত নৈসর্গিক ঘটনা সমূহের পরিচালনা করিতে পারিবে তাহার পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আমাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের অপব্যবহার হইতেই ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক নানা অমঙ্গলের উৎপত্তি। এই সত্য প্রণিধান করিয়া যদি আমরা কার্য্য করি তাহা হইলে পৃথিবী যে কেবল সার্ব্বজনিক সুখ সম্পদের আলয় হয় তাহা নহে, ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলভাব ও মহিমা অধিকতর রূপে উপলব্ধি করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

মধ্যাহ্নে বনমাঝে।

সুঁড়িপথ চ'লে গেছে দীর্ঘ বহুদূর
চৌদিকে ঘিরিয়া আছে ভীষণ অরণ্য,
বন্য জন্তু কত হেথা সর্পরাজি ক্রূর
লতা গুল্ম গাছ-পালা অসংখ্য অগণ্য।—
অশ্বত্থ বদর বিল্ব শাল্মলী ও শাল
জম্বু, নিম্ব, বট, দূরে মাথা তুলে তাল,
বিভীতক হরীতক আমলক রাজে,
বিচিত্র পাদপরাজি অরণ্যের মাঝে;—

থেকে কোথা পাখী ওঠে ক'রে কলরব,
পুন বন হয় ঘোর নিস্তব্ধ নীরব,
সমীর পরশে কোথা বাঁশী বাজে বনে,
মধুর মর্ম্মর ধ্বনি মেশে তার সনে—
মধ্যাহ্নে কি স্বপ্ন জাগে বনে—ঘন ছায়া—
কোন্ দেবতার এই মাধুরী এ মায়া!

'আমি' কি বস্তু ?

আমি আমি করি বটে, জানি না 'আমি' কে
'আমি' রে বেড়াই খুঁজে আমি চারিদিকে।
যখনি এ কথা ভাবি হাসি পায় মোর
মনে হয় কি মোহে গো রয়েছি বিভোর,
ভাবিয়া দুঃখও আসে—প'ড়ে কি আঁধারে—
সব বুঝি আমি কিন্তু বুঝিনি আমারে!—
বিশ্বমাঝে কি আশ্চর্য্য এই প্রহেলিকা
কি আশ্চর্য্য 'আমি' টুকু—রহস্য-কণিকা!—
'আমি' যেন কুসুমের পরিমল সম,
বিরাজে রাজার মত এ শরীরে মম—
বলি কত কথা সবে বোঝাবারে যাই—
যত বুঝি মনে করি তত বুঝি নাই,
'আমি' যে কি সার বস্তু কি বুঝিব আমি,
জানেন তা পরমাত্মা মোর যিনি স্বামী।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, আষাঢ় মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৭৩।৵০
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৫৫৬ /০
সমষ্টি	...	৮২৯।৶০
ব্যয়	...	২৮৭ ৻৬
স্থিত	...	৫৪২।৵৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৪২।৵৬
	৫৪২।৵৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৫৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৫৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী ২৫৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ ১৫৲ (জমা খরচি)

২১৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা ২৲

" " গৌরীশঙ্কর রায়, কটক ৩।৵০

৫।৵০

পুস্তকালয়	...	১॥৶৬
যন্ত্রালয়	...	৫০৲
গচ্ছিত	...	॥৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৮০
সমষ্টি		২৭৩।৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৩৪৵৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮০।/৯
পুস্তকালয়	...	৻৬
যন্ত্রালয়	...	৪২।৶৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	...	১৫৲
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	১৫৲
সমষ্টি		২৮৭ ৻৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।
৬৯৮ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

		৭৭
গার্হস্থ্য উপাসনা-মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৯১
গঙ্গাতীরে পথিকের গান	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৯১
ব্রত সাধন	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ১ আশ্বিন, বুধবার।

তত্ত্ববোধনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা।
} আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLORS.

বিজ্ঞাপন।

(নূতন কাব্য গ্রন্থ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কণিকা	।৷০ আনা
কথা	১৲ টাকা
কাহিনী	১৲ টাকা
কল্পনা	১৲ টাকা

আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠিকানায় আমার নিকট কিনিলে ডাক্‌মাশুল লাগিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।

নূতন পুস্তক।

আচার্য্যের উপদেশ

১ম খণ্ড।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

মূল্য ।০ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

NOTICE.

Catalogue of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswamp and Co.
25 Kalkadevi Road, Bombay.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৬৯৮ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

গার্হস্থ্য উপাসনা মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ।

২২ শ্রাবণ বুধবার।

ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে

বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি, ও মনের রাশ যাঁহার আয়ত্তাধীন, তিনি প্রয়াণ পথ অতিবাহন করিয়া পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হ'ন।

মনুষ্যের আদিম অসংযত অবস্থায় তাহার মনের প্রবৃত্তি-বর্গ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পথে প্রধাবিত হয়। সে সময়ে সকলের সহিত সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার ভাব—এক কথায় ব্যবস্থার ভাব—তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ব্যবস্থার ভাব যে মূলেই তখন তাহাদের মধ্যে নাই তাহা বলিতেছি না; ব্যবস্থার ভাব আছে কিন্তু অনভিব্যক্ত। একজন জগদ্বিখ্যাত মহাকবি বলিয়াছেন যে, পাগলের উন্মত্ত প্রলাপের মধ্যেও ব্যবস্থা-প্রণালী আছে। প্রবৃত্তিবর্গ যতই বিশৃঙ্খল-ভাবে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হউক্ না কেন—সবাই তাহারা একই ব্যক্তির প্রবৃত্তি তাহাতে তো আর ভুল নাই; তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, তাহাদের মধ্যে মূলেই কোন প্রকার ঐক্যের বন্ধন-সূত্র নাই—ব্যবস্থার শৃঙ্খলা নাই। অতএব প্রবৃত্তির দলবল অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা যোগসূত্রের আকর্ষণ-শক্তি তলে তলে কার্য্য করে এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু তথাপি প্রবৃত্তিবর্গের আদিম অসংযত অবস্থায় তাহাদের বিশৃঙ্খল তেজ স্ফূর্ত্তি যেমন দেখিতে পাওয়া যায় প্রকাশ্যে ফুটিয়া বাহির তাহাদের মধ্যে যোগের বন্ধন-সূত্র সেপ্রকার স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় না; দেখিতে পাওয়া না যাইবারই কথা, কেন না সে বন্ধন-সূত্র তখন অনভিব্যক্তির অন্ধকারে নিমগ্ন; এত গভীর নিমগ্ন যে দেখিলে মনে হয় যেন প্রবৃত্তি-বর্গের কাহারো সহিত কাহারো মূলেই কোন সম্পর্ক নাই। তার সাক্ষী—ভারতবর্ষের পশ্চিম-প্রান্তের দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্য জাতিরা আজ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বিজাতীয়দিগের

প্রতি খড়্গহস্ত ; কাল্ অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া বিজাতীয়দিগের প্রতি পরম সদয় ; পরশ্ব ঈর্ষা-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া স্বজাতীয় ভ্রাতৃবর্গের সহিত সাঙ্ঘাতিক কলহ-বিবাদে উন্মত্ত। এইরূপ আমরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি যে, প্রবৃত্তিবর্গের আদিম অসংযত অবস্থায়, কখনো বা ক্রোধ কখনো বা লোভ, কখনো বা ঈর্ষাদ্বেষ, মাত্রাতীত প্রবল হইয়া উঠিয়া দুর্দান্ত অশ্বের ন্যায় যথেচ্ছাচারের পথে প্রধাবিত হইতে থাকে। অশ্বের তখন এ বোধ নাই যে, রথ উল্‌টিয়া পড়িলে আপনিও সেই সঙ্গে উল্‌টিয়া পড়িয়া তদ্দণ্ডেই মারা যাইবে। এরূপ কিন্তু অব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা অধিক কাল নিরুপদ্রবে চলিতে পারে না। ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিগণের পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হয়। তাহা যখন হয়, তখন তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, গোড়ায় একজনের হস্তে রাশ রহিয়াছে। কেন না, গোড়ায় যদি ঐক্যের বন্ধনসূত্র না থাকিত, তাহা হইলে প্রবৃত্তিবর্গ সহস্র উচ্ছৃঙ্খল হইলেও তাহাদের মধ্যে পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের সম্ভাবনা থাকিত না ; তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ প্রবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্ পথে প্রধাবিত হইয়া পরস্পরের সংস্রব হইতে এত দূরে পড়িয়া যাইত যে, একের কোন প্রকার ব্যতিক্রমের ফল অপর কাহারো গাত্র স্পর্শ করিতে পারিত না। প্রবৃত্তি-ঘোটকেরা যখন স্বেচ্ছাচারের মুক্ত প্রান্তর সম্মুখে পাইয়া উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত রহিয়াছে, তখন সারথী যে রাস ধরিয়া অনতিদূরে ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া আছেন এ সংবাদটির বাষ্পও তাহারা জানিতে পারে না ; জানিতে না পারিবার কারণ এই যে, সারথী তখন রাস আল্গা দিয়া অশ্বগণের কাহার কিরূপ ধাতু প্রকৃতি তাহা গোপনে গোপনে পরীক্ষা করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে প্রবৃত্তিগণ পরস্পর-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ এবং প্রতিরুদ্ধ হইয়া কতকটা যখন পথে আসে, তখন সারথী ঝোপের মধ্য হইতে অল্প অল্প করিয়া ক্রমশঃ মস্তক উত্তোলন করিতে থাকেন। তাহার পরে যখন ঘাত প্রতিঘাতের উপদ্রবে প্রবৃত্তিগণের তেজোহানির উপক্রম হয়, তখন সারথী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশ্যে আবির্ভূত হ'ন। সে সারথীর নাম বিজ্ঞান বা বুদ্ধি। বিজ্ঞান-সারথীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "তুমি লুকাইয়া ছিলে কি জন্য ?" তবে তিনি তাহার উত্তর দে'ন এই যে, "তাহা যদি আমি না করিতাম তবে আমাকে চাবুক হস্তে নিকটে দেখিয়া উহাদের তেজ স্ফূর্ত্তি একেবারেই দমিয়া যাইত। তাহা হইলে গোড়াতেই উহারা আপন আপন স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির মুখ দর্শন করিতে না পাইয়া হীনবীর্য্য হইয়া ক্রমশই মৃত্যুশয্যার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিত। এক্ষণে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তি যথেষ্ট অভ্যস্ত হইয়াছে এবং উহাদের সুব্যবস্থিত সমবেত স্ফূর্ত্তির শিক্ষালাভ প্রয়োজন হইয়াছে দেখিয়া আমি রাস বাগাইয়া ধরিয়া প্রকাশ্যে আবির্ভূত হইয়াছি। চাবুক এ যা আমার দক্ষিণ হস্তে দেখিতেছ এটা স্বার্থহানির ভয় ; চামর এ যা আমার বাম হস্তে দেখিতেছ এটা স্বার্থের প্রলোভন।"

বিজ্ঞান-সারথী স্বক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম প্রথম স্বার্থহানির বিভীষিকা এবং স্বার্থের প্রলোভন দেখাইয়া দুর্দান্ত প্রবৃত্তিবর্গকে পোষ মানাইতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাহাতে তিনি আশানুরূপ ফল লাভ করিতে সমর্থ হ'ন না। স্বার্থের ক্ষতি বৃদ্ধির ভয়-প্রলোভন দেখাইয়া উচ্ছৃঙ্খল

প্রবৃত্তিবর্গকে কিয়ৎকালের জন্য থাব্‌ড়া থুক্‌ড়ি দিয়া ঘুমপাড়াইয়া রাখা যাইতে পারে, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; সেই সঙ্গে এটাও কিন্তু দেখা চাই যে, প্রবৃত্তিবর্গকে যখন তখন ওরূপ করিয়া ঘুম পাড়াইলে, চরমে তাহাতে দুইরূপ বিপদের সম্ভাবনা। প্রথম বিপদ হচ্চে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির লোপাপত্তি ; দ্বিতীয় বিপদ হচ্চে স্ফূর্ত্তির অস্বাভাবিক মাত্রাতিশয্য। দুই রূপ বিপদের দুইটি উদাহরণ দিতেছি শ্রবণ কর ঃ—

একজন বিলাসী যুবককে স্বার্থবুদ্ধি এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিল যে, এখন তোমার শরীর মন সতেজ—বিদ্যাবুদ্ধিরও অল্পতা নাই ; এই হচ্চে অর্থ উপার্জ্জনের মুখ্য সময়। পরে তুমি যথেচ্ছা আমোদ-প্রমোদ করিও—তাহা করিতে কেহই তোমাকে বারণ করিতেছে না ; কিন্তু আগে চাই পাকা করিয়া গোড়া বাঁধা। তোমার লোহার সিন্দুকে যখন ভরপুর টাকা জমা হইবে, তখন আর তোমার কোন ভাবনা থাকিবে না, তখন তোমার যাহা প্রাণ চায় তাহাই অসঙ্কোচে করিতে পারিবে। স্বার্থ-বুদ্ধির এইরূপ হিত পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া আমোদাসক্ত যুবক অর্থের উপার্জ্জন-চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইলেন। বিলাসী যুবা এখন আর বিলাসী যুবা নাই, এখন তিনি মস্ত একজন কাজের লোক হইয়া নানাবিধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে তিনি টাকার আস্বাদ পাইতে লাগিলেন। দুই বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার এত টাকা জমা হইল যে, তাহা লোহার সিন্দুকে আর ধরে না। অবশেষে তাহার ফল হইল এই যে, তাঁহার লোহার সিন্দুকে রাশি রাশি টাকা প্রবেশ করিতে পথ পাইতেছে না ইহা সত্য, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে একটি টাকা বাহির করিতে হইলেই সেই সঙ্গে ধনস্বামীর প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হয়। ধনস্বামী যাত্রারম্ভ কালে মনের মধ্যে এইরূপ সংকল্প আঁটিয়াছিলেন যে, এখন তো টাকা উপার্জ্জন করি—দুই বৎসরের উপজীবিকার সংস্থান হইয়া উঠিলেই, আমি উপার্জ্জন-চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়া মনের সাধে ভোগস্পৃহাকে বিষয়ের মুক্ত প্রান্তরে যথেচ্ছা দৌড় দেওয়াইব।" সেই যাত্রী এখন গম্য স্থানে উপনীত হইয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার সাধের ভোগস্পৃহাটি কোথায় যে গেল, সে মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে সে দিকে মূলেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। টাকার তোড়ার মোট বহিয়া বহিয়া অনেক দিন হইল তাঁহার ভোগস্পৃহার শরীর হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে—তিনি তাহা জানিতেও পারেন নাই। ইহারই নাম প্রবৃত্তির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির লোপাপত্তি। এই গেল প্রথম বিপদের উদাহরণ। দ্বিতীয় বিপদ আর একরূপ।

মনে কর ঐ যুবা যখন অর্থোপার্জ্জন-পথের চরম সীমায় উপনীত হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন, তখন তাঁহার মনের কপাট উদ্ঘাটিত দেখিয়া সেই মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া ভোগস্পৃহা আসিয়া তাঁহাকে সহর্ষে অভিনন্দন করিয়া বলিল যে, স্বার্থ বুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া তুমি যখন অর্থের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলে তখন যাত্রাকালে মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে "এখন প্রবৃত্তি-দমন না করিলে নয়—কাজেই আমাকে তাহা করিতে হইতেছে ; কিন্তু এমন দিন যদি আমার ভাগ্যে থাকে—যে দিন শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিব যে, আমার লোহার

সিন্দুকে আর টাকা রাখিবার স্থান নাই, তবে সেই দিন হইতে আমি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষয়স্পৃহাকে গৃহের গৃহলক্ষ্মী করিব এবং সমস্ত ভাণ্ডারের চাবি তাহার হস্তে সমর্পণ করিব। আজ সেই চিরাভিলষিত শুভদিন উপস্থিত—তাই তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছি।" বাল্যকালে ধাত্রী-মুখে তোমরা সকলেই শুনিয়াছ যে, রাক্ষসী রাজরাণী কোন দিন ঘোড়াশালের ঘোড়া খাইতেছে, কোন দিন হাতিশালের হাতি খাইতেছে; রাজার রাজ-ঐশ্বর্য্যের কিছুই আর অবশিষ্ট রাখিতেছে না। অসংযত ভোগস্পৃহা সেইরূপ একটা ছদ্মবেশী রাক্ষসী। ধন-স্বামী সেই ভোগস্পৃহাকে মাথায় চড়াইয়া, তাঁহার সমস্ত সঞ্চিত ধন মান তাহার চরণে অকাতরে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন—কিন্তু তথাপি কিছুতেই তাহার উদরপূর্ত্তি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে তাহার ফল হইল এই যে, যে মূষিক ব্যাঘ্র হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই মূষিক পুনর্মূষিক হইল!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, স্বার্থের ক্ষতি বৃদ্ধির ভয় লোভ দেখাইয়া দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিবর্গকে পোষমানাইতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা।

বিজ্ঞান-সারথী যখন দেখেন যে, অশ্বগণের পৃষ্ঠে এত যে তিনি স্বার্থহানি ভয়ের চাবুক কসিতেছেন—এত যে স্বার্থ প্রলোভনের চামর বুলাইতেছেন—কিছুতেই কোন ফল দর্শিতেছে না; তখন তিনি আপনার গুরুকে স্মরণ করেন। তাঁহার গুরু কে? না **প্রজ্ঞান** অথবা **ধর্ম্মজ্ঞান**।

ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে

"প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেন রমতে ধর্ম্মঞ্চৈবোপজীবতি।
ধর্ম্মাত্মা ভবতীত্যেবং চিত্তং চাস্য প্রসীদতি॥"

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মেতেই আনন্দ ভোগ করেন, ধর্ম্মেতেই জীবন ধারণ করেন; এইরূপ যিনি করেন তিনি ধর্ম্মাত্মা; তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন।

বিজ্ঞানের লৌকিক নাম বিষয়-বুদ্ধি; প্রজ্ঞানের লৌকিক নাম ধর্ম্মজ্ঞান। বিজ্ঞানের রাজ্য ভৌতিক জগৎ, প্রজ্ঞানের রাজ্য আধ্যাত্মিক জগৎ। বিজ্ঞানের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়ম; প্রজ্ঞানের নিয়ম ধর্ম্মনিয়ম।

বিজ্ঞানের ভৌতিক রাজ্যে যাহা যখন কৃত হয়, সমস্তেরই কর্ত্তা বহির্ব্বস্তু। তার সাক্ষী—অন্ন পরিপাক করে কে? না পাকস্থলী। সৌরভ সঞ্চার করে কে? না পুষ্পের পরমাণু। আলোক প্রদান করে কে? না ঈথর-নামক সূক্ষ্ম-পদার্থের কম্পন। ইত্যাদি।

প্রজ্ঞানের আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাহা যখন কৃত হয়, সমস্তেরই কর্ত্তা আত্মা স্বয়ং। তার সাক্ষী—কথা কহিতেছে কে? আমার মুখ কথা কহিতেছে না—কথা কহিতেছি আমি আপনি। শুনিতেছে কে? তোমার কর্ণ শুনিতেছে না—শুনিতেছ তুমি আপনি! লিখিতেছে কে? আমার হাত লিখিতেছে না—লিখিতেছি আমি আপনি! আধ্যাত্মিক রাজ্যে হাতের কার্য্যও মনের কার্য্য; মুখের কথাও মনের কথা; কাণে শোনাও মনে দেখা। আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাহা কিছু ঘটে, সমস্তই আত্মার কার্য্য, আত্মার ভাবস্ফূর্ত্তি, আত্মার প্রতিচ্ছবি। প্রজ্ঞানের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে বক্তার মুখের কথা যেমন মুখের কথা নহে—পরন্তু তাহা বক্তার আপনারই কথা—আত্মারই কথা; তেমনি সে তাহার দৃষ্টিতে ঈশ্বরাধীন প্রকৃতির কার্য্য, প্রকৃতির কার্য্য নহে, তাহা সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মারই কার্য্য। প্রজ্ঞার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ভৌতিক রাজ্য আধ্যাত্মিক রাজ্যেরই অঙ্গের সামিল; বিজ্ঞানের নিয়ম ধর্ম্ম-নিয়মেরই অঙ্গের সামিল। এ যাহা আমি বলিতেছি—ইহা কবিতার উপমা মাত্র নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য। একটি উদাহরণ দিতেছি, তদ্দৃষ্টে আমার ঐ কথা গুলির প্রামাণিকতা তোমাদের সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই যে একটি সর্ব্ববাদি-সম্মত নিয়ম "যেমন ক্রিয়া, তেমনি প্রতিক্রিয়া" এ নিয়মটি একটি বই নিয়ম নহে; অথচ ঐ একই নিয়ম দুই শ্রেণীর ব্যক্তির নিকটে দুই রাজ্যের নিয়ম; বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিকটে উহা বিজ্ঞানের নিয়ম, ধর্ম্মজ্ঞ সাধুসজ্জনের নিকটে উহা ধর্ম্মের নিয়ম। আমি তাই বলি, ও নিয়মটি **মূলে** ধর্ম্মের নিয়ম, **ফলে** বিজ্ঞানের নিয়ম। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ফলে এইরূপ দেখিতে পা'ন যে, দেয়ালকে তুমি যদি আঘাত কর তবে তুমি দেয়াল কর্ত্তৃক প্রত্যাহত হইবে; বন্দুকের গুলি যদি সম্মুখে ছুটিয়া যায়, বন্দুকের বাঁট তবে পিছনে হঠিয়া আসিবে ইত্যাদি। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এ যাহা দেখেন **ফলে**, ধর্ম্মজ্ঞ সাধু উহারই আর এক পিঠ দেখেন **মূলে**। প্রাজ্ঞ সাধু দেখেন যে, **মূলে** আছেন ন্যায়বান্ পরমেশ্বর; এইজন্য ইহা সুনিশ্চিত যে, তুমি যদি প্রতারণা কর, তবে প্রতারিত হইবে; যদি সদ্ভাব সমর্পণ কর, তবে সদ্ভাব প্রাপ্ত হইবে; যদি ধর্ম্মকে রক্ষা কর, তবে ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করিবেন; যদি ধর্ম্মকে বধ কর, তবে ধর্ম্ম তোমাকে বধ করিবেন; ইত্যাদি। এইটি এখানে দ্রষ্টব্য যে ক্রিয়া মাত্রেরই মূল প্রবর্ত্তক **কর্ত্তা** এবং চরম ফল **কর্ম্ম**। তবেই হইতেছে যে, ক্রিয়া মূলে কর্ত্তা-ঘ্যাঁসা এবং ফলে কর্ম্ম-ঘ্যাঁসা। ইহা হইতেই আসিতেছে যে, "যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া" এ নিয়মটি মূলে কর্ত্তা-ঘ্যাঁসা বা আত্মা-ঘ্যাঁসা এবং ফলে কর্ম্ম-ঘ্যাঁসা বা বিষয়-ঘ্যাঁসা। আর ঐ নিয়মটি মূলে আত্মাঘ্যাঁসা এবং ফলে বিষয়ঘ্যাঁসা বলিয়াই অগত্যা এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মূলে উহা ধর্ম্মজ্ঞানের আধ্যাত্মিক নিয়ম এবং ফলে উহা বিজ্ঞানের ভৌতিক নিয়ম। প্রজ্ঞান যখন মূল জ্ঞান, আর মূল হইতে ফলে রসের সঞ্চার হয় ইহা যখন সকলেরই দেখা কথা; তখন, প্রজ্ঞান হইতে বিজ্ঞানে জ্ঞান-সঞ্চার হইবারই কথা। এইজন্যই বলিতেছি যে, প্রজ্ঞান বা ধর্ম্মজ্ঞান বিজ্ঞানের গুরু। এখন দেখিতে হইবে এই যে, অশ্বের যেমন সুশিক্ষিত হওয়া চাই—সারথীরও তেমনি সুশিক্ষিত হওয়া চাই। প্রবৃত্তি-ঘোটকের সুশিক্ষা যেমন বিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করে, বিজ্ঞান-সারথীর সুশিক্ষা তেমনি প্রজ্ঞানের উপরে নির্ভর করে। যে বিজ্ঞান-সারথী প্রজ্ঞানের বা ধর্ম্মজ্ঞানের হস্তে গঠিত—সেই সুশিক্ষিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং। বিজ্ঞান যাঁহার সারথী এবং মনের রাস যাঁহার আয়ত্তাধীন, তিনি প্রয়াণ-পথ অতিবাহন করিয়া পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হ'ন।

বিজ্ঞানের অধিকারায়ত্ত প্রদেশে ইতিপূর্ব্বে তোমরা দেখিয়াছ এই যে, সর্ব্বপ্রথমে অসংযত প্রবৃত্তিবর্গ স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ধাবমান হয়; ধর্ম্মজ্ঞানের অধিকারায়ত্ত প্রদেশে তেমনি

দেখিতে পাওয়া যায় যে সর্ব্বপ্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ স্ব স্ব প্রধান হইয়া অধর্ম্মের পথ অবলম্বন করে। তাহার পরে বিজ্ঞানের অধিকারায়ত্ত প্রদেশে যেমন দেখিয়াছ যে দুর্দান্ত প্রবৃত্তিবর্গ যখন পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে উৎপীড়িত হয়, তখন বিজ্ঞান-সারথী ঝোপের আড়াল হইতে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হইয়া স্বার্থের ক্ষতি বৃদ্ধির ভয় লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে বশে আনিতে চেষ্টা করেন; ধর্ম্মজ্ঞানের অধিকারায়ত্ত প্রদেশে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্রমে যখন স্বার্থে স্বার্থে সংগ্রাম বাধিয়া তুমুল কুরুক্ষেত্র কাণ্ড উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ধর্ম্মজ্ঞান যিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত দূরে লুকাইয়া থাকিয়া ঝোপের আড়াল হইতে চুপি চুপি সবই দেখিতেছিলেন, তিনি স্বক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া পরমার্থের অগ্নি দ্বারা স্বার্থের কলুষরাশি পুড়াইয়া ভস্ম করেন। তাহা যখন করেন, তখন প্রবৃত্তিবর্গ আপনা হইতেই ধর্ম্মানুমোদিত সুসংস্কৃত স্বার্থের বশতাপন্ন হয়। স্বার্থ কি? না শুধু কেবল আপনার হিতটি। পরমার্থ কি? না সর্ব্বজগতের হিত। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা শুদ্ধ কেবল আপনার আপনার স্বার্থসিদ্ধি ইচ্ছা করিয়াই ক্ষান্ত থাকে; পরমাত্মা সর্ব্বজগতের মঙ্গল ইচ্ছা করেন। এটা যখন স্থির যে পরমার্থই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত পরম মঙ্গল, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরমার্থই আমাদের পরম স্বার্থ এবং পরমার্থ হানিই আমাদের পরাকাষ্ঠা স্বার্থহানি। কেন না, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আমরা যদি ধর্ম্মের নিয়ম মান্য করিয়া ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে কায়মনোবাক্যে তৎপর হই তাহা হইলে আমাদের প্রবৃত্তি সকলও বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে মিতাচারের পথে চলিয়া আমাদের জন্য নিত্য নিয়ত শরীরের বলপুষ্টি, মনের সুখ সন্তোষ, এবং আত্মার প্রসন্নতা আনিয়া যোগাইতে থাকিবে। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা যদি ধর্ম্মের নিয়ম অমান্য করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আপনার আপনার স্বার্থকে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করাই তাহা হইলে আমাদের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি সকল বিজ্ঞানের নিয়ম অমান্য করিয়া আমাদের যত্নের ধন স্বার্থটিকে নিশ্চয়ই পদদলিত করিবে। তখন, করুণাময় পরমাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় এমন কেহই থাকিবে না যে অকূল বিপত্তির সাগর হইতে স্বার্থকে টানিয়া তুলিতে পারে! অতএব এটা স্থির জানিও যে, ধর্ম্মকে বিনাশ করিলে ধর্ম্ম একাকী বিনষ্ট হ'ন না—সেই সঙ্গে ধর্ম্মহন্তার স্বার্থও বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম গেল, স্বার্থ গেল, তবে আর রহিল কি? রহিল কেবল এক বিস্তীর্ণ শ্মশান-ভূমি। ধর্ম্মহন্তার মনের সেই শ্মশান-ভূমিতে যদি দৃষ্টিপাত কর তবে দেখিবে যে ধর্ম্মের, অর্থের এবং কামের চিতাগ্নির চতুর্দ্দিকে অনর্থের দলবল রাক্ষস পিশাচের ন্যায় মহোল্লাসে নৃত্য-গীত-বাদ্য করিতেছে। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে কথিত হইয়াছে যে, ধর্ম্ম এব হতোহন্তি, ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাৎ ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন্।

এতক্ষণ যাহা আমি তোমাদিগকে বলিলাম তাহার সার মর্ম্ম এই:—

সকলের উপরে ধর্ম্ম, তাহার নীচে স্বার্থ তাহার নীচে বিষয়-ভোগ। নীচের নীচের লক্ষ্যকে উপরের উপরের লক্ষ্যের অধীনে পরিচালনা করা চাই—নহিলে, কোনো লক্ষ্যেরই প্রকৃত সার্থকতা হয় না। অনিয়মিত ভূরিভোজন প্রকৃত বিষয়-ভোগ নহে। কেন তাহা প্রকৃত বিষয়ভোগ নহে? না যেহেতু আজ তুমি ভূরি-ভোজন করিলে কাল্ তুমি শয্যা হইতে উঠিতে পারিবে না। অন্ন-ভোজনও বিষয়-ভোগ, আর, স্ফূর্ত্তিযুক্ত শরীরের চলা ফেরাও বিষয়-ভোগ। এই দুই বিষয়-ভোগকে সামঞ্জস্য-মতে চালানোই হ'চ্চে আমাদের স্বার্থ। এই জন্য বলি যে, যে বিষয়-ভোগ স্বার্থের অনুমোদিত তাহাই প্রকৃত বিষয়-ভোগ। বিষয়-ভোগের ভাল-মন্দের ব্যবস্থা এ যেমন দেখা গেল, স্বার্থেরও তেমনি ভাল মন্দের ব্যবস্থা আছে। অন্যের ন্যায্য স্বার্থের হানি করিয়া আপনার স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া প্রকৃত স্বার্থের লক্ষণ নহে। কেন তাহা প্রকৃত স্বার্থের লক্ষণ নহে? না যেহেতু তাহা হইলে স্বার্থে স্বার্থে সংগ্রাম বাধিয়া স্বার্থে দমন অনিবার্য্য। আমার স্বার্থও স্বার্থ, আর, তোমার স্বার্থও স্বার্থ। এই দুই স্বার্থের ধর্ম্মমূলক ঐক্যই পরমার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত মঙ্গল। এই জন্য বলি যে, যে স্বার্থ পরমার্থের অনুমোদিত তাহাই প্রকৃত স্বার্থ। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, পরমার্থ হ'চ্চেন সেনাপতি, স্বার্থ হ'চ্চেন রথী, ভোগ-বাসনা হ'চ্চে পদাতিক। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, রথী যদি সেনাপতির বাধ্য হয়, তবে পদাতিকও রথীর বাধ্য হইবে; পক্ষান্তরে, রথী যদি সেনাপতির অবাধ্য হয়, তবে পদাতিকও রথীর অবাধ্য হইবে। স্বার্থ যদি পরমার্থের অধীন হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত স্বার্থ হইবে; তাহা যখন হইবে, তখন ভোগ-বাসনা সেই প্রকৃত স্বার্থের আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইবে; আর, সেইরূপ সুসংযত ভোগ-বাসনার চরিতার্থতাই প্রকৃত বিষয়-সুখ। পক্ষান্তরে, স্বার্থ যদি পরমার্থের বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহা কেবল নাম মাত্রে স্বার্থ হইবে—বিকৃত স্বার্থ হইবে। তখন ভোগ-বাসনা সেরূপ বিকৃত স্বার্থের অধীনতা স্বীকার করিতে ভার-বোধ করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইবে। সেরূপ অসংযত ভোগ-বাসনার চরিতার্থতা প্রকৃত বিষয়-সুখ নহে, তাহা বিকৃত বিষয়-সুখ—অর্থাৎ তাহা নাম-মাত্রেই বিষয়-সুখ, কাজে দুঃখের একশেষ। অতএব যদি প্রকৃত সুখ, এবং প্রকৃত স্বার্থ চাও, তবে সকলের ন্যায্য স্বার্থকে আপনারই স্বার্থ জানিয়া, সকল মঙ্গলের মূলাধার পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নশীল হও। তখন, যদি তোমার কোনো দুঃখ ক্লেশ ঘটে তবে নিশ্চয়ই জানিও যে, তাহা প্রকৃত দুঃখ ক্লেশ নহে—দুঃখ ক্লেশ হওয়া দূরে থাকুক্—তাহা অমৃতের সোপান। এই জন্য ব্রহ্ম-সঙ্গীতে আছে

"সম্পদ বিষময় তোমা বিহীনে, জীবন মৃত্যুসমান।

বিপদ সম্পদ তব পদলাভে, মৃত্যু সে অমৃত সোপান।

৩০ শ্রাবণ বুধবার।

ব্রাহ্মধর্ম্মের গোড়ার কথা এক বই দুই নহে; কি? না একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা। কিন্তু সেই গোড়া'র কথার সঙ্গে অনেকানেক ডালপালা জড়ানো রহিয়াছে, সে-গুলা কালে পরিবর্ত্তন-শীল। ডাল-পালা হ'চ্চে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন

ভিন্ন মতামত, অথবা কোনো প্রকার শাস্ত্রীয় মতামত। ইউরোপের ধর্ম্মশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে দিব্য একটি বচন আছে; তাহা এই যে, Letter killeth, spirit giveth life, পুঁথির অক্ষরের উপদ্রবে আসল জিনিস্ মারা পড়ে; ভিতরের ভাবের সংস্পর্শে সে জিনিস্ প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া ওঠে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতরের ভাবই অন্বেষণীয় এবং তাহাই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতরের ভাব সংক্ষেপে এই যে, একমেবাদ্বিতীয়ং পরিপূর্ণ স্বয়ম্ভূ এবং স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে হইবে; তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতে হইবে; এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

পরমাত্মাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার অর্থ এ নহে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহাকে আপনার আপনার মনের মতো করিয়া মনের মধ্যে গড়িয়া লইবে। পরমাত্মাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার অর্থ এই যে, সাধক আপনাকে অপূর্ণ এবং একান্ত আশ্রিত জানিয়া আপনার সেই অপূর্ণতা-রূপী ছায়ার আলোক-স্বরূপ পূর্ণ পুরুষের স্বপ্রকাশ জ্ঞান, অমৃত আনন্দ, অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্তা এবং বিশ্ববিধারণী মঙ্গলময়ী শক্তি আপনার সেই অপূর্ণ আত্মাতে উপলব্ধি করা—একই স্থানে এপিটে ছায়া এবং ওপিটে আতপ এই ভাবে উপলব্ধি করা। যাঁহারা সত্য স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মাতে অধিষ্ঠিত না দেখিয়া, শূন্যের উপরে অথবা কিম্বদন্তীর উপরে আপনার আপনার অন্ধ বিশ্বাসের মূল পত্তন করেন, তাঁহাদের সে বিশ্বাসকে বিশ্বাস নাই। খ্রীষ্টানদিগের তো কথাই নাই, অনেক ব্রাহ্মের মুখেও এইরূপ কথা পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিশ্বাসই সার, জ্ঞান কোনো কার্য্যেরই নহে। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তোমার বিশ্বাস দাঁড়াইয়া আছে কোন্ ভূমিতে? অবশ্য তোমার জ্ঞানে। সে জ্ঞান তুমি পাইয়াছ কোথা হইতে? অবশ্য করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট হইতে। সেই অমূল্য জ্ঞানকে তুমি "কিছুই নহে" বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ! ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কি ইহারই নাম? পরমেশ্বর তোমার মঙ্গলের জন্য যাহা তোমাকে ভাল বাসিয়া প্রদান করিয়াছেন, তাহা তুমি অকিঞ্চিৎকর বোধে দূরে নিক্ষেপ করিতেছ—প্রীতি দানের প্রতিদান কি ইহারই নাম? এ কথা আমি স্বীকার করি যে, সকল জিনিসের যেমন অপব্যবহার আছে, জ্ঞানেরও তেমনি অপব্যবহার আছে। কিন্তু সময়ে সময়ে জ্ঞানের অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া জ্ঞানকে কি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে! কখনই না। জ্ঞানকে শোধন করিতে কেহই তোমাকে বারণ করিতেছে না; কিন্তু জ্ঞানের অপব্যবহার হইতে পারে বলিয়া জ্ঞানের পথে যাওয়া আসা করিতে নিষেধ করা, এবং অন্নের অপব্যবহার হইতে পারে বলিয়া অন্ন-ভোজন করিতে নিষেধ করা দুইই সমান। জ্ঞানের অপব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, শ্রবণ কর ঃ—

মনে কর, একটা বৈঠকখানার মজ্‌লিসে প্রসিদ্ধ গায়ক মওলা বক্স গান করিতেছেন। আর আর সভাসদেরা যেমন মনোযোগ দিয়া গান শুনিতেছেন, তুমিও তেমনি গান শুনিতেছ; কিন্তু আর আর সভাসদেরা যেমন গান শুনিয়া তাহার রসাস্বাদন করিতেছেন, তুমি তাহা না করিয়া মওলা বক্সের গানের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছ! তুমি হয় তো এক জন যৎসামান্য ওস্তাদের নিকট অতি অল্প দিন হইল গান শিখিতে আরম্ভ করিয়াছ, আর অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া দুই চারিটি রাগ রাগিণীও কণ্ঠস্থ করিয়াছ। মওলা-বক্স হয় তো রাগ-মালা গান করিতেছেন; তুমি রাগ-মালা কাহাকে বলে তাহা জান না। মওলা বক্স্ যখন এক এক রাগ রাগিণী হইতে অপরাপর রাগ রাগিণীতে উচ্চ নীচ তরঙ্গহিল্লোলে সুমধুর ছন্দে উঠিতেছেন নামিতেছেন, আর, সেই সেই রাগ রাগিণীর বেশ-পরিবর্ত্তনের সময় সকলেই যখন বাহবা দিতেছে—তখন তোমার তাহা মনে ধরিতেছে না; তুমি ক্রমাগতই "এটা হইল না, ওটা হইল না" বলিয়া মুখ শিট্‌কিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছ। তুমি যে নিজে মওলা বক্সের গীত-মাধুর্য্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছ না, ইহা তোমার নিকটে অসম্ভব কথা; আর, তোমার অপক্ক সঙ্গীত-জ্ঞানের এই যে একটি অমূলক সিদ্ধান্ত—যে, মওলা-বক্স্ রাগ রাগিণীর কিছুই জানে না, তোমার এই ভ্রম সিদ্ধান্তটি তোমার নিকটে তোমার নিজের অভিজ্ঞতার অকাট্য প্রমাণ। গোড়ায় তোমার উচিত ছিল আর পাঁচ জনের ন্যায় মওলা বক্সের গান মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া তাহার রসাস্বাদন করা; তাহার পরে তোমার উচিত হইত মওলা বক্সের নিকট অবকাশ মতে যাওয়া আসা করা এবং তাঁহার সহিত আলাপ-সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে সঙ্গীত-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব-সকলের সন্ধান ক্রমে ক্রমে জানিয়া লওয়া। তাহা না করিয়া তুমি সঙ্গীতের দুগ্ধপোষ্য বালক হইয়া অম্লান বদনে অত বড় একজন প্রবীণ ওস্তাদের ভুল ধরিতে কোমর বাঁধিয়া বসিয়া গেলে। সেরূপ ভুল ধরা কার্য্য মওলা বক্সের গুরুর পক্ষেই শোভা পায়, তোমার পক্ষে তাহা নিতান্তই অনধিকার-চর্চ্চা তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এই গেল দৃষ্টান্ত। যে কথাটি তোমাদের বোধ-সুলভ করিবার উদ্দেশে আমি এতক্ষণ ধরিয়া তাহার গোড়া-বাঁধুনি করিলাম, সে কথা এই ঃ—

ভক্তজনেরা পরমাত্মার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া তাহার রসাস্বাদনে তৎপর হ'ন। শুষ্ক তার্কিকেরা পরমাত্মার ভাব জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া তড়ি ঘড়ি তাহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হ'ন। পরমেশ্বরের হস্তের কার্য্যে অথবা ভাবের অভিব্যক্তির দোষগুণ বিচার করিবার অধিকারী হইতে হইলে সমস্ত বিশ্বভুবনের নিগূঢ় তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞানে আয়ত্ত করা চাই—দেবতারাও তাহা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। পরমেশ্বরের ভাব যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানে উদ্বোধিত হয়, তাহা পরমেশ্বরেরই ভালবাসার দান, আর, সেই জন্য তাহা তাঁহার জ্ঞান প্রেম এবং মঙ্গল আশীর্ব্বাদে পরিপূর্ণ, এক কথায়—তাহা তাঁহার আপন সত্তায় পরিপূর্ণ। তাহা জ্ঞানে ঈষৎ উপলব্ধি করিবা-মাত্র গোড়াতেই যদি আমরা তাহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হই—তবে তাহার আমরা রসাস্বাদন করিব কখন্। মনে কর এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সর্ব্বজগতে একই প্রকার মূল নিয়মের আধিপত্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে একই অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যের নিয়মের প্রভাবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-চক্র ভ্রাম্যমান হইতেছে এবং যেখানে যাহা কিছু হইতেছে যাইতেছে—তাহা তাহারই প্রভাবে হইতেছে যাইতেছে। এ যখন তিনি বুঝিতে পারি-

লেন, তখন তাঁহার উচিত যে, তিনি আপন আত্মাতে সেই পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার জ্ঞানালোকের, প্রেম-মাধুর্য্যের এবং মঙ্গল-প্রভাবের রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হ'ন। মনে কর যে, তাহা তিনি করিতে ভার-বোধ করিয়া, গোড়াতেই এই একটা কূট তর্ক উত্থাপন করিলেন যে, পরমাত্মা বাস্তবিকই মঙ্গল-স্বরূপ কি না। তিনি এইরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিলেন যে, চারিদিকে যখন দুর্ভিক্ষ মারীভয় উচ্ছৃঙ্খল প্রতাপে আধিপত্য করিতেছে, তখন কেমন করিয়া বলি যে, পরমেশ্বর মঙ্গল-স্বরূপ। ইঁহার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, কাহাকে বলে মঙ্গল, কাহাকে বলে অমঙ্গল, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ তোমার জ্ঞানেরই প্রসাদাৎ। সেই যে তোমার জ্ঞান, যাহার প্রসাদে তুমি মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারিতেছ, সে জ্ঞান তুমি তোমার আপনার নিকট হইতে পাও নাই; পাইয়াছ তাহা পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ। সে জ্ঞান এরূপ আশ্চর্য্য চমৎকার প্রদীপ যে, তাহার আলোকে কি মঙ্গল এবং কি অমঙ্গল তাহা তুমি চক্ষু বুজিয়াও দেখিতে পাইতেছ এবং চক্ষু মেলিয়াও দেখিতে পাইতেছ। সে জ্ঞান তুমি পাইয়াছ পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ ইহাতে আর সংশয় নাই। তবেই হইতেছে যে, সে জ্ঞানের গাত্রে পরমেশ্বরের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ এবং করুণা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। পরমেশ্বর যে, মঙ্গল-স্বরূপ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই তো তুমি হাতে হাতে দেখিতে পাইতেছ, এমন যে অমূল্য রত্ন জ্ঞান—পরমেশ্বর তোমাকে তাহা অকাতরে প্রদান করিয়াছেন ইহা তুমি দেখিতে পাইতেছ; অথচ সেই জ্ঞান দিয়া তুমি পরমেশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সেই যে জ্ঞান যাহা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে প্রদান করিয়াছেন তাহা কি অভিপ্রায়ে তিনি তোমাকে প্রদান করিয়াছেন? তাঁহার অভিপ্রায় অতীব সুস্পষ্ট; তাহা এই যে, সেই জ্ঞান-দ্বারা কি মঙ্গল এবং কি অমঙ্গল তাহা তুমি বুঝিতে চেষ্টা করিবে; আর, তোমার সদ্বুদ্ধিতে তুমি যাহা মঙ্গল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে তাহাকে কার্য্যে ফলাইতে চেষ্টা করিবে; আর, যাহাকে অমঙ্গল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে, তাহার যাহাতে প্রতীকার হইতে পারে তাহার যথাসম্ভব বিহিত উপায় অবধারণ করিবে, এবং সেই উপায় অবলম্বন করিয়া অমঙ্গলের প্রতীকার-চেষ্টায় তৎপর হইবে। তোমার জ্ঞান নিজেই যখন ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ তখন সেই প্রমাণের উপর ঐকান্তিক নির্ভর করিয়া তোমার নিজের সাধ্যানুসারে তুমি জগতের মঙ্গল-সাধন করিতে চেষ্টা কর—আর জ্ঞানের এই কথাটিতে বিশ্বাস করিবে যে পরমাত্মাই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় তোমাকে দিয়া সাধন করাইয়া লইতেছেন। তাহা যদি কর, তবে তুমি তোমার আপনারই হাতের কাজে, আপনারই মনের ভাবে, আপনারই জাগ্রত জীবন্ত জ্ঞানে, পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবের বহুতর নিদর্শন প্রাপ্ত হইবে। এরূপ দৃঢ়তর নিদর্শন প্রাপ্ত হইবে যে, তাহার গাত্রে যত দিক্ দিয়া যতই কুতর্কের ইষ্টক প্রস্তর আসিয়া পড়ুক না কেন, সমস্তই নিমেষমাত্রে চূর্ণ হইয়া ধূলি রাশিতে পরিণত হইবে। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তুমি যদি তোমার ক্ষুদ্র

জ্ঞানকে সারা জগৎ কার্য্যের ব্যবস্থা প্রণালীর ছিদ্রান্বেষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে প্রধান বিচার-পতির আসনে উপবেশন করাও, তাহা হইলে একজন চাসাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাজ-সিংহাসনে বসাইলে তাহার দশা যেরূপ হয়, তোমার জ্ঞানের দশা অবিকল সেইরূপ হইবে। জ্ঞানের অসদ্ব্যবহার কাহাকে বলে, এখন বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। তাহা কি? না আপনার অধিকারোচিত কর্ত্তব্য কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার ক্ষমতা-বহির্ভূত অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়া। কিন্তু জ্ঞানের অসদ্ব্যবহারই কি জ্ঞানের সর্ব্বস্ব? এমন যে অমূল্য রত্ন জ্ঞান তাহার কি কোনো প্রকার সদ্ব্যবহার নাই। ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানের সদ্ব্যবহার কি? না পরমাত্মাকে আত্মাতে দর্শন করিয়া অনুপম আনন্দ-রসের আস্বাদন করা। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তু, তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। জ্ঞানের প্রসাদে যাঁহাদের মন নির্ম্মল হইয়াছে তাঁহারা অখণ্ড পরব্রহ্মকে ধ্যান যোগে দেখিতে পা'ন। অতএব, কোনো সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি বিশ্বাসের অনুচিত পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞানের প্রতি যেরূপ অভক্তি প্রকাশ করেন, সেরূপ করা কখনই উচিত নহে। আগে সিন্ধুঘোটক আমার চক্ষের সম্মুখে বিরাজমান হইলে তবে তো বিশ্বাস হইবে যে, এটা সিন্ধুঘোটক। জ্ঞান বিশ্বাসের আজ্ঞাধীন ভৃত্য নহে; বিশ্বাসই জ্ঞানের সঙ্গের সঙ্গী। যে বিশ্বাসের গোড়ার কথা শুদ্ধ কেবল বিশ্বাস-কর্ত্তার ইচ্ছা, তাহা বিশ্বাসই নহে, তাহা বিশ্বাসের একটা ভান-মাত্র। জ্ঞানে যাহা সত্য বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহার প্রতি স্বভাবতই জ্ঞাতার বিশ্বাস উৎপন্ন হয়; তখন আর কাহাকেও বলিতে হয় না যে, তুমি এটা বিশ্বাস কর। এইরূপ বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস। গায়ের জোরে বিশ্বাস করা অজ্ঞানের লক্ষণ, আর, তাহারই নাম অন্ধ বিশ্বাস। সত্যের জোরে বিশ্বাস করাই জ্ঞানের লক্ষণ, আর, তাহাই প্রকৃত বিশ্বাস। "আমি অপূর্ণ" এ কথাটি যেমন সত্য এমন আর কিছুই নহে; আর তাহা খাঁটি সত্য বলিয়া, তাহা যেমন জ্ঞানে স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি, এমন আর কিছুই নহে। আর একটু স্থিরভাবে প্রণিধান করিলেই, ছায়ার পর-পৃষ্ঠে যেমন আলোকের দর্শন পাইতে পারি, তেমনি অপূর্ণতার পর পৃষ্ঠে পূর্ণ স্বরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিতে পারি। কেননা, আলোক মূলে না থাকিলে যেমন ছায়া থাকিতে পারে না; পূর্ণ পুরুষের সত্তা উপলব্ধি নিগূঢ়রূপে মূলে বর্ত্তমান না থাকিলে আপনার অপূর্ণতার উপলব্ধি সম্ভবে না। অতএব মনুষ্য-জ্ঞানের এরূপ ক্ষমতা আছে যে, সে পরিপূর্ণ পরমাত্মাকে আপনারই আত্মার পর পৃষ্ঠে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে—আর, সে তাহার ক্ষমতা পরমেশ্বরেরই প্রদত্ত। অতএব, আগে বিশ্বাস, পরে জ্ঞান, এ কথা ঠিক্ নহে। কিন্তু এটা ঠিক্ যে, শ্রদ্ধা বা ঐকান্তিক বিশ্বাস প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গী। আত্মাতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইয়াছে, অথচ ব্রহ্মের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে নাই, ইহা অসম্ভব। জ্ঞানের সহচরী যেমন শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার সহচরী তেমনি ভক্তি প্রীতি। আমরা যখন আপনার আত্মার অপূর্ণতার পরপৃষ্ঠে পরিপূর্ণ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের অধিষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তখন আমাদের প্রীতি ভক্তি এবং আনন্দ পশ্চাতে থামিয়া থাকিতে পারে না। তখন আমা-

দের প্রীতিভক্তির সুবিমল আনন্দ আপনা হইতেই উদ্বেলিত হইয়া অন্তরতম পরমাত্মাকে প্রিয়তমরূপে বরণ করে। পরমাত্মা যাঁহার প্রিয়, পরমাত্মার সমস্ত সৃষ্টিই তাঁহার প্রিয়। দেবতাকে যিনি ভক্তি করেন তিনি দেবমন্দিরের একটি ক্ষুদ্র বালুকণাকেও মাথায় করিয়া পূজা করেন। যিনি অন্তরের সহিত কাহাকেও স্নেহ বা প্রীতি করিয়াছেন—আমার এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইবে না। যাঁহারা আত্মীয় স্বজনের প্রতি, বন্ধু বান্ধবের প্রতি, অথবা বাহিরের লোকদিগের প্রতি অন্তঃকরণে দ্বেষ হিংসা করেন, মুখে কটু-কাটব্য প্রয়োগ করেন, এবং কার্য্যে অসদ্ভাব প্রদর্শন করেন, তাঁহারা পরমাত্মাকে অন্তরে যে কেমনতর উপলব্ধি করেন, কেমনতরই বা প্রীতি ভক্তি করেন, সে বিষয়ে অনেকের অনেক প্রকার সন্দেহ জন্মিতে পারে, আর, সে সন্দেহ যে নিতান্তই অমূলক তাহা নহে। প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বরোপাসনা তিনপ্রকার, মনের উপাসনা, কাজের উপাসনা, এবং মুখের উপাসনা। পরমাত্মাকে অন্তরের সহিত প্রীতি-ভক্তি করা মনের উপাসনা; বৈধ প্রণালীতে আত্মপর নির্বিশেষে সর্ব্বজনের হিতসাধন করা কাজের উপাসনা; স্তোত্রাদি পাঠ করা মুখের উপাসনা। তিনের সঙ্গে তিনের মিল থাকিলেই ঈশ্বরোপাসনা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়; শুধু কেবল মুখের উপাসনা উপাসনাই নহে।

৫ই ভাদ্র বুধবার।

পরমেশ্বর সর্ব্বজগতের গুরু। তাঁহার সুনিপুণ শিক্ষাপ্রণালীর স্পষ্ট নিদর্শন নিকৃষ্ট জীবজন্তুদিগের মধ্যে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে সেরূপ দেখিতে পাইবার এখনো সময় হয় নাই। মনুষ্য যাহাতে হাত দ্যায়, তাহাই আপনার অপক্বতা-দোষে বিকৃত করিয়া ফ্যালে। বিড়ালদের জীবন-নির্ব্বাহোপযোগী যতকিছু প্রয়োজনীয় কার্য্য সমস্তই তাহারা শৈশবাবস্থায় স্ব স্ব মাতার নিকট হইতে শিক্ষা করে। মনুষ্যশিশুও প্রথমাবস্থায় কথা কহিতে শেখে, হাঁটিতে শেখে, ন্যায়-সঙ্গত আচার ব্যবহার করিতে শেখে সমস্তই মাতার নিকট হইতে। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাই উক্ত হইয়াছে মাতা পরমকো গুরুঃ। মাতা পরম গুরু। তাহার পরে বালকেরা যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের হস্তে সমর্পিত হয়, তখন তাহারা প্রকৃতির মুক্ত বায়ু হইতে একপ্রকার কারাগারের বদ্ধ বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়। নিকৃষ্ট জীবদিগের পক্ষে কার্য্য-শিক্ষাই যথেষ্ট—কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে কার্য্য-শিক্ষা যেমন প্রয়োজনীয় সেই সঙ্গে ধর্ম্ম-শিক্ষা ততোধিক প্রয়োজনীয়। ধর্ম্ম-শিক্ষা না হইলে মনুষ্য মনুষ্যই হইতে পারে না। এক্ষণে, মনুষ্যের ধর্ম্ম-শিক্ষা চতুর্দ্দিকের ভদ্র সমাজের সংসর্গ হইতে যোগে যাগে যতটুকু হয়, তাহাই তাহার পরম সৌভাগ্য; তা বই, এক্ষণকার গুরুদিগের নিকট হইতে তাহা প্রত্যাশা করা নিতান্তই দুরাশা। আর আর শিক্ষা কার্য্য কলে চলিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম-শিক্ষা সেরূপে চলিতে পারে না। ধর্ম্ম-শিক্ষা বিশিষ্ট-রূপে প্রাণের শিক্ষা। ধর্ম্মের শিক্ষা-গুরু প্রথমতঃ আপনি সুশিক্ষিত হইবেন; দ্বিতীয়তঃ শিষ্যদিগকে প্রাণের সহিত শিক্ষা দিবেন। যে গুরু শুধু কেবল আপনার প্রভুত্ব সমর্থন করিবার জন্য শিষ্যদিগকে শাসন করেন, সে গুরু স্বহস্তে শিষ্যদিগের গুরুভক্তির মূলোচ্ছেদ করেন। শিষ্যদিগকে ভবিষ্যৎ কালের কাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাদের স্কন্ধে কতকগুলি বাঁধা-প্রণালীর ভার চাপাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা শুধু কেবল সেরূপ বাঁধা-প্রণালীতে চালানো যাইতে পারে না। ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইলে আপনার হৃদয়ের কষ্টিপাথর দিয়া শিষ্যের যথার্থ অভাব কোন্ স্থানটিতে—জ্ঞানে, বা হৃদয়ে বা কার্য্যে তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক অবগত হওয়া চাই, এবং সেই অনুসারে তাহার জন্য অল্পে অল্পে শিক্ষার অন্ন যোগানো চাই। আর একটি গুরুতর কথা এই যে, ধর্ম্ম-শিক্ষা শুধু কেবল জ্ঞান-শিক্ষা নহে—তাহা বিশিষ্টরূপে কার্য্য-শিক্ষা। চিকিৎসকেরা আপনারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, ঔষধ প্রকৃতিকে সাহায্য করে মাত্র, তা বই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঔষধের বিশেষ কোনো ফলদায়কতা নাই। তেমনি কোনো গুরুই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মকার্য্যের শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন না—কেননা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা একমাত্র মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরেরই কার্য্য। মনুষ্য-গুরু দূরে দাঁড়াইয়া সে কার্য্যের যথাসাধ্য পোষকতা করিতে পারেন এই পর্য্যন্ত। মনুষ্য-গুরু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে অনেক সময় বিপরীত ফল হয়। এক ব্যক্তি হয় তো জ্যোতিষ শিক্ষা করিলে ঈশ্বরের মহিমার মধ্যে ঈশ্বরকে জাজ্বল্যমান দেখিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিত; যেহেতু তাহার মনের আবেগ স্বভাবতই জ্যোতিষের দিকে; এরূপ শিষ্যকে গুরু যদি জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতে বারণ করিয়া, ক্রমাগত বেদাধ্যয়ন করা'ন, তাহা হইলে তিনি অনভিজ্ঞতা-বশতঃ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিপরীতাচরণ করেন। বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মকার্য্যের গুরু স্বয়ং পরমেশ্বর। এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে, নির্জ্জনে দিবসের কর্ত্তব্য-কার্য্যের উপদেশ পরম গুরু পরমেশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রার্থনা করি; এবং আপনার আপনার কল্পনাকে নিস্তব্ধ রাখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় যথাসম্ভব ঠিক্ ঠাক্ বুঝিতে চেষ্টা করি। তাহা হইলে সাধারণতঃ কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাও জানিতে পারিব এবং বিশেষতঃ আপনার আপনার স্বতন্ত্র প্রকৃতির উপযোগী কর্ত্তব্য কার্য্য কি—তাহাও জানিতে পারিব; জানিতে পারিয়া স্থির-ভাবে দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিব।

---

১৩ ভাদ্র বুধবার।

ঈশ্বরের আরাধনা-কালে দুইটি বিষয় উপাসকের সবিশেষ দ্রষ্টব্য; সে দুইটি বিষয় এই যে, পরমাত্মা সত্য-স্বরূপ এবং তিনি মঙ্গল-স্বরূপ। কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে যখন আমি আমার সম্মুখে দর্শন করি, তখন প্রথমে আমি তাঁহার বাস্তবিক সত্তা উপলব্ধি করি, তাহার পরে তাঁহার অন্তঃকরণের সদ্ভাব উপলব্ধি করি। তাঁহার সত্যভাব এবং মঙ্গলভাব দুইই একসঙ্গে উপলব্ধি করি। যদি তিনি শুদ্ধ কেবল আমার মনের কল্পনা-মাত্র হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারিত না; আবার, এরূপ যদি হইত যে, তাঁহার বাস্তবিক সত্তা আছে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে শুভ সংকল্প নাই, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারিত না। অতএব ঈশ্বরের আরাধনা-কালে তাঁহাকে সাক্ষাৎ

সত্যরূপে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করা উপাসকের প্রথম প্রয়োজন, এবং তাঁহাকে মঙ্গলময় পুরুষরূপে উপলব্ধি করা উপাসকের দ্বিতীয় প্রয়োজন। দুইই সমান প্রয়োজন। পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ সত্যরূপে উপলব্ধি করা, কোন প্রকার কষ্ট কল্পনার ব্যাপার নহে। তোমার কোন পূজ্য ব্যক্তি যখন তোমার সম্মুখে উপস্থিত হ'ন, তখন তুমি কি কর? তখন তুমি তাঁহাকে আকাশ-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার বাস্তবিক সত্তা সাক্ষাৎ উপলব্ধি কর; তিনি যখন অনুপস্থিত থাকেন, তখন তুমি কি কর? তখন তুমি তাঁহাকে স্মরণ কর এবং তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান কর। পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী—তিনি কোনো কালে কোনো স্থানে অনুপস্থিত নহেন। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া এবং ধ্রুব সত্তা নিখিল আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে। আকাশের সত্তা যেমন, সর্ব্বত্রই সমান—তেমনি পরমাত্মার ধ্রুব সত্তা এখানেও যেমন, ধ্রুব নক্ষত্রেও তেমনি সর্ব্বত্রই সমান। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, এইখানেই তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য জাগ্রত জীবন্ত দেবতা-রূপে বর্ত্তমান। আমরা যখন আমাদের সম্মুখস্থিত কোনো বস্তুতে খণ্ড আকাশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করি, তখন সেই সঙ্গে অখণ্ড মহাকাশের সত্তা সেইরূপই প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করি; কেন না, খণ্ড আকাশ অখণ্ড মহাকাশের অন্তর্ভূত। আবার, 'যখন আমরা নিমীলিত নেত্রে আকাশের ধ্যান করি, তখন আমরা পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছি তাহারই ধ্যান করি—নূতন কোনো কিছুর ধ্যান করি না। ব্রহ্মোপাসক তেমনি পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ সত্যরূপে উপলব্ধি করিবার সময় তাঁহাকে যেমন নিখিল বিশ্বভুবনের জাগ্রত দেবতারূপে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেন, তেমনি পরমাত্মাকে ধ্যান করিবার সময় পরমাত্মাকে পূর্ব্বে তিনি যেরূপ প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছেন—সেইরূপই ধ্যান করেন—নূতন কোন প্রকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন না।' ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে যে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" পরমাত্মার দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক। আর ইহার তাৎপর্য্য যাহা লেখা রহিয়াছে তাহা এই :—

পরমাত্মার দর্শন করিবেক, অর্থাৎ তাঁহার এই বিশ্বকার্য্যে তাঁহার জ্ঞান-শক্তি মহিমা প্রতীতি করিবেক ও সকলের প্রাণরূপে তাঁহাকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানিবেক এবং আচার্য্যের নিকটে তাঁহার মহিমা-প্রতিপাদক উপদেশ বাক্য সকল অতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেক। জগতে তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া এবং আচার্য্যের নিকট হইতে তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহার মনন করিবেক, এবং পরে তাঁহার নিদিধ্যাসন করিবেক, তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে আত্মার সমাধান করিবেক। যখন আমরা কেহই ছিলাম না—আমাদের শরীর ছিল না—আমাদের হৃদয়ও ছিল না—যে, তাহার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে ধ্যান করিব, তখনও যেমন একমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মা সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া জাগ্রত [illegible] দেবতারূপে বর্ত্তমান ছিলেন—এও তেমনি [illegible] তিনি এখানে বর্ত্তমান [illegible]য়াছেন—এইরূপ [illegible] গ্রহ জানিয়া তাঁহার স[illegible]াতে নিঃসংশয় হওয়া [illegible] করে এবং সেই সঙ্গে তঁাহাকে সকল মঙ্গলের [illegible] উৎসলাধার জানিয়া শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করা উপাসকের পক্ষে নিতান্তই কর্ত্তব্য। তাহার পরে, নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য। নিদিধ্যাসন কি? না পরমাত্মাতে আত্মার সমাধান। যেমন তোমার হৃদয়বন্ধুকে প্রথমে তুমি দর্শন কর; তাহার পরে তাঁহার সহিত মনের কথা বিনিময় কর, এবং কিছুকাল সেইরূপ করিতে করিতে পরিশেষে যেমন তাঁহার আত্মার সহিত তোমার আত্মা একতানে মিলিত হইয়া যায়—তেমনি, ভক্তিভরে পরমাত্মার আরাধনা করিতে করিতে যখন তাঁহার সহিত আত্মা একতানে মিলিত হইয়া যায় তখন তাহারই নাম নিদিধ্যাসন। এইরূপ নিদিধ্যাসন ঈশ্বরারাধনার চরম ফল। তখন সাধক দেখিতে পা'ন যে, "বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং" বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধভাবে নিখিল আকাশে অবস্থিতি করিতেছেন এক তিনি পরমাত্মা, তাঁহার দ্বারা সমস্ত বিশ্বভুবন পরিপূর্ণ।

গঙ্গাতীরে পথিকের গান।

গঙ্গাতীরে ব'সে ব'সে কেও গান গায়
উদাসীর মত হ'য়ে চারিদিকে চায়,
দূরে কত তরী চলে নীরবে গঙ্গায়
তপন প'ড়েছে ঢ'লে অস্তাচলে যায়,
উড়ে যায় দলে দলে কত গাঙ চীল
ঠিক যেন ছবি আঁকা এ শূন্যে সুনীল,
কি মধুর স্বপ্নময় হেরি চারিদিক!—
স্বভাব দেখিয়া প্রাণ হয় স্বাভাবিক;
সাধ হয় লোকালয় কোলাহল ছাড়ি,
গঙ্গাতীরে এ বিজনে করি মোর বাড়ি,
অহর্নিশি করি ধ্যান করি উপাসনা
ত্যজি' হলাহলময় বিষয় বাসনা;
যে গাহে, তাহার মত হইয়া উদাস
সাধ রে আমিও গাই হ'য়ে তাঁর দাস।

ব্রত সাধন।

কেবলি বেড়াই খুঁজে, মানিনা বারণ,—
সূক্ষ্মভাব জগতের কার্য্য ও কারণ;
খুঁজিতে খুঁজিতে পথে কত পাই বাধা,
কিন্তু তবু মনে হয় চাই ব্রতসাধা,
বাধা বিঘ্ন ঠেলে' ফেলে' চলিবারে পথে,
সফল করিতে জ্ঞান—সিদ্ধ মনোরথে।
তাহা যদি নাহি করি হইয়া অলস,
তা'হলে, আমিতো জড় মাটির কলস;—
মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া যাব কোথা কি আঘাতে,
বুঝিতে নারিব তেজ ঘাত প্রতিঘাতে;—
অন্ধকারে ব'সে ব'সে আলোক-অভাবে,
ছাতা প'ড়ে যাবে মোর সমুদয় ভাবে;
ভাল রূপে দেখিবারে নারিব স্বভাবে;—
বুঝিতে সৃষ্টির ভাব, স্রষ্টার প্রভাবে।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন। এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এত বৎসর জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ই কার্ত্তিক সোমবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের "চতুস্ত্রিংশ" ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইবে, ভক্ত ব্রাহ্মগণ যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া সুখী করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫০৫৸৶৬
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৫৪২৷৵৬
সমষ্টি	...	১০৪৮৷৵০
ব্যয়	...	৫৩৮৷৴৬
স্থিত	...	৫১০ ৻৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১০৻৬
	৫১০৻৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৬৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১৫৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
১০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু মাণিকলাল দত্ত
১৲

২২৬৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১০৸৬

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা
৪৲

" " অধরচন্দ্র পাল, ক্ষীরপাই
৩৷৵০

" " দিগম্বর দত্ত, ঐ
৻৬

" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, ধুবড়ী
৩৷৵০

১০৸৬

পুস্তকালয়	...	২০৷৶০
যন্ত্রালয়	...	২৪৮৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৸০
সমষ্টি		৫০৫৸৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৫৷৴০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৩৩৶০
পুস্তকালয়	...	১২৷৵৯
যন্ত্রালয়	...	১৩৪৸৵৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৷০
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	৩০৲
সমষ্টি		৫৩৮৷৴৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

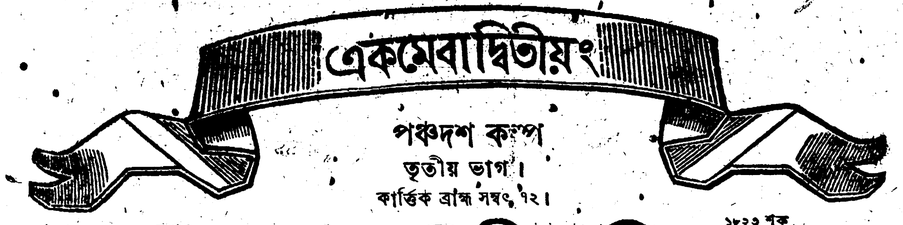

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৬৯৯ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

গার্হস্থ্য উপাসনা-মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	৯৩
মৃত্যু চিন্তা	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	...	...	৯৮
উন্নতি ও আত্মদর্শন	(শ্রী সুরথনাথ মুখোপাধ্যায়)	...	...	১০০
প্রেরিত	(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)	...	...	১৯৪
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore,		...	...	29
The Geeta Society		...	...	31

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ১ কার্ত্তিক, শুক্রবার।

তত্ত্ববোধনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLORS

SANTINIKETAN PRIZE.

of

Rupees Three Hundred.

For the best "Life and Teachings of Maharshi Devendra Nath Tagore, Prodhan Acharya of the Brahmo Somaj" in Bengali offered by one of his humble and admiring disciples, to be read at the next Santiniketan anniversary to be held on the 7th. Pous 1308 B. S. on the occasion of the anniversary of the initiation day of Maharshi.

A committee of the following gentlemen will award the prize in consultation with the giver.—

1. Babu Umesh Chandra Dutta B. A.
2. Bhai Trailakshya Nath Sanyal.
3. Babu Jogindra Nath Bose (Deoghar)

The copy right will belong to the writer. The style must be simple, chaste and classic Bengali. The copies must reach the undersigned by the 5th, Agrahayana 1308.

The committee will reserve to itself the power of expunging any portion that may seem to them objectionable, and of withholding the prize if the compositions do not come up to the mark.

All communications on the subject should be addressed to.

6 Dwarkanath Tagore's Lane,
Jorasanko. Calcutta
25. 6. 01

Hemendra Nath Sinha

[Friendly papers kindly quote.]

বিজ্ঞাপন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক (বঙ্গানুবাদ)	মূল্য	১৲
উত্তর-চরিত নাটক।	ঐ	„	১।০
রত্নাবলী নাটক।	ঐ	„	৸০
মালতীমাধব নাটক।	ঐ	„	১৷৵০

(নবপ্রকাশিত)

মৃচ্ছকটিক নাটক	ঐ	„	১৷৷০
মুদ্রা-রাক্ষস নাটক	ঐ	„	১।০
মালবিকাগ্নিমিত্র	ঐ	„	৸০
বিক্রমোর্ব্বশী নাটক	ঐ	„	৸০
মহাবীর চরিত নাটক	ঐ	„	১৷৷০

২০১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের—পুস্তকালয়ে এবং ২০৯ নং কর্ণয়ালীস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৬৯১ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

গার্হস্থ্য উপাসনা মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ।

১৯ ভাদ্র বুধবার।

পরমেশ্বরের উপাসনা প্রীতিভক্তির উপাসনা—হৃদয়ের উপাসনা। ঈশ্বরোপাসনা-কালে প্রত্যেক উপাসকের কর্ত্তব্য যে, তিনি প্রীতি-ভক্তির উপহার লইয়া উপাসনা-মণ্ডপে উপস্থিত হ'ন; তা বই, শুষ্ক জ্ঞান লইয়া পরম মঙ্গলালয় এবং পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মার সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া নিতান্তই অবিধি। শ্রদ্ধাবান্ এবং ভক্তিমান্ উপাসকেরা যখন চক্ষু মুদিত করিয়া পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করেন, তখন শ্রদ্ধাভক্তি এবং প্রীতির সহিত ধ্যান করেন, আবার যখন উন্মীলিত নেত্রে তাঁহার বিশ্বব্যাপী মহিমার মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করেন, তখন শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতিরই সহিত নমস্কার করেন। ব্রহ্মোপাসনা-মন্ত্রের প্রথমেই রহিয়াছে

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।"

যে দেবতা অগ্নিতে যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি। এইরূপে যখন আমরা পরমাত্মাকে নিখিল ভুবনে তাঁহার মহিমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করি, তখন তাহা লৌকিক ধাঁচার নমস্কার নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি-ভক্তিরই নমস্কার। তেমনি আবার, আমরা যখন নিমীলিত নেত্রে তাঁহাকে সত্যং জ্ঞানং অনন্তং রূপে হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধ্যান করি, তখন তাহা শুষ্ক জ্ঞানের মস্তিষ্ক পরিচালনা নহে, তাহা শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতিরই পথানুবর্ত্তী ধ্যান।

আমরা যখন আমাদের কোনো প্রিয় বন্ধুর নিকটে গমন করি, তখন আমরা হৃদয়ের প্রীতি লইয়াই তাঁহার নিকটে গমন করি। তাহার পরে, তাঁহাকে যখন সম্মুখে প্রত্যক্ষ করি, তখন তাঁহাকে প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টিতেই দর্শন করি; এবং তাঁহাকে আমরা যাহা কিছু বলিয়া সম্ভাষণ করি, সমস্তই আমাদের হৃদয়ের প্রীতিরই উচ্ছ্বাস। তাহার পরে যখন আমরা বন্ধুর

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLORS

সন্নিধান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে মনে ভাবি অর্থাৎ হৃদয়ে ধ্যান করি, তখন সেই বন্ধুকেই প্রীতির সহিত ধ্যান করি। এরূপ নহে যে; প্রত্যক্ষ করিবার সময় এক বন্ধুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম—ধ্যান করিবার সময় আর এক বন্ধুকে ধ্যান করিতেছি। তেমনি, আমাদের যিনি আরাধ্য দেবতা—বিশ্বারাধ্য পরমাত্মা, তিনি এক ভিন্ন দুই নহেন—তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। প্রত্যক্ষ করিবার সময় তাঁহাকেই আমরা তাঁহার বিশ্বব্যাপী মহিমার মধ্যে—অযুত কোটি নক্ষত্র-খচিত গগন-মণ্ডলে—ওষধিতে বনস্পতিতে—গিরি-নদী-সমুদ্রে—জনাকীর্ণ মনুষ্য-সমাজে—প্রত্যক্ষ বিরাজমান দেখি এবং ধ্যান করিবার সময়ে তাঁহাকেই আমরা ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং অন্তরীক্ষের একমাত্র বরণীয় দেবতা-রূপে হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধ্যান করি। একটি কথা এখানে সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত; সে কথা এই ঃ—

আমরা যখন আমাদের কোনো প্রিয়-বন্ধুকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করি, তখন তাঁহার দৃশ্য অবয়ব-মাত্রকেই আমরা সর্ব্বস্ব মনে করি না; তাঁহার হৃদয়ের সদ্ভাব এবং আর আর নানাবিধ গুণ যাহা চক্ষে দেখা যায় না তাহাও সেই সময়ে সেই সঙ্গে জাগ্রত জীবন্ত রূপে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পাই। তেমনি আবার, তাঁহাকে যখন আমরা অন্তরে ধ্যান করি, তখন তাঁহার সেই সমস্ত গুণ এবং ভাবই আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে জাগরূক হইয়া উঠে; তা বই, সে সমস্ত গুণ এবং ভাবের সহিত সম্পর্ক-রহিত নূতন কোনো প্রকার গুণ বা ভাব তখন আমাদের মনের অভ্যন্তরে অধিকার প্রাপ্ত হয় না। আমরা আমাদের প্রিয় বন্ধুকে সাক্ষাতে দর্শন করিবার সময়, তাঁহাকে যত প্রকার সদ্‌গুণে বিভূষিত দেখিয়াছিলাম, তাঁহাকে ধ্যান করিবার সময় তাহার একটি গুণও আমরা ছাড়ি না—তাঁহাকে ধ্যান করিবার সময় অবিকল সেই সমস্ত সদ্‌গুণে তাঁহাকে আমরা সাজাইয়া তুলি; কিন্তু তাহা করিয়াও আমাদের আশ মেটে না। যাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত ভালবাসি, তাঁহাকে শুধু কেবল ধ্যান-নেত্রে দর্শন করিয়া এবং মনের মতো করিয়া স্মৃতির রত্নাগারের অলঙ্কারে সাজাইয়া আমাদের আশ মেটে না। তিনি যে, আমাদের মনের কল্পনা-মাত্র নহেন পরন্তু একজন জ্যান্ত মানুষ—তিনি যে স্বচ্ছন্দ শরীরে জীবিত রহিয়াছেন ইহার সটীক সমাচার অবগত হইবার জন্য আমাদের মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল হয়; আর, সেই জন্যই আমরা তাঁহাকে কেবল স্মরণ-মন্দিরে দর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারি না—তাঁহাকে প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হই; যদিচ স্মরণ এবং প্রত্যক্ষের মধ্যে শুদ্ধ কেবল দৃশ্যাদৃশ্যের প্রভেদ, তদ্ভিন্ন আর কোনো প্রভেদ নাই। এই দৃষ্টান্তটিতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, যাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের প্রীতি আছে তাঁহাকে শুধু কেবল স্মরণে উদ্বোধিত করিয়াই আমাদের মন তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না; তিনি যে **যথার্থ সত্য** ইহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের জ্ঞানে ধ্রুবরূপে প্রতীয়মান হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতম মহাবাক্যের প্রথমেই রহিয়াছে **সত্যং**, তাহার পরে রহিয়াছে **জ্ঞানং**, তাহার পরে—**অনন্তং**। পরমাত্মাকে জাজ্বল্যমান **সত্য** রূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার নামই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা। জ্ঞান এবং জ্ঞানের ন্যায় আর

যত-যত-প্রকার আধ্যাত্মিক উপাধি আছে, যেমন—করুণা, ন্যায়, মঙ্গল, শক্তি, সমস্তই সত্যের অন্তর্ভূত। যদি জ্ঞান প্রেম প্রভৃতি উপাধি-সমূহ সত্য না হইত, তাহা হইলে তাহাদের কাহারো কোনো মূল্য থাকিত না। মিথ্যা-জ্ঞানের নাম জ্ঞান নহে—মিথ্যা জ্ঞানের নাম ভ্রম; মিথ্যা প্রেমের নাম প্রেম নহে—মিথ্যা প্রেমের নাম কপটতা; মিথ্যা শক্তির নাম শক্তি নহে—মিথ্যা শক্তির নাম মায়ার ভান। সত্যের সহিত যাহা সম্পর্ক-রহিত তাহা **নাস্তি**—তাহা কিছুই না। আমরা যদি কেহই না থাকি—তথাপি সত্য থাকিবেন; আর যখন সত্য থাকিবেন; তখন সবই থাকিবে; জ্ঞান থাকিবে, প্রেম থাকিবে, মঙ্গল থাকিবে, সবই থাকিবে। কেননা, সবই সত্যের অন্তর্ভূত; অন্তর্ভূত কেবল নয়—পরন্তু সত্যের সহিত ওতপ্রোত ভাবে তন্ময়ীভূত।

এইটি এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে, সকল বিষয়েরই যেমন একটি ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, সত্য উপলব্ধি করিবারও সেইরূপ একটি ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে; সে নিয়ম এই ঃ—

ঈশ্বরের শক্তি যখন আমাদের অভ্যন্তরে শক্তি-সঞ্চার করে, তখন তাহার গুণে আমরা সর্ব্বপ্রথমে বাহিরে অর্থাৎ আকাশে সত্য উপলব্ধি করি, পরে তাহাই আমরা অন্তরে ভাবি অর্থাৎ ধ্যান করি; তাহা যখন করি তখন সেই সত্য জ্ঞান-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে; আর তখনই আমরা সত্যং জ্ঞানং এই দুই বাক্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করি; তাহার পরে যখন জ্ঞান এবং সত্য, (অন্তর এবং বাহির) একযোগে একই সত্যরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, তখনই আমরা "অনন্তং" এই বাক্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করি। যে সত্য সমস্ত বিশ্বভুবনে এবং নিখিল আকাশে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই সত্যকেই আমরা অন্তরে ভাবনা করি; তাহার পরে সেই ভাবনার পরিপক্ক অবস্থাতে অন্তরে এইরূপ আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া উঠে যে, যে সত্য আমাদের অন্তরে পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন এবং এখনো আছেন, সেই সত্যকেই আমরা বাহিরে উপলব্ধি করিয়াছি;—যে সত্য আমাদের অন্তরে নিগূঢ়রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই সত্যই বাহিরে সর্ব্বজগতে সকলের সমক্ষে প্রকাশমান রহিয়াছেন—যাঁহার চক্ষু আছে তিনি তাহা দেখিতে পা'ন; যেহেতু সত্য এক বই দুই নহেন। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, বাহিরে সকল স্থানে আমরা পরমাত্মার সত্য-ভাবের প্রকাশ তো দেখিতে পাই না; অনেক স্থানে বরং তাহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাই;—মৃগতৃষ্ণিকায়, মনুষ্যের কপট ভক্তিতে, ভেল্কিবাজির কুহকে, আমরা অসত্যেরই তো প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই। সকল বস্তুতেই আমরা ঈশ্বরের সত্যভাব দেখিতে পাই না, এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু কেন পাই না? আমরা অপূর্ণ, আমাদের চক্ষু ফোটে নাই, তাই আমরা দেখিতে পাই না। ঈশ্বর আপনাকে আমাদের নিকটে প্রকাশ করিবার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনাকে আবরণ করিয়া রাখিবার জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। আমাদেরই অপূর্ণতা বশতঃ আমরা কোথাওবা সত্য দেখিতে পাই, কোথাওবা সত্য দেখিতে পাই না। যেখানে যেখানে আমরা সত্যের ভাব সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, সেইখান হইতে সত্য ক্রমে যখন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্তর বাহির সমস্ত

জুড়িয়া ভূমারূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিবেন তখন আমরা জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে সত্যই প্রকাশমান দেখিতে পাইব—তখন মিথ্যা একেবারেই মিথ্যা হইয়া যাইবে। কিন্তু সত্যকে সেরূপ জাগ্রত জীবন্ত ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে বিশিষ্টরূপ সাধনের প্রয়োজন ; এই জন্যই ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্য উপলব্ধি করিবার একটি নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, আর তাহাই স্বাভাবিক সাধনের পথ। সে পথ এই যে, সমগ্র প্রকৃতির মধ্য হইতে যে এক সত্যের ভাব সর্ব্বসমক্ষে আপনা আপনি ফুটিয়া বাহির হইতেছে—যেখানে কাহারো কল্পনা কার্য্য করিয়া বিকৃতি উদ্ভাবন করিতে পারে না, যেখানে সকলেই আমরা ঈশ্বরের হস্তের সাক্ষাৎ নিদর্শন জাজ্বল্যমান উপলব্ধি করিতে পারি, সর্ব্বপ্রথমে সেইখানে সত্যকে উপলব্ধি করাই সকলের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক, আর, যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট উপায়। প্রথমে যখন আমরা সেই স্বাভাবিক উপায়-সূত্র অবলম্বন করিয়া সত্যকে ধরিতে পারিব, এবং পরে যখন সেই সত্যকে আমরা অন্তরে জ্ঞানজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ দেখিব, এবং তাহার পরে যখন সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় একই অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যকে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব তখন অসত্য বলিয়া একটা মিথ্যা বিভীষিকা আমাদের অন্তঃস্ফুরিত সত্যজ্যোতির সম্মুখে এক মুহূর্ত্তও দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে না।

নানা লোকে পরমেশ্বরকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে নানারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাতে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি সমর্পণ করেন, এবং তাঁহাদের অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস যে, তাহাই যথার্থ সত্য। কিন্তু তাহা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ প্রকার কল্পনার সৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টির ন্যায় বা ঈশ্বরের শক্তি-স্ফূর্ত্তির ন্যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য হইতে পারে না। আমি যখন আমার প্রিয়বন্ধুকে মনে মনে কল্পনা করি, তখন যাহা আমি কল্পনা করি তাহা আমার নিজের সৃষ্টি ; আর তাহা আমার নিজের সৃষ্টি বলিয়া, তাহার বাস্তবিক সত্তা নাই। কিন্তু সেই বন্ধুকে যখন আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করি, তখন যাহা আমি দর্শন করিতেছি তাহা আমার নিজের সৃষ্টি নহে, পরন্তু তাহা পরমেশ্বরের সৃষ্টি ; আর পরমেশ্বরের সৃষ্টি বলিয়া তাহা বাস্তবিক সত্য। পরমাত্মাকে যখন আমরা আরাধনা করি, তখন তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তবিক সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে প্রীতি ভক্তি সমর্পণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ; কেন না সেইরূপে তাঁহার উপাসনা করিলেই আমাদের জ্ঞান এবং প্রেম দুয়েরই চরিতার্থতা হয়। আর, যেরূপ উপাসনাতে জ্ঞান এবং প্রেম দুয়েরই চরিতার্থতা হয়, তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনা।

এইটি এখানে সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, আমাদের অন্তর এবং বাহির দুই-ই ঈশ্বরের সৃষ্টি ; আর দুই-ই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়া দুয়েতেই আমরা তাঁহার সত্য সুন্দর এবং মঙ্গল ভাবের দর্শন পাইতে পারি। যে সত্য আমাদের অন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছে, তাহাই আমরা বাহিরে প্রত্যক্ষ করি—পর্ব্বতের বাস্তবিক সত্তাতেও তাহাই আমরা প্রত্যক্ষ করি, রেণুকণার বাস্তবিক সত্তাতেও তাহাই আমরা প্রত্যক্ষ করি, ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্ব্বত্র তাহাই আমরা প্রত্যক্ষ করি ; আবার, যে সত্য আমরা রেণুকণার বাস্তবিক সত্তাতে, পর্ব্বতের বাস্তবিক সত্তাতে, স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষের বাস্তবিক সত্তাতে প্রত্যক্ষ করি, তাহাই আমরা আমাদের অন্তঃকরণে ধ্যান করি ; যেহেতু সত্যস্বরূপ পরমাত্মা একমেবাদ্বিতীয়ং ; এরূপ নহে যে, তিনি অন্তরে একরূপ সত্য, বাহিরে আর একরূপ সত্য। একই অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ পরমাত্মার ধ্রুব সত্তাতে বিশ্বভুবনের অন্তর বাহির সমস্তই পরিপূর্ণ। একই পরমাত্মা অন্তর এবং বাহির দুয়েতেই আপন ব্যক্তাব্যক্ত মহিমায় প্রকাশ পাইতেছেন। পরমেশ্বরের যিনি যথার্থ ভক্ত, তিনি পরমাত্মাকে যেমন অন্তরে উপলব্ধি করেন, তেমনি বাহিরেও উপলব্ধি করেন ; তদ্ব্যতীত, পরমাত্মা অন্তরেই আছেন বাহিরে নাই, অথবা বাহিরেই আছেন অন্তরে নাই, এ ভাব তাঁহার মনেই আসে না। যাঁহারা পরমাত্মাকে অন্তরে দেখেন তাঁহারাই তাঁহাকে বাহিরের সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিয়া জনসাধারণের প্রতি প্রেম এবং সদ্ভাব বিস্তার করেন ; এবং যাঁহারা পরমাত্মাকে বাহিরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখেন তাঁহারাই তাঁহাকে অন্তরে দেখেন। একই অদ্বিতীয় পরমাত্মা সর্ব্বজগতের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই প্রকাশমান রহিয়াছেন—যে সাধকের চক্ষু ফুটিয়াছে তিনিই তাহা দেখিতে পা'ন। কিন্তু পরমাত্মাকে হৃদয়াভ্যন্তরে উপলব্ধি করিবার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বাহিরে পরমেশ্বরের শক্তিস্ফূর্ত্তিতে পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার সময় আমরা তাঁহারই সৃষ্টিতে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু সাধনের অপক্ক অবস্থায় আমরা তাঁহাকে আপন আপন অন্তরে উপলব্ধি করিবার সময় আমাদের অজ্ঞানতা বশতঃ অনেক সময় আমাদের নিজের কল্পনার সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিয়া ফেলি ; কেন ? না যেহেতু আমরা আপনাকে এবং আপনার কল্পনার সৃষ্টিকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি অপেক্ষা বেশী ভাল বাসি। ফল কথা এই যে, সাধক খুব উচ্চ অবস্থায় না উঠিলে তিনি এ কথা কখনই অসঙ্কোচে বলিতে পারেন না যে, আমি আপনা অপেক্ষাও পরমাত্মাকে প্রীতি করি ; আর, যিনি আপনার অপেক্ষাও পরমাত্মাকে প্রীতি করেন—আপনার কল্পনার সৃষ্টি অপেক্ষা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া তাঁহারই পক্ষে সম্ভবে। এই জন্য সাধনের প্রথমাবস্থায় যিনি পরমাত্মার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব প্রত্যক্ষবৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে প্রথমে বাহিরে পরমাত্মার কার্য্যে তাহা প্রত্যক্ষ করাই সহজ এবং বিঘ্নবর্জ্জিত ; যেহেতু বাহিরের বস্তুর বাস্তবিক সত্তার উপরে আমাদের কাহারো কোনো কর্ত্তৃত্ব খাটে না, সুতরাং সেখানে আমাদের কল্পনা কারিকরী করিয়া যথার্থ সত্য হইতে আমাদের জ্ঞান-চক্ষুকে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া আপনার কৃত্রিম শোভায় ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। সাধক যখন পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মহিমার মধ্যে তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম, ধ্রুবসত্তা, অপ্রতিম সৌন্দর্য্য, প্রশান্ত মঙ্গলভাব, এবং অপরাজিত মহতী শক্তির কর্ত্তৃত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতি সংশয় রহিত হইবেন এবং তাহার পরে যখন তিনি সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব অন্তরে ধ্যান করিবেন, তখন আর তাহাতে তাঁহার নিজের কল্পনা মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তখন একই অদ্বিতীয় সত্য স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরমাত্মা অন্তর বাহির সকল স্থান হইতেই যথার্থ সত্য রূপে সাধকের সন্নিধানে প্রকাশিত হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাই উক্ত হইয়াছে যে, "তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" তিনি

সর্ব্ব জগতের অন্তরেও আছেন বাহিরেও আছেন। পরমাত্মাকে শুদ্ধ কেবল বাহিরের বস্তুতে অথবা শুদ্ধ কেবল ধ্যান-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের এবং পূর্ণত্বের অপলাপ করা হয়। তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ দেখিলে তবেই তাঁহার ভূমা মহান্ ভাবের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করা হয়। অন্তরে তাঁহার সত্তা বাহিরে তাঁহার প্রকাশ—এবং সেই তাঁহার প্রকাশে সেই তাঁহারই সত্তা, যাঁহার জ্ঞানে একযোগে প্রকাশিত হয়, তাঁহারই সমক্ষে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহা বাক্যটির নিগূঢ় তাৎপর্য্যের যবনিকা উন্মুক্ত হইয়া যায়। তাহা যখন হয় তখন তাঁহার অন্তর এবং বাহির একতানে মিলিত হইয়া সত্য-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে।

মৃত্যু চিন্তা।

মৃত্যু সে অমৃত সোপান।

মৃত্যুচিন্তায় ভয় শোক ও আনন্দ তিনই মিশ্রিতভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। সুখে দুঃখে অটল, ঈশ্বরে সমর্পিতচিত্ত প্রফুল্ল উদারপ্রকৃতি এবং অন্তকালে বীরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের আচরণ আলোচনা করিতে আত্মার এক বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মে। আমরা মনে মনে এই সকল মহাপুরুষদিগকে আদর্শস্থানীয় বিবেচনা করি। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়া থাকে। উন্নতমনা ব্যক্তি সকলের পরলোকগমন রাজগণের যুদ্ধযাত্রার ন্যায় এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। সাধারণ লোকে ইহার প্রশংসা করে বটে, কিন্তু অনুকরণ করিতে পারে না। মহাপুরুষদিগের মৃত্যু বিষয়ে চিন্তা করিলে কল্পনাপথে যেরূপ প্রবল বেগে ভাব উদয় হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। পৃথিবীর উপকারী অথচ নির্দ্দোষ লোক বিনা অপরাধে যখন নিষ্ঠুর অজ্ঞান লোকের নিকট প্রাণ হারায় তদ্দর্শনে তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। জগতের উপকারী হইয়া যখন বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন, সে কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! কে এমন পাষাণহৃদয় আছে, যে তাহা স্মরণ করিয়া অদ্যাপি অশ্রুপাত না করে, এবং তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি উপহার না দেয়। তিনি তাঁহার শত্রুর জন্য, মৃত্যুকালেও প্রার্থনা করিতেছেন—এবং বলিতেছেন—পিতঃ এই সকল লোক জানে না যে তাহারা কি করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর। যখন বড় যন্ত্রণায় অস্থির, তখন সেই শেষ মুহূর্ত্তে বলিলেন, "পিতঃ কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে," আর বাক্য নাই, নীরব!

সক্রেটিস্ যখন বধ্যভূমিতে উপস্থিত তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে কি অপূর্ব্ব বিশ্বাস-জ্যোতি বহির্গত হইতেছিল। কি নির্ভীক তাঁহার হৃদয়।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"

এই মন্ত্র তখন তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিতেছিল। দেবতারাও সে তান আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন। কি আনন্দের সহিত তিনি হেমলক রস পান করিলেন, তিনি যেন আনন্দের সহিত বিদেশ হইতে স্বদেশে, বা কোন মনোহর তীর্থস্থানে যাইতেছেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার বিচারপতিগণকে যে রূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি।

হে বিচারপতিগণ! আপনারা আমাকে, মৃত্যুর সন্নিধানে পাঠাইতেছেন, ইহাতে আমার কত যে সুবিধা, তাহা কি বলিব। এই দুইয়ের এক না হইয়া যায় না। মৃত্যু হয় ইন্দ্রিয়গ্রাম হরণ, না হয় নব জীবনে উপনীত করিবে। যদি ইন্দ্রিয় সকল চলিয়া গেল, তবে মৃত্যু ত এক স্বপ্নবিহীন নিদ্রা। যাহা আমরা এখানে কখন কখন সম্ভোগ করি। তবে মৃত্যু কি প্রার্থনীয় নয়? এ অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর অবস্থা এ জীবনে উপস্থিত হয় কি? আর এ কথা যদি সত্য হয়, যে মৃত্যুই অমৃত নিকেতনের একমাত্র পথ, তবে আপনাদের মত বিচারপতির অপেক্ষা প্রকৃত বিচারপতির নিকট উপস্থিত হওয়া কি আনন্দের বিষয় নহে? অমৃতধামে প্রিয় জনের সহিত মিলিত হইলে ও মহাত্মাগণের সহিত নির্ভয়ে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়ে কথোপকথন করিলে কি সুখই না লাভ করিতে পারিব! আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমাকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন, তাঁহারা যেন মৃত্যুভয়ে ভীত না হন। ভাল লোক জীবিত বা মৃতই হউক, তাঁহার মন্দ কখনই হয় না। কারণ তিনি ঈশ্বরের আদেশে কার্য্য করিয়া থাকেন। আমি অদ্য যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি বিশ্বাস করি না, যে ইহা আপনা আপনি আসিয়াছে! আমি আমার বিচারপতিগণকে এখন এইমাত্র বলিতে চাই আপনারা যে মনে করিতেছেন আমার প্রতি মরণ দণ্ডাজ্ঞা দিয়া আমার ক্ষতি করিলেন, ইহা আপনাদের অত্যন্তই ভ্রম। আমি আপনাদিগকে অনেক ক্ষণ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আর না। আমি এখন মৃত্যুর মধ্যে গমন করি, এবং আপনারা বিষয় কর্ম্মের মধ্যে গমন করুন। এখন আমাদের মধ্যে কে সৌভাগ্যবান, ঈশ্বরই তাহা জানেন, মনুষ্য তাহা জানে না। পরিশেষে নির্ভীক প্রহ্লাদের কথা বলি। আসন্ন মৃত্যু জানিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,

"পাষাণের ভার নয়রে ভারী,
পাপের ভারই গুরু অতি।
তিল পরিমাণে পাপের ভার,
সৈতে পারে সাধ্য কার।

অতএব এই সকল মহাত্মা যে অবস্থা বিশেষে ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন—বা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুকে কত সহজ মনে করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেও আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইতে পারে।

হে ঈশ্বর! মর্ত্ত্যলোকে জীবন নিয়ত বিপদে বেষ্টিত ও দুঃখে আবৃত। অতএব ধর্ম্মপথে থাকিয়া দুঃখের উপশমান্তে আমরা যেন পরিশেষে তোমার শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইতে পারি। কোথায় মঙ্গলময়—দয়াময়, তুমি তোমার ধরাধামকে কেন সুখের রাজ্য কর নাই, তাহা তুমিই জান। মিল্টন বলিতেন "এই মর্ত্ত্যলোক অতি দীন এক বিন্দু কৃপা পাত্র" পিতা গো! সহস্র দুঃখের মধ্যে আত্মপ্রসাদ ও তোমার প্রসাদ দাও। এখানে ইহা ভিন্ন আর ত্রাণ নাই।

এ ঘোর অন্ধকারময় স্থানে তোমার প্রেমমুখজ্যোতি দেখিতে দাও। কেমনে দেখিব নাথ! মোহ আঁধারে হৃদয় যে আচ্ছন্ন! কোথা তুমি! সংসার-যাতনায় প্রাণ অস্থির। দগ্ধ আমরা। তোমার চরণের সুশীতল ছায়ায় স্থান দাও।

"শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর,
অতি অগাধ আনন্দ রাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা
করিব নির্ব্বাণ,

ভুলিব সংসার—
অসীম সুখ সাগরে ডুবে যাব।”

উন্নতি ও আত্মদর্শন।

“উন্নতি! উন্নতি!! উন্নতি!!! কি মধুর বাক্য! জগতের অগ্নিপরীক্ষা! জীবনের প্রধান প্রহেলিকা! উন্নতির কোলাহলে সমগ্র বিশ্বসংসার বিধূনিত; ঐ দেখ, শত শত পথিক কর্ণভেদী কোলাহলে বসুন্ধরাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া উন্নতি-মার্গে অগ্রসর হইয়াছে; সকলেরই লক্ষ্য একদিকেই কেন্দ্রীভূত। যেন কি এক অজ্ঞেয় প্রমথী মত্ততায় সকলেই উন্মত্ত, অনুপ্রাণিত; সকলেরই উদ্দেশ্য,—অদৃষ্টের কঠোর যবনিকা ভেদ করিয়া সুদূরবর্ত্তিনী উন্নতির পবিত্র পুণ্যমন্দিরের অন্তর্লীন হইব। অনেকেরই অদৃষ্ট-পোত কালসাগরে বিপন্ন; “দৈবেন দেয়ং” এই কাপুরুষোচিত মন্ত্রে জীবনকে দীক্ষিত করিয়া, কালের পানে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; নিরাশার নিষ্পেষণে আত্মার অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ। ভাবনায় কঙ্কাল পরিদৃশ্যমান। আবার তন্মধ্যে কেহ কেহ, অমানুষ প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের জ্বলন্ত বহ্নি-সম্পাতে, দৈবকে অচিরাৎ ভস্মীভূত করিয়া, “উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ”, এই মহামন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পুরুষকারের আগুনে দৈবকে আহুতি প্রদান করিতেছেন। হায়! এরূপ ভাগ্যবান সংসারে কয় জন? শঙ্করাচার্য্য, শাক্যসিংহ ও চৈতন্যের মত কয় জন ধর্ম্মোন্নতির বিদ্যুৎপ্রভায় জগতের চক্ষু ঝলসিত করিতে পারেন? সংসারে রমণীমোহন, সুন্দরীমোহন, সজনীকান্ত, সুকুমার, ও প্রভাতকুমার প্রভৃতির অভাব নাই; কিন্তু তন্মধ্যে রুষো, ভল্টেয়ার, ম্যাট্‌সিনি, নেপোলিয়ান, ওয়াশিংটন, প্রতাপসিংহ কয়জন আছেন?

We can not logically declare the children of God to be equal before God, and unequal before man.”

এরূপ প্রাণস্পর্শী জীবন্ত সত্য কয়জন সংসারে ঘোষণা করিতে পারেন? তাহা হয় না! তাহা শকলে পারে না! এবিষয়ে, প্রবুদ্ধ দর্শনের মুখেও আশার বাণী শুনা যায় কৈ? দর্শন বলেন,—“বহিঃস্থ শক্তিপুঞ্জের নিয়মন ও বিরোধী অবস্থার সমন্বয় সাধন করিতে পারিলেই, মানুষ সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়।” কিন্তু হায়! বাহ্যশক্তি ও ঘটনাচক্রের নিষ্পেষণে তুচ্ছ মানবীয় ক্ষমতা কতক্ষণ অব্যাহত থাকিতে পারে? এই ভয়ঙ্কর প্রলোভনের স্রোতে পড়িয়া মানবের ধৈর্য্যতরী কতক্ষণ অবিকম্পিত ও অটল থাকিতে পারে? উক্ত শক্তিপুঞ্জের নিকট মানবীয় ক্ষমতার অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করিতে, কবির কল্পনাকেও মৌনাবলম্বী হইতে হয়। এ উন্নতি-রহস্যের মীমাংসা করিবে কে?

যেখানে আশা, নিরাশার প্রভাবও সেখানে পূর্ণভাবে বিরাজমান। নিরাশা অনুদিন আশার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া, করাল জিহ্বা বিস্তারে জীব জগতকে গ্রাস করিতে উদ্যত। যিনি যে পরিমাণে নিরাশাকে দমিত করিতে সমর্থ, উন্নতির আশ্রয় লাভ তাঁহার পক্ষে সেই পরিমাণে সুলভ।

উন্নতি হয় কিসে? উন্নতির উপাদান কি? প্রধানতঃ, আত্মদর্শন বা জীবনের অসম্পূর্ণতা অনুভব করিবার ক্ষমতাই উন্নতির প্রধান উপাদান। অসম্পূর্ণতা অনুভব করিলেই, হৃদয়ে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠে; অনুতাপ হইতে অন্তরে উদ্দীপনার আবির্ভাব হয়; উদ্দীপনার পন্থা অবলম্বন করিয়া মানব উন্নতি-মন্দিরে উপনীত হইতে পারে। ফলতঃ অনুতাপ না থাকিলে, উন্নতির প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সুদূর-পরাহত। মনস্বী কারলাইল বলিয়াছেন;—“Of all acts is not for a man repentance the most divine”? বাস্তবিক, এই মূল্যবান মহাবাক্যের প্রত্যেক বর্ণই সত্য। যে হৃদয় অনুতাপের বিষদংশনে অধীর হয় নাই, সে জীবন পশু জীবনের নামান্তর মাত্র। ক্ষুধা-অগ্নি-শূন্য হইলে, পরিপাক ক্রিয়ার অভাব বশতঃ শরীর যেমন পরিপুষ্ট ও বলশালী হয় না, তদ্রূপ, অনুতাপ অগ্নির সংমিশ্রণ না থাকিলে আত্মার প্রভূত পরিপুষ্টি ও পূর্ণবিকাশ হইতে পারে না। অনুতাপ মহাপাপীর হৃদয়কন্দরস্থ বিষবৃক্ষের উন্মূলন করিয়া, তাহার মৃতকল্প জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। মানবের সুপ্ত তেজ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে; সৎসাহস, কোমলতা, বিনয় প্রভৃতি জাগরিত হইয়া চিত্তবৃত্তি নিচয়ের পবিত্রতা সম্পাদন করে। ফলতঃ উন্নতিই, অনুতাপের প্রকৃষ্ট পরিপাক ও পরিণতি। যে হৃদয় একদিন নীরস, কঠিন, কর্কশ, ভীষণ শ্মশানবাপীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, অনুতাপের মিশ্রণ থাকিলে, তাহাই আবার একদিন মনোরম মানস-সরোবরে পরিণত হইতে পারে।

আত্মদর্শন—এই পরিদৃশ্যমান সংসারে, কোন মনুষ্যই সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ নহে। একটী না একটী অভাব সকলেরই আছে। কুটীরবাসী দরিদ্র হইতে সৌধবাসী নরেশ্বর পর্য্যন্ত এক একটী অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অহর্নিশ কাতর প্রাণে কালক্ষয় করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই অভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা সকলের সমান নাই। কেহ সত্যবাদী হইয়া আপনাকে সাধারণ অপেক্ষা উন্নত মনে করিতেছেন, আবার কেহ “সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্,” এই মহাবাক্যের সম্মান রক্ষণে আপনাকে অক্ষম ভাবিয়া অনুতাপ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন; কেহ দার্ব্বীনের (Darwin) ক্রম-বিকাশ-তত্ত্বের দুই পংক্তি, মিলের সাম্যবাদ ও হিতবাদের একছত্র, কোঁৎ, বেন্থামের দুই এক পত্র উদরস্থ করিয়া আপনাকে পরম জ্ঞানী বিবেচনায়, অহঙ্কারে ধরাকে শরাব্ জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেছেন, কেহ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আক্ষেপে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এত শাস্ত্র পাঠ করিলাম, কিন্তু মন প্রশস্ত হইল কৈ? এতদিন দিবসকে রজনী, রজনীকে দিবসে পরিণত করিয়া, বার, তিথি, নক্ষত্র, বিস্মৃত হইয়া অধ্যয়ন করিলাম, কিন্তু হৃদয় এত দুর্ব্বল কেন? নাস্তিকতা ও সংশয়-বুদ্ধি হৃদয়কে অশান্তির অগ্নিতে দগ্ধ করে কেন? স্বার্থচিন্তা ও কাপট্য পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে শিখিলাম কৈ? এত শিক্ষা করিয়াও যেন আত্মতৃপ্ত হইতে পারি না।”* “আমার পাপ-লিপ্সা বোধ হয় অতিশয় প্রবলা, নতুবা পাপ করিবার সম্ভাবনা আমাকে এত ব্যথিত করে কেন? * ইত্যাদি রূপে বিলাপ করিতেছেন। চরিত্রের অসম্পূর্ণতা, কাহারও হৃদয়ে অনুদিন ব্যথার সঞ্চার করিতেছে, আবার কেহ সে বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে

* শেষোক্ত খেদোক্তিটী মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল।

উদাসীন থাকিয়া, অম্লান বদনে চরিত্র-হীনতার পুরীষ-পঙ্কে গা ঢালিয়া দিতেছে।

ইহাতেই একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চিত্তবৃত্তি সমূহের সম্পূর্ণ শুদ্ধি-সম্পাদন, এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে অতি অল্পসংখ্য মানবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তবে এক কথা এই যে, সংযম, সত্যাসক্তি, ও পাপানুষ্ঠানে বিরতি প্রভৃতি অভ্যাস করা মানব জীবনে অসম্ভব নহে, কিন্তু মানসক্ষেত্র হইতে পাপচিন্তার মূলোৎপাটন করা, জগৎকে পবিত্র চক্ষে অবলোকন করা, এবং আত্মগৌরবকে চিরতরে মন হইতে অপসারিত করা, মানব ক্ষমতার অতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহা কেবল অলৌকিক দেব জীবনেই সম্ভবপরণ

যে কোন বিষয়ের জ্বালাময়ী চেষ্টাই সেই বিষয়িণী উন্নতির একমাত্র প্রসূতি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অনুতাপ ব্যতীত উন্নতি লাভ হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া, কেবল অনুতপ্ত হইলেই উন্নতি-দেবীর সুপ্রসাদ লাভ করা যায় না। জীবনের সংকীর্ণতা, দুর্ব্বলতা, ও মলিনতা, যন্ত্রণার সহিত অনুভব করিতে হইবে; নতুবা অনুতাপ কোন ক্রমেই কার্য্যকরী হইবে না। জীবনের অসম্পূর্ণতা যন্ত্রণার সহিত অনুভব না করিলে, হৃদয়ে আদৌ অনুতাপের সঞ্চার হইতে পারে না।

এক্ষণে উক্ত অনুভূতি লাভ করা যায় কিরূপে? মোটামুটি এক কথায়, বিবেকই এই অনুভূতির উন্মেষণ বিষয়ে একমাত্র সহায় ও অবলম্বন। কিন্তু বিবেকের আবির্ভাব সকলের হৃদয়ে সকল সময়ে হয় না কেন? এ প্রশ্নের সমাধান করিবে কে? তবে এ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে * মানব নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রজ্ঞার দাস। প্রজ্ঞার নির্দ্দেশ প্রহেলিকা-পূর্ণ। উহা মানবকে এমন পথ দেখায় না, যে পথ আশ্রয় করিলে সে নিশ্চয়ই স্বীয় গন্তব্য স্থানে অবাধে পৌঁছিতে পারে। একেবারে শত সহস্র পন্থা, প্রজ্ঞা লোক-লোচন সমক্ষে স্থাপিত করে, অথচ কোন্ পথটী ভাল, কোন্টী মন্দ, কোন্টী স্বর্গের সোপান, কোন্টী নরকের অবতরণিকা, তাহা সে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় না। মানুষ এই তুমুল সমস্যায় পতিত হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে। সে প্রজ্ঞানির্দ্দিষ্ট যে কোন একটী পন্থা অবলম্বন করে বটে, কিন্তু কোন্ পথে গমন করিতেছে তাহা সে জানে না। সুতরাং এই বিপদসঙ্কুল জীবনসংগ্রামে মানুষকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়। সুখের সময় মনুষ্য এক চক্ষুতেই সমস্ত বস্তু অবলোকন করে; বিপদে পড়িলে বাধ্য হইয়া তাহাকে সকল বিষয়ের দুই দিক দেখিতে হয়; সকল বিষয়ের দুই দিক না দেখিলে সত্য নির্ণয় হয় না। বিবেক অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় মানবের হৃদয়মন্দিরে অবস্থান করে; যে সমস্ত কলঙ্ক হৃদয়ের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে, বিপদে পড়িলেই সেই নিদ্রিত বিবেক জাগ্রৎ হইয়া সেই সকল দোষের ছবি তাহার মানসমুকুরে আনয়ন করে। মানব-জীবনের সুখ দুঃখের রহস্য বুঝি এইরূপেই উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। বিবেকের সাহায্যে মানুষ নিজের অভাব অনুভব করিতে শিক্ষা করে; অভাব বোধে সক্ষম হইলেই হৃদয়ে স্বতঃই অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠে। এইজন্যই বুঝি সুখের সহিত দুঃখের এই অপূর্ব্ব মিশ্রণ।

প্রথমতঃ আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা মনের প্র-

* ১৩০৭, শ্রাবণ সংখ্যার সাহিত্যে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত "ধর্ম্মের প্রমাণ" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

ত্যেক চিন্তাকে বিপক্ষের চক্ষু দিয়া অবলোকন করিলে দেখিবে, তৎক্ষণাৎ কৃত পাপ, কত মালিন্য, কত দোষ, তোমার মানসদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; তোমার চিত্র যে কত কলুষিত, কত বিকৃত, তখন তাহা তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে। অমনি বিবেকের জ্বলন্ত-বর্ত্তিকা-হস্তে, তোমার অন্ধকার হৃদয়গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যাবতীয় দোষ খুজিয়া বাহির করিবে; তৎপরে তোমার সেই দূষিত চিত্রকে, একটী আদর্শ চিত্রের সহিত তুলনা করিলে দেখিবে যে, তোমাতে ও সেই আদর্শে আকাশ পাতাল প্রভেদ; সেই আদর্শের নিকট তোমার অস্তিত্ব কত ক্ষুদ্র,—কত মলিন! ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিলেই অনুতাপের উদয় হইলে। কি উপায়ে সেই আদর্শের সমকক্ষ হইতে সক্ষম হইব এই চিন্তাই তখন তোমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিবে। অনুতাপ-কণ্ডূতির অসহ্য তাড়নায় তখন তুমি আপনা আপনিই একে একে অভ্যস্ত দোষ নিচয়ের পরিহার করিয়া, উন্নতি দেবীর কঠোর সাধনায় মনঃপ্রাণ অর্পণ করিবে। এইরূপে সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে মন প্রশস্ত হইবে; কপটতা ও স্বার্থানুবর্ত্তিতার নিগড় শিথিল হইয়া আসিবে। তখন দেখিবে যে, উন্নতি দেবী শত সহস্র দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; সকল গুলিই সহজগম্য, নিরর্গল, ও অবারিত। তোমার পদেরও আর সে জড়তা থাকিবে না। যে পথ ইতঃপূর্ব্বে তোমার নিকট সমূহ বিপদসঙ্কুল ও দুর্গম বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তাহাই এখন যেন রাজবর্ত্মের ন্যায় সুগম হইয়া আসিবে। বিনয়, সৎসাহস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সাত্ত্বিকনীতি সমূহ তোমাকে জীবন-সংগ্রামে অহরহঃ রক্ষা করিবে। আপনার অভাব বোধে অভ্যস্ত হইলে, ধর্ম্মোন্নতি বল, জাতীয় উন্নতি বল, সামাজিক উন্নতি বল, সকল বিষয়েই তুমি যেন সেই পরম দয়াল ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত প্রত্যক্ষ করিবে। স্বীয় জীবনের অভাব বোধে সর্ব্বতোভাবে অভ্যস্ত হইলে, তখন আপনাপনি সেই অভাব বোধ ক্রমশঃ তোমার জাতি কিম্বা ধর্ম্মাজীবনে সংক্রামিত হইবে। তখন অনায়াসেই তুমি জগতের উপকার ও আত্মোন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। জগতের মহাপুরুষগণের জীবন-বৃত্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, তাঁহারা কেবল উপরি-উক্ত নিয়মের সূত্রাবলম্বনে উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুদ্ধ বল, চৈতন্য বল, ম্যাটসিনি বল, গ্যারিবণ্ডী বল, সাময়িক অভাব-বোধই সকলের উন্নতির একমাত্র মূলীভূত কারণ। একমাত্র অভাব-বোধই তাঁহাদিগকে উন্নতির পুণ্যমন্দিরে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ থাকে যে, দুই একবার বিফলমনোরথ হইলেই উদ্যম ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নহে। একদিনেই কিছু হয় না—রোমনগর একদিনেই গঠিত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য, নেপোলিয়ান, একদিনেই উন্নত হইতে পারেন নাই। প্রথম প্রথম উন্নতি মার্গে হাঁটিতে শিখিবার সময়, তোমার দুই একবার পদস্খলন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কেন না বিশ্বনিয়ন্তা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মই এই যে, মানুষ একেবারে ভ্রান্তি ও প্রমাদশূন্য হইতে পারে না। অতি বড় কামনাবিজয়ী মহাপুরুষগণও এ বিষয়ে স্পর্দ্ধা করিতে পারেন না। ন্যায় ও ধর্ম্মের অবতার প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকেও যমালয়ের কঠোর অভিনয় প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল। মানব! তোমার হৃদয় যতই সংযত হউক না কেন ঘটনাসংসর্গে, প্রবৃত্তির তাড়নায়, কোন না কোন সময়ে "অশ্বত্থামা হত গজ" তোমার মুখ হইতে বহির্গত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সংসারে তোমার স্থান অতি কঠিন। জগৎ প্রলোভনপূর্ণ, বিলাস-লালসা ও ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণেচ্ছা, তোমাকে চতুর্দ্দিক হইতে আকর্ষণ করিতেছে; সংসার-জলধির এই প্রচণ্ড আবর্ত্তে তোমার জীবন সর্ব্বদাই বিপন্ন। কবি বলিতেছেন,—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।"

এ বড় সহজ কথা নহে। এই বিপদ রা-

শির মধ্যে ভগবান মানুষের স্থান অধধারণ করিয়াছেন। পদস্খলনে হতাশ হইও না অনুতাপের আগুনে খাঁটী হইয়া উন্নতির পথে অবহিত হও, ক্লেশ অনেক লঘু হইয়া আসিবে। পড়িয়া গেলে বলিয়া ক্রন্দন করিও না। হউক তোমার নাম পক্ককেশ কিম্বা অশীতিপর, তুমি বলিতে পার, তোমার জীবন-সূর্য্য কালসাগরের অনন্ত-বেলায় ডুবু ডুবু হইয়াছে, কিন্তু ভাবিও, সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমপুরুষের অনন্ত-রাজ্যে তোমার নাম অস্ফুটভাষী, কিম্বা রোদন-সর্ব্বস্ব। এই ত কয়দিন হইল তুমি ন্যায় ও ধর্ম্মের পথে প্রথম চলিতে শিক্ষা করিতেছ। শিশু যেমন হাঁটিতে শিখিবার সময়, পদদ্বয়ের ভারকেন্দ্র স্থির রাখিতে না পারিয়া একবার পড়ে, একবার উঠে, এক একবার কাতর নয়নে মাতার মুখের দিকে সেই ইন্দীবর-বিনিন্দী নেত্র-যুগল সংযত করিয়া ক্রন্দন করে, তোমারও ঠিক সেই দশা। ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। যদি তুমি অনুতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া আত্ম-দর্শন লাভ করিয়া থাক, তবে অবশ্যই সেই মহাশক্তিরূপিণী, বিশ্বপ্রসবিনী মা তোমাকে কোলে তুলিয়া সান্ত্বনা দান করিবেন। নিশ্চয়ই জানিও যে, যখনই তুমি এই ভীষণ-তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-সাগরে কর্ণশূন্য তরীর ন্যায় লক্ষ্য স্থির রাখিতে না পারিয়া, পাপস্রোতে বহুদূর ভাসিয়া যাইবে, যখনই তুমি

"ধূলায় মলিন-বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
চলেছি নিরাশমনে সান্ত্বনা করগো দান"

বলিয়া কাতর ক্রন্দনে তাঁহাকে ডাকিবে, দয়াময়ী মা তখনই তোমাকে তাঁহার সেই চির শান্তিময় পবিত্র অঙ্কে স্থান প্রদান করিবেন। পদস্খলনে তোমার উপকার ব্যতীত অপকারের কোন সম্ভাবনা নাই। শিশুর পতনে যেমন তাহার অস্থিমজ্জা সবল হয়, ন্যায় ও ধর্ম্মের পথ হইতে স্খলিত হইয়া তোমার আত্মার অস্থিমজ্জাও সবল হইবে। আত্মা সবল হইলে, ভাগ্য-বিপর্য্যয় ও দৈববিড়ম্বনা তোমাকে বিত্রাসিত করিতে পারিবে না। নাস্তিকতা ও সংশয়-বুদ্ধি তিরোহিত হইবে। পাশ্চাত্য-দীক্ষা-নিয়ন্ত্রিত-শিক্ষা-বিকার-সুলভ মর্দ্দালস্য, বিলাসমদিরার পূর্ব্বরাগ-জনিত "কি জানি কেমন কেমন" একটা চিত্তচাঞ্চল্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। সারল্য, ঔদার্য্য, মহাপ্রাণতা, ও বিশ্ব-প্রেমিকতার অমৃত-প্রবাহ তোমার হৃদয়-সাহারায় এক দিব্য মারব-দ্বীপের সৃজন করিবে। ভারতের এই স্বেচ্ছাচারিতার দিনে, 'আবার সেই বেদগান-ঝঙ্কৃত অতীত পুণ্যযুগের অবতারণা হইবে। অহো! সেই সুখের দিন কত দূরে কে জানে!

প্রেরিত।

গত ১০ আশ্বিন তারিখে পরমপুণ্যবান পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবের কটক জেলার অন্তর্গত তালুক পাণ্ডুয়ার শুভ পুণ্যাহ কার্য্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে সমস্ত দিন ধরিয়া আনন্দ ও উৎসব হইয়াছিল। অতি প্রত্যূষকাল হইতে নহবৎ ও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়াছিল। কাছারিবাটী পত্র ও ফল ফুলে শোভিত হইয়াছিল। ধূপ ধুনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছিল। মধ্যাহ্নকালে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির পর ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। তৎপরে বহুসংখ্যক বালক বালিকাগণকে জলপান বিতরণ, এবং অতিথি অভ্যাগতও কাঙ্গালীগণকে ভোজন করান হইয়াছিল। অপরাহ্নে লাঠি ও তরবারি ক্রীড়া হইয়াছিল। প্রজারঞ্জনের জন্য রাত্রিকালে যাত্রা হইয়াছিল।

এই পুণ্যাহ উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া যে প্রার্থনা করা হইয়াছিল, তাহা প্রেরণ করিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা ও উপদেশ।

যাঁহার কৃপায় আমরা সম্বৎসর কাল সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অদ্য নব বর্ষে উপনীত হইয়াছি, যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা এবং মুক্তিদাতা বিধাতা, যিনি এই বিশ্ব রাজ্যের রাজা, যিনি আমাদের জন্য ধর্ম্ম অর্থ সুখ নিয়ত প্রেরণ করিতেছেন,

যাঁহার অনুগ্রহে আমরা প্রতিদিন অন্ন জল লাভ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছি, সেই মঙ্গলময় পিতার চরণে আইস, আজ আমরা সকলে বার বার নমস্কার করি, তাঁহাকে আমরা শত ধন্যবাদ প্রদান করি। আইস আজ আমরা সকলে মিলিয়া এই শুভদিনে ও এই শুভ পুণ্যাহের প্রথমে সেই সত্য-সুন্দর-মঙ্গল স্বরূপকে প্রীতি উপহার দিয়া জীবন সার্থক করি।

হে মঙ্গলময় পিতা! তুমি অনন্ত দয়ার সাগর, তুমি পরিপূর্ণ-প্রেমানন্দময়। তোমার মঙ্গলময় রাজ্যে অমঙ্গল কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কিছু দিন হইতে এ প্রদেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে কৃষকদিগের শস্য হানি হইতে দেখিয়া, সকলের মনে ত্রাশ ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল! কৃষকগণ বিপৎপাতে হত-চেতন হইয়া কোটিকণ্ঠে তোমাকে ডাকিতেছিল, বৃষ্টির জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছিল। ধন্য তোমার করুণা! ধন্য তোমার দয়া! হে করুণানিধান। তোমার দয়ার সীমা নাই। সম্প্রতি তোমার অপার করুণাবলে সুবৃষ্টি হওয়ায়, বিপৎপাতের আশঙ্কা অপসারিত হইয়াছে; কৃষকগণের হাহারব এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে। কৃষকগণ আবার হৃষ্টচিত্তে কাজ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং আমাদের ব্যাকুল হৃদয়েও আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে।

হে কৃষকনিচয়! তোমরা সেই মঙ্গলময় পিতাকে ভুলিয়া সংসার-মোহ-মদিরায় উন্মত্ত হইও না। তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিও না। তাঁহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ম্ম করিও না। যাহাতে লোকের মনে কষ্ট হয়, এমন কোন কার্য্য করিও না। তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্য সময়ে সময়ে তোমাদিগকে বিপদের বিভীষিকা প্রদর্শন করেন বটে; কিন্তু যখনই তোমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হও, তিনি তখনই তোমাদের উপর অজস্র করুণাবারি বর্ষণ করিয়া থাকেন, তিনি তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয়কে সুশীতল করিয়া থাকেন, তিনি তোমাদিগকে তাঁহার অভয় ক্রোড়ে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন। হে প্রজাবর্গ! তোমরা নিশ্চিত জানিও যে, মঙ্গল বিধাতার মঙ্গল হস্ত তোমাদের জন্য নিয়তই প্রসারিত আছে। অতএব তোমাদের সুখের সময় যদি তোমরা তাঁহার প্রসাদ স্মরণ না কর, আদি অন্ন পানে পুষ্ট হইয়া সেই অন্নদাতাকে মনে না কর, তাহা হইলে তোমাদের শ্রেয় নাই।

হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পিতা! আজ নব বর্ষের প্রথম দিনে কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কায়-মনো-বাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি এখানকার এই দীন হীন প্রজাগণের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন করিয়া দাও। ইহারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা বিধান কর। সকলের গৃহে সুখ শান্তি বিধান কর। ইহাদের ধর্ম্মে মতি দাও। তোমার সত্যধর্ম্ম ইহাদিগের নিকট প্রেরণ কর। এখানকার কর্ম্মচারীগণ সুস্থ শরীরে থাকিয়া, যাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। আর আমাদের সত্যনিষ্ঠ দয়াবান প্রজাপালক রাজার দীর্ঘায়ু প্রদান কর, এবং তাঁহার পরিবারবর্গের কল্যাণ কর। তোমার নিকট এই আমাদের প্রার্থনা, এই ভিক্ষা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০এ কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ-৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ ট-ার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৭৯১৮৶৯
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৫১০ ৻৬
সমষ্টি	...	১৩০২ ৻৩
ব্যয়	...	৭১৭।০
স্থিত	...	৫৮৪৮ ৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন	
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৮৪৮৩
	৫৮৪৮৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৪৮৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৩০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
১০৲
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়
১০৲
" " বনমালী চন্দ্র
১০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৲
" " হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী বসু
৪৲

এককালীন দান।

Mr M. Kadarappa
১০৲

৪৮৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৩৫।৶০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা
২৲
" " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ
৩৲
" " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ
৩৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ
৩৲
" " বনমালী চন্দ্র, ঐ
৩৲
" " কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ
৩৲
" " রামচন্দ্র সিং, ঐ
৩৲
" পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ঐ
৩৲
" মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর ঐ
৩৲
" রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর, ঐ
৩৲
" বাবু বিপিনবিহারী বসু, লক্ষ্ণৌ
৩৲
" " শ্যামলাল মিত্র, ঐ
৩।৶০

৩৫।৶

পুস্তকালয়	...	৮॥৶৬
যন্ত্রালয়	...	২৬১॥৶৩
গচ্ছিত	...	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১।০
সমষ্টি		৭৯১৮৶৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৩৪৮ ৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৭৯৶৩
পুস্তকালয়	...	১০॥৴০
যন্ত্রালয়	...	১৮৭৮৶
গচ্ছিত	...	৪৮ ৬
সমষ্টি		৭১৭।০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৭০০ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বৈরাগ্য উদ্দীপন	(শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি)	... ...	১০৭
ব্রাহ্মসমাজ ও সাধন	(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	... ...	১০৯
একটি অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্য	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	... ...	১১৩
বিনয় মাধুর্য্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে আত্মার প্রার্থনা	(শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	... ...	১১৩
বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু)	... ...	১১৩
ব্রাহ্মসমাজের স্বচ্ছগুরু	(উদ্ধৃত)	... ...	১১৬
সংবাদ		... ...	১১৮

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
[illegible] ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ১২ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLORS.

SANTINIKETAN PRIZE.

of

Rupees Three Hundred.

For the best "Life and Teachings of Maharshi Devendra Nath Tagore, Prodhan Acharya of the Brahmo Somaj "in Bengali offered by one of his humble and admiring disciples, to be read at the next Santiniketan anniversary to be held on the 7th. Pous 1308 B. S. on the occasion of the anniversary of the initiation day of Maharshi.

A committee of the following gentlemen will award the prize in consultation with the giver.—

1. Babu Umesh Chandra Dutta B. A.
2. Bhai Trailakshya Nath Sanyal.
3. Babu Jogindra Nath Bose (Deoghar)

The copy right will belong to the writer. The style must be simple, chaste and classic Bengali. The copies must reach the undersigned by the 5th, Agrahayana 1308.

The committee will reserve to itself the power of expunging any portion that may seem to them objectionable, and of withholding the prize if the compositions do not come up to the mark.

All communications on the subject should be addressed to.

6 Dwarkanath Tagore's Lane,
Jorasanko. Calcutta
25. 6. 01

Hemendra Nath Sinha

[Friendly papers kindly quote.]

বিজ্ঞাপন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক (বঙ্গানুবাদ)		মূল্য	২৲
উত্তর-চরিত নাটক।	ঐ	„	১৷০
রত্নাবলী নাটক।	ঐ	„	৸০
মালতীমাধব নাটক।	ঐ	„	১৷৵০
(নবপ্রকাশিত)			
মৃচ্ছকটিক নাটক	ঐ	„	১৷৷০
মুদ্রা-রাক্ষস নাটক	ঐ	„	১৷০
মালবিকাগ্নিমিত্র	ঐ	„	৸০
বিক্রমোর্ব্বশী নাটক	ঐ	„	৸০
মহাবীর চরিত নাটক	ঐ	„	১৷৷০

২০১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের— পুস্তকালয়ে এবং ২০৯ নং কর্ণয়ালীস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৭০০ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

বৈরাগ্য উদ্দীপন।

কতকাল পূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন রায় যে বৈরাগ্য-উদ্দীপক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, আমি আজি উৎসাহ সহকারে তাহা এই পবিত্র স্থানে পবিত্র কালে উচ্চারণ করিতেছি।

"একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ।
তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
এই যে মার্জ্জিত দেহ,
যাতে কর এত স্নেহ,
ধূলিসার হবে তার, মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান,
রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহ নাশ, না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত,
আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ।"

কঠোর শৈলোপরিও শৈবালের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কঠোর মৃত্যু-চিন্তা হইতেও, অমৃত-চিন্তা উপস্থিত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় সহিত মনুষ্য দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইতেছে—দগ্ধ করিবার সময় অন্যে মৃতদেহকে বারংবার আঘাত করিতেছে, তাহা আমি এখনি কল্পনাবলে দেখিতেছি। এই প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নি দেখিবা মাত্র—বা স্মরণ মাত্র মনে কি দারুণ বৈরাগ্যের উদয় হয়! ইহা পুনঃ পুনঃ ধ্যান-পথে জাগাইয়া রাখিলে, হৃদয়ে কি চির বৈরাগ্য মুদ্রিত থাকে না? অবশ্যই থাকে। অতএব এই যে তেজোময় চক্ষু যাহা ঈশ্বর আমাদের আনন্দ ও শিক্ষার জন্য দিয়াছেন, ভস্মীভূত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে যথাযোগ্য বিষয়ে নিয়োগ কর। কেন অভদ্র দর্শনে ইহার অপব্যবহার কর?

কেমনে ফিরিয়া যাও, না দেখি তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে, চির অন্ধকারে॥
মহান্ বিশ্বেতে থাকি,
বিস্ময় বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে, এ বিশ্ব মাঝারে॥

"যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে" ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁরই এই মহিমা। এমন মহিমার মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলে না? তিনি যে "শিবং সুন্দরং" সেই শিবসুন্দর রূপ তাঁর সৃষ্টিতে

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLORS.

ফুটিয়া পড়িতেছে। চর্ম্মচক্ষে জড় জগৎ দেখিতে দেখিতে, জ্ঞানচক্ষে তাঁর প্রকৃত অরূপ রূপ দেখ্‌লে না? এ কর্ণ কি কেবল পৃথিবীর মোহ-কোলাহল শ্রবণের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? এই যে মধুকর গুণ গুণ রব করিতেছে, এই যে মধুর কণ্ঠ বিহঙ্গগণ, স্বাভাবিক সংস্কারবলে ঈশ্বরের স্তুতিগান করিতেছে, তুমি সে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কি ঈশ্বরের প্রেমমোহে মুগ্ধ হও না? রসনা কি কেবল পরনিন্দার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে—এ রসনায় ব্রহ্মামৃত রস পান করিলে না? রসনা নাম ব্যর্থ করিয়া ইহাকে কলঙ্কিত করিলে। "গাও তাঁরে গাও সদা তরুণ ভানু যবে অচেতন, গাও তাঁরে স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালে, গাও শারদীয় নিশীথে, গাও নিভৃত নিকুঞ্জে," এইরূপেই রসনা নামের সার্থকতা সম্পাদন কর—কেন অস্থিহীন রসনায় অন্যকে কঠিন কঠোরাঘাত কর? পুড়্‌বে একদিন ঐ রসনা চিতানলে, তাহা স্মরণ রাখিও। রসনায় সত্য ঋত ও মিষ্ট কথা বলিলে কি রসনা নাম সার্থক হয় না? অতএব কোকিলের স্বর অনুকরণ করিয়া জগতে সরল প্রাণে মিষ্ট বাক্য বিলাইতে ক্ষান্ত থাকিও না। যেন সুমিষ্ট ব্রহ্ম নাম ইহাতে অনুক্ষণ উচ্চারিত হয়। এই হস্ত যাহা ঈশ্বরের পবিত্র দান—তাহা দ্বারা কোন রূপে অন্যকে আঘাত করিও না। পীড়িত ব্যক্তির গাত্রে হস্ত বুলাইয়া—শোক সন্তপ্তের অশ্রু মোচন করিয়া—দুঃখীকে দান করিয়া হস্ত ধারণ সার্থক কর। কেন এ হৃদয় ধারণ, যদি এ হৃদয়-কমলাসনে সে প্রেমের স্পর্শমণিকে না বসাইতে পারিলে। যদি সে স্পর্শমণির আলোকে হৃদয়ের মোহ-আঁধার অপসারিত করিতে অক্ষম হইলে? জীর্ণ হৃদয়তন্ত্রীতে ব্রহ্মনাম বাজাইয়া দাও, সে আর জীর্ণ থাকিবে না। ও কি মধুময় নাম! যাহা শুনিতে শুনিতে তোমারি অজ্ঞাতসারে তোমার হৃদিস্থিত পাপ মলিনতা তোমাকে জন্মের মত ছাড়িয়া যাইবে। যে সঙ্গীত দেবতারাও শুনিতে ইচ্ছা করেন এবং দেব-দেবও শুনিবার নিমিত্তে তোমার হৃদয়কুটীরে আবির্ভূত হইবেন। হায়! কেন হৃদয় আর সেখানে সমর্পণ কর, যেখানে সমর্পণ করিয়া ইহা পুনঃ পুনঃ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। কেন এ পৃথিবীতে এ মরুদেশে প্রেমের অন্বেষণ কর? "হেথা কোথা প্রেম কোথা সুখ" এ হৃদয় থাকিতে থাকিতে, শ্মশানে ভস্মীভূত হইবার পূর্ব্বে, তাহার অন্তরে সেই অন্তরতম প্রেমময়ের প্রেমে বিগলিত হও। তবেই হৃদয় ধারণ সার্থক হইবে। হায়! আর শোকাশ্রুতে বসুমতীকে অভিষিক্ত করিও না, প্রেমাশ্রুতে হৃদিস্থিত অগ্নিকে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ কর। এখন এ অন্তরিন্দ্রিয়কে বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত কর। বিষয়বাসনা দগ্ধ করিয়া ফেল।

"বৃথায় বিষয়ে ভ্রম সুখেরই আশায়।
রহিয়ে কুপিত ফণি ফণার ছায়ায়॥"

এই মনকে সংযত করিয়া সেই মনের মন শান্ত স্বরূপে প্রয়োগ কর। যে অসার সংসার নিয়ত যন্ত্রণাদায়ক, তাহাকে ভুলিয়া সেই মধুময় ঈশ্বরে স্থির হইয়া সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যে কি আনন্দের বিষয়—দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার কি অমোঘ উপায় তাহা আমি ক্ষুদ্র হইয়া কি প্রকারে প্রকাশ করিব?

কোথা নাথ! অনাথের নাথ! দুর্ব্বলের বল! জীবন থাকিতে থাকিতে, দেহ ভস্মীভূত হইবার পূর্ব্বে আমরা যেন দেহ মন আত্মা তোমার পদতলে রক্ষা

করিতে পারি। প্রেমময়! তোমার প্রেমের মধ্যে আনিয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর কর—"এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ! তোমারে হৃদয়ে রাখিতে" হে দেব! সংসারের দুর্গতি হইতে মুক্ত হইয়া তোমার চির সহবাসের জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করি। তুমি সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ব্রাহ্মসমাজ ও সাধন।*

৭০ বৎসরের অধিক কাল হইল ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন বেদ উপনিষদের মধ্য হইতে একেশ্বরবাদের সন্ধান সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন তখন তিনি আপনার বুদ্ধিমত্তা ও প্রকৃত গবেষণারই পরিচয় দিয়াছিলেন। তখন পাশ্চাত্য বিদ্যা এদেশে অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, প্রাচীন বদ্ধ ভাবের উপরে বিদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক সবেমাত্র নিপতিত হইবার সূচনা হইয়াছে, মনুষ্যের মন কাল-পরম্পরাগত আচার ব্যবহারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইবার জন্য ঈষৎ চঞ্চলতার পরিচয় দিতেছে, ঠিক এই সময়ে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়। ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত কিপ্রকারে যে আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে, তাহা আমরা একটু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারি। রামমোহন যদি আরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিবার লোকাভাবে মরুক্ষেত্রের উপরে নিহিত বীজের ন্যায় অকালে শুষ্ক হইয়া যাইত। যদি তিনি ঠিক ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ না করিয়া আরও বিশ ত্রিশ বৎসর পরে জন্মিতেন, তাহা হইলে নাস্তিবাদ বা খৃষ্টধর্ম্মের দারুণ আবর্ত্তে পড়িয়া আমাদিগকে হয় হতসর্ব্বস্ব না হয়ত জাতিয়তা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কোথা এক অলক্ষ্য লোকে গিয়া উপনীত হইতে হইত। ঈশ্বরের অশেষ করুণাই আমাদিগকে দারুণ বিপ্লব হইতে রক্ষা করিল। আমরা এই সময়ে বসিয়া ৭০ বৎসর পূর্ব্বের সাময়িক অবস্থা কল্পনা চক্ষেও আনয়ন করিতে পারি না। রামমোহন রায় পৌরাণিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিদ্বেষবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া যে একেশ্বরবাদের পত্তন করিতেন, তাহা হইলে সহস্রবার বেদ বেদান্ত উপনিষদের দোহাই দিলেও লোকে কিছুতেই তাঁহার প্রচারিত একেশ্বরবাদে আস্থাবান হইতে পারিত না, বা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ এদেশে দৃঢ়বদ্ধ হইত না। কেন না নিন্দা গ্লানি ধর্ম্মপ্রচারের সরল বর্ত্ম নহে, বিবাদ বিসম্বাদ বিগত-বিবাদ ঈশ্বরের দ্বারে পৌঁছাইবার উপায় নহে। রামমোহন রায়ের অবলম্বিত তর্কবিতর্কের পদ্ধতি আলোচনা করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীতি হইবে, কেমন সাবধানতা ধীরতা সহকারে শাস্ত্রীয় প্রমাণ অবলম্বনে অপর সকলকে নিরুত্তর করিতে তিনি চেষ্টা পাইয়াছেন মহানির্ব্বাণ কুলার্ণব তন্ত্রাদি অবলম্বনে ও প্রকাশে তিনি অগ্নির ভস্মাচ্ছাদন দূরীকরণের প্রয়াসী; তাই তিনি বিনয়ের সহিত আপনার কর্ত্তব্য নির্ভীক ভাবে সুসম্পন্ন করিলেন, অযথা যশোলিপ্সা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি এক দিকে যেমন জ্ঞানী, অপর দিকে তেমনি

* কাল্‌না ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে আলোচিত।

আবার কর্ম্মী। তাঁহার জীবনের ইতিহাস যিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনি দেখিয়া থাকিবেন তিনি বিষয়ী, অথচ রাশি রাশি উপনিষদ, বেদান্ত, তন্ত্র, ইংরাজি. আরবী গ্রন্থও পুস্তিকাকারে অনর্গল প্রকাশিত হইতেছে, অথচ তাঁহার লেখনী চাঞ্চল্য-বিরহিত। তিনি শুষ্ক জ্ঞানী বা যশোলিপ্সু কর্ম্মী নহেন। তিনি তাঁহার সরল ও প্রেমার্দ্র হৃদয়ের প্রতিকৃতি যাহা তাঁহার নিজরচিত ব্রহ্মসঙ্গীতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক একটি অক্ষরে পাষাণও বিগলিত হয়, চক্ষু হইতে ধারাবাহী অশ্রু বিনির্গত হইতে থাকে। "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" "কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে" "তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন" যখন গীত হয়, তখন মনে হয় আমরা সত্য সত্যই নরকের মধ্যে যেন বিচরণ করিতেছি, আমাদের দারুণ দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া আমাদিগকে চমকিত করিবার জন্য যেন দৈববাণী হইতেছে! বলিতে কি সেই সঙ্গীত শ্রবণে মূর্ত্তিমতী অন্তিম বিভীষিকা অন্তরে জাগরূক হইয়া হস্ত পদকে যেন শক্তিহীন ও শিথিল করিয়া দেয়; ঘোর বিষয়ীর অন্তরেও বৈরাগ্যের ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। রামমোহন রায় সম্বন্ধে যাহা বলিলাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ও কার্য্যে তাহারই পরিস্ফুটতর জীবন্ত ছবি বিদ্যমান।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করিয়া আমরা আজ এইটুকু বুঝাইতে চাই আমাদিগকে জ্ঞানে উন্নত হইতে হইবে, প্রকৃত অধিকারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্দীপন করিতে হইবে। বিশ্বাস জ্ঞানেতেই প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানহীন অন্ধ-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা ও এক ভাবে কুসংস্কারেরই নামান্তর। সত্যপ্রচার এবং স্বপরিবার স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি সাধনরূপ. ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-ব্রত অঙ্গের ভূষণ করিতে হইবে। পরনিন্দা অসূয়া রাগ দ্বেষ বিরহিত হইয়া হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সকলকে পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুটিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই ঈশ্বরের করুণা তোমার মস্তকের উপরে অবতীর্ণ হইবে, আদর্শ গৃহী হইয়া তুমি জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া পরিশেষে তাঁহারই ইঙ্গিতে ইহলোকের কার্য্য সমাপনান্তে পরলোকে দেবাত্মাদিগের সঙ্গে সমাসীন হইতে পারিবে।

অনেকে বলিতে পারেন ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে সত্যের সমাদর আছে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের দিকে সাধারণের নিষ্ঠা আছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাধনের ভাব কোথায়। সাধনাবিহীন যে ধর্ম্ম তাহা বাস্তবিকই যে নাস্তিকতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এ কথা আমরা সমস্ত হৃদয়ের সহিত স্বীকার করি। বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয় স্থাপন, খঞ্জ বধির ও অনাথ-নিবাস-নির্ম্মাণ বহুকল্যাণপ্রদ হইলেও এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক এই সমস্ত কার্য্যে বিলক্ষণ অগ্রসর হইলেও এ সমস্ত একভাবে ধর্ম্মের বহিরঙ্গ সাধন। ধর্ম্ম সাধনের আর এক মহত্তর ও উচ্চতর দিক আছে, যাহার জন্য মনুষ্যনামের এত গৌরব—মনুষ্যজাতির এত বিশেষত্ব—তা কি না ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা। তিনি ত আমাদের চর্ম্মচক্ষুর বিষয় নহেন যে আমরা বাহ্যপদার্থের ন্যায় তাঁহাকে অনুভব করিতে পারি। তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা প্রতীতি করিতে হইবে। তিনি আমাদের আত্মার বিষয়। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন সম্বন্ধে মনুষ্যের মধ্যে বিশেষ মতভেদ না থাকিলেও তাঁহাকে যে কি

ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে হয় ইহা লইয়াই মনুষ্যজাতির মধ্যে মতপার্থক্য বহুল'পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অসভ্য লোকেরা বজ্র বিদ্যুৎ ভূত প্রেতের উপাসনা করে, কেহ বা সাগর শৈলের ও চন্দ্র সূর্য্যের উপাসনা করে, কেহ বা অসামান্যপ্রতিভাসম্পন্ন লোককে ঈশ্বরের অবতার বা পুত্র জ্ঞানে উপাসনা করে, কেহ বা ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা ইতিহাস রচনা করিয়া পুরাণ বা তন্ত্রমুখে তাঁহার উপাসনা করে এবং কেহ বা অবতার মধ্যে পরমাত্মার নিষ্কলঙ্ক ছবি দেখিতে চায় এবং অনন্ত ঈশ্বর যে নামরূপের অতীত তাহা ঘোষণা করেন। কেহ বা ভয়েতে, কেহ বা কঠোর কর্ত্তব্য-বোধে, কেহ বা প্রেমেতে ঈশ্বরের উপাসনা করে। এই সকল প্রকার উপাসনার ভিতরে সাধনার ভাবও বিভিন্ন। এই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে সাধনার ভাব কি, অথবা কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করিব। আমাদের সম্মুখে কোন প্রতিমা বা মূর্ত্তি নাই। সুতরাং আমাদের সাধনা মনঃস্থৈর্য্যের উপরে নির্ভর করে। আমরা এইমাত্র ঋষিবাক্যে যে ঈশ্বরের আরাধনা করিলাম তাহার প্রথম মন্ত্রেই সাধনার ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে। বৈদিক ঋষি প্রথমেই প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিবার কথা বলিতেছেন "যো দেবোঽগ্নৌ" যিনি অগ্নিতে অথচ যিনি অগ্নি নহেন, যিনি জলেতে অথচ যিনি জল নহেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে সকলের সত্তারূপে সকলের প্রাণরূপে এবং যিনি এই বিশ্বভুবনে স্রষ্টারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাকেই নমস্কার কর। জড়োপাসক অগ্নি জল ওষধি বনপতিকে দেবতা বলিবেন, কিন্তু ব্রহ্মোপাসক ঐ একমাত্র অধিষ্ঠাতা দেবতাকেই পূজা করিতে চাহেন। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" বলিয়া যে অনির্দ্দেশ্য বরণীয় দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করেন, ব্রহ্মের অভীষ্ট দেবতা সেই এক অশরীরী অরূপী ঈশ্বর। ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার সকলই সুসিদ্ধ হয়। দুর্ব্বল মনুষ্যের মত তাঁহার উদ্যম চেষ্টা কৌশলাদির আবশ্যক করে না।

ঐ প্রথম মন্ত্রে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের পরিচয় দিয়া, শক্তি অথবা কার্য্য হইতে শক্তিমান বা কর্ত্তার ভেদ ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়া দিয়া আমাদের উপাসনা পদ্ধতির দ্বিতীয় শ্লোকে তাঁহার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা কি? তিনি সত্যং, অনাদি অনন্ত কাল হইতে তিনি আছেন ও থাকিবেন, তাঁহার সত্তার বিলোপ নাই ও হইবে না। আর কি? তিনি জ্ঞানং, এই জগতে জ্ঞানের ক্রিয়া; উপরে অগণ্য কোটি নক্ষত্র লোক, উহাদের গতিপদ্ধতি এবং নিম্নে এই বসুন্ধরা ও অশেষ পদার্থনিচয় তাঁহারই নিয়মাধীন। যাঁর এই কার্য্য তিনি কি পরিমিত একস্থানস্থায়ী, না তিনি অনন্ত, তিনি দেশ কালের অতীত। তিনি সর্ব্বস্থান ও সর্ব্বকাল বিদ্যমান। তিনি জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে সদ্ভাবে সৌন্দর্য্যে সকলেতেই অনন্ত। তিনি আনন্দঘন, তাঁহার আনন্দকণা পাইয়া জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরপ্রেমী তাঁহারই আনন্দে বিভোর। "স্তিমিত লোচন কি অমৃত রস পানে ভুলিল চরাচর"। তিনি শান্ত-স্বরূপ। তিনি এক, দুই নহেন। তাঁহার প্রতিমা নাই তবে কিরূপে তাঁহাকে চিন্তা করি। যখন চক্ষু খুলিব বৃক্ষের পত্রে, পক্ষীর পতত্রে, নদীর গাম্ভীর্য্যে, পুষ্পের বিকাশে, তাঁহার কৌশল, তাঁহার মহিমা, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার সৌন্দর্য্য চিন্তা

করিব, আবার যখন নিমীলিত করিব তখন প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সত্যং জ্ঞানং অনন্তং এবং আনন্দ শান্তি ও একত্ব চিন্তা করিব। যতই তাঁহার মহিমা আলোচনা করিতে থাকিব ততই নিজের ক্ষুদ্রতা মলিনতা বুঝিতে পারিব, অভিমান অহংভাব চলিয়া যাইবে। প্রকাণ্ড হিমালয়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র আপনাকে অনুবীক্ষণে দৃশ্য কীটাণু বলিয়া বোধ হইতে থাকিবে। তখনই মুখ হইতে তাঁহার স্তুতিগীত আপনা হইতেই বাহির হইতে থাকিবে, সহজেই অন্তর্দেশ তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়া বলিতে থাকিবে" ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়" এবং আপনা হইতে মস্তক তাঁহার পদতলে অবনত হইবে। এইভাবে আত্মহারা হইয়া যাইব। তারপর যখন সংজ্ঞার উদ্রেক হইবে তখন বলিব প্রভু! তোমার ত অশেষ গাম্ভীর্য্য প্রত্যক্ষ করিলাম এইবার আমি সংসারে চলিষ্ণু, আমার প্রতি কৃপা কর; আমি তোমার মহান ভাবের নিকট দাঁড়াইবার নিতান্ত অযোগ্য, আমাকে রক্ষা কর; আমি অধম পাপী আমাকে তুলিয়া লও, অসৎ হইতে আমাকে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও। "মা মা হিংসীঃ" আমি পাপী আমাকে বিনাশ করিও না, ইহাই ব্রহ্মবাদীর স্বাভাবিক প্রার্থনা। এইরূপে হৃদয়ের ভার লঘু লইয়া আসিলে দিব্যালোকে বুঝিতে পারিব "এষাস্য পরমা গতিঃ" ঈশ্বরই আমাদের গতি মুক্তি সম্পৎ সমস্তই, তিনিই আমাদের অভিলষিত শেষ-গতি পরমানন্দনিকেতন। আমরা ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া এবম্বিধ উপাসনা ও সাধনার কথাই ঘোষণা করি। ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে এই ভাব মুদ্রিত করিয়া দিন।

আমরা সাম্বৎসরিক মহোৎসবে বা প্রতিসপ্তাহে যেজন্য একত্রিত হই তাহা সামাজিক উপাসনা। এই সামাজিক উপাসনা আমাদের তাবৎ নহে। প্রচার ও ধর্ম্মভাব পরস্পরের মধ্যে বিনিময় জন্য ইত্যাকার সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক উৎসবের সূচনা। ব্যক্তিগত উপাসনা বা ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান ধারণা সমাধি ও নামজপই ব্রহ্মোপাসকের কর্ত্তব্য। প্রাতে সায়াহ্নে ঈশ্বরের জাজ্বল্যতর সত্তা অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিয়া সাধন কর এবং আত্মার ভিতরে পরমাত্মার দর্শন করিবার অভ্যাস জাগ্রত করিয়া সাধনার শেষ ফল লাভ কর। বৈদিক ঋষিগণের ঈঙ্গিতে আমরা ধর্ম্মসাধনে দীক্ষিত হই, তাঁহাদের শুভ আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে সিদ্ধি দান করুক। আমরা যেন প্রণব-ধনুর সাহায্যে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারি।

আমরা এই পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অনেক সময়ে বাহিরের কোলাহলে দিশাহারা হইয়া সাধনার পথ হইতে বহুদূরে অবস্থান করি। আমরা যেন সত্যসত্যই সাধনাপরায়ণ হই। আমরা যেন আমাদিগের ধর্ম্মজীবনে সাধনানিষ্ঠা দেখাইয়া সকলকে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিতে পারি। ঋষিগণসেবিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে দায়ীত্ব ভার স্কন্ধে ধারণ করিয়াছি ঈশ্বরের নামে তাহা বহন করিবার শক্তি অন্তরে আবির্ভূত হউক, অভিমান বিচূর্ণ হউক, বিনয় অবতীর্ণ হউক, জগত প্রেমে অভিষিক্ত হউক, সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, বিবাদ বিসম্বাদ অপসারিত হউক, জীবন মধুময় হউক, সমস্ত ভ্রাতৃমণ্ডলীর উপরে তাঁহার বিশেষ করুণা

বর্ষিত হউক, এই আমাদের বিনীত কামনা।

একটি অধ্যাত্ম সৌন্দর্য্য।

আকাশের মাঝে উল্কার সম
কি ভাব আসিয়া পরাণে মম,
পরাণেই পুন হইল লয়;—
ভাবটি মহান উচ্ছ্বাস ময়!
সহসা চমক দিইল আসি
হেসে গেল যেন ক্ষণিক হাসি,
তার পর কোথা যাইল চ'লে—
স্মৃতিটুকু তার মরমে দোলে।
অমৃতের যেন কণিকা রেখা
আনন্দের শুভ কনক লেখা
মুহূর্ত্তের তরে হৃদয়ে আঁকি
কে মোরে সুন্দর করিছ থাকি'।

বিনয় মাধুর্য্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে আত্মার প্রার্থনা।

সংসারের মাঝে হ'য়ে গণ্য মান্য
ভুলে গেছি আমি মানুষ সামান্য
প্রাণে কি আঁধার বিলাস-বিভ্রম
হায় নাথ মোর কি মোহ কি ভ্রম!
অহঙ্কার রাশি ক'রে ক'রে জড়
নিজের চৌদিকে ক'রে তুলি বড়,
তার মাঝে ব'সে একেলা নীরবে
আপন মাহাত্ম্য ভাবিছি গরবে।
মম অহঙ্কার এই পরিহরি
বিনয়ে মধুর মোরে কর হরি।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা।

ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটী পরিবর্ত্তনের যুগ, একটী বিপ্লবের কাল উপস্থিত হইয়াছে। নৈসর্গিক প্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের যেমন পার্থক্য—ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ, ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ—তেমনি ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিষম পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভাষা, রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার, সামাজিক প্রথা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েই উভয় জাতির মধ্যে বিসদৃশতা দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের সহিত লোকের মনে যে একটা ভাব বিপ্লবের সূত্রপাত হইবে, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, বরং অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত পক্ষে এদেশে প্রায় একশত বৎসর হইল ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইংরাজী জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই শত বৎসর কাল হিন্দু জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মজ্ঞানের উপর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এই প্রভাবের যে ফল প্রসূত হইয়াছে তাহা মঙ্গল ও অমঙ্গল বিজড়িত। ইংরাজী শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থার কালে হিন্দু সাধারণ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম সম্যক্ অবগত না থাকায় অনেক ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় হিন্দুসন্তান খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরানুগ্রহে এই সময় রাজা রামমোহন রায় উদিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মজ্ঞানের ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থের প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন এবং হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতাপ্রধান ধর্ম্ম নহে, হিন্দুধর্ম্মে এক অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনার বিধি আছে, এই প্রকার যে সকল তত্ত্ব ও সত্য তৎকালে সাধারণ হিন্দুবর্গের অজ্ঞাত ছিল তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের দিকে লোকের আকর্ষণ প্রতিহত করিয়া দেশের সমূহ উপকার করেন। অনেক

হিন্দুসন্তান কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ যেমন ইংরাজী শিক্ষার একটী কুফল, রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মোপাসনার বিধি প্রবর্ত্তন তেমনি তাহার একটী সুফল। যদি রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র হিন্দুজাতি সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার উচ্চ আদর্শ অনুসারে আপনাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও জীবন গঠিত করিতে পারিতেন তাহা হইলে এদেশ এত দিনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিত সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুজাতি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে ব্রাহ্মধর্ম্মই তাঁহাদের স্বধর্ম্ম; সেইজন্য একদিকে অশিক্ষিত হিন্দুগণ যেমন পৌত্তলিকতার অজ্ঞানতা ও হীনতার মধ্যে মগ্ন, অপর দিকে তেমনি শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কপটতা বা ঔদাসীন্য দোষে কলঙ্কিত, আবার অনেকে সংশয়বাদ বা নাস্তিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এ দেশবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হইতেছে দেখিয়া আমাদের ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণ বিচলিত হইয়াছেন এবং কি প্রকারে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই হীনতা দূর করা যায় তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে এবং যথাসাধ্য উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রজাবর্গের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং প্রধানতঃ এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট এ দেশবাসীগণের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানে গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা নাই। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্রবশূন্য যে সকল বিদ্যালয় আছে তৎসমস্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যদি ধর্ম্মশিক্ষার জন্য কোন আপত্তিশূন্য নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে পারেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তত্তৎ বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিবেন। এদেশে এক্ষণে স্বাধীন বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং কেবল স্বাধীন বিদ্যালয় গুলিতেই ধর্ম্ম শিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে, ক্রমশঃ অনেক উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস গবর্ণমেণ্ট কোন ভারতীয় জাতির ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহেও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন।

আমরা প্রথমে হিন্দুর ধর্ম্ম শিক্ষার কথা বলিব। দেখা যায় যে এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহের অধিকাংশ গুলিতে সমস্ত ছাত্রই হিন্দু; কতকগুলিতে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্র আছে বটে, কিন্তু সে গুলিরও অধিকাংশ ছাত্র হিন্দু। এই হিন্দু ছাত্রদিগের পিতা মাতা বা অন্যান্য অভিভাবকগণ বিদ্যালিয়ে উহাদিগের স্বধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কি উপায়ে হিন্দু ছাত্র বিদ্যালয়ে স্বধর্ম্ম শিক্ষা পাইতে পারেন তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। হিন্দুদিগের মধ্যে নানা সম্প্রদায় বর্ত্তমান; সকল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্ম্মমত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু হিন্দুগণ অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও হিন্দুর কি একটী অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নাই? এবং সেই অসাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী কি কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই? আমাদের বিশ্বাস যাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতার সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা সহজেই এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন। ভগবদ্গীতা অসাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং উহা সর্ব্ব সম্প্রদায়ের হিন্দুর অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। ভগবদ্গীতা স্পষ্টরূপে কোন বিশেষ ধর্ম্মমত শিক্ষা প্রদান করেন না, কিন্তু ধর্ম্মের বা ধর্ম্মভাবের শিক্ষা প্রদান করেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ॥" "যে যে প্রকারে আমাকে ভজনা করে আমি সেই প্রকারে তাহাকে অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! সকল মনুষ্যই আমার পথে অনুবৃত্তি করিতেছে।" গীতার এই শ্লোকে গীতার একটী মূল উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়াছে; সে উদ্দেশ্য এই যে লোক-সাধারণকে ধর্ম্মমতের বিভিন্নতাজনিত বাদানুবাদে ও বৃথা জল্পনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্ম বা ধর্ম্মভাবের অনুশীলনে প্রবৃত্ত করা অথবা প্রকৃত রূপে ধর্ম্মপরায়ণ করা। গীতার প্রধান উপদেশ এই যে তোমার ধর্ম্মমত যাহাই হউক না কেন, ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইও না। ইহাই হিন্দুর অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। গীতা সকলকে ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা দিতেছেন; সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী, সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন, কিন্তু সকলকে ভক্ত ও সাধু হইতে শিক্ষা দিতেছেন। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রগণের ভগবদ্গীতা পাঠের ব্যবস্থা করা হইলে তাহাদিগের হৃদয়ে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের বীজ রোপণ করা হইবে, অথচ তাহাদিগকে কোন বিশেষ ধর্ম্মমতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য করা হইবে না।

হিন্দু জাতি যে কয়েকটী প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত সে সকল সম্প্রদায়ই যখন ভগবদ্গীতা পাঠে প্রীত, মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট, সে সকল সম্প্রদায়ই যখন ভগবদ্গীতার ভক্ত, তখন হিন্দু যুবকদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে ভগবদ্গীতা পাঠের নিয়ম প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে কোন হিন্দুরই আপত্তি করা উচিত নহে। আমাদিগেরও সংস্কার যে এরূপ সুব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন হিন্দুই আপত্তি করিবেন না।

ভগবদ্গীতার ন্যায়, সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুর প্রীতিকর একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ থাকাতে আমাদিগের বিদেশীয় রাজার পক্ষে সাধারণ বিদ্যালয় সমূহে হিন্দু ছাত্রকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা সহজসাধ্য কার্য্য হইয়াছে। হিন্দুরই মতানুসারে যদি গবর্ণমেণ্ট হিন্দুর ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করার দোষ গবর্ণমেণ্টে কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না। সেইরূপ মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তাহাদিগেরও মতানুযায়ী ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় সমস্ত প্রজাবর্গের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিবেন, অথচ প্রজাবর্গের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করার যে প্রতিজ্ঞা গবর্ণমেণ্ট চিরকাল পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহাও ভঙ্গ করা হইবে না।

ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ভগবদ্গীতা বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ করা উচিত কি না তাহা স্থির করিবার জন্য একটী সহজ ও যুক্তিসঙ্গত উপায় আছে; সে উপায় এই যে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের অভিভাবকের এ বিষয়ে মত গ্রহণ করা। যদি অধিকাংশ অভিভাবক এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন, নচেৎ নহে। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সমূহের হিন্দু ছাত্রবর্গের অভিভাবকগণের প্রায় সকলেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সমর্থন করিবেন।

ভগবদ্গীতার শিক্ষায় যে জাতি গঠিত হইবে সে জাতির লোকেরা ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্ব স্ব স্বাধীনতা রক্ষা করার উপদেশ পাইয়াও ক্রমে উচ্চতম ধর্ম্মমতে আরোহণ করিতে পারিবে। সে জাতির কেহ বা ভক্তিমার্গ, কেহ বা জ্ঞানমার্গ, কেহ বা কর্ম্মমার্গ অনুসরণ করিতে পরম উৎসাহবান্ হইবে এবং স্ব স্ব সাধনায় সুসিদ্ধি লাভ করিয়া স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিবে। সে জাতি সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া লোকধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে। সে জাতি নিষ্কামরূপে ধর্ম্ম সাধনের মহীয়ান্ ভাব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া প্রকৃত রূপে ধর্ম্মপরায়ণ হইবে। সে জাতি ভৌতিক উন্নতির সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতির সামঞ্জস্য সাধন করিয়া জগতে নূতনতর, উৎকৃষ্টতর সভ্যতা আনয়ন করিবে।

ব্রাহ্মসমাজের স্বচ্ছ গুরু।

(গত আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের নব্য ভারত হইতে উদ্ধৃত)

হিন্দুশাস্ত্রে প্রকৃত গুরুর কয়েকটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রধানতঃ প্রকৃত গুরু শিষ্যের বিত্তাপহারক না হইয়া সন্তাপনাশক হইবেন। আর গুরু শিষ্যের চক্ষের চসমা স্বরূপ হইবেন। অর্থাৎ ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ দূরদর্শন বা নিকট দর্শনের জন্য চসমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, তদ্রূপ প্রকৃত গুরুর জীবন এরূপে গাঠিত হইবে যে, তাঁহার মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট ভাবে ঈশ্বর দর্শন হইবে। প্রকৃত গুরু পরিষ্কৃত কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইবেন। ও তাঁহার মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে লীলাময় হরির লীলা সন্দর্শন হইবে। কেহ হয় ত আপত্তি করিবেন যে, তবে গুরু ত, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ হইলেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, তাহা নহে। চসমা ত কদাচ ক্ষীণ চক্ষুর আবরণ স্বরূপ হয় না। তাহা দৃষ্টির সহায়তা করিয়া অন্যান্য দৃশ্যমান পদার্থের অস্তিত্ব জ্ঞান উজ্জ্বলতর করিয়া দেয়। তদ্রূপ প্রকৃত গুরু কখনই ঈশ্বর ও মনুষ্যের ব্যবধান স্বরূপ হন না। তিনি স্বীয় অলৌকিক পুণ্য প্রভাবে জীবের ব্রহ্মদর্শনের সহায়তা করেন ও তাহাকে স্বর্গের পথ সুস্পষ্টতর ভাবে দেখাইয়া দেন। বর্ত্তমান ভারতের সৌভাগ্য ক্রমে জনসমাজের মধ্যে একজন ঈদৃশ গুরু বর্ত্তমান দেখিতেছি। ইনি ভারতের প্রাচীন গুরুবংশের প্রতিনিধি ও উত্তরাধিকারী। যে গুরুবংশ প্রাচীন ভারতে অভ্যুদিত হইয়া বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ নিহিত মহান্ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বর্ত্তমান সমস্ত সভ্য জগৎকে স্তব্ধ ও মোহিত করিয়াছেন, ইনি উত্তরাধিকারিতা সূত্রে তাঁহাদের অন্তর্ভূত। ইনি তাঁহাদিগের ন্যায় যোগ ও ধ্যান প্রভাবে সেই অতীন্দ্রিয় নিরাকার অবাংমনসগোচর পরব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ উপলব্ধি করিয়া স্বয়ং সিদ্ধযোগী হইয়াছেন ও ভারত-শ্মশানের গাঢ়তম অমানিশার অন্ধকারে ব্রহ্মপূজার উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়া মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনিই ঋষিগণের চিরন্তন ধন "প্রাণস্য প্রাণম্" মহেশ্বরের মহাপূজার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই প্রাণহীন দেশের প্রাণ সঞ্চারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। ইনি ভারতের সেই প্রাচীন গুরুগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিনিধি। এজন্য ইহাঁর স্বদেশবাসীগণ একবাক্যে ভক্তির সহিত ইহাঁকে

"মহর্ষি" নামে অভিহিত করিয়া দেশের প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ব্যবধান, বা মধ্যবর্ত্তী নাই, আরাধনা ও ধ্যান যোগে সকলেই সেই "মহতোমহীয়ানের" সমীপস্থ হইতে পারে, কোন প্রতিভূর আবশ্যক হয় না, এই মহাশিক্ষা নিজের অমূল্য ও পবিত্র জীবন দ্বারা, এই মূর্ত্তিপূজা ও অবতার প্রপীড়িত দেশে, প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ দেশের চির কল্যাণের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন। ইনি ইচ্ছা করিলে রাজদ্বারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু মানাপমান ও পার্থিব গৌরব বামপদে ঠেলিয়া মহাপ্রভুর মহা আহ্বানে যে মহাসত্তা সাগরে চিরদিনের জন্য সন্তরণ বিস্মৃত হইয়া নিমগ্ন হইয়াছেন এই প্রাচীনতম বয়স পর্য্যন্ত তাহাতেই চিরবিহার করিতেছেন। ইহাঁর ব্রহ্মগতপ্রাণ, পবিত্র জীবন বর্ত্তমান শতাব্দীর সংশয়বাদ ও নাস্তিক্য বুদ্ধির সুতীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ। যে সমস্ত উজ্জ্বল ও মহান সত্য প্রচার করিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ সভ্যজগতের বিস্ময়দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, অভিনিবেশ ও অপক্ষপাতিতা সহকারে ইহাঁর পবিত্র মুখোচ্চারিত "ব্যাখ্যান" পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে যে প্রায় সেই সমস্ত সত্য ইহাঁ কর্ত্তৃক জ্বলন্ত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ত্রিংশ বর্ষ যাবৎ ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে থাকিয়া দেখিলাম যে, তাহার উপর দিয়া কত প্রবল ঝটিকা, কত ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইয়া গেল, কত অভিনব মত ও কুসংস্কারের জঞ্জাল তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অসাম্প্রদায়িকতা ও বিশ্বজনীন ভাব বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইল; কত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর মতভেদ এই ব্রাহ্মসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে শতধা বিভক্ত করিয়া তাহার কল্যাণ ও উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিল, কিন্তু এই লোকগুরু কি মহান্, কি উদার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মতেরও তদ্রূপ বিভিন্নতা হইবে, তাহাতে যেন পরস্পরের মনে প্রীতির অভাব না হয়। কিন্তু "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনম্ তদুপাসনমেব" এই মহাসত্যের উপর যেন সকলের ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময়ে দেখিয়া স্তম্ভিত ও ব্যথিত হইয়াছি যে, মতভেদের জন্য ইহাঁর দুই একজন প্রধান শিষ্য কি নিষ্ঠুর কঠোর ও নির্ম্মমভাবে এই মহাপুরুষকে বক্তৃতা ও সংবাদ পত্রে আক্রমণ করিয়া কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত নিষ্ঠুর আক্রমণ ও তীব্র অপমান বিস্মৃত হইয়া দর্শনমাত্র প্রেমালিঙ্গনে তাঁহাদিগকে ক্রোড় দিয়াছেন। ইনি সমস্ত বিপ্লব ও চাঞ্চল্যের মধ্যে হিমালয়ের ন্যায় অটল থাকিয়া বাত্যাপ্রপীড়িত তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের আলোকস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। সাধকশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের একটী বচন এই—

"চলতি চক্কী সব কোই দেখে,
কীল দেখে না কোই।
যো কীলকো পাকড়কে রহে,
সাবেৎ রহা হেয় ওই॥"

অর্থাৎ নিষ্পেষণ যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান চক্র সকলেই দর্শন করে। কিন্তু মধ্যস্থিত "খিল" টী কেহই দর্শন করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি "খিল" আশ্রয় করিয়া স্থিতি করেন তিনিই স্থির থাকিয়া যান। এই সংসার-চক্রের সেই খিল "পাকড়" করিয়া ইনি স্থিতি করিতেছেন, সুতরাং সেই অচ্যুতের অভয়

পদ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছেন বলিয়াই নানা পরিবর্ত্তন, মত-চাঞ্চল্য ও পাপতাপের মধ্যে ইনি কোন প্রকারেই স্বস্থান-বিচ্যুত হইতেছেন না। উপযুক্ত সময়ে যৎকালে সেই গুরুর গুরু পরম গুরু তাঁহার স্নেহময় শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে ইহাঁকে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর গুরুবংশীয় অমরাত্মাগণের অঙ্গীভূত করিয়া লইবেন, তখন ইহাঁর অভাবে আদি সমাজের বেদী শূন্য থাকিবে কি না, এ প্রশ্ন আদৌ উঠিতে পারিবে না—যেহেতু জীব ব্রহ্মের মধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তী বা ব্যবধান নাই, বজ্রগম্ভীর স্বরে এই মহান সত্য স্বীয় পবিত্র জীবন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচার করিয়া ইনি সকলের হৃদয়বেদী অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। সুতরাং পার্থিব উপাদান-নির্ম্মিত জড়বেদী শূন্য রাখিবার আর প্রয়োজন দৃষ্ট হইবে না। আমি এই বরণীয় লোক-গুরুর অলোকসামান্য পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ইহাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

সংবাদ।

বিগত ১১ই কার্ত্তিক কালনা ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব অতিসমারোহে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। আদি সমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদির কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা যে বক্তৃতাটি পঠিত হইয়াছিল, শুনিয়া শিক্ষিত লোক মাত্রেই বড় সুখী হইয়াছেন। শ্রীমন্মহর্ষিদেব প্রদত্ত অর্থে নব বস্ত্র ও চাউল যেমন বিতরণ হইয়া থাকে এবারও সেইরূপ হইয়াছিল। গ্রামের শিক্ষিত লোক মাত্রেই প্রায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আদি সমাজের গায়ক কাঙ্গালী চরণ সেনের সঙ্গীত শুনিয়া সকলেই প্রসন্ন হইয়াছিলেন। পুলিস ইনিস্পেক্টর বাবুর যত্নে বিতরণে কোন গোলযোগ হইতে পায় নাই। সম্পাদকের দ্বারা যে বক্তৃতা হইয়াছিল, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রকাশিত হইল।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণেই যেন মন্দীভূত ধর্ম্মালোক ক্রমে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, সংশয় অন্ধকার যেন অপসারিত হইয়া পড়িতেছে, লোকের নিদ্রিত ধর্ম্ম ভাব যেন জাগিয়া উঠিতেছে। তাই আজ নগরে নগরে, দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে সভা সমিতি সংস্থাপিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অধীত, গীতানুগীতা পঠিত এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে। এ সমস্ত শুভ লক্ষণ। যে দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান না হয়—ধর্ম্মের আদর না হয়, সে দেশের কুশল কল্যাণ কোথা? অভ্যুদয়ের আশা কোথা? যে দেশের লোকেরা যে পরিমাণ ধর্ম্মাদেশ অমান্য করিবে, সে দেশের লোকেরা ততই দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে নিপতিত হইবেই। যে দেশে লোক ধর্ম্মাদেশ অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সে দেশের অধঃপতন অনিবার্য্য। ধর্ম্মই মানবজীবনের অন্তঃসার, গরিমার প্রধান উপাদান। সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে মানবগণ যত দূরে গিয়া পড়িবেন, দুঃখ দুর্দ্দশায় ততই আক্রান্ত হইবেন। ধনী হও, বিদ্বান হও, আর উচ্চপদেই অধিরূঢ় হও কিন্তু নিশ্চয় ইহা নিশ্চয় জানিও যে ধর্ম্মহীন ধনের স্থায়িত্ব নাই,—ধর্ম্মহীন বিদ্যা শুষ্ক বিদ্যার প্রতিভা নাই, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা নাই। ধর্ম্মাদেশ অবহেলা করিয়া ও ধর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া

তুমি যে সুখ সৌভাগ্যের আশা কর, নিশ্চয় জানিও যে সে আশা কখনই তৃপ্ত হইবে না। মরুৎস হইতে কখনই শান্তিবারি সমুৎসারিত হইবে না। তুমি ধর্ম্মাদেশ যত অবহেলা করিবে, প্রাকৃতিক প্রতি দুর্ঘটনা তোমাকে শিক্ষা দিয়া সাবধান করিবে। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঈশ্বরের দৈববাণী। ইহাতে বধির হও বেদনায় অধীর হইবে। তুমি যতই উপেক্ষা করিতেছ, প্রাকৃতিক প্রতি ঘটনা তাই শিক্ষা দিতেছে। কর্ণ থাকিতেও শুনিবে না? ঐ দেখ দেশের কি দুরবস্থা, ঐ শোন বিষাদঘন নিশ্বাস ও নৈরাশ্যের হা হুতাশ ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত। এ সকল কি ধর্ম্মাদেশ লঙ্ঘনের উপযুক্ত শাসন নহে? এখন সতর্ক হও। এই দেখ শুভ সুখ শরৎকাল, আজ শ্যামশোভা বসুন্ধরাকে শস্যশালিনী দেখিয়া কোথায় নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইবে, না তৃণগুল্মসমন্বিত ধূলিধূষরিত ধান্যক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে। আজ সুখ শরতে ধান্যক্ষেত্রে ধান্যপুষ্প বিকসিত হইয়া ক্ষেত্রকে সুশোভিত ও সুগন্ধিত করিয়া তুলিবে না সে ক্ষেত্র সকল আজ কাশকুসুমে সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। দেশের বড়ই দুরবস্থা। ইহাতেও কি চৈতন্য হইবে না? তা যদি না হয় তবে বড় ক্ষোভের বিষয়। যে দেশে গর্গ গৌতম, কপিল কণাদ, জৈমিনী যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস বশিষ্ঠ, প্রভৃতি ব্রহ্মবাদি ঋষিগণের জন্ম হইয়াছিল, যে দেশে মৃত্যুকালে ব্রহ্ম নামই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া ধারণা, যে দেশে সকল শুভ কার্য্যের শুভ ফল ব্রহ্মে অর্পণ কন্ন হয় সেই দেশের লোক ব্রহ্মসাধনে এত উদাসীন? বড় ক্ষোভ! বড় লজ্জা! তাই বলি আর্য্য সন্তানগণ, অগ্রসর হও, ব্রহ্মসাধনে রত হও, আর্য্যজাতির চির গৌরব রক্ষা কর। হে দয়াময় ঈশ্বর, দয়া করিয়া আমাদের এই দীন প্রার্থনা শ্রবণ কর, বাঞ্ছা পূর্ণ কর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা ও মফস্বলবাসী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা পত্রিকার অগ্রিম দেয় মূল্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন এবং যাঁহাদিগের নিকট মূল্য অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা যত শীঘ্র পারেন অগ্রিম মূল্যের সহিত তাহা পাঠাইয়া দিবেন। এই তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় প্রাচীন পত্রিকা বঙ্গদেশে আর নাই। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহা এত বৎসর জীবিত রহিয়াছে। ইহার প্রতি সকলের স্নেহ-দৃষ্টি থাকে ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৮৫১/০
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৫৮৪৫ ৩
সমষ্টি	...	১৪৩৫৫/০
ব্যয়	...	৮১৭৫/০
স্থিত	...	৬১৮।৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ১১৮৷৶৩

৬১৮৷৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩১৫৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩১৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৪৮৶৹

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা
১২৲

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, ঐ
২৲

„ „ মহেন্দ্রনাথ বসু, ঐ
৩৲

„ „ গোবিন্দলাল দাস, ঐ
৩৲

„ „ কন্নুলাল বর্ম্মন, ঐ
৩৲

„ „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, ঐ
৩৲

„ „ বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ
৩৲

„ „ মথুরানাথ রায়, ঐ
৩৲

„ „ মণিলাল মল্লিক, ঐ
৩৲

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, কলিকাতা
১৲

„ „ চন্দ্রমোহন সাহা, ভাণ্ডারিয়া
১৸৹

„ „ কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া, শিলং
৩৷৹

„ „ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত, পাণ্ডুয়া
৩৸৹

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু, দেবানন্দপুর
৩৸৹

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মগদ বিক্রয়ের মূল্য
৸৹

৪৮৸৹

পুস্তকালয় ... ৪৫৶৹

যন্ত্রালয় ... ৩৭৯৷৶৹

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ২৷৶৹

আমানত ... ১০০৲

সমষ্টি ৮৫১৶৹

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৫১৯৸৶৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১১৫৶৯

পুস্তকালয় ... ৩৷৶৩

যন্ত্রালয় ... ১৭৮৷৶৩

সমষ্টি ৮১৭৶৹

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

গার্হস্থ্য উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ	(শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	১২১
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত	(শ্রীশম্ভুনাথ শড়গড়ি)	...	...	১২৩
কৃষ্ণাবতার	(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)	...	...	১৫২
শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত	(শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু)	...	...	১২৮
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore.		...	...	33
The God of the Upanishads		...	...	35

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ২০ পৌষ শনিবার।

তত্ত্ববোধনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

SANTINIKETAN PRIZE.

of

Rupees Three Hundred.

For the best "Life and Teachings of Maharshi Devendra Nath Tagore, Prodhan Acharya of the Brahmo Somaj in Bengal" offered by one of his humble and admiring disciples, to be read at the next Santiniketan anniversary to be held on the 7th. Pous 1308 B. S. on the occasion of the anniversary of the initiation day of Maharshi.

A committee of the following gentlemen will award the prize in consultation with the giver.—

1. Babu Umesh Chandra Dutta B. A.
2. Bhai Trailakshya Nath Sanyal.
3. Babu Jogindra Nath Bose (Deoghar)

The copy right will belong to the writer. The style must be simple, chaste and classic Bengali. The copies must reach the undersigned by the 5th, Agrahayana 1308.

The committee will reserve to itself the power of expunging any portion that may seem to them objectionable, and of withholding the prize if the compositions do not come up to the mark.

All communications on the subject should be addressed to.

6 Dwarkanath Tagore's Lane,
Jorasanko. Calcutta
25. 6. 01

Hemendra Nath Sinha

[Friendly papers kindly quote.]

বিজ্ঞাপন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক (বঙ্গানুবাদ)	মূল্য	১৲
উত্তর-চরিত নাটক।	ঐ	„	১।০
রত্নাবলী নাটক।	ঐ	„	৸০
মালতীমাধব নাটক।	ঐ	„	১৸০
(নবপ্রকাশিত)			
মৃচ্ছকটিক নাটক	ঐ	„	১॥০
মুদ্রা-রাক্ষস নাটক	ঐ	„	১।০
মালবিকাগ্নিমিত্র	ঐ	„	৸০
বিক্রমোর্ব্বশী নাটক	ঐ	„	৸০
মহাবীর চরিত নাটক	ঐ	„	১॥০

২০১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের—পুস্তকালয়ে এবং ২০৯ নং কর্ণয়ালীস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীমন্মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের শেষ শিক্ষা। মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা

পরলোক ও মুক্তি।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৭০ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্। সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

গার্হস্থ্য উপাসনায় আচার্য্যের উপদেশ।

৩ পৌষ বুধবার, ব্রাহ্মসম্বৎ ৭৩।

ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"।

তিনি প্রকাশ পাইতেছেন আর সেই সঙ্গে সমস্তই প্রকাশ পাইতেছে; এই যে-সকল বস্তু আমাদের সমক্ষে প্রকাশ পাইতেছে, এ সমস্ত তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার এইরূপ একটা উপমা আপাততঃ আমাদের মনে উদিত হইতে পারে যে, যেমন দীপালোক প্রকাশ পাইলে সমস্ত ঘরই প্রকাশ পাইয়া উঠে, তেমনি পরমাত্মা প্রকাশ পাইতেছেন আর তাঁহার সাক্ষাতে সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এ উপমাটি যেমন জীবাত্মার পক্ষে সর্ব্বাংশে খাটে, পরমাত্মার সম্বন্ধে উহা সেরূপ সর্ব্বাংশে সংলগ্ন হয় না। জীবাত্মার সম্বন্ধে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই যে, জীবাত্মার চেতনা উদ্দীপিত হইলেই তাহার সম্মুখে জগৎ প্রকাশিত হয়, এবং জীবাত্মার চেতনা অন্তর্হিত হইলেই তাহার নিকট হইতে জগৎ অন্তর্ধান করে। জীবাত্মার জগৎ-প্রকাশ এবং পরমাত্মার জগৎপ্রকাশ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জীবাত্মার সম্মুখে যখন জগৎ প্রকাশিত হয়, তখন সে প্রকাশের উপরে জীবাত্মার নিজের কোনো কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে পরমাত্মা হইতে যাহা প্রকাশিত হইতেছে তাহা তাঁহার স্বশক্তির প্রভাবেই প্রকাশিত হইতেছে। জগৎ প্রকাশের দুইদিকের মধ্যস্থিত এই যে প্রভেদ, ইহাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যবর্ত্তী প্রভেদের সুস্পষ্ট নিদর্শন; আর, দুই দিকের দুই প্রকাশের মধ্যে যে এক নিগূঢ় ঐক্য-সূত্রের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে, তাহাই জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যবর্ত্তী নিগূঢ় ঐক্যের পরিচায়ক। জীবাত্মার চৈতন্যের সম্মুখে যখন জগৎ প্রকাশ পায় তখন জীবাত্মা বলিতে পারে যে, এ প্রকাশ আমারই শক্তির প্রকাশ; কেননা, আমি যখন দ্রষ্টা এবং কর্ত্তা হইয়া জগতের সম্মুখে দণ্ডায়-

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLORS.

মান হই তখনই কেবল আমার নিকটে জগৎ প্রকাশ পায়; পক্ষান্তরে আমি যখন আমার দ্রষ্টৃত্ব এবং কর্তৃত্ব শক্তির পরিচালনা-কার্য্যে ক্ষান্ত হই তখন সমস্ত জগৎ আমার নিকটে অপ্রকাশ হইয়া যায়। এ কথা সত্য—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—সেই যে আমার দ্রষ্টৃত্ব ও কর্তৃত্ব শক্তি, তাহা আমি কোথা হইতে পাইলাম? সে শক্তি কি আমি আপনা হইতে উদ্ভাবন করিয়াছি? তাহা যদি আমি করিতে পারিতাম তবে আমিই সর্ব্বশক্তিমান্ হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইতাম; অতএব ও কথা কথাই নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রতিধ্বনির মূল যেমন সাক্ষাৎ ধ্বনি, প্রতিরূপের মূল যেমন সাক্ষাৎ রূপ, তেমনি দ্রষ্টৃত্ব কর্তৃত্ব প্রভৃতি জীবাত্মার যত কিছু শক্তি আছে সমস্তেরই মূল সাক্ষাৎ পরমাত্মার শক্তি। একটি কচি বালককে যখন গুরুমহাশয় হাত ধরিয়া ক খ লেখাইতেছেন, তখন গুরু শিষ্য উভয়েই একসঙ্গে একই লেখা লিখিতেছেন; এরূপ স্থলে বালক বলিলেও বলিতে পারে যে, এ যাহা আমি লিখিতেছি এ লেখা আমারই লেখা। কিন্তু মূলে কে লিখিতেছে? বালক না গুরু মহাশয়? গুরু মহাশয় না লেখাইলে বালক কি তাহার নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে এক অক্ষরও লিখিতে পারিত? সেইরূপ পরমেশ্বরের মৌলিক শক্তির প্রভাবে যদি জগৎ প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে জীবাত্মা কি তাহার নিজের বুদ্ধি এবং শক্তির প্রভাবে জগতের একটি রেণুকণাও প্রকাশ করিতে পারিত? অতএব এটা সুনিশ্চিত যে, পরমেশ্বরের প্রকাশই সমস্ত প্রকাশের মূল কারণ; এবং জীবাত্মার প্রকাশ সেই মূল প্রকাশেরই অনুপ্রকাশ। এই প্রকাশ এবং অনুপ্রকাশের ব্যাপারটিকে আমরা যদি একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখি, তাহা হইলে পরমাত্মার মূল প্রকাশ এবং জীবাত্মার অনুপ্রকাশের মধ্যে কোন্খানে প্রভেদ এবং কোন্খানে ঐক্য তাহার আমরা সুস্পষ্ট আভাস পাইতে পারি। প্রভেদকে দেখিতে হইলে প্রভেদ যেখানে প্রকট ভাব ধারণ করে, অর্থাৎ নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, সেইখানেই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে অন্বেষণ করা উচিত। সেখানে অনুসন্ধান-দৃষ্টি প্রয়োগ করিবামাত্র আমরা দেখিতে পাই যে, জীবাত্মা যখন পরমাত্মার মঙ্গলময়ী শক্তির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ কেবল নিজ শক্তির একটা ভান এবং আড়ম্বর দ্বারা আপনার স্বাতন্ত্র্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করে, আর তাহা করিতে গিয়া কেবল-মাত্র আপনার উপরে ভর করিয়া চলিতে অতিরিক্ত-মাত্রা প্রয়াস পায়, আর তাহাতে যখন তাহার কার্য্যও সফল হয় না—কেবল-মাত্র বৃথা পরিশ্রম এবং কষ্টই সার হয়, তখন জীবাত্মার সেইরূপ অবস্থাতেই মূলপ্রকাশ এবং অনুপ্রকাশের মধ্যে যে কিরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহা স্পষ্ট ধরা পড়ে। গুরু মহাশয় যখন বালককে হাত ধরিয়া লেখাইতেছেন, সেই সময়ে বালক যদি গুরু মহাশয়ের হস্তের সহিত গোড় না দিয়া নিজের ক্ষমতায় কলম চালাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার হাতের লেখার যেরূপ অদ্ভুত শ্রী বাহির হয়, তাহাতেই তাহার নিজের ক্ষমতার দৌড় সুব্যক্ত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে জীবাত্মা যখন পরমাত্মার শক্তির সহিত আপনার শক্তির তান মিলাইয়া—তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া—যথাসাধ্য হিতানুষ্ঠানকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন মূল-প্রকাশ এবং

[illegible]নুপ্রকাশের মধ্যে যে [illegible] এপিট ওপিট সম্বন্ধ তাহা সাধকের অন্তঃকরণে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন পরমেশ্বরের ইচ্ছাই সাধকের আপনার অন্তরের ইচ্ছা হয়; এবং তাঁহার আপনারই সেই গভীর অন্তরের ইচ্ছা যে, এ যাবৎকাল তাঁহার অন্তরে বীজরূপে প্রচ্ছন্ন ছিল—প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অভিব্যক্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাও তিনি তখন বুঝিতে পারেন। তখন তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার ইচ্ছা মূলে এবং গভীরে পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র নহে; এখনও স্বতন্ত্র নহে, এবং পূর্ব্বেও স্বতন্ত্র ছিল না; কিন্তু পূর্ব্বে দুয়ের ঐক্যস্থান তাঁহার নিকটে অব্যক্ত ছিল; পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত ছিল, এখন তাহাই জ্ঞান-প্রেমের আলোকে এবং অমৃত ধারায় অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে। এই অবস্থাতেই জীবাত্মার অন্তঃকরণে এই সত্যটি জাগরূক হইয়া উঠে যে, তাহার আপনার শক্তি দ্বারাই হো'ক্ অথবা বাহিরের কোনো কিছুর শক্তিদ্বারাই হউক্ যাহা কিছু জগতে প্রকাশিত হইতেছে, সমস্তই একযোগে প্রকাশিত হইতেছে; কেননা, সমস্তই একই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রকাশেরই অনুপ্রকাশ। এই সত্যটি যখন সাধকের অন্তঃকরণে যথাবিধি পরিস্ফুট হয়, তখন তিনি পরমেশ্বরের আশ্রিত অনুগত থাকিয়া প্রীতির সহিত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন; আর, এইরূপে চলিয়া পরমেশ্বরের সহিত অধ্যাত্ম-যোগের অমৃত কণা যাহা তিনি সময়ে সময়ে প্রাপ্ত হ'ন তাহাই তাঁহার জীবনের সম্বল হয়, এবং তাহাতেই তিনি পরম আনন্দ এবং পরমা শান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হ'ন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"।

উঠ জাগ, ব্রহ্মোপাসক হইতে হইলে, নিদ্রিত ও নিশ্চেষ্ট হইলে চলিবে না। কেবল মাত্র ব্রাহ্মসমাজে আগমন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের পাঠ ও শ্রবণে কোন ফলোদয় হইবে না। আমরা যাঁর উপাসক তিনি জাগ্রত দেবতা, তিনি সততই জাগ্রত থাকেন। তিনি মৃত্যুর বিপরীত বস্তু; সুতরাং আমরা যদি জড়প্রায় ও মৃতের ন্যায় থাকি, তবে কি প্রকারে তাঁর উপাসক হইতে পারি? পৃথিবীর সম্পদ লাভ করিতে হইলে, কত যত্ন ও আয়াসের প্রয়োজন হয়, তবে সেই চিরসম্পদ লাভ করিতে হইলে আমাদের কত না প্রাণগত যত্নের আবশ্যক করে! কহিনূর যেমন রত্ন, মূল্যও তার তেমনি। ঘোরতর তপস্যা ভিন্ন কে সে ব্রহ্ম-রত্ন লাভে সমর্থ হয়? শরীরকে অযথা শুষ্ক করিলে সে তপস্যা হয় না, আত্মাকে নির্ম্মল করিয়া তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন থাকাই সে তপস্যা। অতএব আত্মানুসন্ধান দ্বারা সর্ব্বাগ্রে আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করাই, ঈশ্বরপ্রার্থীর কর্ত্তব্য। আত্মানুসন্ধানই আত্মাকে নির্ম্মল করিবার উপায়। ঈশ্বরই "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" তদ্ব্যতীত প্রকৃত নির্ম্মল জগতে কেহই নাই। ঈশ্বরের নিকটে—সেই জ্যোতির্ম্ময়ের চক্ষে সকলই মলিন—সকলেই পাপী। অতএব সদর্পে আপনাকে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মনে না করিয়া, পরছিদ্র অন্বেষণ ও পরনিন্দায় আমোদ অনুভব না করিয়া, আপনার দোষ, আপনার পাপ, আপনার ত্রুটি সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিয়া আত্মপরীক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে। ইহাই শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অধিকাংশ লোকেই আত্মপরীক্ষায় বিরত

ও ভীত। বিরত ও ভীত এই জন্য যে ইহাতে প্রথমতঃ দারুণ যাতনা আছে। কারণ নিজের পাপ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার সময় আত্মায় এক ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। দাবানলে যে আকার অরণ্যচারী জীব জন্তু পুড়িয়া মরে, সেইরূপ আত্মপরীক্ষার অনলে, আত্মা দুঃসহ অনলে দগ্ধ হইতে থাকে। অনেকে এই অনলকে না না উপায়ে চাপা দিতে চেষ্টা করে; কিন্তু সে চাপা থাকিবার নয়, "অনল কি রহে বদ্ধ, বস্ত্রেরই বন্ধনে" অতএব হৃদিস্থিত যাতনানলকে চাপা দিতে চেষ্টা না করিয়া বিশুদ্ধ হইবার উদ্দেশে আত্মাকে পুড়িতে দেওয়াই ভাল। কে না দেখিয়াছে মলিন স্বর্ণ দগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে। রাহুমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায়, পাপমুক্ত আত্মা অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করে! কোন সাধু ব্যক্তি গৃহে আসিবেন জানিতে পারিলে, আমরা কৃত যত্নে গৃহমার্জ্জনা করি, তবে সাধুভাবের আকর রাজার রাজা প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে, কেন না অনুতাপাশ্রুতে তাহাকে বিধৌত করিব? যখন অনুতাপাশ্রু প্রেমাশ্রুতে পরিণত হয়, তখন তাহাতে প্রেমময়ের প্রেম প্রতিফলিত হইয়া কি শোভাই না ধারণ করে! কিন্তু কেবলমাত্র আত্মপ্রভাবের উপর নির্ভর করিলে, আমরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি না। কারণ মনুষ্য স্বভাবতই দুর্ব্বল। মনুষ্য সাধুসঙ্গই করুক আর বহু শাস্ত্রই পাঠ করুক, সে প্রতিহত জলস্রোতের ন্যায় হটিয়া আসিবেই আসিবে। সুতরাং আত্মপ্রভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবপ্রসাদ ভিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। এ জগতে দৈববল ভিন্ন কেহই কখন কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। অতএব অনুক্ষণ আমরা যেন দেবপ্রসাদ ভিক্ষা করিতে বিরত না হই। আত্মপ্রভাব ও দেবপ্রসাদে সম্পন্ন হইয়া যখন পরম দেবদেবকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিব, সেই অপূর্ব্ব অবস্থায় মনে হইবে, "আমিই কি সেই মনুষ্য" হা! তখন কোথা বিষাদ—কোথা শোক—কোথা পাপ তাপ! তখন আত্মা কি অশোকে—কি চিরশান্তিতে মগ্ন! কি প্রেমের গান তখন আত্মা তাহার সযুজা সখাকে শুনাইয়া দেয়। তাহার বিনিময়ে সেই মধুময় প্রেমদাতা, কি সুধাই আত্মাকে দান করেন! কি ললিত রাগিণীতে শব্দহীন কথা আত্মারূপ মন্দিরে নিনাদিত হইতে থাকে, তাহা শ্রবণে তাহার কি প্রেম-মোহই উপস্থিত হয়। তখন আত্মা পৃথিবীর সকল মলিন কামনা—সকল অস্থায়ী বিষয়ের চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক পরমেশ্বরে স্থিতি করে। সেই প্রকৃত সমাধির অবস্থা। হে পরমেশ্বর! তুমি অনুকূল হইয়া আমাদিগকে সেই অবস্থায় উপনীত কর। হে চিরশরণ! আমরা সকলে তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। তোমার অপ্রতিম সৌন্দর্য্য আমাদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে ধারণ কর। যাহা ক্ষুদ্র যাহা অস্থায়ী যাহা পরিণামবিরস, তাহা ভুলিতে শিক্ষা দাও। এ সংসার-মরুভূমিতে অনুক্ষণই মোহ-ঘন উদিত হয়, তাই—"আর কার দ্বারে ডাকি তোমায় ছাড়ি, যাব কার দ্বার, তুমি হে আমার মোহ আঁধারের আলো" তুমি আমাদের মোহ আঁধারের আলো হইয়া মোহান্ধকার দূর কর। তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোস্নাতে আমাদিগকে সঞ্চরণ করিতে দাও। এখানে এমন কি আকর্ষণ আছে যে তোমার আকর্ষণকে পরাস্ত করিতে পারে? এখানে এমন কি প্রেমমুখ আছে যাহা তোমার প্রেম-মুখকে ভুলাইতে পারে? তুমি তোমার প্রেমমুখ আমাদের হৃদয়ে দিনে নিশিতে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রাখ তাহা ভিন্ন এ অন্ধকার জগতে প্রাণধারণ দুঃসহ হইয়া উঠে। এখানে মৃত্যুযন্ত্রণা ও সংসারযন্ত্রণা আমাদিগকে নিতান্তই কাতর করিয়াছে তুমি ভিন্ন কে আর আমাদিগকে সান্ত্বনা দিবে? তোমার সান্ত্বনাবারিতে আমাদের হৃদয়ের অনল নির্ব্বাণ কর এই তোমার নিকটে প্রার্থনা—এই প্রার্থনা।

"হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা,
সকলি গিয়েছে আর তুমি যেওনা,
চারি দিকে চাই,
হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একলা আঁধারে,
হের হে শূন্য হৃদয় মম।

কৃষ্ণাবতার।

২৩শ প্রস্তাব।

দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী সহ দ্বাদশ বর্ষের জন্য অরণ্যগমনে বিনির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণেরা শোকে ম্রিয়মান হইয়া তাঁহাদের অনুগমনে নিষ্ক্রান্ত হইলে যুধিষ্ঠির অনুনয় বিনয়ে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে সাঙ্খ্যযোগ-বিশারদ ব্রাহ্মণ শৌনকের তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ, যাহা বনপর্ব্বের ৩য় অধ্যায়ে সমাখ্যাত, তাহা বাস্তবিকই পঠনযোগ্য। তিনি পাণ্ডবগণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন জ্ঞানাম্বু দ্বারা মানসিক দুঃখাগ্নি উপশম করুন; মানসিক সন্তাপ নিবারিত হইলেই শারীরিক তাপ উপশান্ত হয়; মনুষ্যের স্নেহই দুঃখ ভয় শোক হর্ষ ও রাগ এই সমস্তের কারণ। স্নেহ হইতে বিষয়ভাবনা ও বিষয়ানুরাগ এই দুই মানসিক বিকার জন্মে। যেরূপ কোটরস্থিত অগ্নি বৃক্ষকে সমূলে নষ্ট করে, সেইরূপ অল্প বিষয়ানুরাগও ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়বিমুক্ত হইলেই তাহাকে ত্যাগী বলা যায় না, যে ব্যক্তি বিষয়-সমাগমে তাহার দোষ আলোচনা করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক বিরাগের ভাজন দ্বেষ-হীন ও স্বাধীন ইত্যাদি।

বনপর্ব্বের ৩য় অধ্যায়ের ভাস্করের স্তবে যুধিষ্ঠিরের তাম্রনির্ম্মিতা অক্ষয়-স্থালীলাভের কথা বিবৃত। ৪র্থ অধ্যায়ে তখনও বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবগণের সহিত সখ্যবন্ধনের জন্য প্রবৃত্তি দিতেছেন, কিন্তু বৃদ্ধ রাজা পুত্রস্নেহবিমূঢ় সুতরাং সুমন্ত্রণায় বধির। ১২ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণকে বনপ্রব্রজিত ও দুঃখার্ত্ত জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বৈতবনে আগমন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণকে বলিতেছেন পৃথিবী দুরাত্মা দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি ও দুঃশাসনের শোনিত পান করিবে, আমরা সকলে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। যাহারা ছল পূর্ব্বক অত্যাচার করে, তাহাদিগকে বধ করাই সনাতন ধর্ম্ম। জনার্দ্দন পাণ্ডবগণের দুঃখে ক্রোধানলে পরিপূর্ণ হইয়া সমস্ত প্রজাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে অর্জ্জুন তাঁহাকে শান্ত করিলেন। এইখানে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে তিনি একাদশ সহস্র বৎসর জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া পুষ্কর তীর্থে বাস করিয়াছিলেন। শত বৎসর বায়ুভক্ষ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বদরিকাশ্রমে এক পদে দণ্ডায়মান ছিলেন; সরস্বতী তীরে দ্বাদশ বার্ষিক সত্রে উত্ত-

WORM EATEN.

রীয়-বিহীন ও কৃশ-শরীর হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতের আদি, তপস্যার আধার সনাতন পুরুষ; তিনি নরকাসুর দৈত্যদানব সকলকে বিনষ্ট করিয়া শচীপতিকে সর্ব্বাধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন ইত্যাদি। ফলতঃ এই বনপর্ব্বের ১২ অধ্যায়ে যে সকল বিশেষণে ও আখ্যায়িকায় শ্রীকৃষ্ণকে বিভূষিত করা হইয়াছে, এবং তাঁহার অযথা ঔদ্ধত্যের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার সাধন ও তপশ্চর্য্যার যে কিছু ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অল্পই হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবতে দেখা যায়। ভাগবতাদির বাহুল্যের মধ্যেও ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্বদান ও কৃষ্ণের অসামান্য তপশ্চর্য্যার পরিচয় আমরা বড় পাইয়া উঠি নাই। ক্রোধোন্মত্ত কৃষ্ণকে আবার অর্জ্জুন সান্ত্বনা দিতেছেন, এই কথা মহাভারতের এই অংশের মৌলিকতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ আনয়ন করে।

বনপর্ব্বের ১৩। ১৪। ১৫ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে আরও বলিতেছেন, যে যদি আমি দ্বারকায় থাকিতাম তাহা হইলে আপনাদিগকে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাকে আহ্বান না করিলেও আমি দ্যূতস্থানে উপস্থিত থাকিয়া পাশক্রীড়া নিবারণ করিতাম। তৎসময়ে আমি শাল্যরাজার শৌভ নগর বিনাশ করিবার নিমিত্ত গিয়াছিলাম। দ্বারকায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপনাদের বিপদ্‌পাত শ্রবণে আপনাদিগকে দেখিবার জন্য সত্বর এখানে আসিয়াছি। ২২ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগকে লইয়া স্বীয় নগরে গমন করিলেন। তৎ পরে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট হইতে পাশুপৎ অস্ত্র লাভের বিস্তৃত বিবরণ বনপর্ব্বে স্থান পাইয়াছে। ১১৭ অধ্যায়ে তীর্থভ্রমণকারী পাণ্ডবেরা প্রভাস-তীর্থে আসিয়া উগ্র-তপস্যা করিতেছেন এ সংবাদ শ্রবণে বৃষ্ণিবংশীয় বলরাম ও কৃষ্ণ আসিয়া আবার তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। রাম ও অন্যান্য সকলে যুধিষ্ঠিরকে রণে উৎসাহিত করিলে তখনও ধর্ম্মরাজ বলিতেছেন, সত্যই আমার রক্ষণীয়, রাজ্য তাদৃশ নহে। ১১৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বিদায় গ্রহণ করিলে পাণ্ডবেরা প্রয়োষ্ণী তীর্থে ও তথা হইতে অন্য তীর্থে গমন করেন। ১৪৯ অধ্যায়ে অমর হনুমান ভীমকে আত্মরূপ প্রদর্শন করেন। ১৬৫ অধ্যায়ে অর্জ্জুন পুরন্দর পুরীতে ৫ বৎসর কাল বাস করিয়া পুরন্দরের নিকট হইতে বিবিধ অস্ত্র লাভান্তে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইলেন। পরবর্ত্তী ৮ অধ্যায় অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভ্রাতৃগণের সমক্ষে দিব্যাস্ত্র লাভ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ১৮৩ অধ্যায়ে সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণ কাম্যক বনে আবার পাণ্ডবগণকে দেখিতে আইসেন। ১৮৪ অধ্যায় হইতে ২৩১ অধ্যায় নানা উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। ২৩২ অধ্যায়ে সত্যভামা দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামীকে বশ করিতে দেখিয়া নিজ স্বামী কৃষ্ণকে স্ববশে রাখিবার জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ২৩৪ অধ্যায়ে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন দুর্য্যোধন প্রমুখ রাজন্যবর্গকে দ্বৈতবনে রণে পরাজিত ও মহিষীগণ সহিত বন্ধন পূর্ব্বক হরণ করিলে দুর্য্যোধনের অমাত্যেরা সমীপস্থ পাণ্ডবগণের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ভীমসেন প্রথমে তাহাতে অনিচ্ছুক হইলেও যুধিষ্ঠির কহিলেন যখন কৌরবেরা সঙ্কটাপন্ন ও ভয়ার্ত্ত হইয়া শরণ প্রার্থনা করিয়াছে তখন কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে; অতএব রক্ষা করিতে অভিধাবিত হও। ২৪৪ অধ্যায়ে চিত্রসেন পাণ্ডবগণের হস্তে পরাজিত হয়েন।

দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বরণে যে অবমাননা সহ্য করিয়াছিলেন তাহার নিরাকৃতির জন্য মহারথ কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। ২৫৩ অধ্যায় উহারই ধারাবাহিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ২৫৪ অধ্যায়ে রাজা দুর্য্যোধনের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের কল্পনা। ২৫৫ অধ্যায়ে পাণ্ডবেরা ঐ যজ্ঞে আহূত হইলেও বনবাস সময় অনতীত জানিয়া আইসেন নাই। ২৫৬ অধ্যায়ে কর্ণ অর্জ্জুন বধে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ২৬২ অধ্যায়ে দুর্য্যোধন-নিযুক্ত দুর্ব্বাসা মুনি অযুত শিষ্য পরিবৃত হইয়া বনবাসী পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাদের আমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু এই জনশূন্য অরণ্যে কিরূপে সৎকার করিবেন এই দারুণ দুর্ভাবনায় দ্রৌপদী কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দ্রৌপদীর কাতর মিনতিতে শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পার্শ্বশায়িনী রুক্মিণীকে শয়নে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সেই স্থানে আসিলেন; এবং আসিয়াই কৃষ্ণাকে বলিলেন আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, শীঘ্র আমাকে ভোজন করাও। কৃষ্ণা সূর্য্যপ্রদত্ত স্থালী আনয়ন করিয়া বলিলেন উহাতে আর কিছুই নাই। কিন্তু যদুকুলধুরন্ধর কেশব স্থালীর কণ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন দেখিয়া তাহা ভক্ষণপূর্ব্বক পাঞ্চালীকে কহিলেন, যজ্ঞভোজী ভগবান বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি এই শাকান্ন দ্বারা পরিতুষ্ট ও তৃপ্ত হউন। এদিকে মুনিসঙ্ঘ সলিলে অবতীর্ণ হইয়া স্নান করিতে করিতে অন্নরস সমন্বিত উদ্গার দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, একি! আমরা যুধিষ্ঠিরকে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিয়া আসিলাম কিন্তু দেখিতেছি সকলেই আকণ্ঠতৃপ্ত; এখন আর আমরা কি প্রকারে ভোজন করি। পাক নিরর্থক করাতে রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের নিকট অপরাধী হইলাম। জানি না পাণ্ডবেরা ক্রূরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন, অতএব চল আর কাজ নাই, উহাঁদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই পলায়ন করি, এই বলিয়া সকলে ভীত হইয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণও পাণ্ডবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা হইতে তোমাদের বিপদ আশঙ্কা করিয়া দ্রুতপদে আসিয়াছিলাম ভাগ্যবলে আমারই কৌশলে তোমরা রক্ষা পাইলে। যুধিষ্ঠির তদুত্তরে বলিলেন "বিভো গোবিন্দ! মহার্ণবে নিমগ্ন ব্যক্তি যেরূপ তরণী লাভে উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ আমরা তোমারই সাহায্যে আপদ-সাগর পার হইলাম।"

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণে আরোপিত বিশেষণ গুলি তাঁহার দেবত্ব ও ঈশ্বরত্বের পরিচায়ক। শুদ্ধ তাহাই নহে মহাভারতকারের ভিতরের অভিপ্রায় বোধ হয় এরূপ যেন ঈশ্বরকে তৃপ্ত করিতে পারিলে আর সকলকেই তৃপ্ত করা হয়। "তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং"। তাই দ্রৌপদী কৃষ্ণরূপ ঈশ্বরকে অগ্রে তৃপ্ত করিয়া বুঝিতে পারিলেন ক্ষুধার্ত্ত ঋষিগণের পরিতৃপ্তি তাহাতেই হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা শান্তি হইয়াছে। এই অধ্যায়ে মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ যাহাই থাক উহার অন্তরালে এই মহা সত্যটি যে লুক্কাইত, ভাষার ছলনা তাহা যেন চাপিয়া রাখিতে পারে নাই।

এই বনপর্ব্বের ২৭৩ অধ্যায় হইতে

WORM EATEN.

২৯০ অধ্যায় পর্য্যন্ত কয়েক অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত রামচন্দ্রজীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। মহাভারতের স্থানে স্থানে এই শ্রীরামচন্দ্রের কথা সন্নিবিষ্ট থাকায় অনেকের মতে রামায়ণের নায়কের উৎপত্তি মহাভারতোক্ত কুরুপাণ্ডবদিগের পূর্ব্বে ঘটে।

সাবিত্রী সত্যবানের আখ্যায়িকা ২৯২ অধ্যায় হইতে ২৯৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। ৩১২ অধ্যায় যক্ষ ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে পরিপূর্ণ। বনপর্ব্বের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ ৩১৪ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা একবর্ষব্যাপী নির্জ্জন বাসের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এরূপ উল্লেখ আছে।

এই বনপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের যে কয়েক বার মিলন ঘটে হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ বা ভাগবতাদিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই কারণে মহাভারতে কৃষ্ণচরিতের যে আধিক্য পরিলক্ষিত হয় তাহাই দেখাইয়া যাইতেছি।

শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত।

বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার সূত্রপাত হইয়াছে। যেখানে স্বাধীন চিন্তা, সেখানেই মতবৈষম্য। সুতরাং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত বৈষম্য দেখা যাইতেছে তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বঙ্গদেশে শিক্ষিত হিন্দুর বয়ঃক্রম এক শতাব্দী কাল বলা যাইতে পারে, কেন না ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। এই এক শতাব্দী কাল মধ্যে শিক্ষিত হিন্দুর ধর্ম্মমতের প্রকৃতি ও গতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উন্নতিশীলতা তাহার একটী লক্ষণ হইলেও তাহা অব্যাহত ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

ইংরাজী শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থায় শিক্ষিত হিন্দু একদিকে যেমন খ্রীষ্টধর্ম্ম অপর দিকে তেমনি ইয়োরোপ খণ্ডের তৎকালীন অনেকানেক জ্ঞানাভিমানী লোকের মধ্যে প্রচলিত সংশয়বাদের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেন। তৎকালে শিক্ষিত হিন্দুগণ সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতেন না, শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না, স্বদেশের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেন না; ইংরাজ গ্রন্থকারগণ এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দুজাতি ও হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেন তাহাই তাঁহারা অভ্রান্ত ও বেদ বাক্যবৎ জ্ঞান করিতেন। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মপ্রচারকগণ বলিতেন হিন্দুধর্ম্মে পৌত্তলিকতা ভিন্ন আর কিছুই নাই; অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু সেই মতই শিরোধার্য্য করিতেন। আবার কতকগুলি শিক্ষিত হিন্দু সংশয়বাদ মতের প্রতিপোষক ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা উক্ত মতের পক্ষপাতী ইংরাজ শিক্ষকের অনুবর্ত্তী হইয়া নিরীশ্বরবাদের ভক্ত হইয়া পড়িতেন। দেশের এইরূপ শিক্ষা দীক্ষার সময়ে অনেকে যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, এবং সংশয়বাদ মতাবলম্বী হইয়া পড়িবেন তাহা স্বাভাবিক।

যখন শ্রীরামপুরের বিখ্যাত রেভারেণ্ড কেরি সাহেব প্রমুখ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের উদ্যম ও চেষ্টায় এবং ডাক্তার ডফের ন্যায় ক্ষমতাশালী শিক্ষক ও বক্তার

প্রভাবে শিক্ষিত হিন্দুর মন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি প্রবল বেগে আকৃষ্ট হইতেছিল তখন রাজা রামমোহন রায় বেদ বেদান্তাদি হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের প্রকাশ ও বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্ম-নিহিত রত্নরাজি হিন্দুদিগের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রবণ তাৎকালীন শিক্ষিত হিন্দুর মনে নূতন আলোক বর্ষণ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম এবং উহা খ্রীষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই দুইটী সত্য শিক্ষিত হিন্দুগণ ক্রমে যতই প্রতীতি করিতে সক্ষম হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদিগের পক্ষে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের আকর্ষণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিভা, ধর্ম্মানুরাগ, উৎসাহ ও সমবেত পরিশ্রম ও চেষ্টার বলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব শিক্ষিত হিন্দুর নিকট ক্রমে অতি উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মধর্ম্মই যে শিক্ষিত হিন্দুর ধর্ম্ম, প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুই স্বীকার করিতে লাগিলেন। তৎকালে যে শিক্ষিত হিন্দু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন, কিম্বা ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত না করিতেন, তিনি স্বীয় শিক্ষার অবমাননা করিতেছেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই ধারণা হইল। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম বহুসংখ্যক শিক্ষিত হিন্দুর হৃদয় মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ফেলিল, তখন হিন্দু সমাজের শিক্ষাশূন্য বৃদ্ধ সমাজপতিগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে শিক্ষিত হিন্দু যদি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন ত করুন, কিন্তু তাঁহাদের মনের সে বিশ্বাস মনেই রাখুন, বাহিরে প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা কি? প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ না করিয়া, গৃহের বিগ্রহ দূরে নিক্ষেপ না করিয়া, পূজা পার্ব্বনাদি বন্ধ না করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্ম হউন না, তাহাতে সমাজ আপত্তি করিবে না। প্রকাশ্যে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিবার প্রয়োজন কি? প্রচলিত ধর্ম্ম, লৌকিক আচার রক্ষা কর, আর মনে ব্রাহ্ম হও, তাহাতে আপত্তি নাই। ব্রাহ্ম নাম লইয়া ব্রাহ্মদলভুক্ত হইও না। হিন্দুসমাজপতিগণ বা হিন্দু পরিবারবর্গের বৃদ্ধ অভিভাবকস্থলীয় ব্যক্তিদিগের এই প্রকার প্ররোচনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া শিক্ষিত হিন্দুগণ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অপরন্তু, ব্রাহ্মসমাজ যখন দুই দলে বিভক্ত হইল, তখন হিন্দু সমাজপতিগণ ব্রাহ্মদিগের মতের স্থিরতা ও দৃঢ়তা নাই এই অপবাদ দিয়া অনেককে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

হিন্দু সমাজপতিগণের সুনীতি বহির্ভূত উক্ত উপদেশ এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্বেষ উদ্রেকের চেষ্টা অচিরাৎ ফলবান হইল। এই প্রকার উভয়দিকরক্ষাকারী, সাংসারিকতার পরিচায়ক পরামর্শই সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায় বিরাগ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে ব্রাহ্মের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে হিন্দুসমাজপতিগণের পরামর্শে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতাবলম্বী স্বীকার করিয়াও, পৌত্তলিক ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপ

পরিত্যাগ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন, অনেক ব্রাহ্ম তাঁহাদিগকে কপট ও কাপুরুষ নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। কিছু কাল এইরূপে অভিহিত হইয়া কতকগুলি শিক্ষিত হিন্দু পৌত্তলিকতা বা সাকারবাদের সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষিত হিন্দু কর্ত্তৃক পৌত্তলিকতার সপক্ষতা ও সমর্থন বঙ্গদেশের এক অভিনব দৃশ্য। দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বের সাহায্য লইয়া সাকারবাদের প্রকৃষ্টতা বা শ্রেষ্ঠতা দেখাইতে কতকগুলি ইংরাজী ও সংস্কৃতবিদ্যাসম্পন্ন হিন্দু দলপতি স্ব স্ব বিদ্যা বুদ্ধি নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাঁরা যে কিয়ৎ কালের জন্য কিয়ৎ পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর নহে, কেন না ব্রাহ্মধর্ম্মের সারবত্তা ও শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়াও অনেক শিক্ষিত হিন্দুর প্রকাশ্যভাবে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিবার সাহস ছিল না, বলিয়া তাঁহারা পৌত্তলিকতার জয় ঘোষণায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৌত্তলিকতা প্রচারকদিগের কথা বিচার করিয়া দেখিবার আবশ্যকতাই ইহাঁরা উপলব্ধি করিলেন না, কেননা ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনাদিগের আচরণ সমর্থন জন্য ইহাঁরা পূর্ব্ব হইতেই পৌত্তলিকতার সারবত্তা প্রতিপাদনের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলেন। কিছুকাল এই পৌত্তলিকতা পুনরুত্থানকারী দলের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এখন ইহাঁদিগের তিরোভাব না হইলেও ইহাঁরা যে প্রচারক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যে সময়ে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌত্তলিকতাকে হিন্দুর পালনীয় শ্রেষ্ঠধর্ম্মরূপে প্রচারের চেষ্টা হইতেছিল তাহারই কিছু পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে কর্ণেল অলকট্ ও মাদাম ব্লাভাস্কি ভারতে আগমন করেন, এবং মুখ্যতঃ হিন্দুশাস্ত্রনিহিত সত্য উদ্ধার করিবার উদ্দেশে থিওসফিকেল সোসাইটী বা তত্ত্বসভা নামে এক সভা স্থাপন করেন। ইহাঁদিগকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান্ এবং আর্য্য ঋষিগণের ও প্রাচীন ভারতের গৌরব কীর্ত্তনে বিশেষ উৎসাহবান দেখিয়া শিক্ষিত হিন্দুগণ দলে দলে ইহাঁদিগের প্রতিষ্ঠিত সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য ও সংকল্পিত কার্য্য প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুর নিকট যে সমাদৃত হইয়াছিল তজ্জন্য আমরা আনন্দিত হইয়াছিলাম। আজও ইহার দ্বারা হিন্দুজাতির কল্যাণকর অনেক সৎকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু এই সভা দ্বারা শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের আশানুরূপ ধর্ম্মোন্নতি সাধিত হয় নাই। সভার নিয়মানুসারে সভ্যগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীন, কিন্তু সভার প্রতিষ্ঠাতাগণ অদ্বৈতমতাবলম্বী হওয়াতে ইহার অধিকাংশ সভ্য অদ্বৈতবাদী। দেখা গিয়াছে যে কেহ কেহ এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার পূর্ব্বে দ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু সভ্য হইবার পরে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। পরন্তু, ইহাঁরা অদ্বৈতবাদী হইলেও, সকল অব্রাহ্ম শিক্ষিত হিন্দুর ন্যায় ইহাঁরা হিন্দু দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ যথারীতি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। থিওসফিষ্টদিগের মধ্যে আবার এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা বিশ্বাসে দ্বৈতবাদী হইলেও থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ে অদ্বৈতবাদের সমাদর থাকাতে তাঁহারাও আপনাদিগকে অদ্বৈতবাদী রূপে পরিগণিত হইতে দেন। আবার ইহাঁদিগের মধ্যে

কেহ কেহ বিশ্বাসে ও জীবনে, মতে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, পৌত্তলিকতাই একমাত্র প্রতিপাল্য ও সম্ভব ধর্ম্ম, এই মত প্রচার করিয়া থাকেন।

থিওসফিষ্টদল যখন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তখন পরলোকগত মনীষী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "কৃষ্ণ চরিত্র" নামক দুই খানি ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচার করেন। এই দুই গ্রন্থে তিনি এক প্রকার সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ ও আদর্শ মানুষ ও ঈশ্বরের অবতার রূপে গ্রহণ, এবং মানবীয় সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনই ধর্ম্মসাধন, ইহাই শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্রপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রধান মত। বঙ্কিম বাবুর জীবদ্দশায় তাঁহার ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তীর সংখ্যা অল্প ছিল না। এখনও উক্ত মতাবলম্বী কেহ কেহ আছেন। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস ইহাঁদিগের ধর্ম্ম মতের প্রাণ হইলেও ইহাঁরা পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ হইতে বিরত নহেন।

প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল স্বর্গগত মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্ম্মজীবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া অনেক ধর্ম্ম-প্রাণ শিক্ষিত হিন্দু যুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে ইহাঁর অনেক শিষ্য আছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্ম্মমত অতি উদার ও সত্য-প্রাণ ছিল। তাঁহার ধর্ম্মমতের সার গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না, কিন্তু এক্ষণে যাঁহারা রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের নেতা তাঁহারা পরমহংস দেবকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন এবং প্রধানতঃ অদ্বৈতবাদের প্রচার করিতেছেন। এই দলে দ্বৈতবাদাবলম্বী লোকও আছেন। কিন্তু ইহাঁরাও দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ হইতে বিরত হয়েন নাই।

চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত প্রধানতঃ অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুবর্গের নিকট পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত এবং ইদানীং শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ চৈতন্যের ধর্ম্ম মত প্রচার করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং অবতার রূপে চৈতন্যদেবে ভক্তি, ইহাই ইহাঁদিগের প্রতিপাদিত ধর্ম্মের সার মত। কিন্তু প্রচলিত দেবদেবীর পূজা ও পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ হইতে ইহাঁরাও বিরত হয়েন নাই।

শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে যোগমার্গাবলম্বী এক সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। ইহাঁরা সকলেই প্রায় গৃহস্থ-যোগী। কাশী বা অন্য কোন তীর্থ স্থানে ইহাঁদিগের গুরুগণ বাস করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই ভক্তিমান ও ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন; কেহ বা দ্বৈতবাদী কেহ বা অদ্বৈতবাদী। ইহাঁরা যে মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা পৌত্তলিকতার প্রতিপোষক নহে বরং বিরোধী; কিন্তু ইহাঁরা সকলেই হিন্দু দেবদেবীর পূজা-নিরত এবং পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপের অনুবর্ত্তী।

বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুকাল হইতে ভগবদ্গীতার বহুল প্রচার ও আলোচনা হইতেছে। ইহার ফলস্বরূপ "গীতা সমাজ" নামক একটী ধর্ম্মসভা সম্প্রতি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সভার সভ্যদিগকে গীতাবাদী বলা যাইতে পারে। এই সভার নেতৃগণের মধ্যে হিন্দু সমাজের সম্মাননীয় অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোক আছেন। গীতার প্রতিপাদিত ঈশ্বর

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্,
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং",

কিন্তু এই "গীতা সমাজে"র সভ্যগণ দেশ-প্রচলিত পৌত্তলিকতার অনুশাসন যথা-রীতি পালন করিয়া থাকেন।

দেশের বিদ্যালয় সমূহে যে ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহার ফল-স্বরূপ ধর্ম্মবিশ্বাসবর্জ্জিত ও শ্লথনীতি এক দল লোকের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাঁদি-গের মধ্যে কেহ সংশয়বাদী, কেহ নাস্তিক, কেহ অজ্ঞেয়তাবাদী, কেহ বা অন্য কোন নিরীশ্বর মতাবলম্বী। ধর্ম্মনীতি পালন সম্বন্ধে ইহাঁদিগের ঔদাসীন্য দেখা যায়; কেহ কেহ বা এককালে নীতি পাল-নের গুরুত্বই স্বীকার করেন না। শিক্ষা মন্দির পরিত্যাগের পর সংসারে প্রবেশের কিছুকাল পর্য্যন্ত অনেক শিক্ষিত হি-ন্দুকে এই হীন আধ্যাত্মিক অবস্থাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল বঙ্গদেশে নহে, ভারতের সর্ব্বত্র এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোক দেখা যায়। পরলোকগত ফ্লেচার্স উইলিয়ামস্ সাহেব গত দুই বৎসর কাল ভারতের নানা প্রদেশে শিক্ষিত সম্প্রদা-য়ের মধ্যে বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে সংশয়বাদের প্রভাব দে-খিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে এই সকল নিরীশ্বর ম-তাবলম্বী শিক্ষিত হিন্দুগণও প্রচলিত পৌত্তলিকতার অনুশাসন যথারীতি পালন করিয়া থাকেন।

সাধারণ পৌত্তলিক সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে এরূপ কতক-গুলি লোক আছেন যাঁহারা বিবিধ যুক্তি দ্বারা পৌত্তলিকতা সমর্থন করেন না, পৌত্তলিকতা একমাত্র সম্ভব ধর্ম্ম এই মতও প্রচার করেন না, শান্তভাবে পৌত্তলিক সম্প্রদায়ে থাকিয়া তৃপ্ত থাকেন, অথচ ইহাঁরা বিশ্বাসে একেশ্বরবাদী। কথোপ-কথনকালে ও প্রবন্ধে ইহাঁদিগের বিশ্বাস প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই শ্রেণীর হিন্দুর রচিত প্রবন্ধ হইতে দুইএকটী কথা উদ্ধৃত হইতেছে। "হিন্দু-পত্রিকায়" প্রকাশিত "হিন্দু ও অহিন্দু" শিরস্ক কবিতায় বলা হইয়াছে;—

"ঈশে" যার রতি গতি নতি
হিন্দু সংজ্ঞা সাজে তার প্রতি"
* * *
"ঈশ্বরে যে বিশ্বাস বিহীন,
চিত্ত যার দীন হীন ক্ষীণ
নাস্তিকতা নীরস-পরাণ
মন যার মহামরু স্থান
নাহি যার স্নেহ দয়াবিন্দু
ইহারাই প্রকৃত অহিন্দু।" (১)

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপালের মত সমালোচনা কালে এডুকেশন গেজে-টের সম্পাদক বলিতেছেন;—"বৌদ্ধের নীতিশাস্ত্র হিন্দুধর্ম্মপ্রসূত ও উৎকৃষ্ট। বৌদ্ধকে 'শূন্য' ছাড়াইয়া শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল যদি 'ব্রহ্ম' ধরাইতে পারেন তাহা হইলে আর কিছু বাকী থাকে না। (২)

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মমত সমূহ আমরা উপরে সংক্ষেপে বর্ণনা করি-লাম। দেখা যাইতেছে যে বহু সংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী বিশ্বাসে একেশ্বরবাদী। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে একেশ্বরবাদের এরূপ প্রসারের মূলীভূত কারণ ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজ দেখা-ইয়া দিয়াছেন যে প্রচলিত হিন্দু পৌত্ত-

(১) হিন্দুপত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩০৮।
(২) এডুকেশন গেজেট, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩০৮

লিকতা শিক্ষিত, জ্ঞানবান হিন্দুর অব-লম্বনীয় হইতে পারে না; এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার উপাসনাই তাঁহার একমাত্র উপযোগী ধর্ম্ম। শিক্ষিত হিন্দুগণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রচারিত এই সত্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রহণ করিয়াও তাঁহারা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন না। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহার কারণ কি? আমাদের ধারণা, ইহার একমাত্র কারণ হিন্দু সমাজচ্যুত হইবার আশঙ্কা। এই আশঙ্কায় অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু অন্তরে ব্রাহ্ম হইয়াও বাহিরে পৌত্তলিক রহিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্যই জানিতেছেন যে এরূপ আচরণ কপটতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ প্রকার কপটতা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অতি দূষণীয় তাহাও যে তাঁহারা উপলব্ধি করিতেছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সকল হিন্দু একেশ্বরবাদিগণ বলিতে পারেন যে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতি[illegible]তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা অন্য ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিতেছি না, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক আ-চ[illegible] ব্যবহার ও রীতি নীতি সম্বন্ধে কোন [illegible]ক্ষার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন [illegible] যিনি পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিতে [illegible]ত, আদি ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকেই স্বীয় [illegible]ড়ে স্থান দেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্ম [illegible]য়া গ্রহণ করেন। যাঁহারা "ব্রাহ্ম" [illegible]দের অর্থ "অহিন্দু" মনে করেন তাঁহা-[illegible]গের অবগতির জন্য বলিতেছি, যে আদি [illegible]সমাজের ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানে অ-[illegible]ন্দু কিছুই নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ হি[illegible] একেশ্বরবাদীদিগের সমাজ। আদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মগ্রন্থ উপনিষদাদি হিন্দু-শাস্ত্রোদ্ধৃত একেশ্বরবাদপ্রতিপাদক বচনা-বলীর ব্যাখ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি হিন্দু কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির পৌত্তলিকতা-প্রতিপোষক অংশ বর্জ্জিত সুসংস্কৃত কর্ম্মা-নুষ্ঠানপদ্ধতি মাত্র। বঙ্গদেশের শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি এক্ষণে অন্তরে এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি করেন, বাহিরে পৌত্তলিকতা রক্ষা করা আর তাঁহাদের শোভা পায় না। এরূপ কপটতার কলঙ্ক ক্ষালন করা এক্ষণে তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে গেলে তাঁহারা দেখিবেন যে আদি ব্রাহ্মসমাজই তাঁহাদিগের এক-মাত্র আশ্রয়স্থল, আদি ব্রাহ্মসমাজই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত একমাত্র ধর্ম্ম-সমাজ। বঙ্গের একেশ্বরবাদী শিক্ষিত হিন্দুগণ তাঁহাদিগের কপট পৌত্তলিকতার দীন, হীন, মৃত ভাব পরিত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব হৃদয়গত অকপট জীবন্ত ব্রহ্ম-বিশ্বাসের উজ্জ্বল গৌরবে বিভূষিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত ধর্ম্মমন্দির যে আদি ব্রাহ্মসমাজ তন্মধ্যে স্থান গ্রহণ করুন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১৪২।৴০
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৬১৮॥৵৩
সমষ্টি	...	৭৬০৸৵৩

TORN PAGE(S).

ব্যয়	...	১৪৭॥৩
স্থিত	...	৬১৩।৶০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১১৩।৶০
	৬১৩।৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১১৫

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১৫৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৭৸০

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা

১৲

" " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, রাজগঞ্জ

৩।৶০

" " গণেশপ্রসাদ লালা, রাজ দ্বারভাঙ্গা

৩।৶০

৭৸০

পুস্তকালয়	...	২।৴০
যন্ত্রালয়	...	১৬৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১।০
সমষ্টি		১৪২।৴০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮৬॥৴৩
পুস্তকালয়	...	।৶০
যন্ত্রালয়	...	১৭ ॥০
সমষ্টি		১৪৭॥৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শুক্রবারে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাস[illegible] হইবে। অতএব ঐ দিবস যথ[illegible] সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপ[illegible]স্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৭০০ সংখ্যা

১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

গার্হস্থ্য উপাসনা মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ।

আমরা যখন কোনো বন্ধুজনের সহিত আলাপ করি, তখন আমরা তাঁহাকে আমাদের মনের সকল কথা খুলিয়া বলি না—খুলিয়া বলিতে পারিও না, খুলিয়া বলিতে চাহিও না। কতক বা অনাবশ্যক বোধে বলি না, কতক বা তিনি বুঝিতে পারিবেন না মনে করিয়া বলি না, কতক বা আপনার মান বাঁচাইবার জন্য বলি না; কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট যখন আমরা প্রার্থনা করি তখন আমাদের উচিত যে, আমরা আমাদের সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া ঠিক্ খাঁটি সত্য ভাবে তাঁহার নিকটে আমাদের মনকে লইয়া যাই; আমাদের জানা উচিত যে, পরমাত্মা আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা—তিনি আমাদের আপনার অপেক্ষাও আপনার; নিঃসংশয় চিত্তে এটা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, তাঁহার নিকটে যথার্থ সত্যভাবে আমরা যাহা প্রার্থনা করি না কেন, তাহা কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। এমন হইতে পারে যে, আমরা না বুঝিয়া এমন একটা বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি যাহা পরিণামে আমাদের আপনাদেরই পক্ষে অনিষ্টজনক; কিন্তু সেরূপ প্রার্থনাও যদি আমরা অকৃত্রিম-ভাবে ঈশ্বরের নিকটে জানাই, তাহা হইলে তাঁহার কৃপাবলোকনের জ্ঞানালোকে আমাদের চক্ষু ফুটিয়া গিয়া আমাদের সে প্রার্থনা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; প্রথমে তাহার ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহার পরে তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহার পরে এমন কি তাহার বিষয় পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; তখন আমরা বুঝিতে পারি যে প্রথমে আমরা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা আমাদের মনের একটা সাময়িক ব্যস্ততা বা অধীরতা মাত্র; কেন না যাহা পরিণামে আমাদের আপনাদেরই পক্ষে অনিষ্টজনক, তাহা কখনই আমাদের আত্মার যথার্থ প্রার্থনা হইতে পারে না। তাহা যদি আমাদের আত্মার যথার্থ প্রার্থনা হইত, তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিতেন, কেন না তিনি মঙ্গলস্বরূপ। আমাদের আত্মার

TORN PAGE(S).

যথার্থ প্রার্থনা যে কি তাহা আমরা আপনারা না জানিতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তাহা জানেন; এই জন্য আমরা যখন আমাদের অন্তরাত্মার সহিত যোগে যথার্থ ভাবে তাঁহার নিকটে কোনো বিষয়ের প্রার্থনা করি, তখন করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের সে প্রার্থনা পূরণ করিতে কার্পণ্য করেন না। আমরা না বুঝিয়া তাঁহার নিকটে যদি কোনো অসম্ভব, অযোগ্য বা অলীক বিষয়ের প্রার্থনা করি, তবে তিনি যে তাহা পূরণ করেন না, তাহাতেই তিনি প্রকারান্তরে আমাদের আত্মার গভীর এবং যথার্থপক্ষের প্রার্থনা পূরণ করেন; কেন না বাস্তবিক পক্ষে আমাদের আত্মা চায় যে, আমাদের যাহাতে অনিষ্ট হয়, সেরূপ কোনো বিষয়ের প্রার্থনা পরমেশ্বর যেন পূরণ না করেন। একজন বিষয়ী ব্যক্তি যদি পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন যে, আমাকে ধন দেও; তবে তিনি নিতান্তই আপনার চক্ষে ঠুলি বাঁধিয়া সেরূপ প্রার্থনা করেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকের বিলাসী এবং অর্থলোলুপ ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা তাহা তিনি দেখিয়াও দেখেন না। হয় তো তিনি মনে করিতেছেন যে, আমি ইচ্ছানুরূপ ধন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে, ধনের সদ্ব্যয় ভিন্ন অসদ্ব্যয় করিব না; কিন্তু সত্যসত্যই যদি তাঁহার মনের ভাব সেরূপ হইত, তাহা হইলে তিনি ধনের জন্য এত বেশী লালায়িত হইতেন না—ধনকে এত সার বস্তু মনে করিতেন না যে, তাহার জন্য তিনি পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইবেন! কেন না, একজন অধম ভিখারীও পৃথিবীর সম্রাটের নিকটে দুই টাকা মাত্র ভিক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করে। তাঁহার জানা উচিত যে, তাঁহার সে প্রার্থনা তাঁহার আত্মার প্রার্থনা নহে; তাঁহার আত্মা প্রার্থনা করিতেছে—সমগ্র শান্তি তৃপ্তি এবং আনন্দ; প্রীতি ভক্তির পূর্ণ পর্য্যাপ্তি। তাঁহার আত্মা যাহা প্রার্থনা করিতেছে তাহার তুলনায় ধন-ঐশ্বর্য্য যে কি তুচ্ছ সামগ্রী তাহা তিনি ভাবিলেন না। তাঁহার গভীর অন্তর যাহা চাহিতেছে, তাহা যদি তিনি জানিতে পারিতেন তবে তিনি স্বয়ং পরমাত্মাকেই চাহিতেন, কেন না তিনি ব্যতীত আত্মার যথার্থ শান্তি তৃপ্তি এবং আনন্দ আর কোন কিছুতেই সম্ভাবনীয় নহে। প্রার্থনার বিষয় এইরূপ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া এবং তদ্বিষয়ে মহাপুরুষেরা সময়ে সময়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিয়া কতকগুলি কর্ত্তব্য-বিষয়ের সন্ধান যাহা আমি পাইয়াছি তাহা এই ঃ—

প্রথম কর্ত্তব্য—প্রত্যহ নির্জ্জনে উপাসনার সময় খাঁটি সত্য-ভাবে ঈশ্বরের সন্নিধানে আমাদের মনকে লইয়া যাওয়া। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—আমরা অজ্ঞান এবং মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার প্রতি এবং অন্যের প্রতি কত যে অহিতাচরণ করিয়াছি—অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণকে (আপনার ভ্রাতৃভগিনীগণকে) কত যে তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়াছি, কত যে সময় অকার্য্যে ক্ষেপণ করিয়াছি—সমস্তের জন্য করুণাময় পরমেশ্বরের নিকটে সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তৃতীয়তঃ আমরা যখন ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তখন আমাদের উচিত যে, আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব, আশ্রিত ব্যক্তি এবং অপরাপর ব্যক্তি আমাদের প্রতি যে কোন অপরাধ করিয়াছেন তাহা তাঁহারা অজ্ঞান-বশতই বা মোহ-

বশতই করিয়াছেন এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিব। চতুর্থ কর্ত্তব্য—যাহাতে আমরা মুখে কেবল নয় কিন্তু কাজে আপনার এবং অন্যের হিতসাধন করিতে পারি, এক কথায়—যাহাতে কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারি এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই, তাহার জন্য তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করা; তাহা যখন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সত্য-ভাবে এবং মঙ্গল-ভাবে করিব তখন আমাদের মঙ্গলময় করুণানিধান পিতামাতা আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিবেন ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন ও তাঁহার উপদেশ।

সুমঙ্গল ৭ই পৌষের অরুণোদয় বেলায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঊষাকীর্ত্তন-সম্প্রদায় ত্রিতাপ-নিবারণ সুমধুর ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পুণ্যশ্লোক পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের সফলা পুণ্যদীক্ষার বাৎসরিক অভিনন্দনের জন্য তাঁহার যোড়াসাঁকোর ভবনে উপস্থিত হন। যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহারা ভবনস্থ ব্রহ্মোপাসনা-মন্দিরে উপবিষ্ট হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা ও সময়োপযোগী উপদেশাদি প্রদান করেন। তৎপরে সেই মহর্ষিদর্শনাভিলাষী ভক্তদল তৃতীয় তলে গিয়া শ্রীমন্মহর্ষিদেবের নিকটে উপবিষ্ট হইলে তিনি স্বভাবগতকরুণায় দিব্যমধুরকণ্ঠে সহজসরল ভাষায় বলিতে লাগিলেন—

"ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি।

আমাদের দুটি সাধনা, দুটি আমাদের প্রকৃষ্ট সাধনা। এক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার উপাসনা; আর এক অন্তরের সহিত তাঁহার ধর্ম্মনিয়ম পালন করা। তাঁর ধর্ম্মনিয়ম ছেড়ে কেবল উপাসনা কখনই সফল হয় না। এই দুইই চাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সুন্দর প্রণালী পালন করা চাই।

ব্রহ্মকে কি প্রকারে জান্‌বে তা বল্‌ছি—তিনি

অজ আত্মা অনন্তজ্ঞান মহাপ্রাণ
সর্ব্বশক্তি চেতনাবান্ অন্তর্য্যামী
বিশ্বনিকেতন পূর্ণসত্য পুরুষমহান্।

তিনি অজআত্মা—তাঁহার জন্ম নাই।—আমাদের যেমন জন্ম হচ্চে—মৃত্যু হচ্চে—আমরা যেমন জন্ম মৃত্যুর অধীন; তিনি তাহা নহেন। তিনি জন্মরহিত অথচ তিনি সকলের পিতা!

অনন্তজ্ঞান—অপরিমিতজ্ঞান—তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই। আমাদের জ্ঞান বিদ্যুতের মত কখন প্রকাশ পায়, আবার চলে যায়; কিন্তু তিনি অনন্তজ্ঞান। যত দূর—যেখানে যাহা কিছু আছে, যা কিছু হচ্চে, সে সকলই তিনি জান্‌ছেন, তাঁহার জ্ঞানের অতীত কোথাও কিছুই নেই।

তিনি মহাপ্রাণ—সেই প্রাণ থেকে সকলেই প্রাণ পেয়েছে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তরু লতা চরাচর বিশ্ব জগৎ তাঁরই প্রাণে প্রাণবান্। আমরা সকলে তাঁহতেই প্রাণ পেয়েছি। তিনি সকলের প্রাণদাতা—তিনি মহাপ্রাণ!

তিনি সর্ব্বশক্তি—সকল শক্তি তাঁহতেই এসেছে। তাঁর শক্তিতেই সকলে শক্তিমান্। এ সকলি তাঁহার শক্তিতে হয়েছে, তাঁর শক্তিতে চল্‌ছে।

চেতনাবান্—তিনি স্বয়ং চৈতন্যময় এবং বিশ্বজগতের সকলের চেতনাদাতা।

অন্তর্য্যামী—তিনি আমাদের অন্তরের ভিতরে থেকে অন্তরের সকল কথা—সকল ভাব জান্‌ছেন এবং তিনিই আমাদিগকে অন্তরে থাকিয়া সাধু পথে নিয়মিত কচ্ছেন।

তিনি—বিশ্বনিকেতন—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই রয়েছে। তিনি সকলেরই আশ্রয়, সকলেরই অবলম্বন। তিনি পূর্ণ সত্য পুরুষ মহান্!—তিনি পূর্ণসত্য পুরুষ মহান্! তিনি—

অজ আত্মা অনন্তজ্ঞান মহাপ্রাণ—
সর্ব্বশক্তি চেতনাবান্ অন্তর্য্যামী
বিশ্বনিকেতন পূর্ণসত্য পুরুষ মহান।

তোমরা তাঁর এই স্বরূপ চিন্তা কর্‌বে—বিশেষ রূপে চিন্তা কল্লেই তাঁর স্বরূপ বুঝ্‌তে পার্‌বে। তাঁর এই স্বরূপ ধ্যান করবে এবং তিনি যে ধর্ম্ম প্রেরণ কচ্চেন, তাহা একান্ত মনে পালন কর্‌বে, পাপত্যাগের দ্বারা এবং পুণ্য সাধনার দ্বারা তোমরা তাঁহাতে নিত্যকাল যুক্ত থাকিবে।"

তাঁর ধর্ম্মের কথা সংক্ষেপে তোমাদের বল্‌ছি—সত্যং বদ—সত্য বল, তাঁহার স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মে সংক্ষেপে বলা হয়েছে—সত্যং জ্ঞানমনন্তং—

অন্তরে সেই সত্যস্বরূপের ধ্যান কর্‌বে আর অন্তরে বাহিরে সত্য ব্যবহার কর্‌বে। সত্য কথা বলিবে, কখনো মিথ্যা বলিবে না। যে মিথ্যা বলে—

সমূল এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি।

সে সমূলে বিনাশ পায়। ধর্ম্মংচর—ধর্ম্মাচরণ কর, অধর্ম্মকে দূরে পরিহার কর। দুই দাঁড়ে যেমন নৌকা ঠিক্ পথে চলে, সেইরূপ তাঁহার উপাসনা ও তাঁহার ধর্ম্মনিয়ম পালনের দ্বারা তাঁহার নিকটে যাওয়া যায়। তোমরা তাঁকে অন্তরের সহিত উপাসনা কর—আর একান্ত মনে তাঁর নিয়মিত ধর্ম্ম পালন কর; তা হলেই তোমাদের ইহ পরকালে মঙ্গল হইবে।

আজিকে আমি—আমি যতদূর জান্‌তে পেরেছি তাহা তোমাদিগকে মনের সহিত বল্লেম্। আগামী বৎসর এই সময়ে আবারও তোমাদের সহিত এইরূপে সাক্ষাৎ হবে, আশা কত্তে পাচ্ছি নে। এখন তো আর আগের মত বল নাই, তাই আস্তে আস্তে আমার শেষ কথা তোমাদের বল্লেম্। আজ আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—

যদ্‌ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্‌ভয়াৎ।
যদ্‌ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্‌ভয়াৎ।
যস্মাদ্ভিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।

তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন—তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

এই প্রাণস্পর্শী জ্ঞানভারোজ্জ্বল অমূল্য উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ শান্ত সমাহিত চিত্তে কৃতাঞ্জলিভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক একে একে সকলে সাগ্রহে শ্রীমন্মহর্ষিদেবের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদের পুণ্যফলস্বরূপ তাঁহার করকমল হইতে এক একটি কমলানেবু প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতলে মহর্ষিদেবের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের মিষ্টমুখের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসরের এই সকল ঘটনা রক্ষা করিবার জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখায় কেবল যে বর্ত্তমান জগতেরই কল্যাণ ও লেখকেরই আনন্দ লাভ হয়—তাহা নহে; এই প্রতিবৎসরের পুণ্যকাহিনী—এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের—সিদ্ধ জীবনের এক একটি ঘটনা—তাঁহার বদনকমলনিঃসৃত এক একটি কথা ভবিষ্যজ্জগতেও অক্ষয়—অমৃতফল প্রদান করিবে; জগতের অতীত ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে!

শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব।

সত্যমেব জয়তে।

(৭ পৌষ অপরাহ্ণে মহিলাসমাজে আচার্য্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত)

এই ৭ই পৌষের মঙ্গল দিনে পূজ্যপাদ পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এ যাবৎকাল সেই ব্রত অপরাজিত চিত্তে ধরিয়া রহিয়াছেন। তাহাই আজ আমাদের স্মরণ করিবার দিন। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং।

সত্যই যাঁহার ব্রত, দীনদিগের প্রতি যাঁহার সর্ব্বদা দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত তিনি তিন লোক জয় করেন। এ শ্লোকটির গোড়াতেই আছে "সত্যমেব ব্রতং যস্য" সত্যই যাঁহার ব্রত।

সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই ব্রাহ্মদিগের একমাত্র আরাধ্য দেবতা—সত্যধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা যদি ব্রাহ্মমণ্ডলীর বিশেষত্ব না হয়, তবে ব্রাহ্ম শব্দের কোনো অর্থই থাকে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" সত্যই জয়ী হয় মিথ্যা কখনই না। ব্রাহ্মেরা জ্ঞান-প্রেমের হস্ত ধরিয়া সত্যের পথে চলিলে, তাঁহারা সত্যের জয়ে জয়ী হইবেন—এ কথাতে আমাদের সকলেরই অন্তরাত্মা সায় দিতেছে। কিন্তু সত্যের পথে চলা মুখের কথা নহে। যিনিই সত্যের পথে কায়ক্লেশে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার পথের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, "আমাদের অন্তঃকরণ মিথ্যার জটিল জঞ্জালে এরূপ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে যে তাহার ভিতরের সার বস্তু মস্তক উত্তোলন করিতে কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছে না।" আমরা অনেক মিথ্যার বালির বাঁধের উপরে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড গাঁথিয়া তুলিয়া তাহার শিখরে সত্যের ধ্বজা আরোপিত করি, এবং সেই ধ্বজার চূড়াগ্রে "সত্যমেব জয়তে" এই বেদবাক্যের নিশান উড়াইয়া দিই। কিন্তু সত্যের ধ্বজা সত্য নহে—সত্য স্বয়ংই সত্য। অতএব এটা সুনিশ্চিত যে, "সত্যমেব জয়তে এই শব্দের পতাকা আমরা যতই উচ্চে উড্ডীয়মান করি না কেন, তাহার ভিত্তিমূলে যদি প্রকৃত সত্য না থাকে, তবে পরীক্ষাবায়ুর এক ঝাপটেই, সেই ফরফরায়মান পতাকা তাহার অবলম্বন যষ্টিকে সঙ্গে টানিয়া ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত হইবে; তখন কেহই তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। এটা আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, আমরা যদি সত্যের ধ্বজা এবং ভেরীর পরিবর্ত্তে সাক্ষাৎ সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি তবে তাহার অব্যর্থ ফল হাতে হাতে ফলিতে আরম্ভ করিবে—কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না। সে ফল কি? না দ্বেষ হিংসার উচ্ছেদ—প্রীতি এবং সদ্ভাবের বিকাশ, মিথ্যার বিসর্জ্জন—সত্যের সম্পূজন। যাঁহারা সত্যপথের পথিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা এইটি মনে রাখা উচিত যে, সাক্ষাৎ সত্যকে ছাড়িয়া সত্য-শব্দের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে—সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ব্রহ্ম-শব্দের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে—কেবল ভেরী বাজানোই সার হয়। আমরা দল বাঁধিয়া যাহাকে তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে সত্য বলিলেই, তাহা যদি প্রকৃত সত্য হইত, তবে আর ভাবনা ছিল

না! তাহা হইলে আমাদের মনের যে দিকে স্রোত বহিতেছে সেই দিকে বুদ্ধির নৌকা ভাসাইয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা করিলে চলিবে না;—সর্ব্ব প্রথমে আমাদের স্ব স্ব মতানুযায়ী সত্যকে জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহা কতদূর খাঁটি সোণা তাহা প্রণিধান করিয়া দেখা চাই; বিবেচনা পূর্ব্বক ঠাহর করিয়া দেখা চাই যে, সত্যই যদি এত আমাদের আদরের ধন, তবে সত্যের নামের পরিবর্ত্তে সাক্ষাৎ সত্যের আলোচনাকে আমরা ব্যাঘ্রতুল্য ভয় করি কেন? ধর্ম্মই যদি আমাদের এত প্রিয় বস্তু, তবে ধর্ম্মের নামধ্বনির পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা এত বীতরাগ কেন? যদি এ কথা সত্য হয় যে, সর্ব্বজগতের পিতামাতা পরমেশ্বরকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি করি, তবে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরের সকল লোককেই আমরা পর ভাবি কেন? আমাদের মনের গাত্রে এই কথাটি আটা দিয়া জোড়া লাগাইয়া রাখা উচিত যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ না হইয়া শুধু কেবল নামে ব্রাহ্ম হওয়া মহা অনর্থের মূল। মানান্-সই অল্প স্বল্প অলঙ্কারে শরীরের সৌন্দর্য্য খোলে ইহা সত্য, কিন্তু তাহা দেখিয়া যে মহিলা স্বীয় শরীরে রাশি রাশি অলঙ্কারের ভার চাপা'ন, তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্যও সেই সঙ্গে চাপা পড়িয়া যায়। তেমনি দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া মানান্-সঙ্গত ভাবে সত্যের এবং ধর্ম্মের নাম কীর্ত্তন করিলে তাহাতে শ্রোতার মনে সত্যের এবং ধর্ম্মের ভাবস্ফূর্ত্তি হয় ইহা সত্য; কিন্তু ইহাও তেমনি সত্য যে, যদি অপরিমিত রূপে ধর্ম্মের নাম-ধ্বনি করিয়া ক্রমাগতই মাতিয়া বেড়ানো যায়, তবে তাহাতে ধর্ম্মের কাজ চাপা পড়িয়া যায়। এতদিন যে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে নানা প্রকার মতামতের সৃষ্টি করিয়া স্ব স্ব পক্ষের জয়-ঘোষণার আড়ম্বরে মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়াছি, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন ব্রতী বলিয়া তাহা আমাদের পক্ষে শোভা পাইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে আর না!—এক্ষণে সত্যের নামের পরিবর্ত্তে সাক্ষাৎ সত্যের দিকে, ধর্ম্মের নামের পরিবর্ত্তে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের দিকে ব্রাহ্মদিগের মনের হাল ফিরাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আজিকে ঈশ্বর-প্রীতির ভিখারী এতগুলি ক্ষুধিত আত্মা যে আমরা একত্রে সমাসীন হইয়াছি, এই সুদুর্লভ শুভযোগে আমরা সকলে মিলিয়া একান্তঃকরণে আমাদের সর্ব্বারাধ্য পিতামাতার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি এই যে, হে করুণানিধান পরমেশ্বর, আমরা যদি তোমার মঙ্গল পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া সেই সরল সত্যের পথকে আমাদের নিজের কুটিলতা-দোষে কলুষিত করিয়া থাকি, আপনার পার্থিব ছায়া দিয়া তোমার স্বর্গীয় জ্যোতিকে আবরণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি, আর, সেই অপরাধে আমরা যদি অপরাধী হইয়া থাকি, তবে তুমি আপনার নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া এবং আমাদের সমস্ত দুঃখ মোচন করিয়া আমাদের মধ্যে শান্তি বিধান কর; তুমি ভিন্ন আর কে আছে যে আমাদের দুঃখ মোচন করিবে? এই ভ্রম-প্রমাদ-মোহের অকূল সাগরে তুমিই আমাদের একমাত্র কাণ্ডারী; তাই আমরা অনন্যগতি হইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি; তোমার এই দীন হীন সন্তানগণের মধ্যে কল্যাণ প্রেম

এবং শান্তির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেও; যাহাতে তোমার প্রসন্ন মুখজ্যোতিতে আমাদের সকল অভাব দূর হইয়া যায় তুমি আমাদের প্রতি সেইরূপ কৃপাদৃষ্টি বিতরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার দৃশ্য।

তুমি মোরে হেথা নাথ ক'রেছো প্রেরণ
তোমা কোলে পুষ্পসম আছি আমি ফুটে,
আমায় পড়িছে তব আশীষ কিরণ
তোমায় পূজি গো সদা কৃতাঞ্জলিপুটে।
সুবাস সৌন্দর্য্য মম তোমারি আলোকে
সকলি জগত মাঝে হইছে প্রকাশ,
বিশ্বপূর্ণ কলরবে লোকারণ্য লোকে
এমন মহিমাময় অসীম আকাশ।
আশ্চর্য্য হইয়া আমি হেরি চারিধার
বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড মাঝে নব নব খেলা,
নূতন কি পুরাতন সকলি তোমার
দেখিতে দেখিতে দৃশ্য কেটে যায় বেলা।—
এ অনন্ত দৃশ্য মাঝে তোমার যে দৃশ্য
নাই তার চরাচরে কোথাও সাদৃশ্য।

শুভ বুদ্ধির তরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

আমার সামান্য বুদ্ধি কি বুঝিব আমি
দেহ মনে আপনারি পারি না বুঝিতে,
অন্ধকারে উঠি স্বর্গে কি নরকে নামি
জানি না, চ'লেছি পথ খুঁজিতে খুঁজিতে।
চলিয়াছি ভয়ে ভয়ে দণ্ড ধরি' করে
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত মোর আবৃত সন্দেহে,
যথার্থ অভয় কোথা পাশ চরাচরে
কত শত্রু কোলাহল করে মন দেহে!!—
শত্রু মিত্র কি বুঝিব কেবা শত্রু মিত্র,
কিছুই বুঝিতে নারি সংসারের মাঝে
সর্ব্বদর্শী তুমি জান সবার চরিত্র,
তুমি দেখ সকলের পাপ পুণ্য কাজে,—
দয়া করে আমাদের দাও শুভ বুদ্ধি
ব'লে দাও শুভ পথ যেথা শান্তি শুদ্ধি।

শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

৭ই পৌষ ৭২ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

এবার শান্তিনিকেতনের উৎসবে সশরীরে যাইতে পারি নাই, বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু মনকে কে ধরিয়া রাখে। সে গিয়াছিল, সে ঠিক্ প্রভাতেই উপস্থিত হইয়াছিল। এবার এই আমার যাওয়া। প্রতি বৎসরের এমন মহোৎসব কি ছাড়া যায়। গিয়া খুব আমোদ পাইলাম এবং প্রভাতেই বাহির হইয়া মানস চক্ষে সমস্ত দেখিয়া সহচরকে কহিলাম,

অহোঽত গতা নিশা কুমুদবন্ধুরস্তং গতো
গতা রুচিরকৌমুদী বিমলকাশহাসদ্যুতিঃ।
বিশালনভসোগতা তুহিনপাণ্ডুতারাবলী
গভীরগহনোদ্ভবঃ ক নু গতশ্চ ঝিল্লীরবঃ॥

হা! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, নির্ম্মল-কাশ-কুসুম-কান্তি মনোহর জ্যোৎস্না নাই, তুহিনবৎ শুভ্র তারাবলী, বিশাল আকাশে আর দৃষ্ট হইতেছে না, এবং গভীর কাননোত্থিত ঝিল্লীরবই বা কোথায় গেল।

পরে সহচরকে কহিলাম, দেখ, এই উৎসবে আসিবার পূর্ব্বে এক দিন তোমাকে বলিয়াছিলাম,

কদা রম্যে শৈলে বটবিটপিমূলে প্রমুদিতো
জপারক্তং দৃষ্ট্বা দ্যুমণিমভিধাস্যামি পুরতঃ।
অয়ে পূষণ্ কায়ং বিঘটয় হিরণ্যপ্রভমহো
মুখং সত্যস্যাহং পিহিতমিহ পশ্যামি কুতুকী॥

কবে সেই রমণীয় শৈলে বটবৃক্ষমূলে হৃষ্ট হইয়া সম্মুখে জপাকুসুমবৎ রক্তবর্ণ সূর্য্যকে

BLEED THROUGH.

দেখিয়া বলিব, অয়ে পূষণ্! তোমার স্বর্ণপ্রভ দেহ বিঘটিত কর, উহাতে সত্যের মুখ ঢাকা আছে আমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাহা দেখিব।

দেখ, ঐ সেই সাধনশৈল। চল, আমরা ঐখানে গিয়া সূর্য্যোদয় দেখি। পরে উভয়ে শৈলোপরি উঠিলাম। ঐ স্থান নিস্তব্ধ ও রমণীয়। প্রভাতের শিশিরসিক্ত সুমন্দ বায়ু বহিতেছে। তখনও নীহারে দিগ্‌দিগন্ত কতকটা আবৃত। সেই স্থানে সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানে দাঁড়াইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় গভীর শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন সহচর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন উহা কিসের শব্দ? আমি কহিলাম

নির্ম্মর্য্যাদে নভসি রভসাৎ জ্যোতিষাং চক্রবাড়া
দভ্রম্যন্তে গ্রহগণপতিং বেষ্টয়ন্তঃ সমন্তাৎ।
তেষাং বেগক্ষুভিতপুবনদ্রাঙ্কৃতাৎ কেঽপি ধীরাঃ
শ্রূয়ন্তেঽস্মিন্ বিয়তি নিয়তং নূনমোঙ্কারনাদাঃ॥

ঐ অসীম আকাশে সূর্য্যকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া জ্যোতিশ্চক্র সকল মহাবেগে ভ্রমণ করিতেছে। বোধ হয় উহাদের ভ্রমণবেগে ক্ষুভিত বায়ুর দ্রাঙ্কৃত অর্থাৎ দ্রাঙ্ দ্রাঙ্ ইত্যাকার শব্দ হইতে অনির্ব্বচনীয় গম্ভীর ওঙ্কারনাদ ঐ আকাশে নিয়ত শ্রুত হইতেছে।

ইত্যবসরে ঘন ঘন ঘণ্টারব ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আমরাও সাধনশৈল হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপাসকমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইলাম এবং 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি' এই বন্দন-গীত গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

পরে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত রূপে উদ্বোধন করিলেন।

এই যে স্বভাবনির্জ্জন তপঃস্নাত শান্তিনিকেতন যেখানে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন অব্যক্ত দেশ কাল সৃষ্টির অনন্ত ধারা প্রবাহিত করিবার জন্য কার্য্যমুখ হইয়া ঈশ্বরেচ্ছার অপেক্ষা করিতেছে, সেখানকার ব্রহ্মোপাসনা মন্দিরে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে বসিলে মন সহজেই ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া সেই পরাৎপর দেবদেবের চরণতলে গিয়া নিপতিত হয়। যেখানকার এই এক মহৎ গম্ভীর পুণ্যপ্রভাব সাগরোদ্গত বাষ্পরাশির ন্যায় অহরহ সমুদ্গত থাকিয়া আগন্তুক পথিক জনকে বিস্ময়ে মুগ্ধ ও স্বর্গীয় অমৃতরসে সুশীতল করে এবং মানবাত্মাকে সেই অনন্তের অপরিবর্ত্তনীয় আনন্দাশ্রয়ে শান্তি ও আরাম লাভ করিবার জন্য আহ্বান করে, সেখানে মনুষ্যমুখের বাণী মানব আত্মাকে আর কি উদ্বোধিত করিবে? এখানকার প্রকৃতির নীরব আহ্বানই ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃত উদ্বোধন। কিন্তু আজ আমাদের আশ্রমের জন্মতিথি—এখানকার ব্রহ্মোৎসবের মহামহিমান্বিত দিন। আজ সহস্র কণ্ঠ জয় জয় স্বরে নির্জ্জন প্রকৃতিকে শব্দায়মান করিয়া তুলিয়াছে। আজ প্রকৃতি সরব। আজ এই সরব প্রকৃতির সঙ্গে আমরা সহস্র কণ্ঠে বলিব "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং।" চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থ সকল সর্ব্বদা দর্শন করে ধীরেরা সেইরূপ বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। "ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং।" সংসারক্লেশ বর্জ্জিত জাগ্রত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদকে সর্ব্বদা উপাসনা করেন। আমরাও অদ্য এখানে সেই ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া সকল দুঃখ পাপ হইতে মুক্ত হইব। আত্মার অক্ষয় সম্পত্তি ব্রহ্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া

মহৎ হইব। ইহা কি আমাদের অল্প সৌভাগ্য যে আমরা রসনা পাইয়াছি ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিবার জন্য, যে নাম উচ্চারণে ঋষিরা ধন্য হইয়া বলিয়াছেন, "তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্।" সেই এই ব্রহ্মের নামই সত্য। যে নাম উচ্চারণ করিলে বিপথগামী মনুষ্য চিরজ্যোৎস্নামণ্ডিত ধর্ম্মপথ দেখিতে পাইয়া কুটিল পথ পরিত্যাগ করে, যে নাম উচ্চারণে পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্মের পুরস্কারে আত্মপ্রসাদে মানব পবিত্র হয় এবং সেই পবিত্র স্বরূপকে লাভ করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত হয়। আমাদের সম্মুখে এই জ্বলন্ত উন্নত আশা, আমরা মোক্ষের অধিকারী। পবিত্র কণ্ঠে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলে মোক্ষ হয়, দিব্য জ্ঞান দিব্য প্রীতি ভিক্ষা করিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিলে মোক্ষ হয়, তাঁহার "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" স্বরূপে আত্মার সমাধান করিলে মোক্ষ হয়। অতএব এস ভাই পরব্রহ্মের উপাসক, আজ আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের হৃদ্গত সকল প্রবৃত্তির বিষয় সমূহকে জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া এবং সমস্ত বিশ্বকে আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূরে পরিহার করিয়া কেবল সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।

পরে সাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত ও সঙ্গীত হইলে অনাথ দীন, দরিদ্রদিগের জন্য প্রভূত অন্নবস্ত্র উৎসর্গ করা হইল। পরে সঙ্কীর্ত্তন।

একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু, চাহ করুণা-নয়নে।
বল কত দিন আর মায়ার ঘোরে ভ্রমিব এ ভববনে।
তুমি একমাত্র সার, অনিত্য বিশ্ব সংসার,
অসারেরি অসার; হায়! জেনে শুনে, কোন্ প্রাণে,
ভুলে থাকি তোমা ধনে। (সব)—কি হবে গতি।
তোমারে হৃদয়ে লয়ে, ব্রহ্মানন্দে মত্ত হয়ে,
ভালবাসি সবে, এই বড় সাধ মনে;
কিন্তু কর্ম্মদোষে আছি আমি পরাঙ্মুখ সে সাধনে।

খয়রা।

সহে না বিড়ম্বনা, (আর) এ আত্মবঞ্চনা,
পাপ রিপুগণে, ভীরু জনে করিছে কত লাঞ্ছনা।
(দেখ দেখ প্রভু) দিয়ে কৃপা বল, ভকতবৎসল,
(প্রভু দুর্ব্বলের বল তুমি হে—ওহে নিরুপায়ের উপায় তুমি নাথ)
পূরাও পূরাও দাসের বাসনা। (জীবন্মুক্তি দানে)
এবার দয়া করে দেহ স্থান চিরশান্তিনিকেতনে।

এবারে আমাদিগের সঙ্কীর্ত্তনের সহিত স্থানীয় কয়েক সম্প্রদায় যোগ দিয়াছিল। ইহারা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে যখন সপ্তপর্ণমূলে যাইতেছিল সে দৃশ্য অতি চমৎকার। কি উৎসাহ কি আনন্দ! বলিতে কি, তৎকালে ব্রহ্মনামে যেন সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ একান্ত উল্লাসের সহিত আমরা সপ্তপর্ণ মূলে চলিলাম। ঐ স্থানে মহর্ষিদেবের সাধনবেদি। তাঁহার স্মৃতির সহিত ঐ স্থানটী এমনি জড়িত যে দেখিলেই বোধ হয় যেন তিনি এখনও তথায় বর্ত্তমান। ভাবুক মাত্রেরই এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। আমার সহচরেরও তাহাই হইয়াছিল।

তিনি সপ্তপর্ণতলে সহসা যেন এক তেজোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া আমায় জিজ্ঞাসিলেন

কোঽহং মৌনী স্তিমিতনয়নো দেহমাত্রেণ ভূমৌ
স্থিত্বা লোকান্ স্বগয়তি পুনঃ স্বেন ধাম্না দবিষ্ঠান্।
মন্যে জ্যোতির্গণপতিরসৌ তাপসস্নেহনদ্ধো
ধত্তে কায়ং ধমনিনিচিতং দুর্নিরীক্ষ্যশ্চ তেন॥

ঐ স্তিমিতলোচন মৌনী পুরুষ কে? যিনি দেহমাত্রে ভূতলে স্পর্শ করিয়া স্বতেজে দূরবর্ত্তী লোকসকল যেন আচ্ছন্ন করিতেছেন উনি কে? বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ সূর্য্য তাপস-স্নেহে বদ্ধ হইয়া ধমনিব্যাপ্ত দেহ ধারণ করিয়া আছেন এই জন্যই ঐ পুরুষ স্বতেজে দুর্নিরীক্ষ্য।

ঐ স্থানসান্নিধ্যে মহাপুরুষের স্মৃতি আমারও জাগিয়া উঠিল। কহিলাম, দেখ, এক সময় দস্যুহস্তে হন্যমান অসহায় নরনারীর কাতর স্বরে যে স্থানের মহাকাশ কলুষিত হইত যিনি তাহা দিগন্তধ্বনিত ব্রহ্মনাদে পুনরায় পবিত্র করিয়াছেন আজ সেইস্থানে আসিয়া কেবল সেই মহাপুরুষকেই মনে পড়িতেছে। কিন্তু হা! আর কত দিন সেই পৃথিবীর দেবতাকে আমরা এই পৃথিবীতে পাইব। তিনি আশৈশব সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠাও তপ সৎপুরুষোচিত এই সমস্ত সৎগুণ লোকশিক্ষার্থে পশ্চাতে রাখিয়া দিন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সহচরকে এই কথা বলিয়া উদ্দেশে তাঁহাকে কহিলাম, দেব!

ত্বমেব প্রারোদীর্জ্জঠরশয়নাৎ ক্ষ্মাতলগতো
মুদাবিষ্টা উচ্চৈর্জহসুরপরে চাত্র জগতি।
যদাসন্নে কালে পরিণতবয়াস্ত্যক্ষ্যসি তনুং
মহোল্লাসৈর্হাসস্ত্বয়ি ভবতু চাস্যেষু রুদিতং॥

যখন গর্ভশয্যা হইতে ভূমিষ্ট হও তখন তুমিই কাঁদিয়াছিলে এবং এই জগতে অপরে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উচ্চস্বরে হাসিয়াছিল। আবার যখন বার্দ্ধক্যে সময় আসিলে দেহ ত্যাগ করিবে তখন মহা উল্লাসের সহিত তুমি হাস এবং অন্যে কাঁদুক।

এই বলিয়া ঐ মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। এদিকে কীর্ত্তনের সম্প্রদায় বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে সপ্তপর্ণমূলে উপস্থিত হইল এবং 'কর তাঁর নাম গান' এই গীতটী উৎসাহের সহিত গাইতে লাগিল। কীর্ত্তন শেষ হইলে বন্ধুকে বলিলাম আমি বৃক্ষতলে বসিয়া আছি, তুমি এই উদ্যানের কোথায় কি মন্ত্রপদ লেখা আছে বেশ্ প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিয়া আইস এবং তুমি তদ্দ্বারা তত্ত্ব সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হও তাহাও বল। বন্ধু তাহাই করিলেন এবং নিঃশংসয় হইয়া আমায় কহিলেন,

অস্মিন্ কল্পমহীরুহে কৃতপদৌ দ্বাবণ্ডজৌ শোভনৌ
একঃ খাদতি পক্বপিপ্পলফলং তৎ প্রেক্ষতে চাপরঃ।
হিত্বা ভোগরুচিং চিরায় কুরুতে যোগং যদা সাক্ষিণা
ভিত্ত্বা মোহঘনং সুদুর্গমমসৌ মুক্তেঃ পদং গাহতে॥

এই কল্পবৃক্ষে দুইটী সুশোভন পক্ষী বাস করিতেছে। তন্মধ্যে একটী পক্ব পিপ্পল ফল খাইতেছে, অপরটী তাহা দেখিতেছে। যখন সে ভোগপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সাক্ষীর সহিত চিরকালের জন্য যোগ স্থাপন করে তখন মোহঘন ভেদ করিয়া সুদুর্গম মুক্তিপদে প্রবেশ করিয়া থাকে।

আমি কহিলাম তোমার এস্থানে আগমন সার্থক হইল। তুমি আজ প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিয়াছ। তখন সহচর উৎসাহ সহকারে কহিলেন,

কায়ঃ কালবশং প্রয়াতু বিমুখাঃ সন্তু স্বপক্ষাঃ সদা
বিত্তং যত্নচিতং হরন্তু চতুরাশ্চৌর্য্যেণ শৌর্য্যেণ বা।
লোকাস্তুণ্ডবিষাস্তুদস্বপয়ণং বাক্শল্যঘাতৈশ্চ মাং
নাহং কৃচ্ছ্রগতোঽপি হন্মি মুনিভির্জুষ্টং হি সত্যব্রতং॥

দেহ ধ্বংস হইয়া যাক্, স্বপক্ষীয়েরা সদাই বিমুখ হউক, চতুর লোকেরা চৌর্য্য বা শৌর্য্য দ্বারা আমার যত্নসঞ্চিত ধনই হরণ করুক এবং যাহাদের তুণ্ডাগ্রে বিষ তাহারা বাক্শল্য প্রহারে নির্দ্দয় ভাবেই আমায় খণ্ড খণ্ড করুক কিন্তু ইহা নিশ্চয় আমি কষ্টে পড়িলেও এই ঋষিসেবিত সত্যব্রত কখনই বিনাশ করিব না।

বন্ধুর এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞতা দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম এবং একজন জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই স্থানটী যে অমূর্ত্ত গুরুর কাজ করিয়া থাকে তাহা বুঝিয়া স্থান-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম।

পরে আমরা মেলা দেখিবার জন্য বহির্গত হইলাম। খুব জনতা। বেশ ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। বাউল সম্প্রদায় স্থানে স্থানে নৃত্য গীত করিতেছে। চারিদিকে যেন আনন্দের বাজার। আমরা এই জনতা ভেদ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। তথায় অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। কতকগুলি বালক ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া বিনীত ভাবে উপবিষ্ট হইয়াছে। আমরাও ব্যাপার দেখিবার জন্য বসিয়া গেলাম। দেখিলাম সর্ব্ব প্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবকদিগকে নিম্নোক্ত প্রকারে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিলেন।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ঋতংবদিষ্যামি। সত্যংবদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মকে নমস্কার! ঋত বলিব। সত্য বলিব। তিনি আমাকে রক্ষা করুন। তিনি বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন্। বক্তাকে রক্ষা করুন।

ওঁ আয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ৎ—সহস্রশাখে। নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতায়ন্তি, যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব।

আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণ আসুন। আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণ আসুন। আমার নিকট ব্রহ্মচারিগণ আসুন। ব্রহ্মচারিগণ দম সাধন করুন। ব্রহ্মচারিগণ শম লাভ করুন। আমি যেন লোকে যশস্বী হই। আমি যেন ধনবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, তোমাতে আমি যেন প্রবেশ করি। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, তুমি আমাতে প্রবেশ কর। হে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, সহস্রশাখা যে তুমি, তোমাতে আমি আপনাকে পবিত্র করি। জল যেরূপ নিম্নস্থানে যায়, মাস সমূহ যে রূপ সংবৎসরে যায়, হে বিধাতঃ সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক হইতে আমার সমীপে আসুন। তুমি আশ্রয়, আমাকে আলোকিত কর, আমাকে অধিকার কর!

ব্রহ্মচারিগণ সম্মুখে উপনীত হইলে কহিলেন,

সহ নৌ যশঃ সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্।

আমরা একত্রে যশলাভ করি, আমরা একত্রে ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হই।

ব্রহ্মচারিগণ কহিলেন।

ওঁ ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং। তেনর্ষ্যাসমিদমহম্ অনৃতাৎ সত্যমুপৈমি।

হে ব্রহ্মপতে, আমি ব্রতপালন করিব। তোমার নিকট প্রার্থনা করি যেন আমি সমর্থ হই। অর্য্যসমিদ্‌যুক্ত শ্রদ্ধা-

বান্ আমি যেন অসত্য হইতে সত্যে উপনীত হই।

শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। শ্রুতং মে গোপায়।

আমার শরীর উপযুক্ত হউক্। আমার জিহ্বা অত্যন্ত মধুরভাষিণী হউক্। আমি যেন কর্ণে বহু শ্রবণ করি। যে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করিব তাহা যেন রক্ষা করিতে পারি।

গুরু। ওঁ সত্যংবদ। সত্য বল।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাচরণ কর।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। অধ্যয়ন হইতে স্খলিত হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ সত্যান্ন প্রমদিতব্যং। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং। ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। কুশল হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ ভূত্যৈর্ন প্রমদিতব্যং। মহত্ত্বলাভে উদাসীন হইবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ মাতৃদেবোভব। মাতাকে দেবতার ন্যায় জানিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ পিতৃদেবোভব। পিতাকে দেবতার ন্যায় জানিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ আচার্য্যদেবোভব। আচার্য্যকে দেবতার ন্যায় জানিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ যানি অনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয় সেই সকল কর্ম্ম করিবে অন্য কর্ম্ম করিবে না।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। আমাদের যে সকল কর্ম্ম সৎ সেই সকলই তোমার কর্ত্তব্য, অন্য কর্ত্তব্য নহে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। শ্রীর সহিত দান করিবে। বিনয়ের সহিত দান করিবে। ধর্ম্মভয়ের সহিত দান করিবে। বুদ্ধির সহিত দান করিবে।

শিষ্য। ওঁ বাঢ়ং।

গুরু। ওঁ এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এতৎ অনুশাসনম্। এবম্ উপাসিতব্যম্। এবমু চৈতৎ উপাস্যম্। ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ, ইহাই অনুশাসন। এইরূপই আচরণ করিবে, এই রূপই আচরণ করিবে।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি
মম চিত্তম্ অনুচিত্তম্ তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব
বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।

আমার ব্রতে তোমার হৃদয়কে আমার অধীন করি। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুকূল থাকুক্। আমার বাক্য একমনা হইয়া গ্রহণ কর—বৃহস্পতি ব্রহ্ম তোমাকে আমার সহিত যুক্ত করুন্।

হরিঃ ওঁ। সহ নাববতু। সহনৌ ভুনক্তু। সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে আচার্য্য ও শিষ্যকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদের উভয়কে ভোগ করুন। আমরা উভয়ে যেন বীর্য্য প্রাপ্ত হই। আমাদের উভয়ের জ্ঞান অধীত হউক্। আমরা পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরে ছাত্রগণের প্রতি এই উপদেশ দিলেন।

হে সৌম্য মানবকগণ—অনেক কাল পূর্ব্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড় ছিল—তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন। তাঁরাই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ।

যথার্থ বড় কাহাকে বলে? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি হলে আপনাদের বড় মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড় ভাবটি নেই বলেই ধনকেই আমরা বড় হবার উপায় মনে করি। ধনীকেই আমরা বলি বড় মানুষ। তাঁরা তা বল্‌তেন না। তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে যাঁরা বড় ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশ ভূষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড় বড় রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

যে মানুষ কাপড় চোপড় জুতো ছাতা নিয়ে নিজেকে বড় মনে করে ভেবে দেখ দেখি সে কত ছোট। জুতো কি মানুষকে বড় করতে পারে? দামী জুতো দামী কাপড় কি আমাদের কোন গুণের পরিচয় দেয়? আমাদের প্রাচীন কালে যে সব ঋষিদের পায়ে জুতো ছিল না, গায়ে পোষাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জুতো এবং বিলাতি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন না? আজ যদি আমাদের সেই যাজ্ঞবল্ক্য সেই বশিষ্ট ঋষি খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি তাঁদের সেই পিঙ্গল জটাভার নিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তাহলে সমস্ত দেশের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড় সাহেব আছেন যিনি তাঁর জুতো ফেলে দিয়ে মাথার তাজ নামিয়ে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ না মনে করেন? আজ এমন কে আছে যে তার গাড়ি জুড়ি অট্টালিকা এবং সোনার চেন্ নিয়ে তাঁদের সাম্‌নে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে?

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি! কেবল মাথা নত করে নমস্কার করা নয়—তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করি, তাঁরা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার অনুসরণ করি। তাঁদের মত হবার চেষ্টা করাই হচ্চে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড় হয়েছিলেন কি গুণে? তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড় বলে জান্‌তেন—মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নীচু করেন নি। সত্য কি তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন—কেবল আমোদপ্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। যাতে সত্য জানবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সত্য জানবার অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সত্য বল্‌তেন, এবং সত্য বলে যা জান্‌তেন কাজেও তাই পালন করতেন, সে জন্যে কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকা কড়ি

জুতো ছাতা পাবার জন্যে যে রকম প্রাণপণ খেটে মরি, তাঁরা সত্যকে পাবার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতেন। সেই জন্যে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড় ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন একটি তেজ ছিল, সর্ব্বদাই এমন একটি আনন্দ ছিল, যে, তাঁরা কোন রাজা মহারাজার অন্যায় শাসনকে গ্রাহ্য করতেন না, এমন কি মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জান্‌তেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার ত কিছু নেই—বেশভূষা ধনসম্পদ গেলে ত তাঁদের কোন ক্ষতিই হয় না। তাঁদের যা কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সত্য জান্‌তেন তা ত দস্যু কিম্বা রাজা হরণ করতে পারিত না। তাঁরা নিশ্চয় জান্‌তেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাত্র যায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস যায় না।

তাঁরা সফলের মঙ্গলের জন্যে ভালর জন্যে চিন্তা করতেন কিসে সকলের ভাল হবে সেইটে তাঁরা ধ্যান করতেন এবং যাতে ভাল হয় সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন। কার কি করা উচিত সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জান্‌তে আস্‌ত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জান্‌বার জন্য গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আস্‌ত—কিসে প্রজাদের ভাল হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আস্‌ত। পৃথিবীর সকলের ভালর জন্য তাঁরা সমস্ত আমোদ প্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্তু তখন কি কেবল ব্রাহ্মণ ঋষিরাই ছিলেন? তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হ'ত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ধর্ম্ম ভুল্‌তেন না। যে লোকের হাতে অস্ত্র নেই তাকে মারতেন না, শরণাপন্নকে বধ করতেন না, রথের উপর চড়ে নীচের লোকদের উপর অস্ত্র চালাতেন না। সৈন্যে সৈন্যেই যুদ্ধ চল্‌ত কিন্তু শত্রুপক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যখন বড় বয়স হত তখন রাজা আপনার সমস্ত টাকাকড়ি রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। তখন আর তাঁদের হীরা মুক্তো ছাতাজুতো লোকজন কিছুই থাক্‌ত না। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মত সমস্ত ছেড়ে যেতেন। তাঁরা জান্‌তেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই যে মানুষ বড় হয় তা নয়, বড় হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্ম্ম নিয়ম মতে রাজত্ব করা রাজার কর্ত্তব্য, সুতরাং সে জন্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন—কিন্তু যুবরাজ বড় হয়ে উঠ্‌লে যখন সে কর্ত্তব্যের শেষ হয় তখন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাক্‌তেন না।

গৃহস্থদেরও ঐ রকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড় হয়ে উঠ্‌ত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্রবেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। যত দিন সংসারে থাক্‌তে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁরা সংসারের কাজ করতেন। আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশী, অতিথি, অভ্যাগত, দরিদ্র, অনাথ কাউকেই ভুল্‌তেন না—প্রাণপণে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ দূরে রেখে তাদেরই সেবা করতেন—তার

পরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধন সম্পদ ঘর দুয়ারের প্রতি তাকাতেন না।

তখন যাঁরা বাণিজ্য করতেন তাঁদেরও ধর্ম্মপথে সত্যপথে চল্‌তে হত। কাউকে ঠকান, অন্যায় সুদ নেওয়া, কৃপণের মত সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যেই জড় করে রাখা এ তাঁদের দ্বারা হত না।

যাঁরা রাজত্ব করতেন, যাঁরা বাণিজ্য করতেন, যাঁরা কর্ম্ম করতেন তাঁদের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করতেন। যাতে সমাজে ধর্ম্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃঙ্খলা থাকে, যাতে ভাল হয় এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেই জন্য তাঁদের আদর্শে তাঁদের উপদেশে তখনকার সকল লোকেই ভাল হয়ে চল্‌তে পারত। সমস্ত সমাজের মধ্যে সেই জন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে শিক্ষা যে ব্রত অবলম্বন করে বড় হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জ্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ—আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্ব্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব—আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীর পুরুষ হয়ে উঠ্‌বে—তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মান হবে না, ধনের গর্ব্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জান্‌তে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্ব্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দ মনে সকল দুষ্কর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত থাক্‌বে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রাণ পণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্ম্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্ত্তব্য বোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তোমরা যেখানে থাক্‌বে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভাল করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভাল হবে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জ্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাক্‌তে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গরু চরান, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা এই সমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তাঁরা যত বড় ধনীরই পুত্র হোন্ না! শরীর মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে, তাঁদের শরীরে ও মনে কোন রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করত না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতা নেই, মাথায় ছাতা নেই, সাজসজ্জা বড়মানুষী কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষা লাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে, নিজের ভাল গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাক্‌ত।

তোমাদের সেই রকম কষ্ট স্বীকার

করে সেই কঠিন নিয়মে, সকল প্রকার বড়মানুষীকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে—কোন দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গুরুউপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখ্‌বে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য বলে জান্‌বে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয় ব্রত। ধর্ম্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নাই। বিপদ্ না, মৃত্যু না, কষ্ট না কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্ব্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্ল চিত্তে প্রসন্ন মুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য লাভে ধর্ম্ম লাভে নিযুক্ত থাক্‌বে।

আজ থেকে তোমাদের পুণ্য ব্রত। যা কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয় তা সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মত পুণ্যে ধর্ম্মে বিকশিত হয়ে থাক্‌বে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গল ব্রত। যাতে পরস্পরের ভাল হয় তাই তোমাদের কর্ত্তব্য। সে জন্যে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখ্‌চেন, যখন যেখানে থাক শয়ন কর উপবেশন কর তাঁর মধ্যেই আছ তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ কর্‌চ। তোমার সর্ব্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে—তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয় তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে! তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার উচ্চারণ কর।—

ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

ইহার পরে বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। সুপ্রশস্ত কাচনির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরে আলোক জ্বলিয়া উঠিল। কি সুন্দর দৃশ্য! আলোকচ্ছটায় গৃহের নানা রূপ বর্ণ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে খুব কলরব। এই অবসরে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম দেবদেব!

দিনান্তে সংপ্রাপ্তস্তব চরণমূলং দিনপতেঃ
প্রপাতং সম্পশ্যন্ বসুভিরবহীনস্য মহতঃ।
বিবেকপ্রোন্মেষাৎ নিহতমদমোহোঽহমধুনা
নিরাসীঃ সন্ধ্যাতুং ভুবনমহনীয়ং তব মহঃ।

জ্যোতির্বিহীন মহান দিনপতি সূর্য্যের পতন দেখিয়া (পক্ষান্তরে বসু শব্দে ধন, অর্থাৎ ধননাশে বড়লোকের পতন দেখিয়া) বিবেক জন্মিয়াছে, সেই বিবেকের বলে মদমোহ সমস্তই উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া ভুবনপূজ্য তোমার তেজ ধ্যান করিবার জন্য দিনান্তে তোমার চরণমূলে উপস্থিত হইলাম।

উপাসনার শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করিলে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় গম্ভীর স্বরে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন। রবীন্দ্র বাবু এই রাত্রিকালে যে উপদেশ দেন তাহা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। পরে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল এবং মহান চটচটা শব্দে বহ্ন্যুৎসব আরম্ভ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৬০॥০
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৬১৩।৶০
সমষ্টি	...	১০৭৩৸৶০
ব্যয়	...	৪৫৭॥৶৯
স্থিত	...	৬১৬ ৶৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	১১৬৶৩
	৬১৬৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২২।০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা ২৲
" " অক্ষয়কুমার ঠাকুর, ঐ ৩৲
" " হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐ ৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, কলিকাতা ৩৲
" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, ঐ ৩৲
" " তুলসীদাস দত্ত, ঐ ৩৲
" " গোপালচন্দ্র দে, ঐ ২৲
" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ ৩৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক খণ্ড নগদ বিক্রয়ের মূল্য ।০

২২।০

পুস্তকালয়	...	১৸০
যন্ত্রালয়	...	৪৫॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১৲
সেভিংস ব্যাঙ্ক		২০০৲
সমষ্টি		৪৬০॥০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৩২।৵৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬২।৴০
যন্ত্রালয়	...	৬৩ ৻৩
সমষ্টি		৪৫৭॥৶৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক
ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

BLEED THROUGH.

নূতন পুস্তক।

আচার্য্যের উপদেশ

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

১ম খণ্ড মূল্য ॥৹ আট আনা, ও ২য় খণ্ড মূল্য ॥৹ আনা।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

মূল্য ।৹ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

NOTICE.

Catalugoe of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswaim and Co.
25 Kalkadevi Road, Bombay.

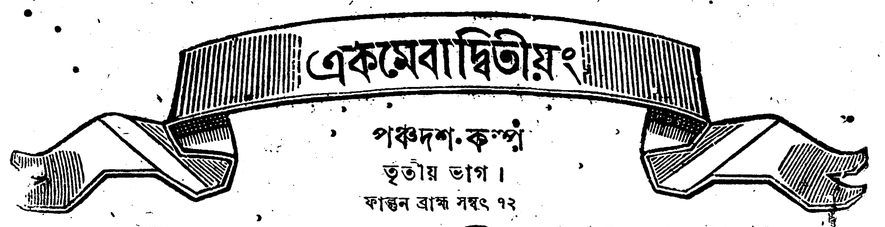

পঞ্চদশ-কল্প।
তৃতীয় ভাগ।
ফাল্গুন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২

৭০৩ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

পরমাত্মায় কি প্রয়োজন?	...	..	১৫৩
দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১৫৬
Sermons of Maharshi Debendra Nath Tagore,	...	...	37
Selection: Pilgrimage to Shantiniketan of Bolpur	...	...	39

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ১ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLORS

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

আচার্য্যের উপদেশ

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

১ম খণ্ড মূল্য ৷৹ আট আনা, ও ২য় খণ্ড মূল্য ৷৹ আনা।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

মূল্য ।৹ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক, চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

NOTICE.

Catalugoe of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswaim and Co.
25 Kalkadevi Road, Bombay.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
ফাল্গুন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২

৭০৩ সংখ্যা — ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

পরমাত্মায় কি প্রয়োজন? *

আমাদের সকলের স্থির চিত্তে প্রণিধান করিয়া বুঝা উচিত যে, ঈশ্বর ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব্রহ্ম সকলেই বলেন ও বলিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রহ্ম আছেন কিনা এবং যদি থাকেন তবে তাঁহাকে আমাদের আবশ্যক আছে কি না, যদি তিনি থাকেন তবে কাহার কি লাভ, আর যদি না থাকেন তবে কাহার কি লোকসান, পরমাত্মার জীবকে প্রয়োজন কি জীবের পরমাত্মাকে প্রয়োজন? যদি জীবগণের তাঁহাকে আবশ্যক থাকে তবে জীব কিরূপে তাঁহার ধারণা উপাসনা করিয়া আপনার অভাব মোচন করিবে, ইহাই সর্ব্বাগ্রে জানা উচিত। জীব নিজে কিরূপ হইয়া তাঁহার কোন্ রূপের ধারণা করিবে? নিজের প্রকাশ অবস্থায় তাঁহার অপ্রকাশ ভাবকে ধারণ করিতে সক্ষম হইবে? কি নিজের অপ্রকাশ অবস্থায় তাঁহার প্রকাশকে ধারণ করিতে সক্ষম হইবে, অথবা প্রকাশ হইয়া তাঁহার প্রকাশ ভাবকে ধারণ করিবে, কি অপ্রকাশ হইয়া অপ্রকাশকে ধারণ করিবে? অপ্রকাশের কি রূপ ও কিরূপে তাঁহাকে ধারণ করিতে হয় বা ধারণ করা যায়? যাহা অপ্রকাশ অর্থাৎ অব্যক্ত, যাহার কখনও প্রকাশ, বা অভিব্যক্তি নাই তাঁহাকে কিরূপ ভাবিয়া ও কি পদার্থ জানিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে? আর যদি প্রকাশ হইয়া প্রকাশকে ধারণ করিতে হয় তবে নিজে কিরূপ প্রকাশ হইয়া কিরূপ প্রকাশকে ধারণ করিবে? ইহা বিচার পূর্ব্বক বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখা উচিত, নতুবা কল্পনায় ঈশ্বরকে পাইয়াছি বা ধরিয়াছি বলিয়া বোধ হইলেও কার্য্যে এবং জীবনে তাহার সফলতা দেখিতে পাওয়া যাইবে না, এবং পরমাত্মার প্রাপ্তি দ্বারা যথার্থ অভাব মোচনরূপ যে পরমানন্দ ও পরমশান্তি লাভ তাহাতে জীব বঞ্চিত থাকিবে।

জীবের জাগ্রত বা প্রকাশ অবস্থাতে জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি ও নানা গুণের প্রকাশ থাকে, কি সুষুপ্তি কালীন অপ্রকাশ অবস্থায় তাহার প্রকাশ থাকে, জীবের জাগ্রত

* মহর্ষিদেবের অন্তঃপুরে মহিলা সমাজে তাঁহারই পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পঠিত।

স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার তিন প্রকারের ক্রিয়া অপ্রকাশেতে ঘটিতেছে অথবা প্রকাশেতে ঘটিতেছে? যদি অপ্রকাশেতে হয় বা প্রকাশেতে হয় তবে প্রকাশ বা জাগ্রতেরই বা রূপ কি এবং অপ্রকাশ বা সুষুপ্তিরই বা রূপ কি?

পরমাত্মার জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া সর্ব্বশক্তি ও গুণের প্রকাশ, অপ্রকাশের মধ্যে অতিব্যক্ত আছে কি তাঁহার প্রকাশের মধ্যে অভিব্যক্ত আছে? অপ্রকাশ সত্য প্রকাশ মিথ্যা, কিম্বা প্রকাশ সত্য অপ্রকাশ মিথ্যা, অথবা উভয়কে লইয়া এক সত্য, কিম্বা দুইটী ভিন্ন ভিন্ন সত্য, কিন্তু সকলেই ইহা জানেন যে সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় হইতে পারে না। যদি প্রকাশকে মিথ্যা ও অপ্রকাশকে সত্য বলা হয় তবে অপ্রকাশ সত্যের অতিরিক্ত এই প্রকাশ দ্বিতীয় পদার্থ কোথা হইতে আসিল? এবং যদি অপ্রকাশকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশকে সত্য বলা হয় তবে প্রকাশের অতিরিক্ত অপ্রকাশ এই দ্বিতীয় বস্তু কোথা হইতে আসিল? ইহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যথার্থ রূপে সত্য উপলব্ধি না করিয়া যাহা তাহা একটা বলিয়া দিলে জগতে অমঙ্গলের বীজ বপন করা হয়, এবং সত্যের অর্থাৎ পরমাত্মার বিদ্রোহাচরণ করা হয়—ইহা নিশ্চয় জানিবে।

হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা, আপনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমরা সারা সৃষ্টি মিলিয়া সহস্র যত্নেও কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারি না। আবার আপনার দয়া হইলে কোন কার্য্য আমাদের অসাধ্য থাকে না। মুহূর্ত্তের জন্য আপনার দয়া হইলে আমাদের সমস্ত সংশয় দূর হইয়া জ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দের আবির্ভাব হয়, তখন আর কোন কিছুই আমাদের নিকট অপ্রকাশ থাকে না। আপনার কৃপাদৃষ্টিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া শান্তি স্থাপনা হয়। হে দয়াময়, আপনি নিজগুণে আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ হইতে হিংসা দ্বেষ ও বৃথা পাণ্ডিত্যের অভিমান দূর করুন, যাহাতে সমস্ত অমঙ্গল অশান্তি দূর হইয়া, সর্ব্বপ্রকারে আপনার জগতে শান্তিবিধান হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দ্বিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

নির্ম্মল প্রাতঃকালে সমাজগৃহ লোকে পরি পূর্ণ হইয়া গেল এবং সকলে সমস্বরে 'দেহজ্ঞান'এই বন্দনা গীত গান করিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, শম্ভুনাথ গড়গড়ি এবং চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম ব্রহ্মোৎসবের এই প্রভাত সময়ে অরুণ-লোচন সূর্য্য দিগন্তে কটাক্ষপাত করিয়া এবং বিশ্বকে সুন্দর ও পুলকিত করিয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে প্রেম-সূর্য্য উদিত হইয়া অন্তর্বাহ্যে ঈশ্বরের মহিমা উদিত করিয়াছে। আমাদের সম্মুখে এই গ্রহ-উপগ্রহ-মণ্ডিত অসীম আকাশে এবং অন্তরে এই উন্নতিশীল চিরজীবী আত্মাতে তাঁহার মহিমা এবং সেই মহিমার মধ্যে তিনি বিরাজমান। বাহিরে আকাশ, অন্তরে আকাশ, "দূরে

অন্তা" ইহাদের অন্ত অতি দূরে। এই দুয়েতেই সেই অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ পুরুষের আদর্শ, এ দুয়েতেই তাঁহার আবির্ভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। অসীম আকাশে তিনি বর্ত্তমান, আবার হিরণ্ময় আত্মাতেও তাঁহার সিংহাসন। অন্তরে বাহিরে তিনি প্রাণরূপে রহিয়াছেন। "তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি" তাঁহাতে থাকিয়াই মাতরিশ্বা জগতের তাবৎ পদার্থকে কর্ম্মশীল রাখিতেছে। পুরাকালের আর্য্যঋষি, লোকলোকান্তরের পূজনীয় দেবতারা এত ধীশক্তিসম্পন্ন কেন? যেহেতু তাঁহারা সেই ধীমান্ পরম পুরুষের গূঢ় তত্ত্বের অধিকারী—তাহাতেই তাঁহারা জাগ্রত। সেই পরম পুরুষই স্বীয় ধীশক্তির দ্বারা এই পতিত আর্য্য জাতিকে জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে তাঁহার জ্ঞানের ও তাঁহার উপাসনার অধিকার বুঝাইয়া দিয়াছেন। অদ্যকার দিনেই এই পতিত ভারতভূমিতে তাঁহার উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই আমরা এই দিনকে স্মরণ রাখিতে এবং আমাদের সমস্ত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দিয়া তাঁহার পূজা করিতে এখানে আসিয়াছি। আজ আমরা প্রাণ ভরিয়া তাঁহার উপাসনা করিব—হৃদয়-থাল-পূরিত ভক্তি-পুষ্প তাঁহার চরণে উপহার দিয়া কৃতার্থ হইব। তাঁহার উপাসনাতেই আমাদের মহত্ত্ব। কিন্তু মনের মলিনতা অপসারিত না হইলে, বিশ্বাসাগ্নি হৃদয়ে অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত না হইলে, আত্মার অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত না হইলে, সহস্র দিক্ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ইন্দ্রিয়-শক্তি সমূহকে অন্তরে সমাহিত না করিলে, জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়া একান্ত মনে তাঁহার প্রতি নির্ভর না করিলে এবং ব্যাকুল হৃদয়ে এক দৃষ্টে তাঁহার প্রতি না চাহিলে সেই কূটস্থ পরমাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সেই জীবন্ত জাগ্রত পুরুষকে প্রত্যক্ষ না করিয়া পূজা করিলে তাঁহার পূজা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু কিসে এখন আমাদের মনের মলিনতা অপসারিত হইবে? কিসে অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইয়া হৃদয়ে বিশ্বাসাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে? সকলে আসুন, আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকলকে নিরোধ করি, যেহেতুক তিনি যে "একধৈবানুদ্রষ্টব্যং" এবং তাঁহাকে দেখি,

"যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে। যত্রাধিসূর উদিতো বিভাতি।"

দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহা কর্ত্তৃক লোকধারণার্থে সৃষ্ট হইয়া দীপ্ত প্রভাবে অবস্থান পূর্ব্বক যাঁহার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে এবং সূর্য্য যাঁহাতে উদিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে তাঁহাকে দেখি

"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।"

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে যে পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্ত হয়েন।

অদ্য কি শুভ দিন—ইহা কি অমৃত বেলা! যিনি সমুদয় ভূমণ্ডলের রাজা, যিনি দেব মনুষ্য সকলেরই অধিপতি তাঁহার আরাধনার জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি, তাঁহার বিশুদ্ধ ভাব দেখিয়া পবিত্র হইতেছি। এখন সরল অন্তঃকরণে সকলে মিলিত হইয়া পবিত্র মনে,

"যুজে বাং ব্রহ্মপূর্ব্যং নমোভিঃ"

এস তোমাদিগের ও আমাদিগের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি—তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত উপদেশ পাঠ করিলেন।

প্রাচীন ভারতের "একঃ"।

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

যিনি এক, তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন। সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত পূর্ণ।

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

হে সৌম্য, পক্ষিসকল যেমন বৃক্ষে বাস করিয়া অবস্থান করে, তেমনি এই যাহা কিছু সমস্তই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

নদী যেমন নানা বক্রপথে—সরলপথে, নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা নির্ঝরধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধা-বিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়—মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ব-বৈচিত্র্যে কেবলি এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণু-পরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যু-বিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া, অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া, পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য্য-বায়ু-বজ্র-মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্ভ্রান্ত হইতেছিল?

এমন সময় সেই অন্তবিহীন পথপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ দিশাহারা পথিক শুনিতে পাইল—পথের প্রান্তে ছায়া-নিবিড় তপোবনে গম্ভীর মন্ত্রে এই বার্ত্তা উদ্গীত হইতেছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

যিনি এক, তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্তই পরিপূর্ণ।

সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কষ্ট দূর হইয়া গেল। তখন অন্তহীন কার্য্য-কারণের ক্লান্তিকর শাখা-প্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বলিল—

"একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।

বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একই বলিয়া জানিতে হইবে। সহস্র বিভীষিকা ও বিস্ময়ের মধ্যে দেবতাসন্ধানশ্রান্ত ভক্তি তখন বলিল—

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়"।

এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবের পালনকর্ত্তা—এই একই সেতুস্বরূপ হইয়া সকল লোককে ধারণ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন। বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্ট বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা"।

সেই যে এক, তিনিই সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতেই প্রিয়। মুহূর্ত্তেই বিশ্বের বহুত্ববিরোধের মধ্যে একের ধ্রুবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল,—একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্য্যে গাঁথিয়া তুলিল।

শিশির-নিষিক্ত শীতের প্রত্যূষে পূর্ব্বদিক্ যখন অরুণবর্ণ, লঘুবাষ্পাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসন্ন জাগরণের একটি অখণ্ড শান্তি বিরাজমান,—যখন মনে হয় যেন জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, এখনো সেই বিশ্বগেহিনী তাঁহার বিপুল গৃহের অসংখ্য জীবপালনকার্য্য আরম্ভ করেন নাই, তিনি যেন দিবসারম্ভে, ওঁঙ্কারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্মন্দিরের উদ্ঘাটিত স্বর্ণতোরণদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন—তখন যদি চিন্তা করিয়া দেখি, তবে প্রতীতি হইবে সেই নির্জ্জন নিঃশব্দ নীহারমণ্ডিত প্রান্তরের মধ্যে প্রয়াসের অন্ত নাই। প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র চেষ্টা নিরন্তর, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজন-বিয়োজন আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য্য বিশ্রামবিহীন। অথচ এই অশ্রান্ত অপরিমেয় কর্ম্মব্যাপারের মধ্যে শান্তি-সৌন্দর্য্য অচল হইয়া আছে। অদ্য এই মুহূর্ত্তে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে যে প্রচণ্ড শক্তি প্রবলবেগে শূন্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে শক্তি আমাদের কাছে কথাটিমাত্র কহিতেছে না, শব্দটিমাত্র করিতেছে না। অদ্য এই মুহূর্ত্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাসমুদ্রে যে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ সগর্জ্জন তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, শতসহস্র নদনদী নির্ঝরে যে কল্লোল উঠিতেছে, অরণ্যে অরণ্যে যে আন্দোলন, পল্লবে পল্লবে যে মর্ম্মরধ্বনি, আমরা তাহার কি জানিতেছি! বিশ্বব্যাপী যে মহাকর্ম্মশালায় দিবারাত্রি লক্ষকোটি জ্যোতিষ্কদীপের নির্ব্বাণ নাই, তাহার অনন্ত কলরব কাহাকে বধির করিয়াছে,—তাহার প্রচণ্ড প্রয়াসের দৃশ্য কাহাকে পীড়িত করিতেছে? এই কর্ম্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহদ্ভাবে দেখি, তখন দেখি, তাহা চিরদিন অক্লান্ত অক্লিষ্ট, প্রশান্ত, সুন্দর—এত কর্ম্মে, এত চেষ্টায়, এত জন্মমৃত্যুসুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিহ্নিত, চিহ্নিত, ভারাক্রান্ত হয় নাই। চিরদিনই তাহার প্রভাত কি সৌম্য সুন্দর, তাহার মধ্যাহ্ন কি শান্ত গম্ভীর, তাহার সায়াহ্ন কি করুণ কোমল, তাহার রাত্রি কি উদার উদাসীন! এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি এবং সৌন্দর্য্য, এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সঙ্গীত কি করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার এক উত্তর এই যে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক:—

মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই জন্যই বৈচিত্র্যও সুন্দর এবং বিশ্বকর্ম্মের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজমান।

গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারিদিক্‌কে কি নিভৃত এবং নিজেকে কি একাকী বলিয়া মনে হয়? অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান! এ কি অপরূপ আশ্চর্য্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জ্জনতা! কত জ্যোতির্ম্ময় এবং কত জ্যোতির্হীন মহাসূর্য্যমণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্পসংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি উচ্ছ্বাস—তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে—একান্ত নির্জ্জনে রহিয়াছি—শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই! এমন সম্ভব হইল কি করিয়া? ইহার কারণ—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত ঘূর্ণিত, তাহা কি ভয়ঙ্কর! বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি এক-সূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তি সকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত হইয়া না থাকে, তবে তাহা কি করাল, তবে বিশ্বসংসার কি অনির্ব্বচনীয় বিভীষিকা! তবে আমরা দুর্দ্ধর্ষ জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি? এই মহা-অপরিচিত, যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মত অনুভব করিতেছি! এই যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আছি, ইহার মধ্যে সংযোজন-বিযোজনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা এই আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যলোক নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোকলোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত পৃথক্‌কৃত করিতেছে, আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভয়ে আরামে বসিয়া আছি, তাহার ভীষণ সত্তাকে জানিতেও পারিতেছি না—সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা খেলিতেছি, গৃহনির্ম্মাণ করিতেছি—এ আমাদের কে? ইহাকে প্রশ্ন করিলে এ কোনই উত্তর দেয় না। ইহা দিকে দিকে আকাশ হইতে আকাশান্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া শতধা সহস্রধা চলিয়া গেছে—এই মূক মূঢ় মহাবহুরূপীর সঙ্গে কে আমাদের এমন প্রিয় পরিচিত, আত্মীয় সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন? তিনি—যিনি,

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

এই এককে আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তিস্বরূপে দেখিতেছি, তেমনি মানুষের সংসারের মধ্যে সেই স্তব্ধ একের ভাবটি কি? সেই ভাবটি মঙ্গলময়। এখানে আঘাত-প্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে সুখদুঃখ, বিরহ-মিলন-বিপৎসম্পদ্‌ লাভক্ষতিতে সংসারের সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য—এই সংগ্রামের মধ্যে সেই এক তিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেই জন্যই নানা বিরোধ-বিদ্বেষের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যজাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে যতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি, ততই তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। যেমন খণ্ডভাবে আমরা জগতের মধ্যে অনংখ্য কদর্য্যতা দেখিতে পাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত জগৎ মহাসৌন্দর্য্যে প্রকাশিত—তেমনি খণ্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলসূত্রে চিরদিন ধৃত হইয়া আছে। ইহার অংশের মধ্যে কত অশান্তি—কত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবু দেখি, ইহার সমগ্রের মঙ্গল আদর্শ কিছুতে নষ্ট হয় না। সেই জন্য মানুষ সংসারকে এমন সহজে আশ্রয় করিয়া আছে। এত বৃহৎ লোকসংঘ, এত অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল স্বার্থ-সংঘাত, তবু এ সংসার রমণীয়, তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না। ইহার দুঃখ তাপও মহামঙ্গলসঙ্গীতের একতানে অপূর্ব্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে—কেন না

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতিক্ষণে খণ্ড খণ্ড করিয়াই সংসারতাপ দুঃসহ হয়। সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান্ একের মধ্যে গ্রথিত করিতে পারিলে, সমস্ত আক্ষেপবিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত কর্ম্মচেষ্টাকে তাঁহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে কোন্ বাধায় আমার অধীরতা, কোন্ বিঘ্নে আমার নৈরাশ্য, কোন্ লোকের কথায় আমার ক্ষোভ, কোন্ সক্ষমতায় আমার অহঙ্কার, কোন্ বিফলতায় আমার গ্লানি! তাহা হইলেই আমার সকল কর্ম্মের মধ্যেই ধৈর্য্য ও শান্তি, সকল হৃদ্‌বৃত্তির মধ্যেই সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল উদ্ভাসিত হয়, দুঃখতাপ পুণ্যে বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাতবেদনা মাধুর্য্যে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে। তখন সর্ব্বত্র সেই স্তব্ধ একের মঙ্গলবন্ধন অনুভব করিয়া সংসারে দুঃখের অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য করি না—দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে অভাবের মধ্যে নতমস্তকে তাঁহাকেই স্বীকার করি—যাঁহার মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে সমস্ত জগৎসংসারের সমস্ত দুঃখতাপের সমস্ত তাৎপর্য্য অখণ্ড মঙ্গলে পরিসমাপ্ত হইয়া আছে।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, যে ইহাঁকে নানা করিয়া দেখে।

খণ্ডতার মধ্যে কদর্য্যতা, সৌন্দর্য্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই এককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধনজনমান বড় আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্ব-রথ-ইষ্টক-কাষ্ঠ মর্য্যাদালাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিজেকে খণ্ডখণ্ড করিতে থাকি, এবং মৃত্যু যখন আমাদের এই ভাণ্ডারদ্বার হইতে আমাদিগকে অকস্মাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই শেষ মুহূর্ত্তে সমস্ত জীবনের বহুবিরোধের সঞ্চিত স্তূপাকার দ্রব্যসামগ্রীগুলাকেই প্রিয়তম বলিয়া, আত্মার পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া, অন্তিমবলে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

ইনি যে নানা নহেন, তাহা মনের দ্বারাই জানা যায়।

বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্যত এক'ভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন,—মনই নানার মধ্যে সেই এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনের সুখ-শান্তি-মঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত-ভ্রমণের অবসান নাই। সেই ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে, সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না—সে খণ্ডখণ্ড মৃত্যু দ্বারা আহত, তাড়িত, বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে, কখনো সরল পথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে—সকল ভাবের

মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায়, তখন একমুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠে—আমি অমৃতকে পাইয়াছি,—বলিয়া উঠে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

সমস্ত অন্ধকারকে ভেদ করিয়া আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন তাঁহারা অমর হন।

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?

যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়—কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই এককে আশ্রয় করিয়াছেন; তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন; তাঁহার কোন ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে-যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; বিপৎ সম্পদ্ মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু—

এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরমো লোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—

সেই এক রহিয়াছেন—যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ যিনি জীবর পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ।

রেশমপশম, আসনবসন, কাষ্ঠলোষ্ট্র, স্বর্ণরৌপ্য লইয়া কে বিরোধ করিবে? তাহারা আমার কে? তাহারা আমাকে কি দিতে পারে? তাহারা আমার পরমসম্পৎকে অন্তরাল করিতেছে, তাহাতে দিবারাত্রির মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অনুভব করিতেছি না, কেবল তাহাদের পুঞ্জীকৃত সঞ্চয়ে গর্ব্ববোধ করিতেছি! হস্তী-অশ্ব কাচ-প্রস্তরেরই গৌরব, আত্মার গৌরব নাই, শূন্য হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের স্থান নাই। সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা, তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত, শ্রীহীন মলিন, কেবল বসনে ভূষণে উপকরণে-আয়োজনে আমি স্ফীত! জগদীশ্বরের কাজ করিতে পারি না; কেন না, শয্যা-আসন-বেশভূষার কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছি, জড়-উপকরণ-জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া বসিয়াছি—সেই সকল ধূলিময় পদার্থের ধূলী ঝাড়িতেই আমার দিন যায়!—ঈশ্বরের কাজে আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, কারণ খট্টা-পর্য্যঙ্ক-অশ্বরথে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত! সমস্ত মঙ্গলকর্ম্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচজনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবন-

যাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান! শতছিদ্র কলসের মধ্যে জলসঞ্চয় করিবার জন্য জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছি, অবারিত অমৃতপারাবার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে; যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে বাহিরে জ্ঞানে-কর্ম্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না—এত বড় অন্ধতা লইয়া আমি পরিতৃপ্ত। যিনি আনন্দরূপমমৃতম্, যে আনন্দের কণামাত্র আনন্দে সমস্ত জীবজন্তুর প্রাণের চেষ্টা, মনের চেষ্টা, প্রীতির চেষ্টা, পুণ্যের চেষ্টা উৎসাহিত রহিয়াছে, তাঁহাতে আমার আনন্দ নাই, আমার আনন্দ—আমার গর্ব্ব কেবল উপকরণসামগ্রীতে,—এমন বৃহৎ জড়ত্বে আমি পরিবৃত; যাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলিনির্দ্দেশে জীবপ্রকৃতি অজ্ঞাত অকীর্ত্তিত সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া স্বার্থ হইতে পরমার্থে স্বেচ্ছাচার হইতে সংযমে, এককতা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্, যিনি দগ্ধেন্ধনমিবানলম্, সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে যিনি আমার ঈশ্বর তাঁহার আদেশবাক্য আমার কর্ণগোচর হয় না, তাঁহার কর্ম্মে আমার কোন আস্থা নাই, কেবল জীবনের কয়েকদিনমাত্র যে কয়েকটি লোককে পাঁচজন বলিয়া জানি, তাহাদেরই ভয়ে এবং তাহাদেরই চাটুবাক্যে চালিত হওয়াই আমার দুর্লভ মানবজন্মের একমাত্র লক্ষ্য—এমন মহামূঢ়তার দ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন! আমি জানি না, আমি দেখিতে পাই না—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।

আমার কাছে সমস্ত জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সমস্ত বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমস্ত জীবনের লক্ষ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র অংশে বিভক্ত-বিদীর্ণ!

হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম এক, পরমাত্মন্, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ কর! তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহে মনে, অন্তরে-বাহিরে-জ্ঞানে-কর্ম্মে ভাবে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি! আমি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে তোমার দ্বারা আবৃত রাখিয়া নীরবে নিরভিমানে তোমার কর্ম্ম করিতে চাই। অহরহ তুমি আদেশ কর, তুমি আহ্বান কর, তোমার প্রসন্ন-দৃষ্টি দ্বারা আমাকে আনন্দ দাও, তোমার দক্ষিণ বাহুদ্বারা আমাকে বল দান কর। অবসাদের দুর্দ্দিন যখন আসিবে, বন্ধুরা যখন নিরস্ত হইবে, লোকেরা যখন লাঞ্ছনা করিবে, আনুকূল্য যখন দুর্লভ হইবে, তুমি আমাকে পরাস্ত-ভূলুণ্ঠিত হইতে দিয়ো না; আমাকে সহস্রের মুখাপেক্ষী করিয়ো না; আমাকে সহস্রের ভয়ে ভীত, সহস্রের বাক্যে বিচলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতে যেন না হয়! এক-তুমি আমার চিত্তের একাসনে অধীশ্বর হও, আমার সমস্ত কর্ম্মকে একাকী অধিকার কর, আমার সমস্ত অভিমানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে তোমার পদপ্রান্তে একত্রে সংযত করিয়া রাখ! হে অক্ষয় পুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয়, ব্রহ্মের আনন্দ যে কি, তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান্ হইয়াছিলেন। পতিত ভারত-

বর্ষের জন্য পুনর্ব্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্ম্মল নির্ভয় জ্যোতির্ম্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি! পৃথিবীতলে আর একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও! আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ, যন্ত্রতন্ত্র, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্ম্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি! আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই! তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই! আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণ-সামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই—কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্য্যাদা সকল মর্য্যাদার ঊর্দ্ধে থাকে, তোমারি দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে! আমাদের চতুর্দ্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্ব্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পারের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষনিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃ-শোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনই অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্ব্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না! তাহাদের সেই বলমত্ততা, ধনমত্ততা, সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে! হে অদ্বিতীয় এক, তপস্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বল্কল বসন-পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই মধুরকণ্ঠে বলিতে পারে—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্—

যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

কামানধূম্র এবং স্বর্ণধূলির দ্বারা সমাচ্ছন্ন তমসাবৃত রাষ্ট্রগৌরবের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিও না; তোমার সেই অনন্ধকার লোকের প্রতি দীন ভারতের নতশির উত্থিত কর।

যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

যখন তোমার সেই অনন্ধকার আবির্ভূত হয়, তখন কোথায় দিবা, কোথায় রাত্রি, কোথায় সৎ, কোথায় অসৎ! শিব এব কেবলঃ, তখন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ!

হে শম্ভব, হে ময়োভব, তোমাকে নমস্কার; হে শঙ্কর, হে ময়স্কর, তোমাকে নমস্কার; হে শিব, হে শিবতর, তোমাকে নমস্কার!

পরে নিম্নোক্ত সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

রাগিণী রামকেলী—তাল তেওরা।

মোরে, ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে
তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে!
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহ মোরে—
"তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে,
স্বার্থ হতে জাগ, দৈন্য হতে জাগ,
সব জড়তা হতে জাগ জাগরে
সতেজ উন্নত শোভাতে!"
বাহির কর তব পথের মাঝে,
বরণ কর মোরে তোমার কাজে!

নিবিড় আবরণ কর বিমোচন,
মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন
তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্ম্মল বিভাতে!

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

বল দাও মোরে বল দাও প্রাণে দাও মোর শকতি
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি॥
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে, খর্ব্ব করিতে কুমতি॥
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চিরবসতি;
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে নীরবে করিতে ভকতি॥
তোমার বিশ্বছবিতে তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশি রবিতে হেরিতে তোমার আরতি;
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী॥

সন্ধ্যাকাল। মহর্ষিদেবের গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকমালায় উদ্ভাসিত ও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ অবসরে গায়কেরা এই গানটী গাহিতে লাগিলেন।

ভূপনারায়ণ—একতালা।

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ!
জয় জয় সত্যের জয়!
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন!
জয় জয় সত্যের জয়!
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়!
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়!
যদি দণ্ড সহিতে হয়
তবু মিথ্যা বাক্য নয়!
জয় জয় সত্যের জয়!
মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ
আজি করিব সকলে দান!
জয় জয় মঙ্গলময়!
মোরা লভিব পুণ্য শোভিব পুণ্যে
গাহিব পুণ্যগান!
জয় জয় মঙ্গলময়!
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু অশুভ চিন্তা নয়!
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু অশুভ কর্ম্ম নয়!
যদি দণ্ড সহিতে হয়
তবু অশুভ বাক্য নয়
জয় জয় মঙ্গলময়!
সেই অভয় ব্রহ্মনাম
আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়!
মোরা করিব না শোক যাহবার হোক্
চলিব ব্রহ্মধাম!
জয় জয় ব্রহ্মের জয়!
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়!

যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়!
যদি মৃত্যু নিকট হয়
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়!
জয় জয় ব্রহ্মের জয়!
মোরা আনন্দমাঝে মন
আজি করিব বিসর্জ্জন!
জয় জয় আনন্দময়!
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে
আনন্দ নিকেতন!
জয় জয় আনন্দময়!
আনন্দ চিত্ত মাঝে,
আনন্দ সর্ব্বকাজে,
আনন্দ সর্ব্বকালে
দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্ব্বলোকে
মৃত্যু বিরহে শোকে!
জয় জয় আনন্দময়!

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত বিষয়টী পাঠ করিলেন।

এই মহামাঘোৎসবে সমাগত সাধু সজ্জনমণ্ডলীকে আজ আমরা গাঢ় অনুরাগভরে এবং পরম সমাদরে গ্রহণ করিতেছি। আমাদের অন্তরের প্রীতিকণা তাঁহাদিগকে উপহার দিয়া আজ ধন্য হইতেছি। যাঁহার নামে এই পবিত্র উৎসবের আয়োজন, তাঁহার অমৃতভাণ্ডারের সুশীতল শান্তিবারি আজ সকলে বণ্টন করিয়া উপভোগ করিব। এতগুলি আত্মার পবিত্র সম্মিলনে, দুর্ব্বলকণ্ঠে স্তুতিগানে, আজ সেই পরম মাতার রাজসিংহাসন সত্যসত্যই টলিয়া উঠিবে, তিনি তাঁহার সমস্ত মহিমায় এখনি এখানে আবির্ভূত হইবেন। উৎগ্রীব হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাক, তিনি অভয় আশ্বাসে আজ সকলকে নির্ভয় করিবেন, মৃতসঞ্জীবন ঔষধে বিরহ-বিচ্ছেদ-যাতনা—পাপতাপের কালিমা বিশুদ্ধ বিধৌত করিয়া দিবেন। হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে আজ তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতপুণ্য হও, আত্মসিংহাসনে তাঁহাকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মার বিমল আনন্দ উপভোগ কর।

কালব্যাপী নানা বিপ্লবে এই ভারতভূমির অন্তঃসার চলিয়া গিয়াছে। সময় ও অবস্থানুসারে বিবিধ ধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতে, স্বয়ংপ্রভ সত্য প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে। এই ত আমাদের অবস্থা। কিন্তু ভাগ্যবলে অবস্থাচক্র বিঘূর্ণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এদেশে শান্তি পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞান-জগতে আমরা নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিতেছি। দেশীয় ও বিদেশীয় নূতন সত্যের নূতন তত্ত্বের সন্ধানে ধাবিত হইতেছি। দৈনিক জীবনে আমরা নবতর সুখ নবতর কল্যাণের অভিমুখীন। অর্থোপায়ের বিবিধ বর্ত্ম আমাদের সম্মুখে অনাবৃত। রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার দ্বার উদ্‌ঘাটিত। বহির্জ্জগতের চারিধারে উদ্যম, উৎসাহ, যত্নচেষ্টাজনিত পরিবর্ত্তনের লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিকসিত। আমরা সকল বিষয়েই যুক্তিতর্ক মীমাংসিত সত্যের ভিখারী। কিন্তু তাই বলিয়া আধ্যাত্মিক জগতে আমাদের ভাবিবার চিন্তিবার কি কিছুই নাই। ধর্ম্মরাজ্যে উদাসীন থাকাই কি বিজ্ঞতা ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয়। প্রকৃত পক্ষে আত্মার কল্যাণ যদি আমরা তুল্যভাবে সংসিদ্ধ করিতে না পারি, তাহার উপায় সকল যদি সাবধানতা ও ধীরতার সহিত নির্ণয় করিতে না পারি, যদি গতানুগতিকতা আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও সত্যলাভের

আকাঙ্ক্ষাকে স্ফূর্ত্তি পাইতে না দেয়, যদি আত্মার অপরিমেয় ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সত্য পরিবেশন করিতে না পারি, প্রচলিত ধর্ম্মের বহির্ভাগে কাল-ক্রমাগত ভস্মাচ্ছাদন অপসারিত করিয়া দিয়া, যদি প্রচ্ছন্ন সত্যকে কবিত্ব ও আড়ম্বরের স্থূল ব্যবধান হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিতে না পারি, বৈরীধর্ম্ম সকলকে বিফল করিবার জন্য উহাদের ছায়া লইয়া এদেশীয় শাস্ত্রকারগণ হিন্দুধর্ম্মের বিশাল কায়া যে অতিমাত্র বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন, যদি তাহার মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারি, যদি তর্ক ও ভূরিদর্শনের অভ্রান্ত নিকষে সত্যকে পরীক্ষা করিয়া জীবনের সম্বল করিয়া লইতে না পারি, যদি জ্ঞান ও ধর্ম্মে সামঞ্জস্য না থাকে তবে আমাদের আত্মা প্রকৃত ধর্ম্মের আশ্রয় অভাবে ম্লান হইয়া আসিবে, তাহার স্বাভাবিক বীর্য্য চলিয়া যাইবে, প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য ও ঘোর নাস্তিকতা আসিয়া আত্মার বিলয় দশা সংসাধিত করিবে; এবং ইহা নিশ্চয় জানিও, একবার মরুভূমির কাঠিন্য আত্মাতে সংক্রামিত হইলে এই ভয়ানক ব্যাধি শিক্ষিত সমাজে বদ্ধমূল হইলে, গঙ্গার সমস্ত পূতবারি প্রবাহিত করিয়া দিলেও, এদেশের সেই প্রাচীন আস্তিক্য বুদ্ধি, সেই পূর্ব্ব সরস ও অমায়িক ভাব আর কিছুতেই ফিরিবে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বেদের ব্রাহ্মণভাগ কোন্ উদ্দেশে সংরচিত হইয়াছে? পুরাণ তন্ত্রের এত বিস্তৃতির ভিতরে, কোন্ অভিপ্রায় লুক্কায়িত রহিয়াছে? দেশীয় শাস্ত্ররাজি কাহাকে অবলম্বন করিয়া, ব্যাপক কাল ধরিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে বেদ ও বেদার্থ রক্ষা। যদি তাহাই হয় তবে এই জ্ঞানোদ্ভাসিত সময়ে কেন না আমরা সাক্ষাৎভাবে বেদ উপনিষদের সম্বর্দ্ধনা করিব—কেন না আমাদের অধিকারকে প্রশস্ত করিয়া সৃষ্টির প্রাক্‌কাল-নিনাদিত, পুরাতন গহনবননির্ঘোষিত, আর্য্য পিতৃপিতামহগণের কণ্ঠনিঃসৃত গাথা, যাহার দুর্ব্বল প্রতিধ্বনি এই ভারতীয় মহাশ্মশানে এখনও শব্দায়মান, প্রাচীন ঋষিগণের উষ্ণনিশ্বাস-বিজড়িত সেই সিদ্ধ ব্রহ্মমন্ত্রে তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত, আমাদের সেই অরূপী অশরীরী দেবদেবের পূজার্চ্চনায়, কেন না আমরা সকলে প্রবৃত্ত হইব।

বেদ উপনিষদ উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখ বুঝিবে আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম আরণ্যক ঋষিদিগের উদ্ভাবিত নির্ব্বিবাদ সার্ব্বভৌমিক মহাসত্যের সমষ্টি। ঐ সকল জ্বলন্ত সত্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের কৃপাভিখারী হইয়া সকলকে আহ্বান করিতেছেন। কালক্রমাগত অজেয় অটল সত্যের উপর নির্ভর করিয়া সময়ের আহ্বানে সকলে অগ্রসর হও। জ্ঞানপ্রসাদে সত্যের প্রভাবে আত্মার অজেয় বল প্রবর্ত্তিত কর। বিবাদ বিসম্বাদ অহঙ্কার ঔদ্ধত্য পরিহার করিয়া নিখিল বিশ্বের সমস্ত নরনারীর সহিত সত্যবন্ধনে এবং সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ হও। পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া, সকলকে সঙ্গে লইয়া, ধীর পদবিক্ষেপে, বিশ্বজগতের যিনি জনক জননী তাঁহার সিংহাসনের সমীপস্থ হও। মুক্তিদাতা বিধাতা সুপথে পরিচালিত করিয়া অবশেষে আপনার অনন্ত উদার ক্রোড়ে সকলকে স্থান দিবেন।

পরে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টো-

পাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়িকে সঙ্গে লইয়া বেদিগ্রহণ করিলেন এবং এই-রূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

অদ্য আমরা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনে সকলে মিলিয়া আমাদের পরমারাধ্য মঙ্গ-লালয় পিতামাতা পরমেশ্বরের সাম্বৎসরিক পূজার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। আমাদের চিরারাধ্য পরম দেবতা পরমাত্মা আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজ-মান। তিনি অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ —তিনি অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহৎ। অণুও শূন্য নহে—আকা-শও শূন্য নহে—অণু এবং আকাশের মধ্যবর্ত্তী কোনো পদার্থও শূন্য নহে—সমস্তই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার সত্তাতে এবং শক্তিতে জাগ্রত জীবন্ত।

"বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং।"

বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধভাবে আকাশে স্থিতি করিতেছেন এক অদ্বিতীয় পুরুষ পরমাত্মা তাঁহা দ্বারা সমস্ত বিশ্বভুবন পরিপূর্ণ। দ্বিপ্র-হর রজনীতে ঝিল্লীরব-নিনাদিত অরণ্যের অশ্বত্থ বট বৃক্ষের নিস্তব্ধতার ভিতরে প্রাণ জাগিতেছে কেমন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; সেইরূপ, নিখিল আকাশ পরমাত্মার সত্তাতে এবং শক্তিতে সজীব! নিখিল আকাশ জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে এবং মঙ্গলে পরিপূর্ণ। আমাদের চিরারাধ্য পরম দেবতা পরমাত্মা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তাঁহার নিকটে বৃহৎ ক্ষুদ্রের ব্যবধান নাই—উচ্চ নীচের ব্যবধান নাই—দূর নিকটের ব্যবধান নাই —অন্তর বাহিরের ব্যবধান নাই। আমরা আমাদের অন্তঃকরণকে সহস্র মোহান্ধ-কারে আবৃত করিয়া রাখিলেও তিনি আবৃত হ'ন না—তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বা-বস্থায় আমাদের মধ্যে জাগ্রত জীবন্ত দেবতারূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই-রূপ যিনি আমাদের সকলেরই পিতা মাতা—সকলেরই শরণ এবং সুহৃৎ, সক-লেরই পরমারাধ্য পরম দেবতা একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা, তাঁহার সাম্বৎসরিক পূজার মহোৎসবে আমরা আজ আনন্দে মিলিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই-তেছি; অতএব অমৃতনিকেতনের সহ-যাত্রী অমৃতের পুত্র কন্যা আমরা আজ যত জনে এখানে তৃষিত হৃদয়ে সম্মিলিত হইয়াছি সকলে সমস্বরে এই মঙ্গল কার্য্যে অন্তঃকরণের সহিত যোগ দান করিয়া এই অমৃত মুহূর্ত্তের অমৃত ফল লাভ কর।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনাদি সমাপ্ত হইলে আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করিলেন।

আমাদের এই দীন দরিদ্র দেশে—পৃথিবীর এক কোণে বলিলেই হয়, পরমেশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্য দিয়া দ্বিস-প্ততি বৎসরে উপনীত হইয়াছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন কিসের জন্য? সমাজের দল-পতিরা বলিতে পারেন—সমাজের শৃঙ্খলা-ভঙ্গ করিবার জন্য; রাজপুরুষদিগের ধর্ম্ম-যাজকেরা বলিতে পারেন খ্রীষ্টধর্ম্মের সো-পান প্রস্তুত করিবার জন্য; উদাসীন পথি-কেরা বলিতে পারেন—দল বাড়াইবার জন্য। কিন্তু এ সকল কিছুরই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আসেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কিসের জন্য আসিয়াছেন তাহা তাঁহার নামেই স্বপ্রকাশ। লোকমধ্যে যথার্থ ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়-মান হইয়াছেন। মাতা যেমন আপনার স্নেহের বৎসকে পতনোদ্যত দেখিলে

অচিরে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তা-হাকে স্বপদে দণ্ডায়মান করা'ন, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমেই দ্রুতগতি আসিয়া আমাদের দেশকে ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে দণ্ডায়মান করাইয়াছেন;—আর, তাহা যে তিনি করিয়াছেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রত্যেক প্রাচীন ঋষি-বাক্য তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষেই আমাদের দেশের স্বধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রাণিত সনাতন ধর্ম্ম, এ কথাটি অ-নেকে আমরা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। অল্প-বিজ্ঞানের খদ্যোতালোকে অন্ধ হইয়া আমরা মনে করিতেছি যে, আমরা প্রতি জনে আপন কর্ত্তৃত্বে একটা স্বাভিপ্রেত ধর্ম্মের পথ আবশ্যক মতে গঠন করিয়া লইতে পারি। কিন্তু সেটা আমাদের ভুল। দুগ্ধপোষ্য বালক অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়া বন্য জন্তু কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইলে, সে যদি বিনা সাহায্যে মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে সমর্থ হইত; তবেই এ কথা সত্য হইত যে, আমরা প্রতি জনে ইচ্ছা করিলেই আপনার আপনার জন্য একটা স্বাভিপ্রেত ধর্ম্মের পথ গড়িয়া লইতে পারি। আমাদের জানা উচিত যে যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রব-র্ত্তক—ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। যে মনুষ্য যত বড় জ্ঞানী বা কর্ম্মী হউন না কেন, তিনি যদি পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত না হইয়া আপনার বুদ্ধির খদ্যোতালোকে লোকসমাজকে ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিতে যা'ন, তবে সেরূপ একটা কৃত্রিম ব্যাপার হাস্যাস্পদ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। কোনো কৃতবিদ্য পণ্ডিত এ-ধর্ম্ম ও-ধর্ম্ম সে-ধর্ম্ম হইতে জোড়া তাড়া দিয়া একটা আপাত-শোভন ধর্ম্ম-পথ প্রস্তুত করিতে না পারেন এমন নহে; কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে, মানুষের হস্তের গঠিত মৃত্তিকার বট-বৃক্ষ এবং অরণ্যের বনস্পতি, দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সহস্র কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মোদ্দীপনা—ঈশ্বর-প্রাণিত পুরাতন ঋষিদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্মস্ফূর্ত্তিকে নাগাল পাইতে পারে না। আমাদের দেশের সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রাণিত সনাতন ধর্ম্ম নব-যুগের আরম্ভ-মুখে অবতীর্ণ হইয়া নানা দিকের নানা বিপথ-গামী স্রোতের মধ্যস্থলে আলোকস্তম্ভ রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন—ইহা আমাদের কি যে সৌ-ভাগ্য তাহা বলিবার নহে। ঈশ্বরের প্রসাদে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া মা ভৈর্মা ভৈ রবে দণ্ডায়মান হওয়াতেই আমরা দশ দিকের দশ শত্রুর হস্ত হইতে এযাবৎকাল পর্য্যন্ত রক্ষা পাইয়া আসিতে পারিয়াছি। আমাদের দেশের এই শোচ-নীয় অবস্থায় ঈশ্বর-প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যদি আমাদের মধ্যে না আসিতেন, তবে আমাদের দেশের আরো কি যে ভয়ঙ্কর শোচনীয় অবস্থা হইত তাহা বলিবার কথা নহে! তাহা হইলে দেশের কৃতবিদ্য লোকদিগের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টান হইতেন—অনেকে নাস্তিক হই-তেন—অবশিষ্ট ব্যক্তিরা না-এদিক্ না-ও-দিক্-ভাবের ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া নির্জ্জীব এবং নিরুদ্যম চিত্তে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিতেন, আর সেই গতিকে অলীক আমোদ প্রমোদের স্রোতের টানে অকূল পাথারে ভাসিয়া যাইতেন। ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের মধ্যে আগমন করাতে—আমরা যে ঐরূপ মহা মহা বিপদ হইতে রক্ষা পাইব—তাহার একটা উপায় হইয়াছে। আমরা আপ-নারা মনে করিলে আমাদের আপনাদের

বুদ্ধি-কৌশলে এমন-তরো একটা সমীচীন উপায় কোনো ক্রমেই গড়িয়া তুলিতে পারিতাম না। এই যে দুই পাতার ব্রাহ্মধর্ম্ম—যাহা চক্ষে দেখিতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বই নহে—ইহার ভিতরে কি যে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তি জাগিতেছে তাহা যদি আমরা দেখিতে পাইতাম, তবে সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে একথা বলিতে ভীত হইতাম না যে, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের স্বদেশ বিদেশকে অজ্ঞান হইতে রক্ষা করিবে—অভক্তি হইতে রক্ষা করিবে—পরধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবে—অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে একাকী এতগুলি মঙ্গল কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিবে—কিসের বলে করিবে? কাগজ কালির বলেও নহে—মুখের বলেও নহে—রাজার বলেও নহে! কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের প্রেরণার বলে। আমাদের চিরারাধ্য দেবতা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মকে দিয়া যে কার্য্যের ভার উদ্‌যাপন করাইবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন—তাহা মনুষ্য-সমাজের সমস্ত মঙ্গলের মূল উৎস এবং চির-উৎস; তাহা কি? না যাহাতে আমরা এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে সকল মঙ্গলের মূলাধার জানিয়া তাঁহার সহিত যোগ বাঁধিয়া জীবনের সমস্ত মঙ্গল কার্য্য সমীচীন বলবীর্য্য উৎসাহের সহিত—জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানের সহিত এবং মধুময় প্রেমের সহিত—সমাধা করিতে পারি, সেই চিরাভিলষিত মঙ্গলের ব্যাপারটি ঘটাইয়া তোলা। যে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যথার্থ ব্রহ্মোপাসনা ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, এবং তাহার স্বর্গীয় জ্যোতিতে দেশস্থ ব্যক্তিদিগের মন হইতে দ্বেষ হিংসা কুটিলতা মত্ততা ঔদ্ধত্য দাম্ভিকতা কপটতা এবং নীচতা প্রভৃতি কলুষান্ধকার তিরোহিত হইয়া না যাইবে, সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে কিছুতেই শান্তি দিবেন না, নিস্তার দিবেন না। আজ তাই আমাদের মধ্যে এত অশান্তি—এত প্রমত্ত কোলাহল। কিন্তু সে অশান্তি জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিবার জন্যই আমাদের সম্মুখে আসিয়া প্রকট ভাবে দেখা দিয়াছে; যাইবার জন্যই আসিয়াছে—থাকিবার জন্য আসে নাই। অশান্তি যাইবে কখন্—না যখন আমরা অন্তরের সহিত পরমাত্মাকে পরম সত্য এবং পরম মঙ্গল জানিয়া তাঁহাতে প্রীতি ভক্তি সমর্পণ করিব এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নবান্ হইব; যখন আমাদের মন মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল চিন্তা করিতেই পারিবে না—যখন আমাদের হস্ত হিতাচরণ ভিন্ন অহিতাচরণের দিকে প্রসারিত হইতেই পারিবে না—যখন আমাদের মনের ভাব এবং হস্তের কার্য্য অকৃত্রিম ঈশ্বর-ভক্তির পরিচয় প্রদান করিবে—যখন আমাদের মন হইতে পরের অনিষ্ট-চিন্তা এবং আপনার আত্মগরিমা অপসারিত হইয়া যাইবে, তখনই সেই পরিস্কৃত ভূমিতে পরমাত্মার শান্তিবারি বর্ষিত হইবে—এবং তাহার গুণে ভগবদ্ভক্তির কলিকা উন্মোচিত হইবে—লোকের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে—লোকসমাজে চিরাভিলষিত মঙ্গল ফলিত হইয়া উঠিবে; তাহা হইলেই আমাদের দুঃখ-রজনীর অবসান হইবে।

হে সর্ব্বমঙ্গলালয় বিশ্ববিধাতা পরমাত্মা, তুমি শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া আমাদের সন্তাপ নিবারণ কর। নিস্তব্ধ রজনীতে আমরা যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ধ্বনিত হইতেছে শুনিতে পাই এবং রজনী প্রভাতে যেন সেই স্বর্গীয় নিনাদের অভ্যন্তরে তোমার প্রসন্ন মুখজ্যোতি দর্শন করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে এই সমস্ত সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

রাগিণী কেদারা—তাল তেওরা।

আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে।
দিনের কর্ম্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে
আমার বিচার তুমি কর তবে আপন করে।
লোভে যদি কারে দিয়েথাকি দুখ,
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্ম্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে,—
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে
আমার বিচার তুমি কর তবে আপন করে।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

সফল করহে প্রভু আজি সভা!
এ রজনী হোক্ মহোৎসবা!
বাহির অন্তর ভুবনচরাচর
মঙ্গলডোরে বাঁধি এক কর,
শুষ্ক হৃদয় কর প্রেমে সরসতর
শূন্য নয়নে আন পুণ্যপ্রভা।
অভয়দ্বার তব করহে অবারিত,
অমৃত উৎস তব কর উৎসারিত,
গগনে গগনে কর প্রসারিত
অতি বিচিত্র তব নিত্যশোভা!
সব ভকতে তব আন এ পরিষদে,
বিমুখ চিত্ত যত কর নত তব পদে,
রাজ অধীশ্বর তব চির সম্পদে
সব সম্পদ কর হৃত গরবা।

রাগিণী সিন্ধু বারোঁয়া—তাল ঝাঁপতাল।

আমি কি বলে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণমন।
চিত্তে আসি দয়া করি
নিজে লহ অপহরি,
কর তারে আপনারি ধন
আমার হৃদয় প্রাণমন।
শুধু ধূলি শুধু ছাই
মূল্য যার কিছু নাই
মূল্য তারে কর সমর্পণ
স্পর্শে তব পরশরতন!
তোমারি গৌরবে যবে
আমার গৌরব হবে
সব তবে দিব বিসর্জ্জন
আমার হৃদয় প্রাণ মন!

রাগিণী পূরবী—তাল কাওয়ালি।

ডাক মোরে আজি এ নিশীথে!
নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত,
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে ডাক হে
তোমারি অমৃতে!
জ্বাল তব দীপ এ অন্তর তিমিরে,
বারবার ডাক মম অচেত চিতে!

কীর্ত্তন।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে,
কত বাধা পায় পায় হে।
(তোমার অমৃত পথে—যে পথে তোমার আলো জ্বলে
সেই অভয় পথে)
চারিদিকে হের ঘিরেছে কা'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,
আমি, ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।
(তারা বাঁধিয়া রাখে তোমার বাহুর বাঁধন হতে
তারা বাঁধিয়া রাখে।)
দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে,
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত
বেলা বহে তত যায় হে।
(ভুলে যে থাকি—দিন যে মিলায়
খেলা যে ফুরায় ভুলে যে থাকি)

হান তব বাজ হৃদয়-গহনে,
দুখানল জ্বাল' তায় হে,
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে
সে জল দাও মুছায়ে হে।
(নয়ন জলে তোমার হাতের বেদনা দেওয়া নয়ন জলে—
প্রাণের সকল কলঙ্ক ধোওয়া নয়ন জলে।)

শূন্য করে দাও হৃদয় আমার
আসন পাত' সেথায় হে,
তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,
ভুলো না আর আমায় হে।
(আমার শূন্য প্রাণে, চির আনন্দে ভরে থাক
আমার শূন্য প্রাণে।)

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮ই ফাল্গুন বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকাল ৭॥ ঘটিকা এবং সায়ংকালে ৭ ঘটিকার সময় পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা হইবে। ব্রাহ্মমহাত্মারা উৎসবে যোগদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

বশম্বদ
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৭৫॥০
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৬১৬৶৩
সমষ্টি	...	৯৯১॥৶৩
ব্যয়	..	২৩২॥৵৬
স্থিত	...	৭৫৯ ৫৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একেকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

	৫০০৲
নগদ	২০০৲
	৭০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৫৯৯
	৭৫৯৫৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১৯০৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৬৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়,	কলিকাতা	২৲
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়,	ঐ	৩৲
" " সতীশচন্দ্র মল্লিক,	ঐ	৩৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী,	ঐ	১৲
" " হেমলাল পাইন,	ঐ	৩৲
" " পতিতপাবন মিত্র,	ঐ	২৲
" " দ্বারকানাথ রায়,	ঐ	৩৲
" " নৃসিংহ মুরারী পাঁজা,	বর্দ্ধমান	৬৲
" মহাশয় কৈলাসচন্দ্র রায়,	দেহুড়দা	৩৵০
		২৬৷৵০
পুস্তকালয়	...	১১৷৵০
যন্ত্রালয়	...	৪৫৲
গচ্ছিত	...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২॥০
আমানত		১০০৲
সমষ্টি		৩৭৫॥০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১০৪।৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৬৩॥৵০
পুস্তকালয়	...	৶৬
যন্ত্রালয়	...	৬৪॥ ৯
সমষ্টি		২৩২॥৵৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

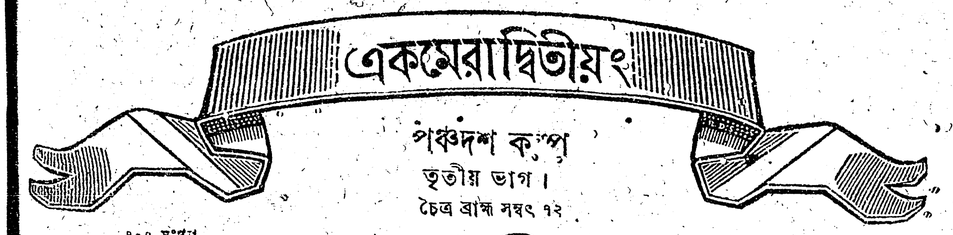

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২

৭০৪ সংখ্যা ১৮২১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বেদগান	...	...	১৭১
কাহার নাম সত্য	...	...	১৭১
গার্হস্থ্য উপাসনা মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ (শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	...	১৭৪
শ্রীমন্মহর্ষিদেবের একটি উপদেশের ভাষ্য (শ্রীশিবধন বিদ্যার্ণব)	...	...	১৭৭

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৮। কলিগতাব্দ ৫০০২। ১ চৈত্র শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

PAGES CONTAINS DIFFERENT COLO

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

আচার্য্যের উপদেশ

আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

১ম খণ্ড মূল্য ।৷০ আট আনা, ও ২য় খণ্ড মূল্য ।৷০ আনা।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

মূল্য ।৷০ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ্ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

NOTICE.

Catalugoe of sanskrit Books Posted free on application to K. Guruswaim and Co.
25 Kalkadevi Road, Bombay.

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৭০৪ সংখ্যা ১৮২৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বেদগান।

গত ১১ মাঘের রাত্রিকালের উপাসনায় শ্রীমন্মহর্ষি দেবের গৃহ প্রাঙ্গণে যে বেদগান হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি; সেই পরাৎপর, প্রকাশবান্ ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না; ইহাঁর বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বভাব-সিদ্ধ।

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি; ইহাঁর কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই।

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা ও মহাত্মা; ইনি লোকদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি হৃদ্গত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

কাহার নাম সত্য? *

সকলেই বলিয়া থাকেন যে সত্যেরই জয় হয়, এবং মিথ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে ধারণ কর তাহা হইলে যথার্থ

* মহর্ষিদেবের অন্তঃপুরে মহিলা সমাজে তাঁহারই পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পঠিত।

মঙ্গল ও শান্তি লাভ হইবে, অতএব দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বপ্রকার মনুষ্য-কল্পিত কৃত্রিম মতামত পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সত্যকে অন্বেষণ করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয়। কিন্তু সত্য কাহাকে বলে? মিথ্যা বলিয়া কাহাকে ত্যাগ করিয়া সত্য বলিয়া কাহাকে ধারণ করিতে হইবে? আর যিনি সত্যকে ধারণ করিবেন, তিনি নিজে মিথ্যা হইয়া সত্যকে ধারণ করিবেন কি সত্য হইয়া সত্যকে ধারণ করিবেন? মিথ্যার সত্য বিষয়ক জ্ঞান বা ধারণা হওয়া সম্ভব কি না? সত্য প্রকাশ কি অপ্রকাশ, ব্যক্ত কি অব্যক্ত? তাহা ধারণার বস্তু কি ধারণার অতীত? অথবা সত্য কেবল একটা নাম কল্পনা মাত্র। সত্য সকলেরই প্রয়োজনীয়, কি ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বিশেষের অপ্রয়োজনীয়? যদি সত্য ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনীয় হন তবে সেই ব্যক্তিতে অবশ্য এমন কোন বিশেষত্ব আছে যাহার জন্য সত্য কেবল তাহারই প্রয়োজনীয়, তাহার সে বিশেষত্ব কি? আর সত্য যদি কাহারো অপ্রয়োজনীয় হন অর্থাৎ সত্য বিনা কাহারো কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে তবে আর একজনের সত্য বিনা কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে না কেন?

সত্য যদি ধারণার অতীত হন, তাহা হইলে যিনি সেই সত্যকে ধারণ করিবেন, তিনি নিজে ধারণার অতীত হইয়া ধারণাতীত সত্যকে ধারণ করিবেন, কিম্বা নিজে ধারণার যোগ্য থাকিয়া ধারণার অতীত সত্যকে ধারণ করিবেন? ধারণার অতীতকে কি করিয়া ধারণ করিতে হইবে? আর সত্য যদি ধারণার যোগ্য হন তবে তাহাকেই বা কি পদার্থ জানিয়া ধারণ করিবে? যাহাতে সত্য লাভের ফলরূপ অন্তঃকরণের সকল অজ্ঞানতা ও অভাব মোচন হইয়া শান্তি লাভ হইবে।

কেহ বলেন বেদ সত্য, কেহ বলেন বাইবেল সত্য, কেহ বলেন কোরাণ সত্য ইত্যাদি জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ আপনার আপনার মতের শাস্ত্রকে সত্য ও অপরের শাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন এইরূপ শুনিতে পাই, কিন্তু জিজ্ঞাসার বিষয় এখানে এই যে, যদি শাস্ত্রেরই নাম সত্য হয় তবে সে শাস্ত্র কি বস্তু? তাহার কোন্ অংশকে সত্য বলিয়া ধারণ করিতে হইবে? কাগজ কালির নাম কি সত্য এবং তাহাকেই কি সত্য বলিয়া ধারণ করিতে হইবে? কিম্বা তাহাতে যে শব্দ বা বাক্য আছে তাহাকে সত্য জানিয়া ধারণ করিতে হইবে? কিন্তু শব্দ বা বাক্য ত বহু, তাহার মধ্যে কোন্ শাস্ত্রের কোন্ শব্দকে সত্য বলিয়া ধারণ করিতে হইবে? কিম্বা যিনি এই সকল শব্দ বা বাক্য প্রচার করিয়াছেন তাঁহাকে সত্য জানিয়া ধারণ করিতে হইবে, অথবা যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল শব্দ বা বাক্য প্রচারিত হইয়াছে তাঁহাকে সত্য বলিয়া ধারণ করিতে হইবে? কিম্বা এই সকলের সমষ্টিকে এক সত্য জানিয়া ধারণ করিতে হইবে? যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল শব্দ বা বাক্য প্রচার করা হইয়াছে, যদি তাঁহাকেই সত্য বলিয়া ধারণ করিতে হয়, তবে ইহা জানা আবশ্যক কি না, যে তিনি কি বস্তু? কোথায় আছেন? প্রকাশ কি অপ্রকাশ? যদি প্রকাশ হন, তবে জগতে তিনি এমন ভাবে প্রকাশ আছেন কি না যাহাতে সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে এক সত্য অনুভব করিয়া স্বীকার করিতে পারে, এবং সেই সত্যকে সহজে ধারণ করিয়া আপনার আপনার অভাব মোচন করিতে সক্ষম হয়।

যাহাকে সহস্র ইচ্ছা এবং চেষ্টাতেও পরিত্যাগ করিতে পারা কাহারো কর্ত্তৃক কিছুতেই সম্ভবে না, তাহাই সত্য কি না?

যাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকলের নিকট সত্য তাহাই যথার্থ সত্য কি না? আর তাহা যদি হয় তবে, ইহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, সর্ব্বসাধারণের নিকট যাহা এক সত্য বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহা কিরূপে প্রকাশ পায়? বস্তু রূপে কি ভাব রূপে? কিন্তু দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভাব ভিন্ন ভিন্ন এবং ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কোন এক ব্যক্তির মনের ভাব কি সর্ব্বসাধারণের নিকট এক সত্যরূপে প্রকাশ পাইতে পারে? কিম্বা সেই ভাবের লক্ষ্য বস্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট এক সত্য বলিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, ইহা বিশেষ রূপে বুঝিয়া দেখিতে হইবে, নতুবা সত্য যে কি ও কাহাকে বলে তাহা কিরূপে নির্ণয় হইবে, এবং তাহা নির্ণয় না হইলে, কাহাকে ধারণ বা গ্রহণ করিয়া জীব আপনার অভাব মোচন করিবে?

প্রকৃত সত্যকে ধারণ না করিয়া কেবল বহু বাক্যাড়ম্বর, নানা মতামত ও বহু বাহ্যানুষ্ঠানে কখনই জীবের অভাব ঘুচিবে না ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

জীবের যথার্থ মঙ্গল ও শান্তির একমাত্র উপায় সত্য পরমেশ্বরের সত্য উপাসনা।

হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা, গুরু আত্মা, আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, আপনি সত্যস্বরূপ, কিন্তু আপনি যে কিরূপ সত্য ও যথার্থ সত্য কাহাকে বলে সে বিষয়ে আমাদের নিজের কোনই জ্ঞান নাই, যদি মনুষ্যের দ্বারা মনুষ্যের সংশয় নিবারণ হইত এবং মনুষ্যে মনুষ্যকে প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারিত, তবে হে পরমাত্মা জগতে অনাদি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত, কত ঋষি মুনি জ্ঞানী পণ্ডিতগণ অশেষ প্রকারে নিজ নিজ ধারণানুযায়ী সর্ব্বসংশয়ের মীমাংসা করা সত্তেও, পুনরায় আমাদের মনে নানা প্রকার সংশয় উঠে কেন? আপনি দয়া করিয়া সংশয় মোচন পূর্ব্বক সত্যে নিষ্ঠা না দিলে সত্য লাভের আর অন্য উপায় নাই, ইহা কেবল একমাত্র আপনারই উপর নির্ভর করিতেছে। অন্তরে প্রকৃত জ্ঞান না জন্মিয়া যে ধারণা হয় তাহার নাম সংস্কার, সংস্কারের দ্বারা যদি বাস্তবিক জ্ঞান হইত, তবে হে মাতা পিতা বাল্যাবধি মনুষ্যকে ঈশ্বর বিষয়ে এত সংস্কার দেওয়া সত্তেও আপনার প্রতি আমাদের সকলের আন্তরিক বিশ্বাস জন্মাইতেছে না কেন? আত্মাতে শক্তি জন্মিয়া যে জ্ঞান প্রকাশ পায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, এরূপ জ্ঞান মনুষ্যে মনুষ্যকে দিতে পারে না ইহা কেবল মাত্র আপনারই কর্ত্তৃত্বাধীন, যে কেহ নিজের তুচ্ছ জ্ঞানাভিমান বুদ্ধির অহঙ্কার ও মিথ্যা সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সরল অন্তরে আপনার শরণাগত হয় আপনি দয়াময় নিজগুণে তাহার সে কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করেন যেহেতু আপনার দয়া সমুদ্রের ন্যায় তাহার সীমা নাই।

হে দয়াময় আপনি নিজগুণে আমাদের জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমাদের অন্তরে সত্যরূপে উদিত হউন, এবং আপনি এক অদ্বিতীয় সত্য, কি আপনার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন সত্য আছে, তাহা আমাদের নিকটে প্রকাশ করুন। আপনার দয়া না হইলে আমাদের এরূপ সাধ্য নাই যে

আমরা সত্যকে জানিতে পারি। হে দয়াময় আপনি চরাচর জীব সমূহকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার এক পূর্ণ, আপনার এই পূর্ণ অসীম অখণ্ড ভাব চরাচর জীবের অন্তরে প্রকাশ করুন, এবং পরস্পর পরস্পরকে পর জানায় দ্বেষ হিংসা বশতঃ জগতে যে অমঙ্গল ও অশান্তি বিস্তার হইতেছে তাহা নিজ দয়ায় অন্তর্হিত করিয়া শান্তি বিধান করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গার্হস্থ্য উপাসনা মণ্ডপে আচার্য্যের উপদেশ।

১৭ই পৌষ বুধবার।

পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন ঈশ্বরোপাসনার দুইটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু অগ্রে ঈশ্বর-প্রীতি, তাহার পরে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। গোড়ায় যদি প্রীতি না থাকে তবে প্রিয়কার্য্য-সাধনের কোনো অর্থই হইতে পারে না। পুত্র-স্নেহ কাহাকে বলে তাহা মাতাকে বুঝাইতে হয় না; পতিভক্তি কাহাকে বলে তাহা সাধ্বী সতীকে বুঝাইতে হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে এক্ষণে যেরূপ এক কঠিন সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ঈশ্বর-প্রীতি বুঝিবার এবং বুঝাইবার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জনসমাজের এরূপ অবস্থা বিকৃতির অবস্থা। আমাদের দেশের প্রাচীনতম ঋষিরা ঈশ্বর-প্রীতি অন্তরে অনুভব করিতেন এবং যাহা অন্তরে অনুভব করিতেন তাহাই মুখে ব্যক্ত করিতেন; তাঁহারা প্রকৃতির অভ্যন্তরে বাস করিতেন—তাঁহারা প্রকৃতিস্থ ছিলেন—তাই তাঁহারা অন্তরে ঈশ্বর-প্রীতি অনুভব করিতেন। কিন্তু এখনকার কাল কৃত্রিমতার কাল। বর্ত্তমান কালের সমস্ত শিক্ষা-প্রণালীই কৃত্রিম প্রণালী। শিক্ষিত ব্যক্তির ভিতরে কোনো পদার্থ থাকুক্ বা না থাকুক্—তাঁহাকে আপন পদবীর অনুযায়ী কাজ চালানো চাই, আর, সেই ন্যায়ান্যায়-মিশ্রিত সত্যাসত্য-মিশ্রিত কাজ চালানো-কার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই এক্ষণে প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া লোক-মধ্যে সমাদৃত হয়। কৃত্রিমতা যে, সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় সামগ্রী তাহা আমি বলিতেছি না, কেননা বিকৃতিও প্রকৃতির অন্তর্গত। কৃত্রিমতা শব্দের অর্থ কপটতা নহে—কৃত্রিমতা-শব্দের অর্থ কাল্পনিকতা—অর্থাৎ মনুষ্যের কারীকরি। আমি যে বলিতেছি—এক্ষণকার কাল কৃত্রিমতার কাল; তাহার অর্থ এই যে, এক্ষণকার কাল মনুষ্যের কারীকরির কাল; রেলগাড়ি এবং বৈদ্যুতিক তারের কাল। কলের কালকে যদি কলিকাল বলিয়া সংজ্ঞিত করা যায়—তবে কলিকাল। বেশীমাত্রা কৃত্রিমতার দোষ এই যে, তাহা একদিকের সুবিধা করিতে গিয়া আর আর নানা দিকে নানা প্রকার বিপরীত ফল ফলাইয়া তোলে। রেল্‌গাড়ি যেমন একদিকে বণিক্‌দিগের কোষাগারের উদর স্ফীত করে, আর একদিকে তেমনি বদ্ধজল এবং দূষিত বায়ুকে দিয়া মারাত্মক জ্বর নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া নগর গ্রাম উচ্ছিন্ন করে। বনকর্ত্তকেরা যেমন একদিকে প্রাচীন অরণ্যবন কাটিয়া লোকালয়ের বিস্তৃতি সাধনের পথ পরিষ্কৃত করে, আর একদিকে তেমনি সাময়িক বৃষ্টির কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া দুর্ভিক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দ্যায়। তাহার

পরে লোকের যখন নানা প্রকার সাজ্যাতিক বিপদ উপস্থিত হয়, তখন সমাজের উপরি-শ্রেণীর ব্যক্তিরা অন্যতম কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবন করিয়া পূর্ব্বকৃত কার্য্যকলাপের নানা দিকের নানা ছিদ্রে নানা প্রকার তালি দিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে নানা প্রকার কৃত্রিম ঔষধের এবং সেই সঙ্গে নানা প্রকার কৃত্রিম রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কৃত্রিমতার সীমা আছে;—লোকে যতই কৃত্রিমতার পথে অগ্রসর হয়—ততই বিকৃতির পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া নানা প্রকার শিক্ষা লাভ করে; এবং যথাকালে শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইলে কি প্রকৃতি এবং কি বিকৃতি তাহা জানিতে পারিয়া—কতক বা পরীক্ষাতে ঠেকিয়া শিখিয়া—কতক বা বুদ্ধিপূর্ব্বক হিতাহিত বিবেচনা করিয়া দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া—প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে; তাহা যখন করে—তখন লোক-মধ্যে নূতন যুগ উপস্থিত হয়। এক্ষণে আমরা যাহাকে বলি "সভ্যতা" তাহা একপ্রকার পুরাতন সভ্যতা—তাহা কৃত্রিমতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর জ্ঞানী-মণ্ডলী এক্ষণে নূতনতর সভ্যতার আগমন-বার্ত্তার প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দিকে দূর-দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন। এমন এক নবতর সভ্যতার জন্য তাঁহারা আগ্রহান্বিত হইয়াছেন—যে সভ্যতা প্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত; কৃত্রিমতার উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রথম প্রথম মনুষ্য যখন প্রকৃতির হস্ত ছাড়িয়া দিয়া আপন শক্তিতে চলিতে শিক্ষা করে, তখন কৃত্রিমতা একপ্রকার মনুষ্যের প্রকৃতি হইয়া দাঁড়ায়। যে পরিমাণ কৃত্রিমতা মনুষ্যের পক্ষে যতকাল পর্য্যন্ত শোভা পায়, সেই-কাল পর্য্যন্তের সেই পরিমাণ কৃত্রিমতাকে বলা যাইতে পারে—মনুষ্য-প্রকৃতি; তাহার পরে কৃত্রিমতায় কৃত্রিমতায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া কৃত্রিমতা যখন ক্রমে ক্রমে পরিশোধিত হইয়া যাইতে থাকে, এবং পরিশেষে যখন প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন মনুষ্য-প্রকৃতি দেব-প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হয়; পক্ষান্তরে, কৃত্রিমতা যদি পরিশোধিত না হইয়া ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরিশেষে যখন মাত্রা ছাড়াইয়া রাবণের ন্যায় দশ-মস্তক এবং কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় সহস্র বাহু হইয়া উঠে, তখন তাহা আসুরিক প্রকৃতি হইয়া দাঁড়ায়। জন-সমাজে কৃত্রিমতার মাত্রাতীত প্রাদুর্ভাব হইলেই লোকে ঈশ্বর-প্রীতি কাহাকে বলে—তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। তখন লোক-সমাজে পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকেন বটে—কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞানের একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য যে, সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম তাঁহা হইতে বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মনে করেন যে, এ বিজ্ঞান মনুষ্যের নিজের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন—সুতরাং ইহা মনুষ্যেরই মাহাত্মোর নিদান। তখন সৎলোকেরা পরোপকার প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন বটে, কিন্তু সমস্ত মঙ্গলের একমাত্র মূলাধার যে পরমেশ্বর, এ কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া—সেই সেই কার্য্যে শুদ্ধ কেবল আপনার মহিমা এবং গৌরব প্রতিবিম্বিত দেখেন। তখন ভক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন লৌকিকতার অনুরোধে আরাধ্য দেবতার প্রতি দেবভক্তি প্রদর্শন করেন—তখন আরাধ্য দেবতার প্রতি তাঁহাদের মন নিবিষ্ট হয় না—তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিজের নিজের ভক্তিমত্তার প্রতিই তাঁহাদের মন নিবিষ্ট হয়।

ঈশ্বর-প্রীতি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইলে মনকে কৃত্রিমতা হইতে নির্ম্মুক্ত করা আবশ্যক ; সরল হওয়া আবশ্যক। আমরা নিজে সত্য হইলে তবে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাতে আমাদের প্রীতি জন্মিতে পারে ; আমরা নিজে যদি মিথ্যা হই—কৃত্রিম হই, তবে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রতি প্রীতি জন্মিবে কেমন করিয়া ? অতএব অন্তরে সরল হও—মন হইতে কৃত্রিমতার বহিরাড়ম্বর এবং বহিঃপরিচ্ছদ সরাইয়া ফ্যালো—গভীর অন্তরে যাহা আছ মনে এবং কার্য্যে তাহা হইতে চেষ্টা কর, স্বচ্ছ জলের ন্যায় অন্তর বাহির একীভূত কর ; তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রীতি আপনা আপনি অন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। সার কথা এই যে, প্রীতির পাত্রই—প্রীতি যে কি—তাহা প্রেমিক ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে পারে, অপর কেহই তাহা পারে না। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ভক্তি যে কি পদার্থ তাহা প্রেমময় পরমেশ্বরই তদ্গতপ্রাণ ভক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দে'ন—তাহা বুঝিবার জন্য তাঁহাকে অপর কাহারো নিকটে যাইতে হয় না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

---

২৪ শে পৌষ বুধবার।

আমাদের কামনার বিষয় অনেক ; আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কামনার বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। তাহার মধ্যে সাধারণতঃ ধন মান সুখ সম্পদ সকলেরই কামনার বিষয়। কিন্তু সকলে সমান ক্ষমতাশালী নহে ; যে ব্যক্তি যত অধিক ক্ষমতাশালী, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে বুদ্ধি খাটাইয়া এবং সাধ্য সাধনা করিয়া আপনার কামনার বিষয় হস্তগত করে। কিন্তু ধন মান ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কামনার বিষয় যত কিছু আছে, সমস্তই অস্তবৎ। মনে কর, এক ব্যক্তি আপনার জীবনের সার ভাগ ধন-মান-ঐশ্বর্য্যের উপার্জ্জন-চেষ্টায় সমাপিত করিল। তাহার জীবন যখন মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন ধন মান ঐশ্বর্য্য তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহার হস্তে ধরা দিল ; তখন সে দেখিল যে, সবই আমি পাইলাম—কিন্তু আর দুই দিন পরে ইহার কিছুই থাকিবে না ; তখন সে দেখিল যে, আমার সমস্ত সাধ্য সাধনা কেবল এক মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে বৃথা ক্ষেপিত হইয়াছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সাধারণতঃ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা যাহার উপার্জ্জন-চেষ্টায় জীবন ক্ষয় করে, এবং অক্ষম ব্যক্তিরা যাহা দৈব-ক্রমে প্রাপ্ত হইলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করে তাহার পরিণাম অতীব শোচনীয়।

অতএব, সর্ব্বাগ্রে উচিত—কামনার বিষয় সুনির্ব্বাচন করা। যে ধন চিরস্থায়ী—যে ধন সঙ্গের সঙ্গী—যে ধন সাধককে গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় পলায়ন করে না—সেই ধনের জন্যই সকল মনুষ্যের প্রাণপণ সাধ্যসাধনা করা উচিত।

সেই ধন পরমাত্মা। পরমাত্মা যদি সাধকের কামনার বিষয় হ'ন, তবে, পরমাত্মা সাধককে আপনার দর্শন-লাভে বঞ্চিত করেন না। যে সাধক পরমাত্মাকে সত্যসত্যই চা'ন—সে সাধককে পরমাত্মা সত্যসত্যই দর্শন দান করেন। মারোআর দেশের বণিকেরা সত্যসত্যই ধনের জন্য সাধ্যসাধনা করে, এই জন্য তাহাদের উপরে লক্ষ্মীর এত কৃপা। যে সাধক সত্য সত্যই পরমাত্মার জন্য সাধ্য সাধনা করে, তাহার উপরে পরমাত্মার

কৃপা হইবে না তো আর কাহার উপরে হইবে ? কর্ম্মশীল বণিকেরা যেমন সত্য সত্যই ধন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, ভক্ত সাধকেরা সেইরূপ সত্য সত্যই পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন। ঘোর মোহান্ধ বিষয়ী ব্যক্তিদিগের নিকট পরমাত্মা অসত্য, বিষয়-বিভবই সত্য। যাঁহারা পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের নিকটে সত্যই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই সত্য। সাধক যখন পরমাত্মার প্রসাদে পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন—তখন

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি নির্ম্মুক্ত হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।

হে পরমাত্মন্। তোমার শক্তিতে পর্ব্বত সমুদ্র হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া অভ্র লেহন করে; এবং তোমার শক্তিতে তাহা পুনর্ব্বার সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়। তোমার শক্তি আমাদের নিকটে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা বহন করিতেছে, তাহাতেই তোমার দর্শন-লাভের প্রত্যাশা আমাদের মনে জাগরূক হইয়া উঠিতেছে।

অসতোমা সৎ গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের একটি উপদেশের ভাষ্য।

১১ শ মাঘ রজনীর মহা মহোৎসবের পূত মধুর গন্ধ লইয়া ১২ শ মাঘের সুশীতল সমীরণ মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছে; উজ্জ্বল রবিকিরণে গগনতল সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে ; গগনে পবনে বাহিরে ভিতরে একটি সুমঙ্গল শান্তভাব প্রকৃতিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে ; পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেব তাঁহার প্রাসাদের তৃতীয় তলের মুক্তছাদে যুক্তকরে নীরবে সমাহিত-চিত্তে স্বভাবসিদ্ধ যোগানন্দে মগ্ন হইয়া প্রফুল্লভাবে উপবিষ্ট আছেন ; এমন সময় আমরা কয়জন গিয়া তাঁহার চরণকমলে প্রণত হইলাম। তিনি তখন করুণভাবে আমাদের মস্তকে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সংসারসঙ্কটে সকল অবস্থায় ধীরতা অবলম্বনের জন্য অল্পভাষায় অনল্প ভাব-পরিপূর্ণ যে সুগম্ভীর মহাসত্য অমূল্য উপদেশ দান করিলেন, তাহা তাঁহার মহোজ্জ্বল বিশ্বাসের অমোঘ শক্তির সহিত সঞ্চারিত হইয়া আমাদের মোহনিদ্রিত অন্তঃকরণকে জাগ্রত ও মহাভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। সে ভাব চিরকাল পোষণ করিতে পারিলে বাস্তবিকই সংসার আমাদের নিকটে তাহার সঙ্কটরূপ ছাড়িয়া অমৃতময় হইয়া উঠিতে পারে। জিজ্ঞাসু ভক্তজনের মঙ্গল ও প্রীতির উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের সহিত মহর্ষি-প্রোক্ত সেদিনকার উপদেশ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আপন অজ্ঞতা ও অক্ষমতার জন্য অবশ্যই মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে পারি।

'শান্তং শিবমদ্বৈতম্!' পরমেশ্বরের অনন্ত নাম অপার মহিমা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত দেশকালে অনন্ত রূপে সেই মহান্ অনন্তের অনন্ত ভাব—অখণ্ড মহিমা প্রচার করিতেছে। তাঁহার সেই মহাভাবের—স্বাভাবিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার বিন্দু মাত্র প্রকাশ করিবার সামর্থ্য মানবের নাই,—কাহারও নাই! কিন্তু আমরা সূর্য্যের কিরণে যেমন সূর্য্যের প্রকাশ দেখিয়া থাকি, তেমনি সর্ব্বমঙ্গলের আধার কৃপাময় পর-

মেশ্বরের কৃপায় জানিতেছি—বুঝিতে পারিতেছি তিনি ‘শান্তং শিবমদ্বৈতম্’। আমাদের পরাপেক্ষী ক্ষুদ্র কর্ত্তৃত্বে কত গ্লানি—মনুষ্যের মোহকৃত বিধি-বিধানে কত অপূর্ণতা—কত অশান্ত উপদ্রব জড়িত—বিজড়িত হইয়া আছে; মানুষ্যের কর্ত্তৃত্বাভিমান কি উদ্ধত ব্যাকুল চেষ্টায় পরিপূর্ণ; মানবের অসঙ্গত অহঙ্কার পদে পদে কতরূপে লাঞ্ছিত তুচ্ছীকৃত হয়; কত মোহের খেলা—ভ্রান্তির চাতুরী ভ্রান্তির শতচ্ছিদ্র আবরণে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া মানব পরস্পরের নিকটে কতরূপ উপহসিত ও বিড়ম্বিত হয়! কিন্তু সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি নিখিলবিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ে নিত্যকাল ‘শান্তং শিবমদ্বৈতম্’। তিনি একাকী এই বিচিত্র বিশ্বভুবন শান্তভাবে মঙ্গলরূপে সৃষ্টি-স্থিতি লয় করিতেছেন, তাঁহার ভাবে তাঁহার কর্ম্মে কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নাই—উদ্ধত চেষ্টা নাই—অমঙ্গলের সম্ভাবনা মাত্র নাই। তিনি শাশ্বত অদ্বিতীয়, তাঁহার বিশ্বরাজ্যের অনন্ত নিয়মাবলী এক শাশ্বত মঙ্গল সূত্রে গ্রথিত—সুতরাং অভ্রান্ত এবং অপরিবর্ত্তনীয়! অনন্ত জগৎ তাঁহার সনাতন শান্ত মঙ্গল ভাবে পরিব্যাপ্ত—সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে!

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ভেদ করা সৃষ্ট যে কোন জীবশক্তির অসাধ্য। কোথায় কোন্ লোক-লোকান্তর কোন্ পথে কি ভাবে কি প্রকার গতিতে কোন্ মহাকর্ম্ম সাধনের জন্য কোন্ মহাশক্তির আকর্ষণে চালিত—নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; কোন্ সুদূর নক্ষত্রলোক আমাদের দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়শক্তির অতীত কোন্ অজ্ঞাত নিয়মে কোন্ কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কোন্ অনির্দ্দেশ্য লোক-লোকান্তরের কি প্রকারের নবতর জীবপ্রবাহ কিরূপ নবতর ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় কি প্রণালীতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; তাহার বৃত্তান্ত জানিয়া নিঃশেষ করিবার চেষ্টা করিলে চঞ্চুর দ্বারা টিট্টিভ পক্ষীর সমুদ্রশোষণ চেষ্টাকে কিছুতেই আর হাস্যকর প্রহসন মনে করা যায় না। অনন্ত লোকের গতিবিধি বা লক্ষ্য নির্দ্দেশ দূরে থাকুক কয়েকটী নিকট—অতিনিকটতর গ্রহ উপগ্রহের সংবাদ সংগ্রহে প্রাচ্য ভারতের প্রাচীন কাল হইতে প্রতীচ্য ভূখণ্ডের নবীন সভ্যতার যুগ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের অগণ্য জোতির্ব্বিদ্ ও বৈজ্ঞানিকের নব নব উর্ব্বর মস্তিষ্ক রাশি কঠোর চেষ্টায় ও শত শত কল্পনায় একান্ত শ্রান্ত হইয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছে, অনন্ত বিশ্বরহস্যের তুলনায় তাহা কতটুকু? এবং সেই অতি ক্ষুদ্র সংবাদের কতটুকু সত্য, আর কতটা নিষ্ফল কল্পনা, তাহা বাছিয়া লইয়া চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে সাধ্য কার?

দেখা যায়, নিত্য নূতনতর আবিষ্কার পুরাতনকে অবজ্ঞা করিয়া নিজেকেও অনাস্থায় নিক্ষেপ করিতেছে। যে নূতন বিজ্ঞান নবীনদর্শন পুরাতনকে মিথ্যা করিয়া পৃথিবীতে আপনার জয়পতাকা প্রোথিত করিল; নূতনতর বিজ্ঞান—নূতনতম দর্শন আবার তাহার উন্নত পতাকা পদদলিত করিয়া অবজ্ঞাত পুরাতনকেই গুরুগৌরবে বরণ করিল, এরূপ ঘটনা মর্ত্ত্য জগতে একান্ত দুর্লভ নহে। ইহারই নাম অব্যবস্থা দোষ। ইহা দেখিয়াই বলিতে হয়—

‘বিবিধশাস্ত্রজল্পনেন ভবতি তাত কিম্ফলম্
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্॥’

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানে—দার্শনিকের দর্শন মতে এই অব্যবস্থা দোষ দেখিলেই মনে হয়,—

‘দর্শনস্য দর্শনেন কো মতো হি নির্ম্মলম্,
ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্॥’

এবং ব্যর্থ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ দেখিয়াই ভগবৎপ্রেমিক মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন—

‘পাশনাশহেতুরেব ন তু বিচারবাগ্‌বলম্
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্॥’

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানে দার্শনিকের দর্শনে অব্যবস্থা, দোষ অপরিহার্য্য; কিন্তু তাঁহার কৃপা যখন আমাদের আত্মাতে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিত করিয়া আমাদের প্রেম-চক্ষু বিশ্বাস-দৃষ্টিকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়, যখনই আমরা দেখিতে পাই দর্শন বিজ্ঞানের শতচ্ছিদ্র সমাচ্ছন্ন করিয়া ‘শান্তং শিবমদ্বৈতম্’ রূপে তিনি বিরাজমান; তখনি সমস্ত অপ্রতিষ্ঠা ও অব্যবস্থা দোষের সমাধান হইয়া যায়।

বিজ্ঞানবলে লোকলোকান্তরের সমালোচনার আশাকে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া আমরা যে ভূলোকে বাস করিতেছি তাহারই কথা, যদি চিন্তা করা যায়, তবে দেখা যায়, অগণ্য লোকের তুলনায় ক্ষুদ্র ধূলিকণার তুল্য এই পৃথিবীর একটি তুচ্ছ ধূলির একটি পরমাণুর প্রকৃত রহস্যও আমরা অবগত নহি। আমরা যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহাকে যেরূপে যাহা বলিয়া ভাবি, তাহা তাহাই কি না তাহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। আমাদের পক্ষে কাঁচ দৃষ্টিশক্তির প্রতিবন্ধক নয়, লোকান্তরের বা এই পৃথিবীরই নবতর জীবের দর্শনেন্দ্রিয়কে হয় ত বিস্তীর্ণ প্রাচীরও প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে না। এ সকল বিষয়ে এবং সর্ব্ববিষয়ে আমাদের এইরূপ শত অপূর্ণতা সত্ত্বেও ইহা বলা হইতেছে না যে, তাঁহার রাজ্যে বিজ্ঞান দর্শনের উপযোগিতা নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্যা, জীবতত্ত্ব বা বিশ্ববিজ্ঞান তাঁহারই প্রতি মনুষ্যকে অগ্রসর করিবে; তাঁহার সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্যে অসীম নৈপুণ্যে—অপার অনধিগম্য জ্ঞানকৌশলে স্তম্ভিত—মুগ্ধ হইয়া মনুষ্য তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবে; নিজের ক্ষুদ্রতা—দীনতা—অক্ষমতা প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করিয়া মিথ্যা অহঙ্কার—ধনজনমানের—রূপ বলযৌবনের তুচ্ছ অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে মনঃ প্রাণ সম্প্রদান পূর্ব্বক আত্মাকে চরিতার্থ ও ধন্য করিবে; ইহাই বিদ্যার উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের সার্থকতা, দর্শনের সফলতা এবং তর্কের লক্ষ্য; সেই মহদুদ্দেশ্যবিরহিত বিজ্ঞান অজ্ঞানতা, দর্শন অন্ধতা, এবং তর্ক কলহ মাত্র!

তাঁহাকে ছাড়িয়া বিজ্ঞান সুধু বিজ্ঞানের আকর্ষণে কোথায় গিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে? দর্শন অনন্ত বৈচিত্র্যের একাংশে সমগ্র শক্তি ব্যয় করিয়া কাহার দর্শনে চরিতার্থ হইবে? বৃথা বাগ্‌জাল কোন রহস্যের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া—মুগ্ধ হইয়া বিরাম লাভ করিবে? অনন্ত সৃষ্টিরহস্যের ভিতরে অন্ধমত্ততার দোষে তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিলে মানুষের যাহা থাকে, তাহা সুধু জঞ্জাল আর ভস্মস্তূপ! আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞান যখন তাঁহারই কৃপায় সৃষ্টিস্থিতির—সৌর জগতের—গ্রহ উপগ্রহের—আকর্ষণ বিকর্ষণের মূলে কারণস্বরূপে—নিয়ন্তৃরূপে দেখিতে পায়

‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতম্।’

তখনই সেই ক্ষুদ্র জ্ঞান পূর্ণ হইয়া অমরতা লাভ করে। ‘শান্তং শিবমদ্বৈতং’ পূর্ণ পরমেশ্বরের অভেদ্য বিশ্বব্যাপী বিশ্বাস স্তম্ভে জগতের যাবতীয় শিক্ষালতা জড়িত হইয়া উঠিলেই তাহা পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, তাহা না হইলে মূল্যহীন

নিরাশ্রয় শিক্ষা শূন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার করুণার প্রার্থনা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিয়া আমরা যখন জগতের জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হই, তখন তাঁহার করুণামৃত ধারা অজস্রধারে আমাদের আত্মাকে অভিষিক্ত করিতে থাকে; তখন বিজ্ঞান তাঁহারই গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয়, দর্শনে তাঁহারই দর্শন পাই, তখন সর্ব্বত্র সর্ব্বকর্ম্মে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে—শান্তং শিবমদ্বৈতম্! এই ক্ষুদ্রায়তন মহাবাক্যটিতে তাঁহার ভাব কি সমীচীন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সামান্য বিপদের বাতাস বহিলেই মানুষ ব্যাকুল হইয়া পড়ে, শোকের চিন্তামাত্র মানুষকে কর্ত্তব্যমূঢ় করিয়া দেয়, কিন্তু বিচিত্র বিশ্বের কত শত ঝঞ্ঝাতরঙ্গ দুঃখ শোক বিপত্তি বিষাদের নিবিড় গভীর আবর্ত্তের মধ্যে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ বিরাজমান থাকিয়া শান্তভাবে—অপ্রমত্তভাবে—সর্ব্বলোকের সকল বিঘ্ন বিপত্তি দুঃখ শোক তাঁহার অপরাজিত অনন্ত-মঙ্গলে পরিণত করিতেছেন।

বিদ্যালয় শিক্ষার স্থান, শিক্ষার জন্যই শুভানুধ্যায়ী গুরুজনবর্গ শিশুদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, শিশুকালে পাঠশালায় গিয়া কেহ দুষ্টামি বা অনবধানতার জন্য গুরুমহাশয়ের নিকটে নানারূপ দণ্ডভোগ করিয়া পাঠশালা বা গুরুমহাশয়ের প্রতি রাগ করিলে, তাহার উন্নতির পথ কণ্টকিত এবং অধোগতির পথ উন্মুক্ত হইয়া থাকে। নিখিলগুরু বিশ্বপিতা পরমেশ্বরের সংসার আমাদের মহা শিক্ষার স্থান। তাঁহার ইচ্ছা যেমন মঙ্গলপরিপূর্ণ, বিধানও তেমনি ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য। সংসারের বিপৎ—পাপের দণ্ড—ভবিষ্যৎ কল্যাণের হেতু, এবং এখানকার সম্পৎ পুণ্যের অবশ্যলভ্য পুরস্কার। নত মস্তকে তাঁহার বিহিত পাপ পুণ্যের তিরস্কার পুরস্কারকে তাঁহার কৃপা বলিয়া বহন না করিয়া সম্পৎকে অক্ষম ক্ষুদ্র পুরুষকারে আচ্ছন্ন করিলে ও বিপৎকে একটা অসঙ্গত অবিচার ভাবিলে আমাদের মূঢ় শিশুত্বই প্রকাশ হইয়া থাকে।

দুঃখে বিপদে সঙ্কটে দুর্দ্দিনে মনুষ্য যদি বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারে—হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' তবে তাহার দুঃখভার লঘু হইয়া যায়, বিপদ্ বিভীষিকা দেখাইতে পারে না, সঙ্কট বিকট ভাব ত্যাগ করে এবং দুর্দ্দিন দুর্ব্বিষহ হয় না।

সুখ সম্পদ সৌভাগ্য সম্মানকে যিনি মঙ্গলময়ের প্রসাদ-সুধা বলিয়া নত মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার সুখ 'অবসাদহীন,' সম্পৎ বিনয়পূর্ণ ও আশঙ্কাশূন্য, সৌভাগ্য ইহকালের ও পরকালের, এবং সুদিন অনন্তকালের সম্বল।

যাহার প্রতি পাদক্ষেপে পরমুখাপেক্ষিতা, প্রতি কর্ম্মচেষ্টায় পরাধীনতা, প্রতি চিন্তায় অপূর্ণতা—সেই দীনহীন জীব বৃথা অভিমানে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সকলমঙ্গলবিধাতা পূর্ণ পুরুষের করুণা লাভে উদাসীন থাকিলে তাহার দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। যাঁহার করুণা অহর্নিশ আমাদের মস্তকে—আমাদের প্রাণের অভ্যন্তরে মুক্ত প্রান্তরের মধুর মলয়ানিলের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি; যাঁহার অপরিসীম জ্ঞান কর্ম্ম মহিমায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অখণ্ড যোগসূত্রে সম্বদ্ধ রহিয়াছে, যাঁহার সনাতন মঙ্গল নিয়মে পরস্পরবিরোধী শত শক্তির মধ্যে—বিশ্বময় মৃত্যুর করাল গ্রাসের ভিতরে থাকিয়াও আমরা অমরতা লাভ করিতেছি, তাঁহার

যাহার প্রেম ভক্তি কৃতজ্ঞতার প্রাণপূর্ণ কুসুমাঞ্জলি উচ্ছ্বসিত হইয়া না উঠে, তাহার জন্মে ধিক্, জীবনে শতধিক্! এই নিখিল বিশ্বে—প্রতি মিলনবিচ্ছেদে সুখে দুঃখে হর্ষ বিষাদে তাঁহার শান্তমঙ্গল ভাব ওতপ্রোত হইয়া না থাকিলে সকল কালে সমান ভাবে সেই 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' অখণ্ড মহিমায় বিরাজিত না থাকিলে কোথায় থাকিতাম আমরা; কোথায় থাকিত বা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লোক?

শীতশুষ্ক মঞ্জরীর দীনতায়ও কুহেলিকাপুঞ্জে, বসন্তের সঞ্জীবন মলয়সমীরণে ও বিচিত্র কুসুমরাশির সম্মোহন সুষমায়, নিদাঘের প্রখর-রবি-কর-তাপ-তপ্ত প্রকৃতির ভৈরব প্রতাপে—মেঘমেদুর গগনপটের চঞ্চল বিদ্যুচ্ছটায় ও উন্মত্ত স্রোতস্বতীর গভীর গর্জ্জন এবং তরঙ্গভঙ্গে, মেঘনির্ম্মুক্ত শরতের নবরবির হরিদ্রাবর্ণ কিরণপ্রভায় বিচ্ছুরিত বিশ্বপটে ও বিমল শারদচন্দ্রের শীত শুভ্র রশ্মিরেখায়, ফল-জলশূন্য নির্জ্জন মরুস্থলের শুষ্ক তপ্ত বালুকারাশিতে এবং সুজলা ফলবতী শস্যশালিনী ভূমির কমনীয় কান্তিতে এক সেই শান্তং শিবমদ্বৈতম্ অধিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্তকেই এক অবিনশ্বর মঙ্গল নিয়মে রক্ষা করিতেছেন।

এই 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' বিশ্বভুবনপতি এবং তাঁহার প্রশান্ত মঙ্গল ভাবকে দিগ্‌দিগন্তে স্বদেশে বিদেশে নগরে অরণ্যে সজনে নির্জ্জনে সঙ্কটে সম্পদে অন্তরে বাহিরে বহুকালের সাধনায় নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া পুণ্যকীর্ত্তি প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমন্মহর্ষিদেব যখন বঙ্গীয় বীরভূমির অন্তর্গত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের নিস্তব্ধতায় সপ্তচ্ছদতরুমূলে উপবিষ্ট হইয়া অস্তগমনোন্মুখ সান্ধ্য সূর্য্যের রক্তিম কিরণচ্ছটায় সর্ব্বাশ্রয় ত্রিভুবনপতির অনন্ত মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া শান্তিসাগরে মগ্ন হইয়া পড়িলেন, তখন শুনিতে পাইলেন এই প্রান্তরের নির্জ্জনতায় অসহায় নিরাশ্রয় পথিকগণ অনেক সময় দস্যুহস্তে ধন রত্ন এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে এবং সেই নিহত পান্থগণের মস্তক এই সপ্তপর্ণপাদপের মূলদেশেই প্রোথিত হয়। একদিকে প্রকৃতিরম্য নির্জ্জন প্রান্তরের নিস্তব্ধতার আকর্ষণ আর এক দিকে সেই নৃসংশ দস্যুগণের নিষ্ঠুর বৃত্তিদমনের আগ্রহ তাঁহাকে এখানে আশ্রম নির্ম্মাণে একান্ত উৎসুক করিয়া তুলিল। তিনি অবিলম্বে সেই সপ্তচ্ছদতরুর মূলদেশে এক উপাসনা বেদি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন; সেই স্থান খনন করিতে সতসত্যই অনেক নরকপাল বাহির হইয়া পড়িল। যখন দস্যুগণের নিষ্ঠুর নরহত্যার ক্ষেত্র সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের উপাসনা বেদিকায় পরিণত হইল; যখন দিগন্তব্যাপ্ত প্রান্তরের নিস্তব্ধতা চিরকৃত দস্যুপোষণের নরকলীলা পরিহার পূর্ব্বক মহর্ষিদেবকে করুণাময় পরমপিতার অনন্তশান্তিসমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া দিল; তখন সেই প্রস্তরবেদির সম্মুখভাগে শ্বেত মর্ম্মরনির্ম্মিত দুটি পরিপাটি স্তম্ভের অগ্রভাগে বিন্যস্ত শ্বেত প্রস্তরে গভীরভাবে খোদিত হইল—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্!' এই 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মহামন্ত্র প্রস্তররেখায় অঙ্কিত করিয়া ঋষিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাস্তম্ভ মহর্ষিদেব যে মহাশিক্ষা দান করিয়াছেন, তাহা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সার, সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বজ্ঞানরত্নের অক্ষয় ভাণ্ডার, এবং সর্ব্বাবস্থায় সকল কালে সকল লোকের নিখিল সংশয়ের সমাধান!

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৯৭॥/০
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৭৫৯ ৫৯
সমষ্টি	...	১২৫৬॥/৯
ব্যয়	...	৩৯১ ৫৩
স্থিত	...	৮৬৫॥/৬

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲
নগদ ৩০০৲

৮০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ৬৫॥/৬

৮৬৫॥/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩১৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০০৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী
২৲
" ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী
৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত
২৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু
৫৲

৩১৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১৮৷/০
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা
৪৲
" " কীর্ত্তিবাস সরকার, ঐ
৩৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ঐ
১৲
" " উমেশচন্দ্র দেব,
৩৲
" সম্পাদক—"হরিসেনা মণ্ডলী", ঐ
১॥০
" বাবু লালবিহারী বড়াল, হুগলী
৩৲
" " যদুনাথ মদক, বৈঁচি
২৸/০

১৮৷/০

পুস্তকালয়	...	[illegible]
যন্ত্রালয়	...	[illegible]
গচ্ছিত	...	[illegible]
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		[illegible]
আমানত	...	১০[illegible]
সমষ্টি		৪[illegible]

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২[illegible]
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		৬[illegible]
পুস্তকালয়	...	
যন্ত্রালয়	...	৮[illegible]
গচ্ছিত	...	
সমষ্টি		৩৯[illegible]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠা[illegible]
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠা[illegible]
সম্পাদ[illegible]

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র রবিবার বর্ষ[illegible] প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশে[illegible] হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া অ[illegible] দিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করি[illegible] ছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭॥০ [illegible] কার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁ[illegible] বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ সোমবার নব[illegible] এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঘটিকার সময় শ্রীমৎ মহর্ষিদেবের ভ[illegible] ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা [illegible]